ইভান ইয়েফ্রেমভ

এন্ড্রোমিডা নীহারিকা



ইভান ইয়েফ্রেমভ

এন্ড্রোমিডা নীহারিকা



ইভান ইয়েফ্রেমভ

এন্ড্রোমিডা নীহারিকা

(মহাজাগতিক কল্পকাহিনী)

প্রগতি প্রকাশন

মস্কো

অনুবাদ: শ্রী অরুণ দাশগুপ্ত
সম্পাদনা: দ্বিজেন শর্মা
অঙ্গসজ্জা: ন. গ্রিশিন

Иван Ефремов
ТУМАННОСТЬ АНДРОМЕДЫ
На языке бенгали

পাঠকদের প্রতি

বইটির অনুবাদ ও অঙ্গসজ্জা বিষয়ে আপনাদের মতামত পেলে প্রকাশালয় বাধিত হবে। অন্যান্য পরামর্শও সাদরে গ্রহণীয়। আমাদের ঠিকানা:

প্রগতি প্রকাশন
১৭, জুবোভস্কি বুলভার
মস্কো, সোভিয়েত ইউনিয়ন
Progress Publishers
17, Zubovsky Boulevard
Moscow, Soviet Union

সোভিয়েত ইউনিয়নে মুদ্রিত

E $\frac{70302-549}{014(01)-81}$ 650—80 4702010200

সূচি

ভূমিকা

প্রখ্যাত সোভিয়েত বিজ্ঞানী ইভান ইয়েফ্রেমভ (১৯০৭-১৯৭২) — প্রত্নজীববিদ্যার অধ্যাপক এবং প্রতিভাধর বিজ্ঞানোপন্যাসিক। জনৈক পাঠকের মতে 'বিজ্ঞানের জন্য কোন লেখকের এবং উপন্যাসের জন্য কোন বিজ্ঞানীর অবদান তাঁর সমতুল্য নয়।'

মানুষের ভবিষ্যৎ—'এন্ড্রোমিডা নীহারিকা' উপন্যাসের বিষয়বস্তু। এতে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার দৃষ্টান্তহীন অগ্রগতি, নতুন সমাজব্যবস্থা এবং মহাবৃত্ত যুগ হিসেবে চিহ্নিত কালপর্বে যখন পৃথিবীর সঙ্গে মহাকাশের স্থায়ী যোগাযোগ স্থাপিত হবে, তখনকার মহাবিশ্বের জীবনযাত্রা যথার্থই ব্যাপক পরিসরে বর্ণিত হয়েছে।

১৯৫৬ সালে, মহাজাগতিক অভিযানের সূচনাপর্বে উপন্যাসটি লিখিত। বিজ্ঞানোপন্যাস এককভাবে ব্যবহৃত নভচর শব্দটি তখন সর্বজনীন হয়ে উঠেছে। তাই কৃত্রিম উপগ্রহ উৎক্ষেপণের দিনটিকে মহাবৃত্ত যুগের সূচনা হিসেবে চিহ্নিত করে পাঠকেরা যে ইয়েফ্রেমভকে অভিনন্দন জানিয়েছিল তা প্রতীককল্প বৈকি।

ত্রিশ বছরের সাহিত্যসেবায় ইয়েফ্রেমভ বহু গ্রন্থাদি লিখেছেন। এগুলির মধ্যে বিশেষ উল্লেখ্য ঐতিহাসিক কল্পকাহিনী 'ফেনার রাজ্য', 'এথেন্সের কন্যা', গোবি মরুভূমিতে প্রত্নজীবতাত্ত্বিক সন্ধানভিত্তিক 'পবনের পথ' এবং বিজ্ঞানোপন্যাস 'এন্ড্রোমিডা নীহারিকা' ও 'ক্ষুরস্য ধারা'।

চরিত্র

৩৭ নং মহাজাগতিক অভিযানের সদস্যগণ
('তন্ত্র' নামের মহাকাশযানে)

পুরুষ:

এর্গ নওর — অভিযাত্রীদলের অধিনায়ক
পুর হিস্ — জ্যোতির্বিজ্ঞানী
ইয়ন থাল — জীববিদ
পেল লীন — মহাকাশযান চালক
তারন — মেকানিকাল ইঞ্জিনিয়ার
কে বিয়ার — ইলেক্‌ট্রনিক ইঞ্জিনিয়ার

নারী:

নিসা ক্রিট — মহাকাশযান চালিকা
লুমা লাস্‌ভি — মহাকাশযানের চিকিৎসক
ইনগ্রিদ দিত্রা — জ্যোতির্বিজ্ঞানী
বীনা লেদ — ভূতাত্ত্বিক
ইয়োনে মার — ব্যায়ামবিদ ও ভাণ্ডারী

পৃথিবীতে

পুরুষ:

গ্রোম ওর্ম — জ্যোতির্বিজ্ঞান পরিষদের সভাপতি
ডিস কেন্ — তার ছেলে
থর আহ্‌ন — কেন-এর বন্ধু, জিগ্ জোর-এর ছেলে

মীর ওম — জ্যোতির্বিজ্ঞান পরিষদের সম্পাদক
দার ভেতের — বহির্জাগতিক স্টেশনগুলির প্রাক্তন অধ্যক্ষ
ম্‌ভেন মাস — দার ভেতেরের পদাভিষিক্ত
জুনিয়াস আন্তাস — ইলেক্‌ট্রনিক স্মৃতিযন্ত্রাদির পরিচালক
কাম আমাত — ভারতীয় বিজ্ঞানী (প্রাচীন যুগের)
লিয়াও লাঙ — প্রত্নজীববিদ
রেন বোস — পদার্থবিদ
কার্টে সান — চিত্রশিল্পী
ফ্রিৎ ডন — সামুদ্রিক পুরাতত্ত্ব অভিযানের পরিচালক
শেরলিস্‌ — অভিযানের মেকানিক
আফ্‌ নুট — প্রখ্যাত সার্জন
গ্রিম শার — 'স্নায়ুপ্রবাহ ইনস্টিটিউট'-এর জীববিদ
জ্ঞান সেন — কবি-ঐতিহাসিক
হেব উর — মৃৎবিজ্ঞানী
বেথ লোন — গণিতজ্ঞ, দ্বীপান্তরিত অপরাধী
এম্‌বে অঙ — বহির্জাগতিক স্টেশনগুলির অধ্যক্ষ পদপ্রার্থী
কাড লাইট — ৫৭ নং কৃত্রিম উপগ্রহের ইঞ্জিনিয়ার

নারী:

এভ্‌দা নাহ্‌ল — মনোরোগবিদ
রেয়া — তার মেয়ে
বেদা কঙ — ঐতিহাসিক
মিইকো এইগোরো — ঐতিহাসিক, বেদার সহকারী
কারা নন্দী — নৃত্যশিল্পী, জীববিদ ও শিল্পীর মডেল
ওনার — 'বিস্মরণ-দ্বীপ'-এর মেয়ে
ইভা দ্‌জান — জ্যোতির্বিজ্ঞানী
লিউদা ফীর — মনোবিদ (অতীত যুগের)

পৃথিবীর বাইরে

গুর হান — আহ্নিক উপগ্রহস্থ পর্যবেক্ষক
জাফ্‌ ফ্‌থেট — ৬১ সিগ্‌নাসের গ্রহের বহির্জাগতিক সংযোগের অধিকর্তা

প্রথম অধ্যায়

লৌহ তারকা

ছাদের মণ্ডলাকৃতি টিউব থেকে বিচ্ছুরিত আলোর আভায় যন্ত্রপাতির প্যানেলের ওপরকার সারি সারি ডায়েলগুলিকে প্রতিকৃতির এক গ্যালারি বলে মনে হচ্ছে। গোলাকার ডায়েলের মুখগুলি যেন হাসিমাখা। হেলানো ডিম্বাকৃতি ডায়েলগুলির যেন এক বেহায়া আত্মতৃপ্তির ভাব আর চৌকোণগুলির মুখ নির্বোধ আত্মপ্রসাদে স্থাণু। যন্ত্রপাতির মধ্যেকার ফিকে ও গাঢ় নীল, কমলা ও সবুজ আলোর কম্পমান আভায় এই অনুভূতি আরও গভীর হয়ে ওঠে।

উত্তল কণ্ট্রোল ডেস্কের মাঝখান থেকে ফিকে লাল আলোর একটা বড় ডায়েল দেখা যাচ্ছে। তার সামনের মেয়েটি চেয়ারের কথা ভুলে গেছে। সে এমনভাবে ঝুঁকে রয়েছে যে তার ভ্রুতে কাঁচের ছোঁয়া লাগছে। লাল আলোর আভায় তার মুখটায় যেন কাঠিন্য আর বয়সের ছাপ মারা, ঠোঁটের চারপাশে কালিমার রেখা, ঈষৎ চাপা নাকটা বেশ তীক্ষ্ন। সে-আলোয় তার কুঞ্চিত ঘন ভ্রুযুগলকে নিকষ কালো দেখাচ্ছে। আসন্ন সর্বনাশের আশঙ্কায় মানুষের চোখে ফুটে-ওঠা চরম হতাশার ছাপ মেয়েটির চোখে।

মৃদু ধাতব একটি 'টিক' শব্দে মিটারগুলির গুঞ্জনধ্বনি ব্যাহত হল। ক্লান্ত পিঠটাকে সোজা করে মেয়েটি মাথা তুলল।

পেছনের দরজাটা খুলে গেলে একটা বড় ছায়া দেখা যায়। দ্রুত ও পরিমিত চলনের একটা মানুষে তা রূপান্তরিত হল। এক ঝলক সোনালী আলোয় মেয়েটির কটা চুলগুলি রঙিন হয়ে উঠল। নবাগতের প্রতি সে এমনভাবে তাকাল যেন এতে ফুটে উঠল তার ভাবনা আর ভালবাসা।

'আপনি ঘুমুচ্ছেন না কেন? না ঘুমিয়ে তো একশ'টা ঘণ্টা কাটিয়ে দিলেন...'

'খুব খারাপ নজির—না?' না হাসলেও পুরুষকণ্ঠে খুশির আমেজ। কথাটি যেন জুড়ে দেয়া হল এক ধাতব ধ্বনিতে।

মৃদুস্বরে মেয়েটি বলল, 'আর সকলেই তো ঘুমুচ্ছে, কেবল... তারা কিছুই জানতে পারছে না।' তার কণ্ঠে সহজাত ফিস্‌ফিসানি।

'সবকিছু বলে যেতে দ্বিধা করবেন না। অন্য সব্বাই ঘুমে আচ্ছন্ন। এই মহাজগতে শুধু আমরা দু'জনই জেগে আছি। পৃথিবী থেকে আমাদের দূরত্ব পঞ্চাশ বিলিয়ন (১)* কিলোমিটার—মাত্র দেড় পারসেক (২)!'

মেয়েটির জবাবে আতঙ্কের আভাস, 'মাত্র একবার ত্বরণের মতো জ্বালানি রয়েছে আমাদের!'

তাড়াতাড়ি দু'কদম এগিয়ে ৩৭ নং মহাজাগতিক অভিযানের অধিনায়ক এর্গ নওর উদ্ভাসিত ডায়েলটির সামনে দাঁড়িয়ে পড়ল।

'পঞ্চম বৃত্ত!'

'হ্যাঁ, আমরা পঞ্চমে ঢুকেছি... কিন্তু... এখনও কিছুরই হদিশ

---

* পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য।—সম্পাঃ

নেই।' এই বলে মেয়েটি স্বয়ংক্রিয় রিসিভারের স্বরবর্ধক যন্ত্রটির দিকে অর্থপূর্ণভাবে তাকাল।

'এবং সেজন্যই বুঝতে পাচ্ছেন, আমার ঘুমোবার কোন অধিকার নেই। সমস্ত বাধা ও সম্ভাবনার কথাগুলো আমায় ভেবে দেখতে হবে। পঞ্চম বৃত্তের শেষ দিকটায় আমাদের একটা সমাধান খুঁজে বের করতেই হবে।'

'কিন্তু তার মানে তো আরও একশ' দশ ঘণ্টা...'

'আচ্ছা বেশ, স্পোরামিনের (৩) প্রভাব কেটে গেলেই আমি এখানে এই আরাম কেদারায় শুয়ে পড়ব। ২৪ ঘণ্টা আগে ওটা আমি খেয়েছি।'

গভীর চিন্তামগ্ন হয়ে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল মেয়েটি, তারপর নিজের বক্তব্য রাখল:

'সম্ভবত আমাদের বৃত্তের ব্যাসার্ধ কমানো উচিত। তাদের ট্রান্সমিটারে যদি কোন গোলযোগ ঘটে থাকে?'

'অবশ্যই নয়! গতিবেগ না কমিয়ে ব্যাসার্ধ কমালে এই মহাকাশযানটিই চূর্ণ হয়ে যাবে। আর গতি কমালে আমাদের আনামেসন (৪) ফুরিয়ে যাবে... তখন অতীতের সেই চন্দ্রমুখী রকেটের গতিতে আমাদের মাত্র দেড় পারসেক করে যেতে হবে। এভাবে গেলে সৌরজগতের কাছাকাছি পৌঁছুতে লক্ষ বছর লাগবে।'

'তা আমি জানি। কিন্তু তারা কি...'

'না, তারা তা করতে পারে না। বহু আগে মানুষ অমনোযোগী হতে পারত, নিজেদের কিংবা একে অন্যকে বিভ্রান্ত করতে পারত। কিন্তু আজ তা অসম্ভব!'

'আমি সেকথা বলতে চাই নি,' তীক্ষ্ন জবাবে বোঝা গেল মেয়েটি মর্মাহত হয়েছে। 'আমি বলতে চাইছিলাম আমাদের খুঁজতে গিয়ে হয়তো বা 'আলগ্রাব' তার গতিপথ হারাতে পারে।'

'না, এতখানি বিচ্যুতি অসম্ভব। নির্দিষ্ট হিসাবমতো আর নির্ধারিত সময়ে সেটা নিশ্চয়ই রওনা হয়। যদি অসম্ভব কোন ঘটনা ঘটে আর দুটো ট্রান্সমিটারই বিকল হয়ে যায় তবে তাকে ব্যাস-বরাবর বৃত্তটিকে অতিক্রম করতে হত আর গ্রহসংক্রান্ত রিসিভারে আমরা তা শুনতে পেতাম। ভুলের কোনো সম্ভাবনা নেই—ওই তো, আমাদের মেলবার নির্দিষ্ট গ্রহটা দেখা যাচ্ছে।'

কণ্ট্রোল টাওয়ারের চতুর্দিকে গভীর খাঁজের মধ্যেকার আরশি-পর্দার দিকে এর্গ নওর দৃষ্টি আকর্ষণ করল। এক প্রশান্ত তিমিরাচ্ছন্নতার মধ্যে অসংখ্য দীপ্যমান তারকা। সেই পর্দার সামনে দেখা গেল চলমান একটা ধূসর রঙের চাক্‌তি। তাদের অবস্থান থেকে, B-৭৩৩৬-S+৮৭-A মহাজগৎ থেকে বহু দূরের এক সূর্যের আলোয় চাক্‌তিটা ঈষৎ আলোকিত।

'আমাদের দিশারী বোমাগুলো (৫) বেশ কাজ চালিয়ে যাচ্ছে, যদিও চার স্বাধীন বছর (৬) আগে সেগুলো উৎক্ষেপ করা হয়েছিল।' এর্গ নওর সারা বাঁ দেয়াল-জুড়া কাঁচের প্যানেল-এর ওপর সুস্পষ্ট চলমান এক আলোরেখার দিকে আঙুল দেখাল। 'তিন মাস আগেই 'আলগ্রাব'-এর এখানে পৌঁছান উচিত ছিল। তার মানে...' এর্গ নওর কথাটা শেষ করতে ইতস্তত করল, তারপর বলল, ''আলগ্রাব' ধ্বংস হয়ে গেছে!'

'কিন্তু ধরা যাক তা হয়তো হয় নি, হয়তো কোন উল্কাপাতে কিছুটা বিকল হয়েছে—এবং তার ফলে আগের গতিবেগ ফিরে পাচ্ছে না...'—প্রতিবাদের সুরে পিঙ্গল-কেশী মেয়েটি বলল।

'কি? গতিবেগ ফিরে পাচ্ছে না?' কথাটার পুনরাবৃত্তি করল এর্গ নওর। 'কথাটা কি একই হল না? মহাকাশযান আর লক্ষ্যস্থলের মধ্যেকার যাত্রাপথটি হাজার হাজার বছরের হলে

তবে অবস্থা আরও সঙ্গিন হবে। তৎক্ষণাৎ মৃত্যুর বদলে এই শেষদশায়-পাওয়া মানুষগুলোর সামনে থাকবে নৈরাশ্যময় কতকগুলো বছরের বিভীষিকা। হয়তো তারা ডাক পাঠাবে। তা হলে আমরা... পৃথিবীতে... ছ' বছরের মধ্যে তা জানতে পারব।'

বেগার্তে গতিতে এর্গ নওর ইলেকট্রনিক কমপিউটারের টেবিলের তলা থেকে ভাঁজ করা হাতলওয়ালা চেয়ার বার করল। মহাকাশযানটিকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে চালনার মতো সর্ব-গণনাক্ষম ইলেকট্রনিক মস্তিষ্কটিকে মহাকাশযানে স্থাপন করা হয় নি। এর বিপুল ওজন, আয়তন আর ভঙ্গুরতার জন্যই এমনটি করতে হয়েছে। কণ্ট্রোল টাওয়ারে মহাকাশযান চালককে সর্বক্ষণ কর্তব্যরত থাকতে হয়, বিশেষ করে যখন এই প্রচণ্ড দূরত্বের সঠিক গতিপথ পূর্বনির্ধারিত রাখা অসম্ভব।

পিয়ানোবাদকের মতো ক্ষিপ্রতার সঙ্গে লেভার ও নব্‌গুলোর ওপর দিয়ে অধিনায়কের হাত ঘুরে এল। তার পাণ্ডুর মুখের তীক্ষ্ন আকৃতি শিলামূর্তির মতোই স্থাণু হয়ে উঠল। কণ্ট্রোল ডেস্কের ওপর আনত তার ভ্রূযুগল যেন সেই মৌল শক্তিকেই চ্যালেঞ্জ করছে, যা মহাকাশের নিষিদ্ধ গভীরে দুঃসাহসী অনুপ্রবেশকারী জীবন্ত প্রাণীর ছোট্ট বিশ্বটাকে সন্ত্রস্ত করতে চাইছে।

মহাজাগতিক অভিযানে এই প্রথম বারের শরিক মহাকাশযান চালিকা তরুণী নিসা ক্রিট রুদ্ধশ্বাসে এর্গ নওরকে লক্ষ্য করতে লাগল। অধিনায়ক স্বয়ং সবকিছু ভুলে নিজের কাজে নিবিষ্ট হল। যে মানুষটাকে সে ভালবাসে—সে কত ধীরস্থির, বুদ্ধিমান ও কর্মিষ্ঠ!.. তাকে সে দীর্ঘদিন, পুরো পাঁচ বছর থেকেই ভালবেসে আসছে। তার কাছে একথা গোপন করার কোন মানেই হয় না, আর নিসা বোঝে কথাটা তারও অজানা নয়। এখন,

চরম বিপর্যয়ের সময় তার পাশে প্রহরীর কাজ করায় নিসা পরম আনন্দিত। অভিযাত্রীদলের অন্যান্য সমস্ত সদস্যই যখন গভীর সম্মোহক ঘুমে আচ্ছন্ন তখন সে একাই তার সঙ্গে একটানা তিন মাস কাজ চালিয়েছে। আর তের দিন পর তারাও ছ' মাস ঘুমুতে পারবে। মহাকাশযানের অন্য চালক, জ্যোতির্বিজ্ঞানী ও মেকানিকেরা তখন পালা করে প্রহরায় বসবে। জীববিদ ও ভূতাত্ত্বিকদের কাজ শুরু হবে লক্ষ্যে পেঁছানোর পর। সেজন্য তারা আরও দীর্ঘকাল ঘুমুতে পারে। কিন্তু জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের কথা? তাদের ওপরই কাজের চাপ সবচাইতে বেশী।

এর্গ নওর আসন ছাড়ল আর নিসার চিন্তার সূত্রেও ছেদ পড়ল।

'আমি তথ্যকক্ষে যাচ্ছি। আর ঘণ্টা ন'য়েকের মধ্যেই আপনি ঘুমুতে পারবেন,' বলে এর্গ নওর মহাকাশযানের ঘড়ির দিকে তাকাল। 'আপনাকে ছুটি দেয়ার আগে আমি কিছুক্ষণ ঘুমিয়ে নিতে চাই।'

'আমি ক্লান্ত হই নি, যতক্ষণ প্রয়োজন ততক্ষণই এখানে থাকতে পারব—আপনার বরং কিছুক্ষণ বিশ্রাম দরকার!'

এর্গ নওরের ভ্রু কুঞ্চিত হয়ে উঠল। সে প্রতিবাদ করতে চাইল। কিন্তু তার কথার দরদে, বাদামী-সোনালী চোখের প্রত্যাশী আবেদনভরা দৃষ্টিতে সে মুগ্ধ হল। কোন বাক্যব্যয় না করে হাসিমুখে সে বেরিয়ে গেল।

নিসা চেয়ারে বসে পড়ল। যন্ত্রগুলোর ওপর অভ্যস্ত দৃষ্টি বুলোতে বুলোতে সে সহসা গভীর চিন্তামগ্ন হল।

কণ্ট্রোল টাওয়ারে বসে যে প্রতিফলক পর্দাগুলোয় পারিপার্শ্বিক মহাকাশের ঘটনাবলী পর্যবেক্ষণ করা যায়, সেগুলো মাথার ওপর কালো রশ্মিতে চিক্‌চিক করছিল। নানান রঙের নক্ষত্রের আলো জ্বলন্ত সূচের মতো চোখে বিঁধতে লাগল।

মহাকাশযানটি একটা গ্রহের পাশকাটিয়ে যাচ্ছিল। তার টানে পরিবর্তনশীল তীব্রতার এক মহাকর্ষক্ষেত্রে যানটিতে অস্থিরতা দেখা দিল। বিশাল ও ভয়াল নক্ষত্রগুলো প্রতিফলক পর্দার ওপর উন্মত্ত দাপাদাপি শুরু করল। নক্ষত্রপুঞ্জের রূপরেখাগুলো এত দ্রুত পরিবর্তিত হতে থাকল যে মানুষের স্মৃতিশক্তিতে তা ধারণ করা অসম্ভব ছিল।

শীতল ও নিষ্প্রাণ গ্রহ K-২-২N-৮৮। এটি তার সূর্য থেকে বহু দূরে অবস্থিত। এই গ্রহটিকেই মহাকাশযানগুলির মিলনক্ষেত্র হিসেবে স্থির করা হয়েছিল... যে মিলন শেষপর্যন্ত ঘটতে পারে নি। পঞ্চম বৃত্ত... নিসার চোখে স্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠল কিভাবে ১০০ কোটি কিলোমিটার ব্যাসার্ধ নিয়ে মন্দীভূত গতিতে তার মহাকাশযানটি এক বৃহদাকার বৃত্তের চতুর্দিকে ঘুরছে এবং কচ্ছপের গতিতে অগ্রসরমান এক গ্রহকে ছাড়িয়ে যাচ্ছে। আর একশ' দশ ঘণ্টার মধ্যে মহাকাশযানটি পঞ্চম বৃত্ত প্রদক্ষিণ সাঙ্গ করবে—এবং তারপর ?.. সবচাইতে সেরা সমাধানের জন্য এর্গ নওর মাথা ঘামাতে লাগল। কারণ, এই অভিযান ও মহাকাশযান উভয়েরই অধিনায়ক হিসেবে তার ভুল করা চলবে না। তাহলে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানীদের চালিত প্রথম শ্রেণীর মহাকাশযান 'তন্ত্র' আর কোনকালেই বহির্মহাকাশ থেকে ফিরে যাবে না! কোন ভুল কিন্তু এর্গ নওর করবে না।...

হঠাৎ নিসা ক্রিটের বমি-বমি ভাব দেখা দিল। অর্থাৎ, তাদের মহাকাশযানটি তার গতিপথ থেকে এক ডিগ্রির সূক্ষ্মতম অংশ বিচ্যুত হয়েছে—এবং তারা যে মন্দাগতিতে চলেছে একমাত্র তার জন্যই এরকম হওয়া সম্ভব। যদি পূর্ণ গতিবেগের মধ্যে কাণ্ডটি ঘটত তবে মহাকাশযানের ভেতরকার পল্‌কা মানুষগুলোর একটাও আর আস্ত থাকত না। মেয়েটির চোখ থেকে ধূসর কুয়াশার ঘোর কাটতে না কাটতেই আবার বমি-বমি

ভাব দেখা দিল—মহাকাশযানটি তখন পুনর্বার তার নিজস্ব গতিপথে ফিরে এসেছে। সুবেদী 'ফিলার'গুলি সামনের কালো শূন্যতায় মহাকাশযানের প্রধান শত্রু একটা উল্কাপিণ্ডের সন্ধান পেয়ে স্বয়ংক্রিয়ভাবে মহাকাশযানের গতিপথ পরিবর্তিত করেছে। মহাকাশযানটিকে যে ইলেকট্রনিক মেশিনগুলি পরিচালিত করছে সেগুলি এক সেকেন্ডের দশ-লক্ষ ভাগের একভাগ সময়ের মধ্যেই এটিকে গতিপথ থেকে সরিয়ে নিয়েছে এবং বিপদ কেটে যাবার সঙ্গে সঙ্গে সমান গতিতেই তাকে কক্ষপথে ফিরিয়ে এনেছে। মহাজাগতিক গতির ধকলের পক্ষে মানুষের স্নায়ুতন্ত্র অনুপযোগী বলেই ইলেকট্রনিক মেশিনগুলি প্রয়োজনীয় দ্রুততার সঙ্গে সমস্ত প্রক্রিয়াদি কার্যকর করে।

স্বাভাবিক অবস্থা ফিরে পাবার পর নিসা অবাক হয়ে ভাবতে লাগল, ''আলগ্রাব'-কে রক্ষা করার ব্যাপারে এজাতের মেশিনগুলির সামনে কী ধরনের প্রতিবন্ধ দেখা দিয়েছিল?' নিশ্চয় কোন উল্কাপিণ্ডের আঘাতেই 'আলগ্রাব' ধ্বংস হয়ে গেছে। এর্গ নওর তাকে বলেছে যে এযাবৎ প্রতি দশটার মধ্যে একটা করে মহাকাশযান ধ্বংস হয়েছে এভাবেই। ভল হোডের মতো সূক্ষ্মতম সন্ধানী যন্ত্র ও ছোট পাথর-সরানোর পাওয়ার স্ক্রীন আবিষ্কৃত হওয়া সত্ত্বেও এই দুর্ঘটনা ঘটেছে। সবকিছুর এত সুপরিকল্পনা ও সুব্যবস্থা সত্ত্বেও 'আলগ্রাব' ধ্বংস হওয়ায় তারা এক বিপজ্জনক পরিস্থিতির সম্মুখীন হল। মহাজাগতিক অভিযানে রওনা হবার পর থেকে যাকিছু ঘটেছে তা নিয়ে নিসা তার স্মৃতিচারণ শুরু করল।

অফিউকাস নক্ষত্রপুঞ্জের নিকটতম নক্ষত্রটির গ্রহমণ্ডল অভিমুখে পাঠানো হয়েছে ৩৭ নং মহাজাগতিক অভিযানকে। এই নক্ষত্রপুঞ্জের একমাত্র প্রাণবন্ত নক্ষত্র জিরদা মহাবৃত্তের

মাধ্যমে পৃথিবী ও অন্যান্য জগতের সঙ্গে সুদীর্ঘকাল যাবৎ সংবাদ বিনিময় করছিল। হঠাৎ সে গ্রহটি নিঃশব্দ হয়ে গেছে এবং প্রায় সত্তর বছরেরও বেশী সময় ধরে সেখান থেকে কোন সাড়া পাওয়া যায় নি। মহাবৃত্তের মধ্যে জিরদা নিকটতম গ্রহ হওয়ায় এই ঘটনাবলী অনুসন্ধানের দায়িত্ব পৃথিবীর ওপরই বর্তায়। এই লক্ষ্য সাধনের উদ্দেশ্যেই মহাকাশযানের ভেতর বিপুল পরিমাণে যন্ত্রপাতি ও বেশ কিছু সংখ্যক নামী বিজ্ঞানীর এই সমাবেশ। দীর্ঘকাল পরীক্ষিত ওই বিজ্ঞানীদের স্নায়ুগুলি বেশ কয়েক বছর মহাকাশযানের ভেতর আবদ্ধ থাকার উপযোগী। আনামেসন জ্বালানিতে মহাকাশযানটি ভর্তি। ঠিক যতটুকু পরিমাণ দরকার তাই নেয়া হয়েছে। শুধু ওজনের জন্যই নয়, জ্বালানি মজুত রাখার বিরাট আকারের পাত্রের হিসাব করেই ন্যূনতম পরিমাণ জ্বালানি নিতে হয়েছে। জিরদাতে নতুন জ্বালানির সরবরাহ পাওয়ার আশা ছিল। জিরদাতে কোন মারাত্মক অঘটন ঘটলে কথা ছিল যে K-২-২N-৮৮ গ্রহের কক্ষপথে দ্বিতীয় শ্রেণীর মহাকাশযান 'আলগ্রাব' 'তন্ত্র'-এর সঙ্গে মিলিত হয়ে জ্বালানি সরবরাহ করে যাবে।

নিসা তার অভ্যস্ত কানে কৃত্রিম মহাকর্ষক্ষেত্রের গুঞ্জনের স্বতন্ত্র ধ্বনিটি শুনতে পেল। স্টারবোর্ড ইলেক্ট্রন ফিলার কার্যকরী হবার সঙ্গে সঙ্গে ডান দিককার তিনটে যন্ত্রের চাক্তিগুলো অসম তালে সংকেত দিতে লাগল। পর্দার ওপর এক কৌণিক পদার্থের প্রতিকৃতি ভেসে উঠে এটিকে উদ্ভাসিত করে তুলল। পদার্থটি 'তন্ত্র'-এর দিকে গোলার মতো সরাসরি ধাবিত হচ্ছে—তাতে বোঝা গেল সেটা এখনও বহুদূরে। এই ধরনের বিরাট বস্তু মহাজাগতিক আকাশে ক্বচিৎ দেখা যায়। নিসা দ্রুত বস্তুটার আয়তন, ভর, গতিবেগ ও গতির দিক নির্ধারণের কাজে লেগে পড়ল। যতক্ষণ না স্বয়ংক্রিয় লগ-বইতে সবকিছু

লেখার পর টিক্ করে 'স্পুল'টির শব্দ শোনা গেছে ততক্ষণ তাকে তার স্মৃতিচারণ বন্ধ রাখতে হল।

তাদের মহাকাশ অভিযানের চতুর্থ বছরের শেষের মাসগুলির স্মরণীয় ঘটনা হল তাদের দৃষ্টিপথে রক্তলাল ক্রমবর্ধমান এক সূর্যের আবির্ভাব। পরম এককের ৫/৬ ভাগ গতিতে, আলোর গতিতে পরিক্রমা করার দরুন মহাকাশযানের বাসিন্দাদের পক্ষে তা হচ্ছে চতুর্থ বর্ষ। কিন্তু তখন পৃথিবীতে স্বাধীন বছর হিসেবে প্রচলিত ৭টি বছর পার হয়ে গেছে।

পর্দার ওপরকার ফিল্টারগুলো মানুষের চোখের প্রতি সদয়। ওজোন ও জলীয় বাষ্পের পুরু পার্থিব আবহমাধ্যমে দেখা আলোর মতো আসমানী বস্তুপুঞ্জের বিচ্ছুরিত আলোককে তা সহনীয় করে তোলে। এতে উচ্চতাপ বস্তুপুঞ্জের অবর্ণনীয় ভৌতিক বেগুনি আলোক স্তিমিত হয়ে নীল বা শাদা আলোতে রূপবদল করে, অনুজ্জ্বল ধূসর-গোলাপী বর্ণের তারাগুলো আমাদের সূর্যের মতো উজ্জ্বল সোনালী-হলুদ আভায় মণ্ডিত হয়ে ওঠে। উজ্জ্বল লাল আগুনে প্রজ্বলিত আসমানী একটি বস্তুকে রক্তলাল দেখাচ্ছিল, ঠিক যে-রকম আভা পার্থিব পর্যবেক্ষকরা দেখতে পায় M৫ শ্রেণীর বর্ণালী (৭) নক্ষত্রে। সূর্য ও পৃথিবীর মধ্যেকার দূরত্বের চেয়ে গ্রহটি ও তার নক্ষত্রের পারস্পরিক দূরত্ব কিছুটা কম। মহাকাশযানটি যতই জিরদার নিকটবর্তী হল তার নক্ষত্রটি ততই বিরাট এক লাল চাক্তি হয়ে বিপুল তাপরশ্মি বিকিরণ করতে লাগল।

জিরদার কাছাকাছি আসার দু'মাস আগে থেকেই তার বহির্মহাকাশস্থ স্টেশনের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপনের জন্য 'তন্ত্র' চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। আবহহীন একটি ছোট স্বাভাবিক উপগ্রহে এই ধরনের একটিমাত্র স্টেশন আছে। পৃথিবী

থেকে চাঁদের দূরত্ব যতটুকু জিরদা থেকে স্টেশনটির দূরত্ব তার চাইতেও কম।

গ্রহটি থেকে মহাকাশযানের দূরত্ব যখন আর মাত্র ৩ কোটি কিলোমিটারের চাইতে বেশী নয় তখন বারে বারে মহাকাশযানটি ডাক পাঠাতে লাগল। 'তন্ত্র'-এর প্রচণ্ড গতিবেগ কমিয়ে আনা হল সেকেণ্ডে তিন হাজার কিলোমিটারে। নিসা প্রহরায় রয়েছে, কিন্তু সমস্ত অভিযাত্রীদলই জেগে উঠেছে। গভীর আগ্রহে তারা কণ্ট্রোল টাওয়ারের পর্দার সামনে বসল।

অবশেষে উপগ্রহটিকে এক উজ্জ্বল বিন্দুর মতো দেখা গেল। মহাকাশযানটি মণ্ডলাকার পথে এবং ক্রমে উপগ্রহটির গতিবেগের সঙ্গে নিজ বেগ সমান্বিত করে এটি গ্রহকক্ষে প্রবেশ করল। সত্বর দ্রুত গতিশীল ওই ছোট্ট উপগ্রহটির গতির সঙ্গে 'তন্ত্র'-এর গতি সমতা লাভ করল। মনে হল যেন এক অদৃশ্য বন্ধনে তারা বাঁধা পড়েছে। মহাকাশযানের ইলেক্‌ট্রনিক স্টিরিওটেলিস্কোপ থেকে উপগ্রহপৃষ্ঠে অনুসন্ধান চালান শুরু হল। তখন 'তন্ত্র'-এর অভিযাত্রীদলের সামনে এক অবিস্মরণীয় দৃশ্য হঠাৎ খুলে গেল।

রক্তবর্ণ সূর্যের রশ্মিতে বিরাট, সমতল ছাদওয়ালা এক কাঁচের বাড়িতে যেন আগুন লেগেছে। ছাদের ঠিক নীচে একটা সভাকক্ষের মতো কিছু দেখা যাচ্ছে। ওখানে অনেকগুলি প্রাণী — পৃথিবীর মানুষের মতো দেখতে না হলেও নিঃসন্দেহে মাণবক। তারা জমাট, স্থাণু। অভিযাত্রীদলের জ্যোতির্বিদ পুর হিস্‌ উত্তেজিতভাবে 'ফোকাস' নিয়ন্ত্রণ করে চলেছে। কাঁচের ছাদটার নীচে মানুষের আবছা সারি দেখা যাচ্ছে। এরা একেবারে নিশ্চল। পুর হিস্‌ তার যন্ত্রের বিবর্ধন আরও বাড়িয়ে দিল। আবছা অবস্থার মধ্যে যন্ত্রপাতির প্যানেল-বেষ্টিত একটা মঞ্চ দেখা গেল। সেখানে একটা লম্বা টেবিলের

ওপর পা আড়াআড়ি করে বসে আছে একজন লোক। তার মুখ শ্রোতাদের দিকে ফেরান আর আতঙ্কিত চোখের দৃষ্টি যেন দূরবদ্ধ।

'ওরা মরে গেছে, জমে রয়েছে!' এর্গ নওর চিৎকার করে ওঠে।

মহাকাশযানটি জিরদার উপগ্রহের ওপর ভেসে বেড়াতে লাগল। কাঁচের কবরটার ওপর চৌদ্দ জোড়া চোখের দৃষ্টি স্থির হয়ে থাকল। কাঁচঘরে এই মড়াগুলো কতবছর রয়েছে? প্রায় সত্তর বছর আগে গ্রহটার সংযোগ ব্যবস্থা ভেঙে যায়। তার রশ্মি পৃথিবীতে পৌঁছতে যদি আরও ছ' বছর লেগে থাকে তবে তাতে দাঁড়াচ্ছে পঁচাত্তর বছর।

সবাই অধিনায়কের দিকে চোখ ফেরাল। এর্গ নওর পাংশুমুখ। সে গ্রহটার হলদে ধোঁয়াটে আবহমণ্ডলের দিকে তাকিয়ে আছে। এরই মধ্যে পর্বতরেখা, সমুদ্রের প্রতিবিম্ব আবছা দেখা যাচ্ছে। কিন্তু তাদের জিজ্ঞাস্য প্রশ্নের কোন সমাধনই জানা গেল না।

'স্টেশনটি পঁচাত্তর বছর আগে ধ্বংস হয়ে গেছে। সেটা আর নতুন করে প্রতিষ্ঠিত হয় নি! তার একমাত্র অর্থ — গ্রহে কোন বিপর্যয় ঘটেছে। আমাদের এখন এই আবহমণ্ডলে নামতে হতে পারে। সবাই তো এখানে উপস্থিত। আমি সবার মত চাইছি।'

আপত্তি তুলল একমাত্র পুর হিস্। মহাজাগতিক অভিযান তার এই প্রথম। রওনা হবার শেষ মুহূর্তে একজন অভিজ্ঞ কর্মী অসুস্থ হয়ে পড়ায় সে তার বদলি হয়েছে। নিসা রেগে তার বাজপাখীর মতো বড় নাক আর ঝুলে-পড়া বেটপ কানের দিকে তাকাল।

হিস্ বলে গেল, 'যদি গ্রহটার ভেতরে কোন বিপর্যয় ঘটে থাকে তবে সেখানে আনামেসন পাবার কোন সম্ভাবনা নেই। নীচু স্তরে নেমে গ্রহটার ওপর ঘুরপাক খেলে আমাদের গ্রহ-

জ্বালানি কমে যাবে। যদি আমরা নামি সেটা আরও কমবে। তাছাড়া প্রকৃত কী ঘটেছে তা আমরা জানি না। সেখানে এমন ভীষণ রকমের তেজস্ক্রিয়তা থাকতে পারে যা আমাদের মেরে ফেলতে পারে।'

অন্যান্য অভিযাত্রীগণ কিন্তু তাদের অধিনায়কের কথাতেই সায় দিল।

এর্গ নওর বলল, 'মহাজাগতিক খোলকে সুরক্ষিত এই মহাকাশযানের পক্ষে মারাত্মক তেজস্ক্রিয়তা কোন গ্রহেরই নেই। কী ঘটেছে শুধু তা দেখে যাবার জন্য আমাদের এখানে পাঠান হয় নি? মহাবৃত্তকে আমরা কী জানাব? শুধু ঘটনার বিবরণী সংগ্রহই যথেষ্ট নয়, আমাদের সেটা ব্যাখ্যাও করতে হবে। মাপ চাইছি, যদি কথাগুলো স্কুল-ছাত্রদের দেয়া বক্তৃতার মতো শোনায়।' তার স্বাভাবিক ধাতব কণ্ঠে একটু যেন ব্যঙ্গ মেশানো, 'যা আমাদের পুরোদস্তুর কর্তব্য তা আমরা এড়াতে পারি না।'

যন্ত্রের সাহায্যে তাড়াতাড়ি হিসাবপত্র করে নিসা চিৎকার করে উঠল, 'আবহমণ্ডলের উপরের স্তরগুলিতে তাপমাত্রা স্বাভাবিক!'

এর্গ নওর হেসে ফেলল এবং মণ্ডলাকারে মহাকাশযানটিকে নামাতে লাগল। গ্রহটির সমতলের দিকে এগিয়ে যেতে যেতে প্রত্যেক বাঁকে সেটির গতি কমতে লাগল। জিরদা পৃথিবীর চেয়ে ছোট। নীচু স্তরে নেমে সেটাকে প্রদক্ষিণ করতে বিশেষ গতির দরকার হয় না। 'তন্ত্র'-এর বীক্ষণযন্ত্রের পর্যবেক্ষণের সঙ্গে গ্রহটির মানচিত্র মিলিয়ে দেখল ভূতাত্ত্বিক আর জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা। মহাদেশগুলির রূপরেখার কোন বদল হয় নি। লাল সূর্যের নীচে সমুদ্রগুলো শান্ত, উজ্জ্বল। আগেকার আলোকচিত্রে ধরা পর্বতমালার আকৃতিরও কোনই রূপবদল ঘটে নি। কিন্তু গ্রহটি একেবারেই নিঃশব্দ।

যন্ত্রপাতি নিয়ে লক্ষ্য করতে করতে অভিযাত্রীদল পরস্পরকে পালা করে ছুটি দিল। এভাবে পঁয়ত্রিশ ঘণ্টা কেটে গেল।

আগেকার তথ্যাদির সঙ্গে জিরদার আবহমণ্ডলের গঠন, লাল সূর্যের বিকিরণ প্রভৃতি সবই মিলে গেল। এর্গ নওর তার তথ্য-বইতে জিরদার স্ট্রাটোস্ফিয়ারের বিবরণ খুঁজে দেখল। লিখিত পরিমাণের চাইতে এখানে এখন আয়নক্রিয়া অনেক বেশী। নওরের মনে একটা অস্পষ্ট আতঙ্কের ছায়া পড়ল।

মণ্ডলাকারে নামার ষষ্ঠ বাঁকের পর বড় বড় নগরগুলি পরিষ্কার দেখা গেল। মহাকাশযানের গ্রাহকযন্ত্রে তখনও কোন শব্দ ধরা পড়ে নি।

খাবার জন্য নিসা ক্রিটকে তার নির্দিষ্ট কর্তব্য থেকে ছুটি দেয়া হল। কিছুক্ষণের জন্য সে তন্দ্রাচ্ছন্নও হয়ে পড়ল। অবশ্য তার মনে হল যেন কয়েক মিনিটের বেশী সে ঘুমোয় নি। মহাকাশযানটি তখন জিরদার রাতের দিকটা অতিক্রম করছে। তার গতি পৃথিবীর গোলাকার বিমানের গতির চেয়ে বেশী নয়, তাদের নীচে তখন বড় বড় নগর, কারখানা আর নৌবন্দর থাকার কথা। কিন্তু শক্তিশালী স্টিরিওটেলিস্কোপ নীচে তন্নতন্ন করে খুঁজেও সূচিভেদ্য অন্ধকারে কোন আলো দেখতে পেল না। নীচে নামার সময় আবহমণ্ডলে বিকীর্ণ মহাকাশযানটির প্রচণ্ড গর্জনও বহু মাইল দূর থেকে শুনতে পাওয়া উচিত ছিল।

আরও ঘণ্টাখানেক কেটে গেল। তখনও আলোর দেখা নেই। অধীর প্রতীক্ষা প্রায় অসহনীয় হয়ে উঠেছে। হুঁশিয়ারী সাইরেনগুলির সুইচ নওর টিপে দিল। আশা, মহাকাশযানের গর্জনের সঙ্গে এই ভীতিপ্রদ আওয়াজ রহস্যজনকভাবে নিঃশব্দ জিরদাবাসীর কানে পৌঁছুবে।

গ্রহটির দিবাভাগে পৌঁছানর সঙ্গে সঙ্গে প্রচণ্ড আলোক-তরঙ্গে যেন বিশ্রী আঁধারটা গেল কেটে। নীচে সবকিছু তখনও

কালো। দ্রুত প্রস্ফুটিত ও বিবর্ধিত আলোকচিত্রে দেখা গেল ফুলোর ঘন কার্পেটে মাটি ঢেকে আছে। পৃথিবীর মসৃণ-কালো পপির মতোই কোন ফুল। হাজার হাজার মাইল শুধু কালো পপির আস্তরণ — সেখানে আর কোন গাছপালা নেই, ঝোপঝাড় নেই, কোন নলখাগ, কোন ঘাসও নেই। বড় বড় শহরের রাজপথগুলি যেন কালো কার্পেটের ওপর শোয়া বিরাট কঙ্কালের পাঁজরা।

'তন্ত্র' থেকে একটা সংকেত-বোমা ছাড়া হল। তারপরই 'তন্ত্র' ডুবে গেল গ্রহটার রাত্রাংশের অন্ধকারে। ছ' ঘণ্টা পর স্টেশন-রবোট রিপোর্ট দিল গ্রহটার উপরিতলের বাতাস, উত্তাপ, চাপের উপাদান আর অন্যান্য প্রাকৃতিক পরিস্থিতি সম্পর্কে। দেখা গেল, জিরদায় সবকিছুই স্বাভাবিক, শুধু তেজস্ক্রিয়তাটাই বেশী।

'কী ভয়ানক ট্রাজেডি!' স্টেশন থেকে পাঠানো তথ্যগুলি লিখতে লিখতে অভিযাত্রীদলের জীববিদ ইয়ন থাল মেঠো স্বরে বলল। 'তারা নিজেদের মৃত্যু ডেকে এনেছে এবং তাদের গ্রহের সমস্ত প্রাণী ধ্বংস করে ফেলেছে!'

'কি করে তা হতে পারে?' উপচে আসা চোখের জল গোপন করে নিসা প্রশ্ন করল। 'সত্যিই কি অবস্থা এত ভয়ানক? আয়নক্রিয়া তো তেমন বেশী কিছু নয়।'

'তাদের মৃত্যুর পর দীর্ঘকাল কেটে গেছে,' বিষণ্ণ জীববিদ উত্তর দিল। যুবক হলেও ঈগল ঠোঁটের মতো নাকসমেত তার পুরুষোচিত মুখটা রুক্ষভাব ধারণ করল। 'অলক্ষ্যে জমে ওঠে বলে তেজস্ক্রিয় ক্ষয় খুবই মারাত্মক। শত শত বছর ধরে মোট বিকিরণ তার একক 'কোরাস'-মাত্রায় বৃদ্ধি পেতে থাকে। তারপর হঠাৎ ঘটে গুণগত পরিবর্তন! বংশগতি নিষ্ক্রিয়, প্রজাতি-জনন বন্ধ হয়ে যায়; আর শেষে দেখা দেয় বিকিরণলগ্ন রোগের

মহামারী। অতীতে এই ধরনের ঘটনা একাধিকবার ঘটেছে। এরূপ বিপর্যয়ের কথা মহাবৃত্তের জানা।'

'যেমন তথাকথিত লাইল্যাক সূর্যের গ্রহ,' পেছন থেকে এর্গ নওরের গলা শোনা গেল।

বিষণ্ণ পুর হিস্ বলল, 'সে গ্রহের সূর্য হচ্ছে A= শূন্যাঙ্ক শ্রেণীর বর্ণালীধর। তার আলোকের তীব্রতা আমাদের ৭৮টি সূর্যের সমান। সেখানকার বাসিন্দারা বিপুল শক্তিশালী ছিল।'

'সে গ্রহটি কোথায়?' জীববিদ ইয়ন থাল জিজ্ঞেস করল। 'পরিষদ যেটাকে মানুষের বাসোপযোগী করে তুলতে চায়, সেটা নয় কি?'

'হ্যাঁ, সেটাই। ওর নক্ষত্রের নামের সঙ্গে মিলিয়েই ধ্বংসপ্রাপ্ত 'আলগ্রাব'-এর নামকরণ করা হয়েছিল।'

'আলগ্রাব নক্ষত্র, অর্থাৎ ডেল্টা কর্ভি!' জীববিদ বিস্ময়ে চিৎকার করে ওঠে। 'কিন্তু সে তো অনেক অনেক দূরে!'

'ছেচল্লিশ পারসেক। আমাদের মহাকাশযানের গতি ক্রমশ তো বাড়িয়ে যাচ্ছি...'

জীববিদ মাথা নাড়ল। বিড় বিড় করে বলে ফেলল যে, মৃত নক্ষত্রের নামে কোন মহাকাশযানের নাম রাখা ঠিক নয়।

'নক্ষত্রটি ধ্বংস হয় নি এবং গ্রহটি এখনো বেশ নিরাপদে আছে। আর শতাব্দীকালের মধ্যেই তাতে উদ্ভিদের চাষ করা যাবে এবং গ্রহটিতে বসবাস শুরু হবে।' আত্মবিশ্বাসে এর্গ নওর বলে।

তখন এক কঠিন কৌশলী পরিচালনার সে সিদ্ধান্ত নিল। গ্রহটির আবর্তনের অক্ষের সমান্তরাল উত্তর-দক্ষিণ রেখা বরাবর মহাকাশযানটি চালিয়ে নিয়ে সে এর কক্ষপথ অক্ষাংশ থেকে মধ্যরেখায় পরিবর্তিত করতে চাইল। গ্রহটিতে কোন জীবিত প্রাণী নেই এ সম্পর্কে সুনিশ্চিত না হয়ে তারা গ্রহটি ত্যাগ

করে কিভাবে? এমনও হতে পারে যে, জীবিতরা মহাকাশযানটির সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারছে না: হয়তো শক্তি কেন্দ্রগুলি ভেঙে গেছে এবং যন্ত্রপাতি বিকল হয়ে পড়েছে।

চরম কর্তব্যের মুহূর্তে অধিনায়ককে কণ্ট্রোল ডেস্কে দেখতে পাওয়া নিসার পক্ষে নতুন কিছু নয়। তার গভীর ভাবলেশহীন মুখ, তার দ্রুত অথচ সুনির্দিষ্ট গতি, সবকিছু মিলিয়ে পিঙ্গল-কেশী মহাকাশযান চালিকার কাছে এর্গ নওরকে রূপকথার নায়ক মনে হচ্ছিল।

জিরন্দাকে প্রদক্ষিণ করার নৈরাশ্যজনক সফর 'তন্ত্র' আবার শুরু করল। এবার চলা এক মেরু থেকে অন্য মেরুমুখে। কতকগুলি জায়গায়, বিশেষ করে নাতিশীতোষ্ণ অক্ষাংশ জুড়ে উন্মুক্ত মাটির এক বিরাট বলয়, তার ওপর হলদে আভা, তার মাঝখান দিয়ে সময় সময় বিরাটাকার লাল বালিয়াড়ির রেখা দেখা যাচ্ছে। সেখান থেকে বালুর মেঘ উড়ছে বাতাসে।

আবার দেখা গেল মসৃণ-কালো পপি ফুলের কাফন। এই একমাত্র উদ্ভিদটিই তেজস্ক্রিয়তার মধ্যে টিকে আছে, কিম্বা এটি পূর্বতন প্রজাতির বিকিরণসহিষ্ণু কোন মিউটেণ্ট হবে।

ব্যাপারটি জলের মতো স্বচ্ছ। আর অনুসন্ধান বৃথা। শুধু তা'ই নয়, মহাবৃত্তের সুপারিশে অন্য জগতের আগন্তুকদের জন্য সেখানে মজুদকৃত আনামেসনের সন্ধানও এখন বিপজ্জনক। (জিরন্দার কোন মহাকাশযান ছিল না, ছিল শুধু আন্তর্গ্রহযান)। 'তন্ত্র' মণ্ডলাকারে গ্রহটার বাইরে আসতে লাগল। আয়ন-ট্রিগার মোটর চালু করায় তার গতিবেগ দাঁড়াল সেকেণ্ডে ১৭ কিলোমিটার। এই মোটরগুলি একে অদূর গ্রহান্তরে যাতায়াতের এবং ওড়া ও নামার প্রয়োজনীয় গতিবেগ দেয়। এগুলির সাহায্যে তারা মৃত গ্রহটা থেকে দূরে সরে এল। যেখানে দিশারী-বোমা ছাড়া হয়েছিল, সেই নিষ্প্রাণ পরিমণ্ডলের দিকে 'তন্ত্র' তার

'নাক' ঘোরাল। সাঙ্কেতিক নামের এই পরিমণ্ডলটিতে 'আলগ্রাব' মহাকাশযানটির অপেক্ষা করার কথা। আনামেসন মোটরগুলির সুইচ টেপা হল। অতঃপর বায়ান্ন ঘণ্টার মধ্যে মহাকাশযানটি ঘণ্টায় ৯০ কোটি কিলোমিটার, তার স্বাভাবিক গতিবেগ পেল। পনের মাস চলার পর তারা পেঁছুবে নির্ধারিত মিলনস্থলে। মহাকাশযানের গতিবেগের ভিত্তিতে সময় লাগবে এগার মাস। প্রহরীদল ছাড়া বাকি সবাই সে সময়টা ঘুমিয়ে নিতে পারে। অবশ্য আলোচনা, গণনা আর পরিষদের জন্য রিপোর্ট তৈরীতে একটা মাস কেটে গেল। তথ্যবই থেকে উদ্ঘাটিত হল যে, অর্ধভগ্ন পারমাণবিক জ্বালানি দিয়ে জিরদায় বিপজ্জনক পরীক্ষাদি করা হয়েছে। তদুপরি ধ্বংসপ্রাপ্ত গ্রহটির মুখ্য বিজ্ঞানীদের হুঁশিয়ারিও জানা গেল। এই পরীক্ষায় জীবদেহে ক্ষতিকর প্রতিক্রিয়ার প্রেক্ষিতে এটি বন্ধ করার দাবিও তারা করেছিল। মহাবৃত্তের মাধ্যমে একশ' আঠার বছর আগে সংক্ষিপ্ত একটি সতর্কবাণীও পাঠান হয়। বিজ্ঞতর ব্যক্তিদের পক্ষে এটিই যথেষ্ট ছিল। কিন্তু দেখা গেল জিরদার সরকার একে বিশেষ গুরুত্ব দেয় নি।

সন্দেহ নেই, ক্ষতিকর তেজস্ক্রিয়তার পরিমাণ বৃদ্ধির ফলে জিরদা ধ্বংস হয়েছে। বহু অসতর্ক পরীক্ষা সেখানে চালান হয়েছে, মারাত্মক ধরনের পারমাণবিক শক্তির হঠকারী প্রয়োগ এবং কম ক্ষতিকর অন্যতর শক্তি-উৎস সন্ধানে দূরদর্শিতার অভাব ঘটেছে।

অনেক আগেই রহস্যভেদ হয়ে গেছে। মহাকাশযানের পরিচালকবৃন্দ দু'-দুবার তাদের তিন মাস ঘুমোবার মেয়াদটা স্বাভাবিক কর্তব্য হিসেবে ধরে নিয়েছে।

ধূসর গ্রহটাকে 'তন্ত্র' অনেক দিন ধরে প্রদক্ষিণ করছিল। প্রতিটি ঘণ্টা পার হবার সঙ্গে সঙ্গে 'আলগ্রাব'-এর সাক্ষাৎ

সম্ভাবনাও কমে আসছিল। সামনে ভয়ংকর কিছুর যেন আভাস পাওয়া যাচ্ছিল।

এর্গ নওর চিন্তামগ্না নিসার দিকে তাকিয়ে কপাটের কাছে দাঁড়িয়ে আছে। তার মাথার ঘন কেশ যেন সোনালী ফুলের এক স্তবক, মুখের পার্শ্বচিত্রে বালকসুলভ দুষ্টুমির আভাস, হাসিতে প্রায় বুজে আসা ঈষৎ টানা-টানা চোখদু'টো এখন বিস্ফারিত। আশংকার ছায়াপাত সত্ত্বেও এই চোখ অজানার প্রতি সাহসিক সন্ধানী দৃষ্টিতে উজ্জ্বল। মেয়েটি বুঝতেও পারে না তার নিস্বার্থ ভালবাসা এর্গ নওরের মনে কতখানি নৈতিক বল সঞ্চার করে! দীর্ঘকালের কঠোর অভিজ্ঞতায় এর্গ নওরের আত্মশক্তি আর অনুভূতি এখন ইস্পাতদৃঢ়। তবু অধিনায়ক হিসেবে কর্তব্য পালনে তার বিতৃষ্ণা জাগে। যেকোন মুহূর্তে মহাকাশযান ও অভিযাত্রীদলের যেকোন দায়িত্ব গ্রহণের জন্য তাকে সদা প্রস্তুত থাকতে হয়। অভিযানের সাফল্যের জন্য সে সদাজাগ্রত। পৃথিবীতে এখন মাত্র একজনের ওপর দায়িত্ব দেয়া অনেক দিন বাতিল হয়ে গেছে। দায়িত্বপ্রাপ্তরা আজকাল যৌথভাবে সিদ্ধান্ত নিয়ে থাকে। সেখানে অস্বাভাবিক কিছু ঘটলে সব সময়েই উপদেশ পাওয়া যায়, অত্যন্ত জটিল সমস্যার ওপর আলোচনার সুযোগ থাকে। কিন্তু এখানে পরামর্শ দেবার মতো কেউ নেই। সেজন্য মহাকাশযানের অধিনায়ক বিশেষ ক্ষমতার অধিকারী। মহাকাশ অভিযানকালীন দশ-পনের বছরের জন্য এই দায়িত্ব না দিয়ে দু'-তিন বছরের জন্য দিলেই তা সহজসাধ্য হত!

কণ্ট্রোল টাওয়ারে এর্গ নওর ঢুকল।

নিসা লাফিয়ে উঠে তাকে অভ্যর্থনা জানাল।

'আমি সমস্ত দরকারী তথ্য আর সারণী পেয়েছি। এবার আমরা মেশিনটা চালু করব,' এর্গ নওর বলল।

অধিনায়ক চেয়ারে বসে গা এলিয়ে দিল। তার আনা পাতলা

ধাতুপাতগুলি একের পর এক উল্টে সে বলে গেল স্থানাঙ্কের সংখ্যা, চৌম্বক, বৈদ্যুতিক ও মহাকর্ষক্ষেত্রের আকর্ষণের মাত্রা, মহাজাগতিক ধূলিস্রোতের তোড় আর উল্কাবৃষ্টির গতিবেগ আর ঘনত্ব। উত্তেজিত পেশী নিয়ে নিসা বোতামে চাপ দিচ্ছে আর কমপিউটারের চাবি টিপে চলেছে। এর্গ নওর যন্ত্রের উত্তরগুলি শুনে ভ্রূ কোঁচকাল, তারপরই গভীর চিন্তায় ডুবে গেল।

নওর বলে গেল, 'আমাদের সামনে বৃশ্চিকের এলাকায়, ৬৫৫৫-CR+১১-PKU নক্ষত্রের অদূরবর্তী অন্ধকার বস্তুপুঞ্জের কাছে এক প্রচণ্ড মহাকর্ষক্ষেত্র আছে। আমরা এদিকটায়, সর্পের দিকে একটু ঘুরলে জ্বালানি বাঁচাতে পারি। অতীতে মোটর ছাড়াই মহাকাশে চলতে হত। তারা মহাকর্ষক্ষেত্রটির ধার ঘেঁষে এটিকে ত্বরক হিসেবে কাজে লাগাত।'

'আমরাও কি এ রকম চলতে পারব?'

'না, আমাদের মহাকাশযানের গতি খুব বেশী। পরম এককের ৫/৬ ভাগ গতিতে বা সেকেণ্ডে আড়াই লক্ষ কিলোমিটার গতিতে পার্থিব মহাকর্ষক্ষেত্রে আমাদের মহাকাশযানের ওজন হবে ১২ হাজার গুণ বেশী। তাতে সমস্ত অভিযান ধূলিসাৎ হয়ে যাবে। একমাত্র মহাজগতেই আমরা এই গতিতে চলতে পারি। আমাদের মহাকাশযান মহাকর্ষক্ষেত্রে ঢুকলেই গতি কমাতে হবে। মহাকর্ষের তীব্রতা যত বেশী হবে আমাদের গতিও ততই কমাতে হবে।'

শিশুর মতো মাথায় হাত রেখে নিসা বলে, 'তাহলে এখানটায় একটা দ্বন্দ্ব দেখা যাচ্ছে। মহাকর্ষক্ষেত্রটা যত জোরালো হবে আমাদের ততই ধীরে চলতে হবে!'

'গতিবেগ আলোর গতির কাছাকাছি পেঁছলেই নিয়মটি ঘটে, যখন মহাকাশযানটা আলোর রশ্মির মতো শুধু সরল রেখায় বা সম-টানের বাঁকা রেখায় এগোতে পারে।'

'যদি আপনার কথা সঠিক বুঝে থাকি, তবে তার মানে দাঁড়াচ্ছে — 'তন্ত্র'-রূপ আলোর রশ্মিকে সোজা সৌরমণ্ডলের দিকে তাক্ করতে হবে।'

'মহাকাশচারণের বেলায় এখানেই দেখা দেয় মহাসংকট। সম্ভাব্য সমস্ত রকমের নিখুঁত হিসেব করেও সোজাসুজি কোন নক্ষত্রে গিয়ে পৌঁছান যায় না। মহাজাগতিক ভ্রমণের সময় রাশীকৃত বিপদ সম্পর্কে সব সময় হিসেব করে চলতে হয়। প্রায়ই মহাকাশযানের গতিপথ পরিবর্তনের প্রয়োজন দেখা দেয়, ফলে স্বয়ংক্রিয় পরিচালন অকেজো হয়ে পড়ে। এখন আমাদের অবস্থা খুবই সঙ্গিন। দ্বিতীয়বার ত্বরণ আমাদের পক্ষে আর সম্ভব নয়। কারণ এই ত্বরণের পর যদি একটিবারও থামতে হয় বা একটুখানি গতিহ্রাস করতে হয় তবে মৃত্যু অবধারিত। এই যে, বিপদের জায়গাটা দেখা যাচ্ছে, ৩৪৪+২U এলাকায়। জায়গাটা সম্পূর্ণ অনাবিষ্কৃত। ওখানে কোন নক্ষত্র নেই, কোন বাস্তু-গ্রহ নেই। শুধু জানা আছে তার মহাকর্ষীয় ক্ষেত্র। ওই যে তার একটা প্রান্ত দেখা যাচ্ছে। চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেবার আগে আমাদের জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের অভিমত জানতে হবে। পঞ্চম প্রদক্ষিণের পর আমরা সবাইকে জাগিয়ে দেবো। কিন্তু ইতিমধ্যে...' এই বলে অধিনায়ক কপালের দু'পাশটা রগড়ে হাই তুলল।

নিসা চেঁচিয়ে ওঠে, 'স্পোরামিনের প্রভাবটা কেটে যাচ্ছে, আপনি এবার ঘুমুতে যান!'

'বেশ, এই চেয়ারেই আমার চলবে। ধরুন, অভাবনীয় যদি কিছু ঘটে... ওদের কাছ থেকে যদি একটু সাড়া মেলে!'

এর্গ নওরের স্বরের মধ্যে এমন কিছু ছিল যেজন্য তার প্রতি ভালবাসায় নিসার হৃদয় উদ্বেল হয়ে উঠল। নিসার মনে হল, ভয়লেশহীন ওই মাথাটাকে বুকের মধ্যে চেপে ধরে, অকাল-পাকা কিছু সাদা চুলসহ কালো চুলগুলোর ওপর হাতটা বুলিয়ে দেয়।

নিসা উঠে দাঁড়াল। তথ্যের পাতাগুলি সযত্নে সাজিয়ে রেখে বাতি নেবাল। শুধু রইল যন্ত্রের প্যানেলের আর ঘড়িটার আবছা এক সবুজ আলোর আভা। এক বিশালাকার বাঁকা পথ তৈরী করতে করতে মহাকাশযানটি নিঃশব্দে নিঃসীম শূন্যতায় এগিয়ে চলেছে। এই পিঙ্গল-কেশী মহাকাশযান চালিকা নীরবে বিরাট মহাকাশযানটির 'মস্তিষ্কে' ঢুকে বসল। যন্ত্রগুলির আওয়াজ যেন বিশেষ ধ্বনির একটা পর্দায় বাঁধা। মৃদু গুঞ্জন। কিন্তু সামান্য বেচাল হলেই বাজতে থাকবে বেখাপ্পাভাবে। আজ শান্ত গুঞ্জনে সঠিক ধ্বনিই শোনা যাচ্ছে। মাঝে মাঝে শুধু ঘণ্টাধ্বনির মতো শব্দ: অতিরিক্ত গ্রহ-মোটরের আওয়াজ। মহাকাশযানটাকে বাঁকা পথে সঠিকভাবে চালাবার জন্য মোটর চালু হয়ে গেছে। শক্তিশালী আনামেসন মোটরগুলি এখন চুপচাপ। তন্দ্রাচ্ছন্ন মহাকাশযানটির ওপর যেন দীর্ঘ রাত্রির শান্তি নেমে এল। মনে হল মহাকাশযান বা তার বাসিন্দাদের সামনে যেন মারাত্মক কোন আশঙ্কা নেই। মনে হচ্ছে যেকোন মুহূর্তে দীর্ঘপ্রতীক্ষিত সাঙ্কেতিক ডাক লাউড্স্পীকারে শোনা যাবে। তারপর মহাকাশযানদু'টি তাদের অবিশ্বাস্য দ্রুতগতি করবে হ্রাস। তারা সমান্তরাল গতিপথে কাছাকাছি এসে পৌঁছুবে। ক্রমে এগুলি সমগতিসম্পন্ন হলে মনে হবে তারা যেন পাশাপাশি থেমে রয়েছে। একটা টিউবের মতো গ্যালারি দু'টো যানের মাঝে সংযোগ ঘটাবে। তারপরই 'তন্ত্র' আবার বিপুল গতিবেগে এগিয়ে চলবে।

হৃদয়ের গভীরে নিসা প্রশান্ত। অধিনায়কের প্রতি তার পূর্ণ আস্থা। পাঁচ বছরের সফর তার কাছে দীর্ঘ বা ক্লান্তিকর মনে হয় নি, বিশেষ করে নিসা যখন থেকে ভালবাসতে শুরু করেছে... তার আগেও সে ডুবে থেকেছে চমকপ্রদ বৈজ্ঞানিক গবেষণায়। ইলেক্ট্রনিক রেকর্ড-করা বই, সংগীত আর

চলচ্চিত্রের মাধ্যমে সে নিজের জ্ঞান বৃদ্ধি করেছে। অসীম অন্ধকারের মধ্যে হারিয়ে যাওয়া একটা ছোট্ট ধূলিকণার মতো সুন্দর পৃথিবীটার অভাববোধ তাকে আর পীড়িত করে না। তার সহযাত্রীরা সবই মহাপণ্ডিত। প্রত্যক্ষ দৃশ্যাদির ভিড়ে বা দীর্ঘ শ্রমসাধ্য কাজে স্নায়ু অবসন্ন হয়ে পড়লে একটানা দীর্ঘকাল তারা ঘুমোয়। কিছুটা প্রাথমিক চিকিৎসার পর তাদের সম্মোহক দোলনে ঘুম পাড়ান হয়, দীর্ঘ বিরতিহীন সময়ে বিস্মৃতির অতলে তলিয়ে যাওয়া যায়। সবচেয়ে যে-বিষয় তার মনটাকে আলোড়িত করছে তা হল অন্যেরা কঠিন শ্রমের মুখোমুখি, বিশেষত এর্গ নওর। নিসা ভাবে, সে যদি পারত!.. না, না, এ রকম বিরাট মানুষের তুলনায় তার মতো অনভিজ্ঞ, তরুণী মহাকাশযান চালিকা কিই বা আর করতে পারে? হয়তো তার দরদ, সদিচ্ছার অফুরান ভাণ্ডার, এই কঠিন শ্রম সহজতর করার জন্য সর্বস্ব ত্যাগের নিরন্তর ইচ্ছা কিছুটা সহায়ক হতে পারে।

জেগে উঠে অভিযানের অধিনায়ক ঘুমে ভারী মাথাটি তুলল। যন্ত্রপাতিগুলিতে অভিন্ন সুর বাজছে। মাঝে মাঝে শোনা যাচ্ছে গ্রহ-মোটরের আওয়াজ। যন্ত্রগুলির কাছে তখন নিসা ক্রিট আনতভাবে দাঁড়িয়ে। তার কোমল মুখে ক্লান্তির ছাপ। এর্গ নওর ঘড়িটার দিকে তাকিয়ে মহাকাশযানের সময়টা দেখে নিয়ে ব্যায়ামের কসরতে লাফ দিয়ে চেয়ার থেকে উঠে এল।

'চৌদ্দ ঘণ্টা ঘুমিয়েছি! আর আপনি আমায় জাগান নি, নিসা! তার মানে...' কিন্তু মেয়েটির হাস্যোজ্জ্বল চাহনিতে তার কথা আর শেষ করা হল না। সে বলল, 'এখুনি ঘুমুতে যান!'

'আপনার মতো আমি কি এখানে একটু ঘুমুতে পারি?' মেয়েটি জিজ্ঞেস করল। তারপর তাড়াতাড়ি খাওয়া, স্নান সেরে সে আরামকেদারার গভীরে তলিয়ে গেল।

ক্লান্তিহর তরঙ্গ-স্নানের পর এর্গ নওর যখন যন্ত্রপাতির প্যানেলে গিয়ে বসল তখন নিসার উজ্জ্বল বাদামী চোখদুটি অলক্ষ্যে তার ওপর স্থির হয়ে রইল। সে ইলেক্‌ট্রনিকস্‌ যোগাযোগ রক্ষকের সূচকগুলির কার্যকারিতা পরীক্ষা করে দেখল। তারপরই পায়চারি করতে লাগল দ্রুত পদক্ষেপে।

নিসাকে সে জিজ্ঞেস করল, 'আপনি ঘুমুচ্ছেন না কেন?'

কটা, কোঁকড়ান চুলভর্তি মাথাটা সে ঝাঁকাল। চুল ছাঁটার সময় হয়ে এসেছে। পৃথিবীবহিস্থ অভিযানে মেয়েরা লম্বা চুল রাখে না।

ইতস্তত করে সে বলল, 'ভাবছিলাম... আর এখন আমরা যেমন ভীষণ বিপদের মুখোমুখি, তখন শ্রদ্ধা জানাচ্ছি সেইসব মানুষের শক্তি আর মহিমার প্রতি যারা মহাকাশের অনেক অনেক গভীরে প্রবেশ করেছে। এসব কথার অনেক কিছুই আপনার কাছে মামুলী। তবে মহাজগতের আসা আমার এই প্রথম। ভাবতেও অবাক লাগে! নক্ষত্রের মধ্য দিয়ে নতুন নতুন জগৎ আবিষ্কারের অপূর্ব এক অভিযানে আজ আমি শরিক হয়েছি!'

এর্গ নওর একটু ম্লান হেসে নিজের কপালে হাত বুলোল।

'আপনাকে নিরাশ হতে হবে। আমাদের শক্তির প্রকৃত মাত্রাটা দেখাচ্ছি। ওই দেখুন...' সে একটা প্রোজেক্টরের পাশে গিয়ে দাঁড়াল। কণ্ট্রোল টাওয়ারের পেছনের দেয়ালে দেদীপ্যমান ছায়াপথের কুণ্ডলিত ছবি ভেসে উঠল। এর বহির্শাখার ধূলিরাশির মতো বিরল নক্ষত্ররাজি যেন চারদিকের অন্ধকারে অদৃশ্যপ্রায়।

'এটা ছায়াপথের মরু অঞ্চল, নিরালোক ও নিষ্প্রাণ এক বহির্প্রান্ত। আমাদের সৌরমণ্ডল ওখানেই। এখন আমরা এখানে। দেখতে পাচ্ছেন ছায়াপথের এই শাখাটা সিগ্‌নাস্‌ থেকে কারিনা পর্যন্ত বিস্তৃত। কেন্দ্রীয় এলাকা থেকে বহুদূরে তার অবস্থান।

এখানে শুধু কালো মেঘ। ছায়াপথের এই একটি শাখা ভ্রমণ করতে 'তন্ত্র'-এর ৪০ হাজার স্বাধীন বছর কেটে যাবে। আমাদের শাখা থেকে আমাদের প্রতিবেশী নক্ষত্রপুঞ্জের ফারাকটি পার হতে লাগবে ৪ হাজার বছর। তাহলে দেখতে পাচ্ছেন মহাশূন্যের বুকে এই বিচরণ অনেকটা যেন ময়দানের একই জায়গায় দাঁড়িয়ে কুচকাওয়াজের মতো, আর সে ময়দানটার ব্যাস পঞ্চাশ আলোক বর্ষের বেশী নয়। মহাবৃত্তের শক্তি ব্যতীত আমরা এই বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের খুব সামান্যই জানতে পারতাম! মহাকাশের মধ্য দিয়ে প্রেরিত রিপোর্ট, প্রতিচ্ছবি আর ধারণাবলী একক মানুষের সংক্ষিপ্ত আয়ুকালের মধ্যে জানা অসম্ভব হলেও একদিন না একদিন সেসব আমাদের কাছে এসে পৌঁছয়। তার ফলে দূরতর জগৎগুলির কথা আমরা জানতে পারি। এভাবে জ্ঞানের পরিধি আজ সদাবিস্তারমান, আর কাজের ধারা নিরবধি প্রবাহিত।'

নিসা নীরবে শুনল।

'প্রথম আন্তর্গ্রহ যাত্রার দিনগুলির কথা...' চিন্তাচ্ছন্ন এর্গ নওর বলে চলল, 'তখন ছিল শক্তিশালী নিরাপত্তার ব্যবস্থাহীন নিম্নগতির ছোট মহাকাশযান। তখনকার দিনের মানুষ আমাদের বর্তমান পরমায়ুর অর্ধেক মাত্র বাঁচত। সেটাই মানুষের প্রকৃত মহত্ত্বের যুগ!'

সায় দিতে না পারায় নিসা তার স্বভাব অনুযায়ী মাথা নাড়ল।

'আর ভবিষ্যতে মহাকাশ জয় করার আরও নতুন নতুন পদ্ধতি যখন আবিষ্কৃত হবে, যখন আমাদের মতো গায়ের জোরে মহাকাশ ভ্রমণ করতে হবে না, তখন আপনাদের সম্বন্ধেও মানুষ একই কথাই ভাববে। তারা বলবে, আদিম পদ্ধতিতে ওই বীরেরা মহাকাশ জয় করেছিল!'

অধিনায়ক সানন্দে মেয়েটির দিকে হাত বাড়িয়ে দিল।

'আপনার সম্বন্ধেও ওরা সেকথা বলবে, নিসা।'

'আপনার সঙ্গে এখানে থাকতে পারায় আমি গর্বিত।' সলজ্জভাবে নিসা বলে। 'যদি বারে বারে মহাজাগতিক অভিযানে আসতে পারি, তবে আমি সবকিছু ত্যাগ করতে পারি।'

চিন্তিতভাবে এর্গ নওর বলে, 'আমি জানি, সবার মনে যদি সে কথাটা জাগত!..'

নারীসুলভ অনুভূতিতে সে অধিনায়কের চিন্তার খেই ধরে ফেলল। তার কেবিনের মধ্যে বেগুনি-সোনালী রঙে আঁকা দু'টি স্টিরিওপ্রতিকৃতি রয়েছে। এগুলি প্রাচীন ইতিহাসে বিশেষজ্ঞা অপূর্ব রূপেসী বেদা কঙ-এর: টানা ভুরুর নীচে আসমানি রঙের দু'টো চোখ, রোদপোড়া উজ্জ্বল হাসি-ভরা মুখ, হাতদু'টো ছাই-রঙা সোনালী চুল ছুঁয়ে আছে। আরেকটা ছবিতে সে প্রাচীন কালের প্রতীক জাহাজের এক ব্রোঞ্জ কামানের ওপর বসা, দিলখোলা হাস্যময়ী মূর্তি...

এর্গ নওরের আবেগটা যেন কমে এল। নিসার সামনে এসে সে বসল।

হঠাৎ বলতে শুরু করল, 'নিসা, আপনি যদি জানতেন কী মর্মান্তিকভাবে জিরদা আমার স্বপ্ন ভেঙে দিয়েছে!' তার গলার আওয়াজে নৈরাশ্য। আনামেসন মোটর নিয়ন্ত্রণের লেভার-এর ওপর তার আঙুলগুলি সতর্কভাবে রাখা, যেন শেষসীমা অবধি ত্বরণে সে ইচ্ছুক।

নিসার নীরব প্রশ্নের জবাবে সে বলে চলল, 'যদি জিরদা ধ্বংস না হত আর আমরা আমাদের জ্বালানিটা পেয়ে যেতাম তবে আমাদের অভিযান আরও এগিয়ে চলত। পরিষদের সঙ্গে তেমন ব্যবস্থাই ছিল। জিরদা থেকে পৃথিবীর সঙ্গে যোগাযোগ করে প্রয়োজনীয় রিপোর্ট পাঠান হবে। আর যারা আরও এগুতে ইচ্ছুক তাদের নিয়ে 'তন্ত্র' তার অভিযান চালিয়ে যাবে। অন্যেরা

অপেক্ষা করবে মহাকাশযান 'আলগ্রাব'-এর জন্য। এখানকার কাজ সেরে সেটা যাবে জিরন্দায়।'

'জিরন্দায় আর কে থেকে যেতে চাইবে?' মেয়েটি রাগতভাবে প্রশ্ন করল। 'পুর হিস্, ছাড়া আর কে থাকবে? তিনি প্রখ্যাত বিজ্ঞানী। আরও জানার জন্য কি তিনি আগ্রহ দেখাবেন না?'

'আর আপনি, নিসা?'

'অবশ্যই যাবো!'

'কত দূর?' নিসার চোখের ওপর চোখ রেখে হঠাৎ এর্গ নওর জিজ্ঞেস করে।

'যতদূর যেতে বলবেন, এমন কি...' ছায়াপথের নক্ষত্ররাজির কুণ্ডলাকৃতি দুই বাহুর ফারাকের নীরন্ধ্র অন্ধকারের দিকে সে আঙুল দেখাল। নওরের অটল দৃষ্টির সঙ্গে তার প্রত্যয়স্থির দৃষ্টি বিনিময় হল। তার ঠোঁটদু'টো একটু আলগা হয়ে গেল।

'না, অতদূর নয়! নিসা, প্রিয় নক্ষত্র-অভিযাত্রী, আপনি জানেন, পঁচাশী বছর আগে 'ত্রি-পর্যায়ক্রমিক অভিযান' নামে ৩৪ নং মহাজাগতিক অভিযানের অভিযাত্রীদল পৃথিবী থেকে রওনা হয়। তাতে ছিল তিনটে মহাকাশযান। এগুলি পরস্পরের জন্য জ্বালানি বয়ে লীরা নক্ষত্ররাজির উদ্দেশ্যে পৃথিবী ছেড়ে গেল। যে দু'টো মহাকাশযানে কোন বিজ্ঞানী ছিল না, তৃতীয়টার আনামেসন সরবরাহ করে সেই দু'টো পৃথিবীতে ফিরে এল। এই পদ্ধতিতেই পর্বতারোহীরা চুড়োয় ওঠে। তারপর সেই তৃতীয় মহাকাশযান, 'পারুস'...'

'সেটা তো আর ফিরল না!..' উত্তেজিত নিসা ফিসফিস করে উঠল।

'হ্যাঁ, ঠিক। 'পারুস' আর ফেরে নি। লক্ষ্যস্থলে পেঁছে ফেরবার পথে অন্তিম বাণী পাঠিয়ে তারা নিখোঁজ হয়ে গেল। তাদের লক্ষ্য ছিল বৃহৎ অভিজিৎ বা আলফা লীরা গ্রহমণ্ডল। যুগযুগ

ধরে মানুষ বিমুগ্ধ হয়ে উত্তর আকাশে সেই উজ্জ্বল নীল নক্ষত্রটিকে দেখে আসছে। অভিজিৎ পর্যন্ত দূরত্ব হচ্ছে আট পারসেক। আমাদের সূর্য থেকে কোন মানুষ এত দূরে কখনো যায় নি। কিন্তু 'পারুস' সেখানে গিয়েছিল। 'পারুস' নিখোঁজ হওয়ার কারণ আমরা জানতে পারি নি। হয়তো কোন উল্কাপিণ্ডের আঘাত লেগেছিল বা কোন যন্ত্রপাতি বিকল হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু এও সম্ভব যে এটি মহাশূন্যে এখনও ঘুরে বেড়াচ্ছে, আর যেসব বীরদের আমরা মৃত বলে ধরে নিয়েছি তারা এখনও বেঁচে রয়েছে।'

'সে তো এক ভয়ানক ব্যাপার!'

'আলোকের সমান গতি কোন মহাকাশযান বজায় রাখতে না পারলে তার এমন দশাই ঘটে। তখনই সেটা আপন গ্রহ থেকে হাজার হাজার বছর বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে।'

''পারুস'-এর শেষবাণী কী ছিল?'

'এমন বেশী কিছু নয়। অনেকবার বাধা পাওয়ার পর শেষপর্যন্ত তারা সংযোগ হারিয়ে ফেলল। এখনও প্রত্যেকটি কথা আমার মনে আছে: ''পারুস' থেকে বলছি। 'পারুস' থেকে বলছি, অভিজিৎ থেকে ছাব্বিশ বছর দূরে চলে এসেছি... যথেষ্ট... অপেক্ষা করব... অভিজিতের চারটি গ্রহ... এত অপরূপ কিছু আর নেই... কী আনন্দ!..''

'কিন্তু ওরা তো সাহায্যের জন্য ডাক পাঠাচ্ছিল! কোন একটা জায়গায় তারা অপেক্ষা করতে চেয়েছিল!'

'হ্যাঁ, ওরা সাহায্যই চাচ্ছিল, তা নয়তো এই বার্তা পাঠাবার জন্য তারা এত বিপুল পরিমাণে শক্তির অপচয় করত না। কিন্তু কিছুই করা গেল না। 'পারুস' থেকে আর কিছুই শোনা গেল না।'

'ফেরার পথে তাদের স্বাধীন ছাব্বিশ বছর কেটেছে। আর

অভিজিৎ থেকে সূর্যের দূরত্ব হচ্ছে একত্রিশ বছর। তারা হয়তো আমাদেরই কাছাকাছি কোথাও আছে, বা হয়তো পৃথিবীর কাছাকাছি রয়েছে।'

'তা সম্ভব নয়। যদি না তারা স্বাভাবিক গতি অতিক্রম করে কোয়াণ্টাম শিখরে (৮) ওঠে। সে অবস্থা ভীষণ বিপজ্জনক হত।'

কোন বস্তুর গতি আলোকের গতির সমান হলে তার মধ্যে যে ধ্বংসাত্মক পরিবর্তন ঘটতে থাকে তার গাণিতিক ভিত্তি এর্গ নওর সংক্ষেপে বোঝাতে লাগল। কিন্তু সে লক্ষ্য করল যে মেয়েটি তার কথায় বিশেষ মনোযোগ দিচ্ছে না।

অধিনায়কের ব্যাখ্যা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে সে বলে উঠল, 'আমি সে সব বুঝি! আরও তাড়াতাড়ি ব্যাপারটা ধরতে পারতাম। তবে মহাকাশযান নিখোঁজ হবার কাহিনী শুনে মনটা তোলপাড় করছে। ক্ষতিটি খুব মারাত্মক, এটি কেউ সহজে মেনে নিতে পারে না।'

'তাদের পাঠান বার্তার মূলকথা বুঝুন,' বিষণ্ণ এর্গ নওর বলল। 'তারা বিশেষভাবে অপরূপ কয়েকটা জগৎ আবিষ্কার করেছিল। 'পারুস'-এর পথযাত্রী হবার স্বপ্ন বহুকাল যাবৎ আমি দেখছি। আধুনিক উন্নত যন্ত্রপাতির কল্যাণে আমরা একটি মহাকাশযান নিয়েই তা করতে পারি। এই অভিজিৎ দেখার স্বপ্ন আমার শৈশব থেকে। তার নীল সূর্য আর অপূর্ব সুন্দর গ্রহগুলি!'

নিসা বলে, 'এমন জগৎ দেখা... কিন্তু তা দেখে ফিরে আসতে লাগবে ষাটটি স্বাধীন বছর বা চল্লিশটা আপেক্ষিক বছর। আর তাতে কেটে যাবে জীবনের অর্ধেকটা।'

'বিরাট সাফল্যের জন্য চাই বিপুল আত্মত্যাগ। আমার পক্ষে অবশ্য সেটা আত্মত্যাগ হবে না। পৃথিবীতে আমি ছিলাম মহাকাশ ভ্রমণের ফাঁকে ফাঁকে। আপনি জানেন, আমার জন্ম এক মহাকাশযানে!'

বিস্ময়ে মেয়েটি প্রশ্ন করে, 'সে আবার কেমন করে সম্ভব?'

'৩৫ নং মহাজাগতিক অভিযানে চারটি মহাকাশযান ছিল। তার একটিতে আমার মা জ্যোতির্বিজ্ঞানীর কাজ করতেন। যুগ্মতারা MN১৯০২৬+৭AL যাবার মাঝপথে আমার জন্ম। ফলে সাধারণ নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটেছে দু'ভাবে। প্রথমত: মহাকাশযানে জন্ম হওয়ায়, আর দ্বিতীয়টা বড় হবার পর আমি কোন স্কুলে পড়ি নি, মা-বাবাই আমাকে শিক্ষা দেন। তাঁরা আর কিই বা করতে পারতেন? সে অভিযাত্রীদল যখন পৃথিবীতে ফিরে গেল তখন আমার বয়স আঠারো। তখন আমি মহাকাশযান চালান শিখে ফেলেছি। কোন মহাকাশযান চালক অসুস্থ হয়ে পড়লে আমি তার জায়গায় কাজও করি। গ্রহ-মোটর বা আনামেসন মোটরগুলিতে আমি মেকানিকের কাজ করি। সাবালক হবার পর আমার এসব কাজকেই 'হারকিউলিসের শ্রম' বলে গণ্য করা হত।'

নিসা বলে, 'এখনো বুঝতে উঠতে পারছি না...'

'আমার মা সম্বন্ধে বলছেন? আর একটু বয়স হলেই বুঝতে পারবেন। ডাক্তারদের অবশ্য তখন এটি অজানা ছিল যে অ্যান্টি-টি সিরাম দীর্ঘকাল টিকে থাকা সম্ভব নয়... যা হোক, কারণটা নিয়ে অত মাথা ঘামাবেন না। এ ধরনেরই একটা কণ্ট্রোল টাওয়ারে আমাকে আনা হয়, যাতে অবুঝ শিশুর চোখে পর্দাটার দিকে তাকাই, আর তার ওপরকার ধাবমান তারাগুলি দেখি। আমরা যাচ্ছিলাম লুপাস্ নক্ষত্রমণ্ডলের দিকে। সেখানে সূর্যের কাছাকাছি একটা যুগ্মতারা আছে। বামনাকার দুটো তারা— একটা নীল আর একটা কমলা, কালো মেঘে ঢাকা। আমার শিশুচেতনায় রেখাপাত করেছিল একটি নিষ্প্রাণ গ্রহের আকাশ। অস্থায়ী স্টেশনের কাঁচের গম্বুজের তলায় বসে বসে আমি তা দেখতাম। কক্ষপথের বেনিয়মের দরুন যুগ্মতারার গ্রহগুলি

সাধারণত নিষ্প্রাণ। অভিযাত্রীদল সেখানে নেমে পড়ে। খনিজ সন্ধানে সাত মাস কেটে যায়। যতদূর মনে পড়ে, সেখানে প্রচুর পরিমাণে প্লাটিনাম, ওস্‌মিয়াম আর ইরিডিয়াম ছিল। ইরিডিয়ামের খুব ভারী ভিতখণ্ডগুলি ছিল আমার খেলনা। সে আকাশ — আমার দেখা প্রথম আকাশ ছিল মসিকৃষ্ণ, উজ্জ্বল স্থির নক্ষত্রের চুম্‌কীখচিত। সেখানে ছিল অপরূপে দু'টি সূর্য : একটি গাঢ় নীল, আরেকটি উজ্জ্বল কমলা। মনে আছে, কিভাবে সে দু'টি রশ্মি পরস্পরকে ভেদ করত আর তখন আমাদের গ্রহটা এক মনোরম সবুজ আলোয় ভেসে যেত। আমি আনন্দে চিৎকার করে উঠতাম, গান গাইতাম!.. থাকুক, আজ এ পর্যন্ত। স্মৃতিচারণে একটু আবেগপ্রবণ হয়ে পড়েছি। আপনি ঘুমুতে যান।' এর্গ নওর থেমে গেল।

'বলে যান না। এমন আশ্চর্য কথা তো কোনদিন শুনি নি।' নিসা অনুরোধ জানাল। কিন্তু এর্গ নওর সে কথায় কান দিল না।

সম্মোহক-যন্ত্রটা সে নিয়ে এল। হয় তার দৃষ্টির আকুতির ফলে, নয় তো ঘুমপাড়ানি যন্ত্রটার কাজে মেয়েটি সহসা ঘুমিয়ে পড়ল। ষষ্ঠ পরিক্রমার আগের দিন সে জাগল। অধিনায়কের ভাবলেশহীন মুখ দেখে নিসা ক্রিট বুঝতে পারল যে 'আলগ্রাব'-এর সঙ্গে সাক্ষাৎ ঘটে নি।

বৈদ্যুতিক তরঙ্গে স্নান সেরে নিসা কাজে ফিরে এল। এর্গ নওর বলল, 'ঠিক সময়েই আপনার ঘুম ভেঙেছে! উদ্দীপক আলো আর সংগীতের সুইচটা টিপে দিন, সকলের জন্য!'

সঙ্গে সঙ্গে নিসা একসারি বোতাম টিপে গেল। মহাজাগতিক অভিযাত্রীরা যেসব কেবিনে ঘুমুচ্ছে সেখানে আলোর বন্যা ছড়িয়ে যেতে লাগল। তার সঙ্গে চলল সংগীত। প্রথমে খাদের মূর্ছনা, পরে আরও সুতীব্র সুরে। এতে আচ্ছন্ন স্নায়ুতন্ত্র

ক্রমে ক্রমে স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে সক্রিয় হয়ে উঠল। ঘণ্টা পাঁচেক পর অভিযাত্রীদলের সকলেই কণ্ট্রোল টাওয়ারে জড় হল। ততক্ষণে তারা ঘুম ভাঙার পর খাবার ও স্নায়ু উত্তেজক খেয়ে সম্পূর্ণ স্বাভাবিক।

অতিরিক্ত মহাকাশযানটি নিখোঁজ হওয়ার সংবাদে ভিন্ন ভিন্ন লোকের মনে ভিন্ন ভিন্ন প্রতিক্রিয়া হল। এর্গ নওরের আশানুরূপ অভিযাত্রীদল পরিস্থিতির উপযুক্ত দৃঢ় মনোভাব দেখাল। কোন হতাশার কথা নয়, কোন ভয়ার্ত দৃষ্টি নয়। পুর হিস্ জিরদার ব্যাপারে সাহসিকতার যে অভাব দেখিয়েছিল, সেও খবরটা সহজভাবে নিল। অভিযাত্রীদলের সর্বকনিষ্ঠ চিকিৎসক লুমা লাস্‌ভি একটু বিবর্ণ হয়ে উঠল, শুকনো ঠোঁটদুটো গোপনে চাটল।

অধিনায়ক বলে উঠল, 'আমাদের হারানো কমরেডদের স্মৃতিতে!' সঙ্গে সঙ্গে প্রোজেকটরের সুইচ টেপা হল। পর্দায় ভেসে উঠল 'আলগ্রাব'-এর ছবি। 'তন্ত্র' রওনা হবার আগে ছবিটা তোলা হয়েছিল।

সবাই দাঁড়িয়ে পড়ল। 'আলগ্রাব'-এর সাত জন অভিযাত্রীর ফটো একের পর এক দেখা গেল। কারও মুখ গম্ভীর, কারও হাসিহাসি। এর্গ নওর একে একে প্রত্যেকের নামোচ্চারণ করে যেতে লাগল। অভিযাত্রীদল তাদের জানাল বিদায় অভিবাদন। মহাকাশচারীদের এটিই প্রচলিত নিয়ম। যেসব মহাকাশযান একইসঙ্গে রওনা হয় তাতে অভিযাত্রীদলের সকলেরই ফটো থাকে। কোন মহাকাশযান নিখোঁজ হয়ে গেলে সেটা হয়তো দীর্ঘকাল মহাজগতে ঘুরে বেড়াতে পারে, অভিযাত্রীরা হয়তো বা তখনও জীবিত থাকতে পারে। কিন্তু এতে ইতরবিশেষ হয় না, কারণ সেটি আর কখনো ফিরে আসবে না। যানটির অনুসন্ধান বা তাকে সাহায্যের সম্ভাবনা থাকে না। যন্ত্রে,

ছোটখাটো ত্রুটি কখনো হয় না, বা কচিৎ হলেও সেটা সহজে মেরামত করা যায়। কিন্তু বড় রকমের বৈকল্য ঘটলে মহাজগতে সেটা ঠিকভাবে সারানো সম্ভব নয়। কখনো সখনো 'পারুস'-এর মতো কোন কোন মহাকাশযান অন্তিম বাণী পাঠাতে পারে। কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সঠিক পথে পাঠাবার অসুবিধার জন্য এসব বার্তা এসে পৌঁছোয় না। হাজার হাজার বছর ধরে সংবাদ পাঠাবার সঠিক পথ ও গ্রহ থেকে গ্রহান্তরে এগুলির প্রেরণ ব্যবস্থা নিয়ে মহাবৃত্ত সন্ধান কার্য চালিয়ে যাচ্ছে। সাধারণত মহাকাশযানগুলি থাকে অনাবিষ্কৃত জায়গায়, সেখান থেকে সংবাদ পাঠাবার গতিপথ শুধু অনুমানসাপেক্ষ ব্যাপার।

মহাকাশচারীদের মধ্যে একটা বদ্ধমূল ধারণা রয়েছে যে, মহাজগতে কিছু কিছু নিরপেক্ষ ক্ষেত্র বা শূন্যাঞ্চল আছে। সেখানে সমস্ত বিকিরণ, সমস্ত যোগাযোগ জলে পড়া পাথরের মতোই ডুবে যায়। নভোপদার্থবিদরা অবশ্য মহাকাশচারীদের এসব ধারণাকে অলীক বলে মনে করে। তাদের মতে মহাকাশচারীরা সাধারণত উদ্ভট কল্পনাপ্রবণ।

শোকানুষ্ঠান ও সংক্ষিপ্ত আলোচনা বৈঠকের পর এর্গ নওর 'তন্ত্র'-কে পৃথিবীর দিকে ঘুরিয়ে নিয়ে আনামেসন মোটরগুলি চালু করে দিল। আটচল্লিশ ঘণ্টা পর সেগুলি আবার বন্ধ করে দেয়া হল। মহাকাশযানটি তার আপন গ্রহের দিকে প্রতি চব্বিশ ঘণ্টায় ২১০০ কোটি কিলোমিটার গতিতে এগুতে লাগল। সূর্যের প্রত্যাবর্তনে সময় লাগবে ছ'টি পার্থিব বছর। কণ্ট্রোল টাওয়ারে প্রত্যেকেই তখন ব্যস্ত। মহাকাশযানের গ্রন্থাগার ও পরীক্ষাগারে একটা নতুন গতিপথ নিয়ে গণনা ও সেটার নকশা তৈরী চলছে।

কাজটা হচ্ছে—ছ'বছর ধরে একটানা চলতে হবে যাতে শুধু মহাকাশযানের গতিপথ নির্ভুল রাখার জন্য আনামেসন

ব্যবহার করতে হবে। এক কথায় ত্বরণ হ্রাস না করেই সেটাকে চালাতে হবে। সূর্য ও 'তন্ত্র'-এর মাঝামাঝি অনাবিষ্কৃত ৩৪৪+২U অঞ্চলটি সম্পর্কে সকলে উদ্বিগ্ন। এটাকে এড়িয়ে যাবার কোন উপায় নেই। তার দু'পাশেই সূর্য অবধি অবাধ উল্কাপাতের বলয়। তাছাড়া মহাকাশযানটাকে ঘোরালে তার গতিবেগ যাবে কমে।

দু'মাস পর গতিপথের হিসেবটা সম্পূর্ণ হল। 'তন্ত্র'-এর গতিপথ একটা লম্বা চ্যাপটা বাঁক নিতে লাগল।

চমৎকার মহাকাশযানটির অবস্থা তখন নিখুঁত, তার গতিবেগ রাখা ছিল নির্দিষ্ট হিসেবের মধ্যে। এখন লক্ষ্যস্থল আর মহাকাশযানটির মধ্যে ব্যবধান শুধু সময়ের, প্রায় চারটি আপেক্ষিক বছর।

এর্গ নওর ও নিসা ক্রিট তাদের প্রহরার কর্তব্য শেষ করে ভীষণ ক্লান্তিতে দীর্ঘ ঘুমে আচ্ছন্ন হল। তাদের সঙ্গে সঙ্গে দু'জন জ্যোতির্বিদ, ভূতাত্ত্বিক, জীববিদ, চিকিৎসক ও চার জন ইঞ্জিনিয়ার সাময়িক বিস্মরণে তলিয়ে গেল।

অভিজ্ঞ মহাকাশযান চালক পেল লীন এই দ্বিতীয় বার মহাজাগতিক অভিযানে বেরিয়েছে। এখন সে প্রহরায়। তাকে সাহায্য করছে জ্যোতির্বিজ্ঞানী ইনগ্রিদ দিগ্না এবং ইলেক্ট্রনিক ইঞ্জিনিয়ার কে বিয়ার। সে স্বেচ্ছায় কাজটি নিয়েছে। পেল লীনের অনুমোদনে ইনগ্রিদ মাঝে মাঝে কণ্ট্রোল টাওয়ারের পাশের লাইব্রেরীতে চলে যেত। সে ও তার পুরনো বন্ধু কে বিয়ার জিরদার ট্রাজেডিতে অভিভূত হয়ে 'একটি গ্রহের মৃত্যু' নামে এক স্মারক ঐকতান সংগীত রচনা শুরু করেছে। যন্ত্রপাতির গুঞ্জনধ্বনিতে আর নিরালোক শূন্যতা দেখে ক্লান্ত হয়ে পড়লে পেল লীন ইনগ্রিদকে কণ্ট্রোল ডেস্কে রেখে নিজে সেণ্টর নক্ষত্রমণ্ডলের গ্রহ থেকে সংগৃহীত ধাঁধা লাগানো বিভিন্ন

লিপি পাঠোদ্ধারের রোমাঞ্চকর কাজে ডুবে থাকত। অধিবাসীরা এই গ্রহটাকে রহস্যজনকভাবে ত্যাগ করে চলে গেছে। অসম্ভব ধরনের এই কাজে সাফল্যলাভে সে বিশ্বাসী।

প্রহরার পরিবর্তন হয়েছে আরো দু'বার। মহাকাশযানটি পৃথিবীর দিকে হাজার কোটি কিলোমিটার এগিয়ে গিয়েছে, কিন্তু আনামেসন মোটরগুলি তখন চলেছে মাত্র কয়েক ঘণ্টা।

'আলগ্রাব' মহাকাশযানটির সম্ভাব্য সাক্ষাৎস্থল 'তন্ত্র' ছেড়ে আসার পর পেল লীনের চতুর্থ প্রহরা প্রায় শেষ হতে চলেছে।

একটা গণনার কাজ শেষ করে ইনাগ্রিদ দিত্রা পেল লীনের দিকে তাকাল। সে তখন বিষণ্ণভাবে মহাকর্ষ মিটারের নীল স্কেলের মিট্‌মিট্‌ করা লাল তীরচিহ্ন লক্ষ্য করছে। অতি বলবান ব্যক্তির পক্ষেও অনতিক্রম্য যে মনোগত প্রতিক্রিয়ার স্বাভাবিক আলস্য, তা'ই তাকে প্রহরার দ্বিতীয়ার্ধে পেয়ে বসল। মাসের পর মাস, বছরের পর বছর মহাকাশযানটি তার নির্ধারিত যাত্রাপথে স্বয়ংক্রিয়ভাবে চালিত হয়েছে। ইলেক্‌ট্রনিক মেশিনগুলির পক্ষে শোধরানোর সাধ্যাতীত কোন অঘটন ঘটলে মহাকাশযানটি ধ্বংসই হয়ে যেত। সেক্ষেত্রে মানুষের হস্তক্ষেপে সেটাকে রক্ষা করা যেত না। মানুষের মস্তিষ্ক যত সুদক্ষই হোক, তার প্রতিক্রিয়া ঈপ্সিত দ্রুতিতে ঘটে না।

'আমার মনে হচ্ছে আমরা অজ্ঞাত ৩৪৪+২U অঞ্চলের গভীরে ঢুকে পড়েছি। জায়গাটায় পৌঁছাবার পর অধিনায়ক স্বয়ং প্রহরার ভার নেবেন বলেছিলেন,' ইনাগ্রিদ কথাগুলো বলল মহাকাশযান চালককে। পেল লীন দিনপঞ্জীসূচক কাউণ্টারের দিকে তাকাল।

'আর দু'টো দিন গেলেই আমাদের প্রহরা বদল হবে। উদ্বিগ্ন হবার মতো তো কিছু দেখতে পাচ্ছি না। আমরা কি আরও কিছুকাল প্রহরা চালিয়ে যাব?'

ইনগ্রিদ সায় দিল। কে বিয়ার মহাকাশযানের পেছনদিক থেকে কণ্ট্রোল টাওয়ারে এল। সুস্থিরক যন্ত্রাদির পাশে তার নিয়মিত আসনে সে বসে পড়ল। পেল লীন হাই তুলে উঠে দাঁড়াল।

সে ইনগ্রিদকে বলে, 'কয়েক ঘণ্টার জন্য একটু ঘুমিয়ে নিই।' মহিলাটি বাধ্যভাবে কণ্ট্রোল ডেস্কের দিকে এগিয়ে গেল।

'তন্ত্র' এক পরম ভ্যাকুয়ামের মধ্য দিয়ে উড়ে চলেছে। ভল হোডের অতিসংবেদী সূচকগুলি কোন উল্কাপিণ্ড, এমন কি দূরেও এ ধরনের কিছুর সন্ধান পায় নি। মহাকাশযানের গতিপথ এখন কিছুটা সূর্যের এক কিনারা বরাবর, প্রায় দেড় বছরের উড্ডয়ন দূরত্বে রয়েছে। সামনের সন্ধানী দৃষ্টি রাখার পর্দায় এখন নীরন্ধ্র অন্ধকার। মনে হচ্ছে মহাকাশযানটি যেন এক অখণ্ড তিমির ভেদ করে চলেছে। পাশের দূরবীনগুলিতে তখন অসংখ্য তারার আলো সূচের মতো প্রতিফলিত।

ইনগ্রিদের স্নায়ুগুলি যেন এক বিপদের আশঙ্কা অনুভব করেছে। অজ্ঞাত এলাকাটির মানচিত্রের জন্য সে যন্ত্রপাতি আর দূরবীনের কাছে গিয়ে সংকেতাদি ভালভাবে পরীক্ষা করে দেখল। সবকিছুই সুস্থিত, শান্ত। তবু ইনগ্রিদ মহাকাশযানের সামনের ভয়ানক অন্ধকার থেকে চোখ ফেরাতে পারে না। তার উদ্বেগ কে বিয়ার লক্ষ্য করল। সে যন্ত্রপাতির ধ্বনি শুনে তার অর্থ বোঝার চেষ্টা করতে লাগল।

শেষে সে বলল, 'কৈ আমার তো এমন কিছু মনে হচ্ছে না। তুমি কাল্পনিক কিছু ভাবছো না তো?'

'জানি না কেন, কিন্তু আমাদের সামনের ওই অদ্ভুত অন্ধকারটা আমায় ভাবিয়ে তুলেছে। আমার যেন মনে হচ্ছে আমরা কোন এক কৃষ্ণ নীহারিকার মধ্যে সোজাসুজি ডুব দিচ্ছি।'

কে বিয়ার মাথা নেড়ে বলে, 'হ্যাঁ, এখানে কালো মেঘ থাকার কথা। কিন্তু আমরা তো তার ধার ঘেঁষে যাব। অংক কষে তাই

পাওয়া গেছে। মহাকর্ষক্ষেত্রের শক্তি ক্রমান্বয়ে নিয়মিত বেড়েই চলেছে। অঞ্চলটা পার হবার সময় আমাদের কোন ভারকেন্দ্রের কাছ দিয়ে যেতে হবে। আলো থাকুক বা আঁধারই হোক, তাতে কী যায় আসে?' 'তা অবশ্য ঠিক,' ইনগ্রিদ শান্তভাবে বলে।

'আমাদের রয়েছে সবার সেরা অধিনায়ক আর কর্মী। হিসেবের চাইতেও দ্রুত আমরা নির্ধারিত গতিপথ দিয়ে এগিয়ে চলেছি। কোন পরিবর্তন যদি না ঘটে তবে আমরা অসুবিধে কাটিয়ে উঠব, আনামেসন জ্বালানি কম থাকা সত্ত্বেও নিরাপদে ট্রাইটনে পৌঁছব।'

সৌরমণ্ডলের এক প্রান্তে নেপচুনের উপগ্রহ ট্রাইটনে মহাকাশযানের একটা স্টেশন হবে। কথাটা ভাবতেও ইনগ্রিদের আনন্দ লাগে। ট্রাইটনে পৌঁছান মানে তারা বাড়ি ফিরে আসছে...

'ঐকতান নিয়ে আমরা একসঙ্গে কাজ করব আশা করেছিলাম, কিন্তু লীন তো ঘুমিয়ে গেছে। সে ছ'-সাত ঘণ্টা ঘুমুবে। সেই বিভীষিকাটা ব্যক্ত করার মতো সুর এখনো তুলতে পারি নি। সুরটা কিভাবে তোলা যায় তা আমি ভাবব। ঐকতানটা...' সে কয়েকটা গৎ ভাঁজল।

'তেএ-এএ-এ, তেএ-এএ-এ, তা-রারা-রা,' সুরটা কণ্ট্রোল টাওয়ার প্রতিধ্বনিত করল।

অবাক হয়ে ইনগ্রিদ চারধারে তাকাতে লাগল, পর মুহূর্তেই ব্যাপারটা বুঝল। মহাকর্ষক্ষেত্রের শক্তি আরো বেড়ে গেছে। কৃত্রিম মহাকর্ষের গুঞ্জনধ্বনি পরিবর্তিত করে যন্ত্রগুলি তার জানান দিল। একটু অপরাধী মনোভাব নিয়ে হাসতে হাসতে ইনগ্রিদ বলে, 'কী মজার মিল!'

'একটা কালো মেঘের মধ্যে যেমনটা থাকা উচিত তেমন প্রচণ্ড মহাকর্ষশক্তিই দেখা যাচ্ছে। তুমি পরম নিশ্চিন্ত থাকতে পারো, আর লীনকে ঘুমুতে দাও।'

কে বিয়ার কণ্ট্রোল টাওয়ার ছেড়ে গেল। সে ঢুকল আলোকিত গ্রন্থাগারে। ছোট্ট ইলেক্‌ট্রনিক বেহালা-পিয়ানোটার কাছে বসল। তারপর সে সুর তোলার কাজে ডুবে গেল। বেশ কয়েক ঘণ্টা পর ইনগ্রিদ রুদ্ধ দরজা ঠেলে গ্রন্থাগারে ঢুকল।

'কে, লীনকে জাগিয়ে তোল না।'

'কী আবার ঘটল?'

'মহাকর্ষক্ষেত্রের শক্তিটা আমাদের হিসেবের চাইতেও অনেক বেশী।'

'আমাদের সামনে কী?'

'সেই একই অন্ধকার!' ইনগ্রিদ চলে গেল।

কে বিয়ার মহাকাশযান চালককে জাগাল। এক লাফে উঠে সে কণ্ট্রোল টাওয়ারের যন্ত্রের কাছে দৌড়ে গেল।

'বিশেষ বিপজ্জনক কিছু দেখছি না। কিন্তু এই এলাকায় এমন মহাকর্ষক্ষেত্র কোত্থেকে এল?' লীন একটুখানি ভেবে অধিনায়ককে জাগাবার জন্য চাবি টিপল। পর মুহূর্তে নিসা ক্রিটের কেবিনের চাবিও টিপে দেয়া হল।

উদ্বিগ্ন ইনগ্রিদের দিকে তাকিয়ে লীন বলে, 'এখন অস্বাভাবিক কিছু না ঘটলে তারা প্রহরায় বসবে।'

'আর যদি কিছু ঘটে? এর্গ নওর তো আরও পাঁচ ঘণ্টার মধ্যে স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরবেন না। আমরা কি করব?'

মহাকাশযান চালক জবাব দিল, 'শান্তভাবে অপেক্ষা কর। পাঁচ ঘণ্টায় এখানে আর কি ঘটতে পারে? আমরা তো সমস্ত নক্ষত্রমণ্ডল থেকে অনেক দূরে রয়েছি।'

পরিমাপ যন্ত্রগুলির ধ্বনি ক্রমশ নীচু হচ্ছে, ক্রমাগত পরিবর্তিত অবস্থা সূচিত হচ্ছে। সঙ্গিন পরিস্থিতিতে যেন অন্তহীন প্রতীক্ষা চলেছে। মাত্র দু'টো ঘণ্টা শেষ হতে মনে হল যেন সমস্ত প্রহরার কাল কেটে গেল। বাইরে থেকে মনে হচ্ছে

পেল লীন নিরুদ্বিগ্ন। কিন্তু ইনগ্রিদের উদ্বেগ কে বিয়ারকেও স্পর্শ করেছে। কণ্ট্রোল টাওয়ারের দরজাটার দিকে সে তাকিয়ে। দ্রুত পায়ে এর্গ নওর এসে ঢুকে, এই তার আশা। যদিও সে জানে যে টানা-ঘুম ভাঙানো কিছুটা সময়ের ব্যাপার।

হঠাৎ একটানা ঘণ্টাধ্বনি শোনে সবাই চমকে উঠল। ইনগ্রিদ কে বিয়ারকে জাপটে ধরল।

''তন্ত্র'-এর সামনে আসন্ন বিপদ! হিসেবের চেয়ে মহাকর্ষ দ্বিগুণ বেশী!'

চালকের মুখ ফ্যাকাশে হয়ে উঠল। অভাবনীয় ঘটনা ঘটে গেছে; ত্বরিৎ সিদ্ধান্ত দরকার। মহাকাশযানটির ভাগ্য এখন তার হাতে। বর্ধমান মহাকর্ষ-টানের দরুন মহাকাশযানের গতি হ্রাস করার প্রয়োজন দেখা দিয়েছে। কারণ, মহাকাশযানে ওজন গেছে বেড়ে আর গতিপথে সম্ভবত জমেছে ঘন বস্তুরাশি। কিন্তু গতি হ্রাসের পরবর্তী ত্বরণের জন্য তারা কী করবে? পেল লীন দাঁতে দাঁত চেপে লেভারটা ঘুরিয়ে দিল। তাতে ব্রেক করার আয়ন-ট্রিগারগুলি সচল হয়ে উঠল। ঘণ্টাধ্বনিতে পরিমাপক যন্ত্রের গুঞ্জন চাপা পড়ে গেল। বেগের সঙ্গে মহাকর্ষ-টানের অনুপাত হিসেব করার যন্ত্রগুলির বিপদসঙ্কেত ধ্বনিও চাপা পড়ল। ঘণ্টাধ্বনি থেমে গেল। নির্দেশক যন্ত্রে দেখা গেল, গতিবেগ নিরাপদ স্তরে নেমে এসেছে। গতিবেগ এখন বর্ধমান মহাকর্ষের পক্ষে স্বাভাবিক। কিন্তু পেল লীন ব্রেক মোটরের সুইচ বন্ধ করার সঙ্গে সঙ্গে আবার ঘণ্টা বেজে উঠল। স্বভাবতই একটি শক্তিশালী মহাকর্ষকেন্দ্রের দিকে ধাবিত হওয়ায় মহাকাশযানটির গতি হ্রাস পাচ্ছে।

প্রভূত শ্রম ও চূড়ান্ত সূক্ষ্মতায় নির্ধারিত এই গতিপথটি বদলাতে মহাকাশযান চালক সাহস পেল না। যানটিকে আবার ব্রেক করার জন্য সে গ্রহ-মোটরগুলি কাজে লাগাল। তখন অবশ্য

স্পষ্ট হয়ে গেছে যে গতিপথ নির্ধারণে ভুল হয়েছে এবং সেটা চলেছে এক অজ্ঞাত বস্তুপুঞ্জের মধ্য দিয়ে।

ইনগ্রিদ আস্তে বলল, 'মহাকর্ষক্ষেত্রটা বিরাট, বোধ হয়...'

চালক চিৎকার করে ওঠে, 'যাতে ঘুরানো যায়, এমনভাবে গতিবেগ কমিয়ে আনতে হবে। কিন্তু তারপর ত্বরণ হবে কী দিয়ে?..' তার কণ্ঠ মারাত্মক দ্বিধাগ্রস্ত।

ইনগ্রিদ বলল, 'আমরা বহির্মণ্ডল এলাকাটা ইতিমধ্যে পার হয়ে এসেছি। মহাকর্ষ সর্বক্ষণ বেড়েই চলেছে।'

গ্রহ-মোটরগুলির আওয়াজ মহাকাশযানে প্রতিধ্বনিত হল। মহাকাশযানের ইলেকট্রনিক পাইলট স্বয়ংক্রিয়ভাবে মোটরগুলি চালু করেছে। কারণ সামনে ঘন বস্তুপুঞ্জের বিরাট সমাবেশ সে অনুভব করেছে। 'তন্দ্র' নামতে লাগল, দুলতে শুরু করল। যানটির গতিবেগ যতই কমানো হোক কণ্ট্রোল টাওয়ারের মানুষগুলি জ্ঞান হারিয়ে ফেলতে শুরু করল। ইনগ্রিদ হাঁটু ভেঙ্গে বসে। চেয়ারে বসা পেল লীন তার সীসের মতো ভারী মাথাটা তোলার চেষ্টা করে। একটা নির্বোধ পাশব ভীতি আর শিশুসুলভ নৈরাশ্যের মিশ্র অনুভূতিতে কে বিয়ার আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে।

মোটরগুলির আওয়াজের দ্রুতি বেড়ে গেল। পরে নিরবচ্ছিন্ন এক গর্জনধ্বনিতে তা মিশল। অজ্ঞানপ্রায় প্রভুদের স্থলে এখন সংগ্রামের ভার নিল ইলেকট্রনিক ব্রেন: এক মহাশক্তিধর মস্তিষ্ক। কিন্তু তারও কর্মক্ষমতার একটা সীমা আছে। সেও জটিল সমস্ত অবস্থার ভবিষ্যদ্বাণী আর অস্বাভাবিক পরিস্থিতি থেকে মুক্ত হওয়ার পথ নির্ধারণ করতে পারে না।

ঝাঁকুনি বন্ধ হল। সূচকগুলি জানান দিল যে মোটরের জন্য প্রয়োজনীয় আয়নাধান সরবরাহ বিপজ্জনকভাবে দ্রুত কমে যাচ্ছে। পেল লীন সুস্থির হয়ে বুঝতে পারে যে মহাকর্ষের টান

প্রবলভাবে বাড়ছে আর এখনি মহাকাশযানটি থামানোর জরুরী ব্যবস্থা নিতে হবে। তারপরই এই তিমিরাচ্ছন্ন শূন্যতা থেকে এর গতিপথ বদলাতে হবে।

পেল লীন হাতল ঘুরিয়ে আনামেসন মোটরগুলির সুইচ চালু করে দিল। কণ্ট্রোল ডেস্কের ফাঁকে দেখা গেল, বোরোন নাইট্রাইডের চারটি লম্বা সিলিন্ডারে আলো জ্বলে উঠেছে, একটি সঞ্চরমাণ সবুজ শিখা বিদ্যুৎ গতিতে এগুলিতে প্রবাহিত হয়ে মণ্ডলাকৃতি চারটি ঘূর্ণি সৃষ্টি করেছে। সামনে, মহাকাশযানের নাকের ডগায় এক প্রবল চৌম্বক ক্ষেত্র সৃষ্টি হল এবং তা মোটর জেটগুলিকে ঢেকে রেখে নিশ্চিত ধ্বংস থেকে ওগুলিকে বাঁচাল।

চালক হাতলটিকে আরও ঘোরাল। ঘূর্ণ্যমান সবুজ আলোকের প্রাচীরের মধ্য থেকে একটি দিশারী রশ্মি দেখা দিল: K-কণিকার (৯) ছাই-রঙা স্রোত। আরেকবার ঘোরাবার সঙ্গে সঙ্গে ছাই-রঙা স্রোতের বদলে এক বেগুনি বিদ্যুৎপ্রভা চোখ ধাঁধিয়ে দিল। এই সংকেতে বোঝা গেল ঝড়ের গতিতে আনামেসন উদ্‌গীর্ণ হচ্ছে। তারই প্রতিক্রিয়ায় বিরাট মহাকাশযানটি প্রায় নিঃশব্দ ও অসহ্য এক উচ্চমাত্রিক কম্পাঙ্কে স্পন্দমান...

এর্গ নওর আহারান্তিক আধঘুমে আচ্ছন্ন থেকে বৈদ্যুতিক স্নায়ুমর্দনের অবর্ণনীয় আনন্দকর রোমাঞ্চ উপভোগ করছিল। তার দেহ-মনের ওপর আবেশিত বিস্মৃতির আচ্ছাদন ধীরে ধীরে সরে যেতে থাকে। উদ্দীপক সংগীত দ্রুত বর্ধমান এক ঝংকারে পরিণত হল...

এক অকারণ অমঙ্গলের ছোওয়ায় তার নব্বই দিনের এই নিদ্রাভঙ্গের আনন্দটি হঠাৎ ব্যাহত হল। এর্গ নওরের মনে পড়ল সে এই অভিযানের অধিনায়ক। স্বাভাবিক সংজ্ঞা লাভের জন্য সে মরিয়া হয়ে উঠল। শেষটায় সে বুঝতে পারল মহাকাশযানের

ব্রেক কষা হয়েছে এবং আনামেসন মোটরগুলি চলছে। অর্থাৎ, খুব গুরুতর কিছু ঘটেছে। সে ওঠবার চেষ্টা করল। কিন্তু তার দেহ ইচ্ছাটি পূরণ করল না। হাঁটুদু'টো ভাঁজ হয়ে পড়ায় সে মেঝের ওপর বস্তার মতো বসে গেল। কিছুক্ষণ পর এর্গ নওর কোন রকমে হামাগুড়ি দিয়ে দরজাটার কাছে গিয়ে সেটা খুলে ফেলল। ঘুমের আচ্ছন্নতা ভেঙে তার চেতনা ফিরে আসছিল। হামাগুড়ি দিয়ে বারান্দা পার হয়ে সে কণ্ট্রোল টাওয়ারে ঢুকল।

যারা পর্দা আর যন্ত্রপাতির ডায়েলগুলি নিবিষ্ট মনে দেখছিল তারা আতঙ্কে পেছনে তাকাল। তারপরই ছুটে এল অধিনায়কের দিকে। তখনও সে দাঁড়াতে পারছে না। তবু বিড় বিড় করে বলে উঠল:

'পর্দাগুলি... সামনের পর্দাটা... অবলোহিত আলোর সুইচ চালু করুন... মোটরগুলি বন্ধ করুন!'

মহাকাশযানটির কাঠামোর কাঁপুনি থামার সঙ্গে সঙ্গে বোরাসন সিলিন্ডারগুলি নেভান হল। তখন সামনের পর্দায় ভেসে উঠল লালচে-বাদামী রঙের ফিকে আলোর এক বিশাল নক্ষত্র। মুহূর্তের জন্য তারা হতবুদ্ধি হয়ে পড়ল। মহাকাশযানটির ঠিক সামনের অন্ধকার ভেদ করে আসা বিরাট চাকতি থেকে তারা দৃষ্টি আর ফেরাতে পারে না।

পেল লীন তিক্ত সুরে চেঁচিয়ে ওঠে, 'কী বোকা আমি! আমি নিশ্চিত ছিলাম যে আমরা এক অন্ধকার নীহারিকার মধ্যে রয়েছি! আর এখন দেখছি...'

'ওটা একটি লৌহ তারকা!' 'আতঙ্কিত সুরে ইনগ্রিদ দিত্রা চিৎকার করে ওঠে।

এর্গ নওর চেয়ারের পেছনটা ধরে ওঠে দাঁড়াল। তার স্বাভাবিক ফ্যাকাশে মুখে যেন নীলাভ প্রলেপ, কিন্তু চোখদু'টি স্বাভাবিক দীপ্তিতে উজ্জ্বল।

সে আস্তে আস্তে বলল, 'হ্যাঁ, ওটা একটি লৌহ তারকা, নক্ষত্রচারীদের কাছে এক চরম ত্রাসের ব্যাপার!'

কামরার মধ্যেকার সকলে আতঙ্কে আর আশায় তার দিকে ফিরল। কেউ জানত না যে এই পরিমণ্ডলে এমন তারা থাকতে পারে। আস্তে আস্তে ও অপরাধীর মতো পেল লীন বলে, 'আমি শুধু এক নীহারিকার কথা ভেবেছি।'

'এমন মহাকর্ষক্ষেত্রের অন্ধকার নীহারিকায় আরও বড় আকারের ঘন কণিকাপুঞ্জ থাকে এবং তাহলে 'তন্ত্র' ইতিমধ্যেই ধ্বংস হয়ে যেত। এই পুঞ্জের মধ্যে সংঘর্ষ এড়ান অসম্ভব হত,' অধিনায়ক শান্ত, দৃঢ় কণ্ঠে বলল।

'কিন্তু মহাকর্ষের এই তীব্র পরিবর্তন আর ওই আবর্তিত বস্তুগুলি কি একটি মেঘের প্রত্যক্ষ লক্ষণ নয়?'

'কিম্বা এও তো হতে পারে যে নক্ষত্রটির একটি অথবা একাধিক গ্রহ রয়েছে...'

মহাকাশযান চালক তার ঠোঁট এমনভাবে কামড়াল যে রক্ত বেরুতে লাগল। অধিনায়ক সোৎসাহে মাথা নাড়ল এবং অন্যদের জাগাবার জন্য নিজেই বোতাম টিপল।

'পর্যবেক্ষণের একটা রিপোর্ট খুব তাড়াতাড়ি চাই! আমরা মহাকর্ষের একটা পরিণাহ নকশা আঁকব।'

মহাকাশযানটি আবার দুলতে থাকে। প্রচণ্ড গতিতে পর্দার ওপর দিয়ে কী একটা প্রতিচ্ছবি যেন ছুটে গেল। অতিকায় কিছু তাদের পেছনে ছিটকে পড়ে তারপরই গেল মিলিয়ে।

'এতক্ষণে দিশে পাওয়া গেল। গ্রহটাকে আমরা ছাড়িয়ে চলেছি। শীগগির কাজটা সেরে ফেলুন!' জ্বালানি সরবরাহের সূচকটার ওপর অধিনায়কের দৃষ্টি পড়ল। সজোরে চেয়ারের পেছন দিকটা সে চেপে ধরল আর কিছু একটা বলতে গিয়েও শেষে থেমে গেল।

দ্বিতীয় অধ্যায়

এপ্‌সিলোন তুকানা

টেবিল থেকে আসা গ্লাসের মৃদু টুংটাং আওয়াজের সঙ্গে কমলা ও নীল আলোর ঝলকানি। স্বচ্ছ প্রাচীরটার ওপর-নীচ জুড়ে বহুবর্ণের আলো জ্বলছে। মহাবৃত্তের বহির্জাগতিক স্টেশনগুলির অধ্যক্ষ দার ভেতের মণ্ডলাকৃতি পথের আলোকমালা লক্ষ্য করছে। বৃত্তাকার এক আলোকচ্ছটা অনেক উঁচুতে উঠে গেছে। সমুদ্রের কূল জুড়ে একটা ফিকে হলদে রেখার আভা পড়েছে। মণ্ডলাকৃতি পথের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখে দার ভেতের হাতটা টান করে লেভারটাকে 'চি' পয়েণ্ট অবধি ঘুরিয়ে দেয়। এবার সে একটু নিভৃত চিন্তার অবকাশ পেল। তার জীবনে সেই দিনটা এক বিরাট পরিবর্তনের সূচক। জ্যোতির্বিজ্ঞান পরিষদের দ্বারা নির্বাচিত হয়ে তার স্থলবর্তী হিসেবে ম্‌ভেন মাস দক্ষিণ আবাসিক বলয় থেকে সেদিন সকালেই এসে পৌঁছেছে। গোটা বৃত্ত জুড়ে তার শেষ বেতারবার্তা পাঠাবার ব্যবস্থা তারা কার্যকর করে তুলবে। আর তারপর?.. এই 'তারপর' এখনও ঠিক করা যায় নি। গত ছ' বছর ধরে সে এমন এক কাজে ব্যাপৃত যে জন্য তাকে অতিমানবিক চেষ্টা চালাতে হয়েছে। এই কাজের জন্য পরিষদ বিশেষ ধরনের

লোক নির্বাচিত করে যাদের স্মৃতিশক্তি অসাধারণ আর জ্ঞানের ভাণ্ডার জীবন্ত বিশ্বকোষকল্প। জীবন ও কর্তব্যের প্রতি ঔদাসীন্যে সে আশংকাজনকভাবে বারংবার আক্রান্ত হতে থাকে। মানুষের পক্ষে সে এক গুরুতর যন্ত্রণা। বিশিষ্ট মনোরোগবিদ এভ্দা নাহ্ল তখন তাকে পরীক্ষা করে দেখে। পরীক্ষিত চিকিৎসা — প্রশান্তিকর তরঙ্গসম্পৃক্ত নীল স্বপ্নের এক কক্ষে লঘু সংগীতের করুণ সুরের ব্যবস্থা দেয়া হয়। কিন্তু কোন ফল হল না। শেষপর্যন্ত একমাত্র ওষুধ দাঁড়াল কাজ বদল: কায়িক শ্রমের কাজ যাতে দৈনিক ও ঘণ্টায়-ঘণ্টায় পেশীচালনা প্রয়োজন। তার পরম বান্ধবী ঐতিহাসিক বেদা কঙ তাকে গতকাল তার সঙ্গে প্রত্নতাত্ত্বিক গবেষণার কাজে শরিক হতে বলেছে। খননের সবকিছু যন্ত্রে করা যায় না। শেষ পর্যায়ে মানুষের হাত লাগাতে হয়। এই কাজে স্বেচ্ছাকর্মীর অভাব নেই। তবু তাকে প্রাচীন তৃণভূমির প্রান্তরে এক দীর্ঘ ভ্রমণের সুযোগ সে দিতে চায়। সেখানে সে প্রকৃতির সান্নিধ্য পাবে।

বেদা কঙ যদি শুধু!.. অবশ্য সে পুরো ঘটনাই জানে। বেদা ভালবাসে এর্গ নওরকে। সে এখন জ্যোতির্বিজ্ঞান পরিষদের সদস্য আর ৩৭ নং মহাজাগতিক অভিযানের অধিনায়ক। জিরদা থেকে এর্গ নওরের একটা বার্তা, সে আরও এগিয়ে যাচ্ছে কি না তার রিপোর্ট পাঠানোর কথা। কিন্তু যদি কোন বার্তা এসে না পৌঁছয় — মহাকাশযাত্রা চলে এক নিখুঁত অঙ্কের হিসেবে — তখন? কিন্তু না, বেদার ভালবাসা পাবার কথা তার চিন্তা করা উচিত নয়! বন্ধুত্বের রাখী, তাদের দু'জনের মধ্যে এটিই সেরা বন্ধন। সে তার সঙ্গে যাবে, একযোগে কাজ করবে।

দার ভেতের একটা লেভার সরিয়ে একটা বোতাম টিপল। কামরাটা আলোয় ভরে গেল। সমতল ও সমুদ্রের অনেক উঁচুতে থাকা কক্ষটার একটা দেয়ালে স্ফটিক-কাঁচের জানলা তৈরী হল

আর দেখা গেল সুদূর অবধি। আরেকটা লেভার ঘুরিয়ে দার ভেতের জানলাটা ভেতরের দিকে নামিয়ে দিল। তারা-ভরা আকাশের নীচে কক্ষটা উন্মুক্ত হয়ে গেল। মণ্ডলাকৃতি পথের আলোকমালা, সমুদ্রকূলের দালানকোঠা আর আলোকস্তম্ভগুলি ঢাকা পড়ে গেল জানলার ধাতব পাতে।

এককেন্দ্রিক তিনটি চক্রাংশের ছায়াপথ ঘড়ির কাঁটার ওপর দার ভেতের তার দৃষ্টি নিবদ্ধ করল। মহাবৃত্তকে ঘিরে ছায়াপথের সময় অনুসারে বেতারবার্তা পাঠান হয়। প্রতি ছায়াপথ মুহূর্তের এক লক্ষাংশে একবার বা পার্থিব সময়ে আট দিনে একবার, বছরে ৪৫ বার এই বার্তা পাঠানোর নিয়ম। নিজস্ব অক্ষের ওপর ছায়াপথের একবার আবর্তনই ছায়াপথ সময়ের একটি দিবারাত্র।

তার পরবর্তী ও শেষবারের মতো বার্তা পাঠানোর সময় হচ্ছে তিব্বতী মানমন্দির সময় অনুসারে সকাল ৯টায় বা পরিষদের ভূমধ্যসাগরীয় মানমন্দিরের সময় অনুযায়ী রাত দু'টোয়। এখনও দু'ঘণ্টার বেশী বাকী।

টেবিলের ওপরকার যন্ত্রটায় আবার টুংটাং শব্দ আর আলোকচ্ছটা। ফিকে রঙের রেশমী ধরনের পোশাক পরা একজন লোক প্রাচীরের পেছন থেকে উঠে এল।

সংক্ষেপে সে বলল, 'বার্তা প্রেরণ ও গ্রহণের জন্য আমরা প্রস্তুত।' তার কথায় বাহ্যিক সম্মান দেখানোর কোন লক্ষণ নেই, তবু চোখদু'টি অধ্যক্ষের প্রতি শ্রদ্ধাসিক্ত।

দার ভেতের কোন কথা বলল না। অহংকৃত সাবলীল ভঙ্গিতে দাঁড়ান সেই লোকটিও নিশ্চুপ।

'কিউবিক হলে যাব?' অবশেষে জিজ্ঞেস করে দার ভেতের। সায় পেয়ে সে প্রশ্ন করল যে, ম্‌ভেন মাস কোথায় আছে।

'সে আছে প্রভাতী আরামকক্ষে, দীর্ঘ ভ্রমণের ক্লান্তি দূর করছে। তাছাড়া, সে বোধ হয় একটু রোমাঞ্চিতও।'

'তার জায়গায় থাকলে আমিও তাই করতাম,' চিন্তিতভাবে দার ভেতের বলে চলল, 'ছ' বছর আগে আমার অনুভূতিও একই রকমের ছিল...'

বাইরের গাম্ভীর্য বজায় রাখতে গিয়ে সহকারীর মুখ লাল হয়ে ওঠে। যৌবনোচিত উচ্ছলতা সত্ত্বেও সে প্রধানের জন্য দুঃখ অনুভব করে। তাছাড়াও সে ভাবল, একদিন তাকেও বড় কাজ আর বিরাট দায়িত্ব বহনের আনন্দ ও দুঃখের স্বাদ পেতে হবে। বহির্জাগতিক স্টেশনগুলির অধ্যক্ষ তার নিজের মনোভাব একটুও প্রকাশ করে নি। তার বয়সের পক্ষে সেটা অশোভন।

'ম্ভেন মাস এলে সোজা আমার কাছে নিয়ে আসবেন।'

সহকারী ঘর ছেড়ে গেল। দার ভেতের ঘরের এক কোণে এসে দাঁড়াল। সেখানকার স্বচ্ছ প্রাচীরটি মেঝে থেকে ছাদ অবধি কালো রঙে ঢাকা। সে পালিশ করা কাঠের প্যানেলের মধ্য থেকে স্বচ্ছন্দে দু'টো শাটার খুলে ফেলল। আয়নার মতো পর্দার ভেতর থেকে যেন একটা আলো দেখা গেল। আলোটায় অবশ্য আয়নার উজ্জ্বলতা নেই, বরং দূর প্রসারিত এক দীর্ঘ অলিন্দের ধারণাই প্রতিভাত।

বহির্জাগতিক স্টেশনের অধ্যক্ষ কতকগুলি বিশেষ সুইচের সাহায্যে 'বন্ধুত্বের রাখী'-র কাজ চালু করে দিল। ব্যবস্থাটির মাধ্যমে পরস্পর অন্তরঙ্গ মানুষেরা যেকোন মুহূর্তে নিজেদের মধ্যে যোগাযোগ করতে পারে। কাঙ্ক্ষিতের বাড়ি, কর্মস্থল কিম্বা বিনোদনকেন্দ্রের সঙ্গে 'বন্ধুত্বের রাখী' সংযোগ করে দেয়।

পর্দার ওপর ইলেক্ট্রনিক চলচ্চিত্রের সাঙ্কেতিক নামের প্রচলিত সারি দেখা গেল। এটি প্রাচীন কালের বই ফটো-কপি করারই আধুনিক রূপ। সমগ্র মানবজাতি যেদিন জটিল চিহ্নমুক্ত একটিমাত্র রৈখিক বর্ণমালা গ্রহণ করল, সেদিন থেকে অত্যন্ত প্রাচীন বইয়েরও চলচ্চিত্র গ্রহণ সহজসাধ্য হয়ে গেছে। অতঃপর

প্রক্রিয়াটি সম্পূর্ণভাবে যন্ত্রীকৃত হয়েছে। কেন্দ্রীয় চলচ্চিত্র সংগ্রহশালার লাল, সবুজ আর নীল ফিতেগুলিই বৈজ্ঞানিক গবেষণা গ্রন্থাবলীর প্রতীক, যেগুলি বহু শতাব্দী ধরে মাত্র কয়েক ডজন হিসেবেই প্রকাশিতব্য। শুধু সাঙ্কেতিক নম্বর আর প্রতীকটি বেছে নিলেই চলচ্চিত্র গ্রন্থাগার স্বয়ংক্রিয়ভাবে সমস্ত বইটি পড়ে যায়। এই যন্ত্রটি বেদার নিজস্ব গ্রন্থাগার। সুইচটা টিপে দিতেই ছবিটা মিলিয়ে গেল। তারপর দেখা গেল একটা খালি ঘর। আরেকটা সুইচ টেপা হল। তখন দেখা গেল একটা হলের মধ্যে ঈষৎ আলোকিত কতকগুলি ডেস্ক। সবচেয়ে কাছের ডেস্কে বসা মেয়েটি মাথা তুলল। তার ঘন টানা ভুরু, ধূসর চোখ আর সরু সুন্দর মুখখানি দার ভেতেরের চেনা। সে হেসে উঠল। তার মুখের ঋজু রেখার মধ্যে দাঁতগুলো চক্ করতে লাগল, ঈষৎ বোঁচা নাকের দু'পাশে গাল গোল হয়ে উঠল। শিশুদের মতো ওর নাকের ডগায় একটি গোল টিপ। সব মিলিয়ে ওর মুখে কোমল করুণা ফুটল।

'বেদা, আর দু' ঘণ্টা বাকী। তোমার পোশাক বদলে নাও। আমি চাই তুমি ঠিক সময়ের কিছুটা আগে মানমন্দিরে চলে আস।'

পর্দার নারীমূর্তি তার ঘন ছাই-বাদামী চুলের ওপর হাতদু'টো তুলল।

'আমি আমার ভেতেরের কথা মেনে চলি। বাড়ি যাচ্ছি।' তার মুখ হাসিভরা।

ওর প্রফুল্ল স্বরে দার ভেতের প্রতারিত হল না।

'সাহসী বেদা, নিজেকে শান্ত কর। মহাবৃত্তে বার্তা পাঠানোর জন্য সকলকেই প্রথমবার হাজির থাকতে হয়...'

স্থিরভাবে মাথা তুলে বেদা কঙ বলে, 'আমাকে সান্ত্বনা দিতে আর কথা বাড়ান বৃথা। আমি এখনই আসছি।'

পর্দাটা কালো হয়ে গেল। দার ভেতের শাটার বন্ধ করল। স্থলবর্তীর সঙ্গে মিলিত হবার জন্য সে ফিরে দাঁড়াল। লম্বা পা ফেলে ম্‌ভেন মাস ঘরে ঢুকল। মুখের গড়ন আর গায়ের তামাটে রঙে তার আফ্রিকীয় পূর্বপুরুষদের সুস্পষ্ট স্মৃতিচিহ্ন। জোরালো কাঁধের ওপর থেকে বহু ভাঁজের একটা ঢোলা কোট ঝুলে আছে। দার ভেতেরের হাতদু'টো ম্‌ভেন মাস তার পাতলা শক্ত হাতের মুঠোয় চেপে ধরে। বহির্জাগতিক স্টেশনগুলির নতুন ও পুরনো উভয় অধ্যক্ষই খুব লম্বা। রুশবংশীয় ভেতেরকে কমনীয় আফ্রিকীয় বংশের ম্‌ভেন মাসের চেয়ে আরও চওড়া ও বিরাট বলে মনে হল।

ম্‌ভেন মাস বলে, 'মনে হচ্ছে যেন আজ গুরুতর কিছু ঘটবে।' তার কণ্ঠে একাগ্র অনুগত সুর, যা মহাবৃত্ত যুগের মানুষের পক্ষেই স্বাভাবিক।

দার ভেতের কাঁধ ঝাঁকাল।

'তিন জনের পক্ষেই ঘটনাটি গুরুত্বপূর্ণ। আমি আমার কাজের ভার প্রত্যর্পণ করছি, আপনি সেটা নিচ্ছেন আর সারা বিশ্বজগতের উদ্দেশ্যে বেদা কঙ এই প্রথম বার্তা পাঠাবে।'

আধা সমর্থন আর আধা প্রশ্নের ভঙ্গিতে ম্‌ভেন মাস বলে, 'সে তো সুন্দরী?'

'তাকে দেখতে পাবেন। আজকের বার্তায় বিশেষ উল্লেখ্য কিছু থাকবে না। গ্রহ KRZ ৬৬৪৪৫৬+BS ৩২৫২-এর উদ্দেশ্যে আমাদের ইতিহাস নিয়ে বেদা একটা বক্তৃতা দেবে।'

ম্‌ভেন মাস মনে মনে আশ্চর্য দ্রুত হিসেব কষে নিল।

'ইউনিকর্ন নক্ষত্রপুঞ্জ রস্‌ ৬১৪ নক্ষত্র—এই গ্রহমণ্ডলকে স্মরণাতীত কাল থেকে মানুষ জানে। কিন্তু সেগুলি কোন বৈশিষ্ট্য অর্জন করে নি। পুরনো নাম আর পুরনো কথা আমার

ভাল লাগে,' কিছুটা কৈফিয়তের সুরে যেন কথাগুলি বলল ম্ভেন মাস।

দার ভেতের মনে মনে ভাবল, 'কিভাবে সঠিক লোক নির্বাচন করতে হয় পরিষদ জানে।' জোরে বলল:

'তাহলে ইলেক্ট্রনিক স্মৃতিযন্ত্রের অধ্যক্ষ জুনিয়াস আন্তাসের সঙ্গে আপনার ভালই জমবে। তিনি নিজের পরিচয় দেন স্মৃতি-প্রদীপের অধ্যক্ষরূপে। অতীত কালের প্রদীপের কথা অবশ্য তিনি ভাবেন না। তিনি ভাবেন বায়ুশূন্য কাঁচের অদ্ভুত আবরণবন্দী প্রথম ইলেক্ট্রনিক যন্ত্রাদির কথা। সেগুলিকে অতীতের বিজলীবাতির মতোই দেখাত।'

ম্ভেন মাস স্বচ্ছন্দ ও আন্তরিকভাবে হেসে উঠল। দার ভেতের বেশ বুঝতে পারল যে লোকটিকে তার আরও বেশী পছন্দ হচ্ছে।

'স্মৃতি-প্রদীপ! আমাদের স্মৃতির জাল লক্ষ কোটি কোষবিশিষ্ট অলিন্দের বহু কিলোমিটার বিস্তৃত!' তারপর হঠাৎ নিজেকে সামলে বলে, 'আমি মূল বিষয় না জেনেই কিছুটা ভাবপ্রবণ হয়ে পড়ছিলাম। রস্ ৬১৪ থেকে প্রথম বার্তা আসে কখন?'

'বাহান্ন বছর আগে। তখন থেকে তারা মহাবৃত্তের ভাষায় পারদর্শী হয়েছে। আমাদের কাছ থেকে তারা আর মাত্র চার পারসেক দূরে রয়েছে। আগামী তের বছরের মধ্যেই তারা বেদার বক্তৃতা শুনতে পাবে।'

'তারপর?'

'বক্তৃতাটা শেষ হয়ে যাবার পর আমরা বার্তাগ্রহণে নজর দেব। আমাদের পুরনো বন্ধুদের মাধ্যমে মহাবৃত্তের কিছু সংবাদ আমরা পাব।'

'৬১ নং সিগ্নাসের মাধ্যমে?'

'নিশ্চয়ই, পুরনো নাম ব্যবহার করলে ১০৭ অফিউকাসের মাধ্যমে কখনো আমরা সংযোগ পাই।'

দার ভেতেরের সহকারী জ্যোতির্বিজ্ঞান পরিষদের যে রুপোলী পোশাক পরেছিল ঠিক তেমনি পোশাকে একজন লোক কামরায় ঢুকল। লোকটি মাঝারী গড়নের, প্রাণচঞ্চল ও ঈগলনাসা। ঘন কৃষ্ণ চোখের তীক্ষ্ন দৃষ্টির জন্য সে সবার প্রিয়। আগন্তুক তার কেশহীন মাথাটায় টোকা দিল।

'আমার নাম জুনিয়াস আন্তাস,' ম্‌ভেন মাসের উদ্দেশ্যে সে বলে। আফ্রিকার লোকটি সসম্মানে তাকে অভিনন্দন জানায়। স্মৃতিযন্ত্রের অধ্যক্ষরা পাণ্ডিত্যে সবার সেরা। যন্ত্রগুলির কোন কোন স্মৃতিধারণ উচিত, সাধারণ বার্তা হিসেবে কোনগুলির প্রচার দরকার বা শুধু সৃজনী মহাভবনের জন্য ব্যবহার্য তা তারাই স্থির করে।

'আরো এক 'ব্রিভাস'।' নবাগত লোকটির সঙ্গে করমর্দন করতে করতে জুনিয়াস আন্তাস বিড়বিড় করে বলে।

'সে আবার কী?' ম্‌ভেন মাস জিজ্ঞেস করে।

'এই লাতিন কথাটা আমি ভেবে ভেবে বেছে নিয়েছি। যারা ক্ষণজীবী, 'ভিটা ব্রিভা', তাদের আমি নামটা দিই। যেমন ধরুন বহির্জাগতিক স্টেশনের কর্মী, আন্তর্নক্ষত্র মহাকাশযানের চালক, মহাকাশযান এঞ্জিন কারখানার কারিগর। আর... এই আপনি আর আমি। আমাদের পরমায়ুর অর্ধেকও আমরা বাঁচি না। কিন্তু কীই বা করা যাবে? এই জীবনটাই তো আরও রোমাঞ্চকর! বেদা কোথায়?'

'সে তো তাড়াতাড়িই আসবে ঠিক করেছিল,' দার ভেতের বলে। ছায়াপথ ঘড়ির ডায়েলে জোরে 'টিক্' শব্দ হবার পরই বিকট সংগীতধ্বনিতে তার কথাগুলি ডুবে গেল।

'সারা পৃথিবীর জন্য হুঁশিয়ারি। সকল শক্তিকেন্দ্র, সমস্ত

ফ্যাক্টরি, যানবাহন ও রেডিও স্টেশনকে হুঁশিয়ার করা হচ্ছে। এখন থেকে আধঘণ্টা পরে সমস্ত শক্তিব্যয় বন্ধ কর। আবহমণ্ডলে প্রবেশ করার মতো বিকিরণপথের পর্যাপ্ত শক্তি সঞ্চিত না হওয়া পর্যন্ত উচ্চশক্তিধর কন্ডেনসারে তা মজুত করাতে হবে। এই বার্তাপ্রেরণের জন্য পৃথিবীর সমগ্র উৎপাদিত শক্তির ৪৩ শতাংশ এবং বার্তাগ্রহণের জন্য চ্যানেলটি সংরক্ষণে মাত্র ৮ শতাংশ প্রয়োজন হবে।' বিষয়টা এভাবে ব্যাখ্যা করে দার ভেতের থামল।

'ঠিক আমি যেমনটি কল্পনা করেছি — তাই,' এই বলে মুভেন মাস মাথা নাড়তে লাগল। দেখা গেল হঠাৎ তার দৃষ্টি স্থির, বিমুগ্ধ মুখমণ্ডল উদ্ভাসিত। দার ভেতের ফিরে তাকাল। তাদের অলক্ষ্যে বেদা কঙ এসে গেছে। একটা উজ্জ্বল আলোক স্তম্ভের পাশে সে দাঁড়িয়ে। বক্তৃতা দেবার জন্য সে নারীর সৌন্দর্যবর্ধক এক পোশাক পরেছে। হাজার হাজার বছর আগে ক্রীট-সভ্যতার সময় এই ধরনের পোশাক আবিষ্কৃত হয়েছিল। মাথার পেছনে বাদামী-ছাই রঙের চুলের বড় খোঁপার নীচে তার দৃঢ় ও অনুপম গ্রীবা ঢাকা পড়ে নি। তার মসৃণ কাঁধদু'খানি অনাবৃত, স্বর্ণখচিত কাঁচুলি ছাড়া বক্ষদেশ উন্মুক্ত। সে নীল ফুলের কাজ-করা বড় ঘেরওয়ালা খাটো রুপোলী স্কার্ট পরেছে। চেরী রঙের শ্লিপার-পরা তার রোদে পোড়া খোলা পাদু'খানি দেখা যাচ্ছে, গলায় শুক্র গ্রহ থেকে আনা চেরী রঙের পাথর-বসান সোনার হার, তার কোমল দেহের ওপর যেন আগুনে গোলার মতো প্রজ্বলন্ত এবং উত্তেজনাতপ্ত রক্তাভ গাল ও ছোট্ট কানগুলির প্রতিকল্প।

প্রখ্যাত ইতিহাসবিদের সঙ্গে মুভেন মাসের এই প্রথম পরিচয়। মুগ্ধ দৃষ্টিতে সে তার দিকে তাকিয়ে রইল।

অস্বস্তিপীড়িত বেদা দার ভেতেরের দিকে তাকায়।

'চমৎকার,' বান্ধবীর অব্যক্ত প্রশ্নের জবাবে সে জানায়।

'আমি অনেক বক্তৃতা দিয়েছি, কিন্তু এই ধরনের নয়,' সে বলে।

'পরিষদ একটা প্রচলিত প্রথা অনুসরণ করছে। অন্যান্য গ্রহের উদ্দেশ্যে প্রেরিত বার্তাগুলি সব সময়ই সুন্দরী নারীরা পড়ে থাকে। এতে পৃথিবীর মানুষের সৌন্দর্যের একটা ধারণা তারা পায়, আর সাধারণভাবে এতে অনেক কথাই বলা হয়,' দার ভেতের বলে।

ম্ভেন মাস উচ্চকণ্ঠে বলে ওঠে, 'পরিষদের পছন্দ নির্ভুল!'

আফ্রিকার লোকটির প্রতি বেদা তীক্ষ্ন দৃষ্টিতে তাকায়।

'আপনি কি অবিবাহিত?' সে নরম সুরে প্রশ্ন করে। জবাবে ম্ভেন মাসের স্বীকৃতি পেয়ে সে হেসে ফেলে।

দার ভেতেরের দিকে ফিরে সে বলে, 'তুমি আমাকে কিছু বলতে চেয়েছিলে?'

দুই বন্ধু বাইরে বৃত্তাকার বারান্দায় গেল। মুখের ওপর সমুদ্রের তাজা হাওয়ার ছোওয়া বেদার ভাল লাগল।

বহির্জাগতিক স্টেশনের অধ্যক্ষ তাকে জানাল সে তার সঙ্গে খননে যাওয়া ঠিক করেছে। কিভাবে তার মন ৩৮ নং মহাজাগতিক অভিযান, দক্ষিণ মেরুর সমুদ্রগর্ভের খনি আর প্রত্নতাত্ত্বিক অভিযানের মধ্যে দোদুল্যমান ছিল, তার কথাও সে জানাল।

'অন্য যেকোন কিছু বলো, কিন্তু মহাজাগতিক অভিযান নয়!' বেদা চিৎকার করে ওঠে। দার ভেতেরের মনে হল সে কাজটি ভাল করে নি। আবেগের তোড়ে সে বেদার অন্তরের ক্ষতে ঘা দিয়েছে।

বারান্দায় আসা গোলমালের আওয়াজ তার সহায় হল।

'সময় হয়ে গেছে। আর আধ ঘণ্টার মধ্যেই মহাবৃত্তের সুইচ চালু হবে।'

দার ভেতের সন্তর্পণে বেদা কণ্ডের বাহুলগ্ন হল। অন্যদের সঙ্গে তারা চলমান সিঁড়ি বেয়ে গভীর ভূগর্ভের শিলাকক্ষ, কিউবিক হলে নেমে এল।

হলটি যন্ত্রপাতিতে ঠাসা। বৈচিত্র্যহীন কালো দেওয়ালগুলি ভেলভেটের মতো। স্ফটিকের ঘের-দেয়া অনেকগুলি প্যানেলে সেগুলি বিভক্ত। ডায়েল, চিহ্ন আর অংকগুলি সোনালী, সবুজ, নীল আর নারেঙ্গী রঙের আলোয় উদ্ভাসিত। কালো কালো অর্ধবৃত্তের ওপর পান্নাসবুজ সূচের আগাগুলি কাঁপছে। মনে হচ্ছে বিরাট দেয়ালটি যেন কঠিন প্রতীক্ষায় থর থর করছে।

ঘরে আসবাবের মধ্যে রয়েছে কয়েকখানা চেয়ার, একটা কালো কাঠের টেবিল। বিরাট এক সোনালী কাঠামোয় বসানো মুক্তো-রঙিন অর্ধগোলাকার একটা পর্দার মধ্যে টেবিলটার একদিক ঢোকান।

বেদা কণ্ড ও ম্ভেন মাস গভীর একাগ্রতার সঙ্গে সবকিছু খুঁটিয়ে দেখল। বহির্জাগতিক স্টেশনগুলির মানমন্দিরে এই তাদের প্রথম আসা।

দার ভেতের ইঙ্গিতে ম্ভেন মাসকে ডেকে উঁচু কালো আরাম কেদারাগুলি দেখাল। আফ্রিকার লোকটি সেদিকে পা টিপে টিপে এগিয়ে গেল, যেমনটি একদা হাঁটত তার পূর্বপুরুষেরা রোদে-পোড়া নিষ্পাদপ প্রান্তরে কোন বিরাট হিংস্র প্রাণী শিকারের সময়। ম্ভেন মাসের তখন রুদ্ধশ্বাস অবস্থা। এখনই এই ভূগর্ভস্থ গোপন শিলাকক্ষ ভেদ করে একটা জানালা খুলে যাবে আর সামনে দেখা যাবে মহাজগতের সীমাহীন মহাকাশ। তারপর অন্য জগৎবাসী ভাইদের কাছে এই মানুষগুলি তাদের ধ্যানধারণা আর জ্ঞানভান্ডার উন্মোচিত করবে। সমগ্র বিশ্বব্রহ্মান্ডের সামনে পাঁচ জনের এই ছোট্ট দলটাই এখন পার্থিব মানুষের প্রতিনিধি। পরদিন থেকে ম্ভেন মাসের ওপর পড়বে

এই সংযোগ রক্ষার, প্রচণ্ড পরিমাণ শক্তি নিয়ন্ত্রণের ভার। তার শিরদাঁড়া বেয়ে একটা কাঁপুনি নেমে এল। পরিষদের প্রস্তাব মেনে সে যে কত বড় গুরুভার দায়িত্ব নিয়েছে তখনই প্রথম সে তা উপলব্ধি করল।

প্রবল ঘণ্টাধ্বনির মতো এক গুরুগম্ভীর, বিপদসূচক আওয়াজ শোনা গেল। দার ভেতের চকিতে ঘুরে দাঁড়িয়ে একটা লম্বা লেভারের ওপর ঝুঁকে পড়ল। ঘণ্টাধ্বনি বন্ধ হয়ে গেল। বেদা কণ্ড দেখল ডানদিকের দেয়ালে মেঝে থেকে ছাদ অবধি একটা সরু প্যানেল আলোকিত হয়ে উঠেছে আর দেয়ালটা যেন এক সীমাহীন দূরত্বে মিলিয়ে গেছে। পিরামিডাকৃতি এক পর্বতের ছায়াময় রেখা ভেসে উঠল। পর্বতের চূড়ায় এক বিশালাকার পাথরের বলয় আর গলিত পাথরের চূড়ার নীচে পার্বত্য তুষারের সাদা টুকরোগুলি ইতস্তত ছড়ান।

ম্ভেন মাস আফ্রিকার দ্বিতীয় উচ্চতম পর্বত — কেনিয়া পর্বতটিকে চিনতে পারল।

আবার ভূগর্ভকক্ষে ঘণ্টাধ্বনি শোনা গেল। সবাই সতর্ক হল, তারা সমস্ত চিন্তাশক্তি কেন্দ্রীভূত করল। দার ভেতের ম্ভেন মাসের হাতটা চুনীখচিত একটা হাতলের ওপর রাখে। ম্ভেন মাস হাতলটি যতদূর সম্ভব ঘুরিয়ে দিল। পৃথিবীতে ১৭৬০টি শক্তিকেন্দ্রের সবটুকু শক্তি নিরক্ষরেখাবর্তী ৫ হাজার মিটার উঁচু পর্বতের ওপর কেন্দ্রীভূত করা হল। পর্বতচূড়ায় বহুবর্ণ আলো জ্বলে উঠল। তারপর দেখা গেল এক আলোকমণ্ডল। হঠাৎ বর্শার মতো এক আলোক স্তম্ভের রূপ নিয়ে এটি আকাশ ফুঁড়ে উপরে উঠতে লাগল। ঘূর্ণিঝড়ের সরু স্তম্ভের মতো ঝুলে-থাকা এই আবর্ত থেকে একটা চোখধাঁধানো উজ্জ্বল নীল ধোঁয়ার কুণ্ডলী ওপরের দিকে উঠতে শুরু করল।

এই নিয়ন্ত্রিত রশ্মি পৃথিবীর বায়ুমণ্ডল ভেদ করে একটা স্থায়ী খাত সৃষ্টি করল। এতে পৃথিবী ও বহির্জাগতিক স্টেশনগুলির মধ্যে যোগসূত্র স্থাপিত হয়। পৃথিবী থেকে ৩৬ হাজার কিলোমিটার ওপরে একটি কৃত্রিম আহ্নিক উপগ্রহ রয়েছে। এই বিশাল স্টেশনটি পৃথিবীকে ২৪ ঘণ্টায় একবার প্রদক্ষিণ করে। সেটা নিরক্ষরেখার ওপর এমনভাবে স্থাপিত যাতে পূর্ব আফ্রিকার কেনিয়া পর্বতের ওপর সেটা নিশ্চল থাকে। বহির্জাগতিক স্টেশনগুলির সঙ্গে স্থায়ী যোগাযোগের কেন্দ্র হিসেবে কেনিয়া পর্বতকেই স্থির করা হয়েছে। ৫৭ হাজার কিলোমিটার উচ্চতায় ৯০তম মধ্যরেখা বরাবর আরও একটি উপগ্রহ রয়েছে। ৫৭ নং এই কৃত্রিম উপগ্রহটি তিব্বতের প্রেরক ও গ্রাহক মানমন্দিরের সঙ্গে সংযোগ রাখে। প্রেরক সূত্র স্থাপনে তিব্বতী স্টেশনটির পরিস্থিতি ভাল। কিন্তু এর সংযোগব্যবস্থাটি স্থায়ী নয়। বিশাল কৃত্রিম উপগ্রহদু'টি পৃথিবীর চতুর্দিকে নানা স্থানের স্বয়ংক্রিয় স্টেশনগুলির সঙ্গেও যোগাযোগ রক্ষা করে।

ডানদিকের সরু প্যানেলটি অন্ধকার হয়ে যায়। কৃত্রিম উপগ্রহের গ্রাহক স্টেশনের সঙ্গে যে প্রেরণব্যবস্থাটির যোগাযোগ স্থাপিত হয়েছে, এটি তারই সংকেত। তারপর সোনালী কাঠামোবন্দী মুক্তো-রঙ পর্দাটি আলোকিত হয়ে ওঠে। তার মাঝখানে হাসিমুখ বিশাল এক মূর্তি দেখা গেল। এটি গুর হান, কৃত্রিম আহ্নিক উপগ্রহস্থ নভোসন্ধানী। পর্দায় তার ছবিটা অবিশ্বাস্য রকমের বড় হয়ে উঠল। অভিবাদন করে সে পৃথিবীর চতুর্দিকের সমস্ত বহির্জাগতিক স্টেশনগুলির সুইচ খোলার জন্য তার দশ ফুট লম্বা হাত বাড়িয়ে দিল। সেগুলি পৃথিবী থেকে পাঠানো শক্তির সাহায্যে একই বর্তনীতে যুক্ত। গ্রাহকযন্ত্রের সুবেদী চোখগুলি এবার মহাবিশ্বের চতুর্দিকে ফিরল। ইউনিকর্ন নক্ষত্ররাজির একটি আবছা লাল নক্ষত্রের গ্রহ কিছুকাল আগে

একটি বার্তা পাঠিয়েছিল। এটির সঙ্গে ৫৭ নং কৃত্রিম উপগ্রহের ভাল যোগাযোগ রয়েছে। গুরু হান সেটির সঙ্গে যোগাযোগের সুইচ টিপল। অপর একটি নক্ষত্রের এই গ্রহের সঙ্গে পৃথিবীর অদৃশ্য যোগসূত্রটি ৪৫ মিনিট স্থায়ী হবে। এই মহামূল্য সময়ের একটি মুহূর্তও নষ্ট করা চলে না।

দার ভেতেরের ইঙ্গিতে বেদা কঙ পর্দার সামনে একটি গোলাকার ধাতব মঞ্চের ওপর দাঁড়াল। ওপর থেকে অদৃশ্য আলো ফেলা হল। তার রোদে পোড়া চামড়ার রঙ যেন আরও গাঢ় দেখাচ্ছে। নিঃশব্দে ইলেকট্রনিক মেশিনগুলির কাজ শুরু হল। নারীর কণ্ঠনিঃসৃত বাক্যগুলি মহাবৃত্তের ভাষায় যন্ত্রে অনূদিত হতে লাগল। আবছা লাল নক্ষত্রের এই গ্রহের গ্রাহকযন্ত্রগুলি তের বছর ধরে এই বেতারতরঙ্গকে মহাবিশ্বের সাঙ্কেতিক চিহ্নে লিপিবদ্ধ করবে। সেখানে ভাষার চলন থাকলে ইলেকট্রনিক যন্ত্রাদি এই সাঙ্কেতিক চিহ্নগুলিকে সেই গ্রহবাসীদের প্রচলিত ভাষায় অবশ্যই অনুবাদ করে দেবে।

দার ভেতের ভাবতে লাগল, 'এটা আফসোসের কথা যে সেই সুদূর নক্ষত্রবাসীরা পৃথিবীর এই নারীর কোমল সুরেলা কণ্ঠস্বর শুনতে পাবে না, তার কথার ব্যঞ্জনাও তাদের বোধগম্য হবে না। কে জানে তাদের কানগুলির গড়ন কেমন? হয়তো বা তাদের ওই প্রত্যঙ্গটিই আলাদা ধরনের। কিন্তু আবহমণ্ডলে প্রবেশক্ষম তড়িৎ-চুম্বকীয় তরঙ্গের যেটুকু দেখার কাজে লাগে তা মহাবিশ্বব্যাপীই অভিন্নপ্রায়। তাই তারা অপরূপ বেদাকে তার আবেগ-উষ্ণ মুহূর্তে দেখতে পাবে।'

দার ভেতের বেদার সরু কানের ওপর থেকে দৃষ্টি ফেরায় নি। চুলে তা আধা-ঢাকা। সে শুনছে তার বক্তৃতা।

বেদা কঙ সংক্ষেপে অথচ স্পষ্টভাবে বলছিল মানবজাতির ইতিহাসের প্রধান পর্যায়গুলির কথা, প্রাচীন যুগগুলির কথা,

যখন বড় ও ছোট জাতিগুলি অর্থনৈতিক ও ভাবাদর্শগত বিরোধের দরুন ক্রমাগত সংঘর্ষে লিপ্ত থাকত, পরস্পর বিভক্ত হয়ে যেত। অত্যন্ত সংক্ষেপে বলো সে ওই যুগটাকে অনৈক্যের যুগ আখ্যা দিল। মহাবৃত্ত যুগের মানুষেরা ধ্বংসাত্মক যুদ্ধ আর মানুষের চরম লাঞ্ছনার তালিকা শুনতে আগ্রহী নয়। প্রাচীন ইতিহাসের পাতাভর্তি তথাকথিত রাজা-মহারাজদের কাহিনীতেও তারা নিরুৎসাহী। তাদের কাছে এর চেয়ে ঢের বেশী আকর্ষণীয় হল উৎপাদন শক্তি ও ভাবাদর্শের ক্রমবিকাশ, শিল্প ও জ্ঞানবিকাশের ইতিহাস আর সাচ্চা মানুষ সৃষ্টির সংগ্রাম, কী পদ্ধতিতে সৃষ্টিশীল প্রেরণার ক্রমবিকাশ ঘটেছে এবং কিভাবে পৃথিবী সম্পর্কে নতুন ভাবনার, নতুন সমাজ-সম্পর্কের, মানুষের অধিকার, কর্তব্য ও সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের ধারণার উদ্ভব হয়েছে, যা সমগ্র গ্রহব্যাপী কমিউনিস্ট সমাজের শক্তিমান মহীরুহকে বিকশিত করেছে — এসব কথা।

অনৈক্য যুগের শেষ শতাব্দী পরমাণু-বিদারণ যুগ নামে পরিচিত। তখনই মানুষ বর্বরতার যুগজাত সমাজ কাঠামোটিকে তাদের দুর্ভাগ্যের মূল কারণ হিসেবে প্রথম সনাক্ত করে। তারা তখন বুঝতে পারে যে তাদের সমস্ত পরাক্রম, মানবজাতির সমস্ত ভবিষ্যৎ নিহিত রয়েছে শ্রমে, লক্ষ লক্ষ স্বাধীন মানুষের সমষ্টিগত প্রচেষ্টায়, বিজ্ঞানে এবং বৈজ্ঞানিকভাবে পুনর্গঠিত জীবনধারার মধ্যে। সামাজিক ক্রমবিকাশের মৌলিক সূত্রগুলি তখনই মানুষের বোধগম্য হয়, ইতিহাসের গতির দ্বন্দ্বমূলক বিরোধী প্রকৃতি এবং দৃঢ় সামাজিক শৃঙ্খলার নীতিতে জনগণকে শিক্ষাদানের প্রয়োজনীয়তা তারা উপলব্ধি করে। গ্রহের জনসংখ্যা বৃদ্ধিতে এর প্রয়োজনীয়তা আরও গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে।

পরমাণু-বিদারণ যুগে পুরনো ও নতুন ধ্যানধারণার সংগ্রাম

আরও তীব্রতা লাভ করে এবং পৃথিবী দু'টি শিবিরে, ভিন্ন অর্থনৈতিক ব্যবস্থাসম্পন্ন নতুন ও পুরনো রাষ্ট্রে বিভক্ত হয়ে পড়ে। প্রাথমিক ধরনের পারমাণবিক শক্তি তখন আবিষ্কৃত হয়েছে। কিন্তু পুরনো সমাজব্যবস্থার পাণ্ডাদের গোঁয়ারতুমিতে মানবসমাজকে প্রায় এক মহাবিপর্যয়ের মুখে ঠেলে দেয়া হচ্ছিল।

নতুন সমাজব্যবস্থার জয় ছিল অনিবার্য। কিন্তু এতে বিলম্ব ঘটেছে। নতুন দৃষ্টিভঙ্গি অনুসারে মানুষকে শিক্ষিত করে তোলায় তখনও বিঘ্ন থেকে গিয়েছিল। কমিউনিস্ট পন্থায় পৃথিবী পুনর্গঠনের সঙ্গে দারিদ্র্য, ক্ষুধা আর দুঃসহ হাড়ভাঙ্গা খাটুনি নিশ্চিহ্ন করার অনুষঙ্গে আমূল অর্থনৈতিক পরিবর্তন জড়িত ছিল। অর্থনীতিতে সাধিত পরিবর্তনের ফলে উৎপাদন ও বণ্টনের জন্য এক পূর্ণাঙ্গ ব্যবস্থার আশু প্রয়োজন দেখা দিল আর প্রত্যেকটি মানুষকে সমাজ সচেতন করে তোলার ওপরই তা ছিল নির্ভরশীল।

সকল দেশে ও সকল জাতিতে একইসঙ্গে কমিউনিস্ট সমাজ প্রতিষ্ঠিত হয় নি। বৈরীভাব দূর করার জন্য ব্যাপক কর্মপ্রচেষ্টা চালাতে হয়। পরমাণু-বিদারণ যুগে মতাদর্শগত সংগ্রামের সময়কার ছড়ান কুৎসা অপনোদনের জন্য এটি ছিল খুবই গুরুত্বপূর্ণ। নতুন মানবিক সম্পর্ক গড়ে ওঠার সময় তখন অনেক ভুলভ্রান্তি ঘটে। এখানে সেখানে পুরনো দিনের পূজারী অনগ্রসর জনসাধারণ বিদ্রোহ করেছে। অজ্ঞানতার ফলে তারা অতীত প্রত্যাবর্তনের মধ্যে মানুষের সম্ভাব্য শাপমুক্তির কথা ভেবেছে।

অধ্যবসায়ের অবশ্যম্ভাবী পরিণতি হিসেবে পৃথিবীর সর্বত্র নতুন জীবনধারার বিস্তৃতি ঘটল, বহু গোষ্ঠী ও জাতি একটি মৈত্রীভাবাপন্ন, জ্ঞানসমৃদ্ধ পরিবারে একতাবদ্ধ হল।

এভাবেই পরবর্তী যুগ, বিশ্বঐক্য যুগের সূচনা ঘটে। এই যুগ

চারটি কালপর্বে বিভক্ত। এগুলি: মৈত্রীর কাল, ভাষাগত অনৈক্যের কাল, শক্তি-উন্নয়নের কাল ও সাধারণ ভাষার কাল।

সমাজের ক্রমবিকাশ ঘটল আরও দ্রুত। প্রকৃতির ওপর মানুষের শক্তিপ্রয়োগের ক্ষমতাবৃদ্ধির নিরিখে একটি কাল পূর্ববর্তী কালের তুলনায় দ্রুত এগিয়ে গেল।

সুখী ভবিষ্যৎ সম্পর্কে প্রাচীন কালের কল্পস্বর্গে মানুষকে শ্রমের প্রয়োজনীয়তা থেকে মুক্তি দেবার ওপর যথেষ্ট গুরুত্ব আরোপিত হয়েছিল। কল্পনাবিলাসীরা মানুষকে দৈনিক দু'-তিন ঘণ্টা কাজের বিনিময়ে প্রাচুর্যের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল। তারা বলত, বাকি সময়টা মানুষ কিছু না করেই কাটাতে পারবে। প্রাচীন কালে মানুষের উপর চাপান কঠোর হাড়ভাঙা পরিশ্রমের ওপর বীতশ্রদ্ধ হবার ফলেই এই কল্পস্বর্গের সৃষ্টি।

মানুষ পরে বুঝল যে শ্রম থেকেও সুখ লাভ সম্ভব। প্রকৃতির বিরুদ্ধে নিরবচ্ছিন্ন সংগ্রাম চালিয়ে, বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করে এবং বিজ্ঞান ও অর্থনীতির ক্রমবিকাশের আনুষঙ্গিক নতুন নতুন সমস্যা সমাধান করেই সুখ পাওয়া যায়। নিজ নিজ পূর্ণশক্তি দিয়ে মানুষের কাজ করা প্রয়োজন। কিন্তু তার কাজ হবে সৃষ্টিশীল, নিজ নিজ প্রতিভা আর প্রবণতামুখী, বৈচিত্র্যপূর্ণ ও মাঝে মাঝেই পরিবর্তনীয়। সাইবারনেটিকস্ — স্বয়ংক্রিয় নিয়ন্ত্রণ কৌশলের ক্রমোন্নতি, একটি সামগ্রিক শিক্ষা ব্যবস্থা ও সুষ্ঠু শারীরিক শিক্ষালগ্ন বুদ্ধিবৃত্তির বিকাশ ইত্যাদির ফলে যেকোন মানুষ প্রায়ই তার পেশা বদলাতে, সহজে অন্য পেশা শিখে নিতে, কাজে অসংখ্য বৈচিত্র্য সৃষ্টি করে নিজের পক্ষে তা আরামপ্রদ করে তুলতে পারে। ক্রমশ জীবনের সর্বক্ষেত্রে বিজ্ঞানের আধিপত্য প্রসারিত হয়। ফলে বহুসংখ্যক মানুষ সৃজনাত্মক কাজে ও প্রকৃতির নতুন নতুন রহস্যের আবিষ্কারক হিসেবে আত্মপ্রসাদ লাভ করে। সমাজশিক্ষা ও নতুন জীবনযাত্রার

প্রণালী গঠনে শিল্পকলা বিরাট ভূমিকাসীন হয় আর আসে মানবেতিহাসের এক মহান গৌরবোজ্জ্বল যুগ—সাধারণ শ্রমের যুগ। এই যুগ চারটি কালপর্বে বিভক্ত। এগুলি: সরলীকরণের কাল, পুনর্বিন্যাসের কাল, প্রথম প্রাচুর্যের কাল ও মহাজাগতিক কাল।

এই সময়ের প্রযুক্তি বিপ্লব হচ্ছে ঘনীভূত বিদ্যুৎ সহ উচ্চ সামর্থ্যের অ্যাকিমুলেটর ও ছোট কিন্তু শক্তিশালী বিজলী মোটর উদ্ভাবন। ইতিপূর্বে মানুষ স্বয়ংক্রিয় সাইবারনেটিক যন্ত্রে জটিল দুর্বল-বিদ্যুৎ বর্তনীতে সেমিকন্ডাক্টর ব্যবহার করতে শিখেছিল। তখন যন্ত্রের কাজ মণিকারের সূক্ষ্ম কাজ হয়ে উঠেছিল এবং তা সেইসঙ্গে মহাজাগতিক পরিসরে শক্তির ওপর আধিপত্য করেছিল।

প্রত্যেক মানুষের জন্য সবকিছু চাই — এই প্রয়োজন মেটাতে নিত্যব্যবহার্য দ্রব্যাদি সরলীকরণ করা হয়। মানুষ আর তার সম্পত্তিবন্দী গোলাম হয়ে থাকল না। নির্দিষ্ট মানের কাঁচামালের উৎকর্ষের প্রেক্ষিতে কমসংখ্যক উপাদান থেকে অঢেল দ্রব্যাদি ও যন্ত্রপাতি নির্মাণ সহজসাধ্য হয়ে ওঠে, যেভাবে ভিন্ন ধরনের সামান্য সংখ্যক জীবকোষের সমবায়ে নানা ধরনের জীবদেহ গঠিত হয়। জীবকোষ অ্যালবুমিনের সমষ্টি আর অ্যালবুমিন সৃষ্টি হয় প্রোটিন থেকে, ইত্যাদি। প্রাচীন কালের মারাত্মক অপচয়লগ্ন আহার্য ব্যবস্থার বিজ্ঞানসম্মত পুনর্গঠনের ফলে এখন কোটি কোটি হারে বর্ধমান জনসংখ্যাকে অবাধে আহার জোগান যায়।

প্রাচীন কালে যুদ্ধযন্ত্র সৃষ্টি, শ্রমবিমুখ বিপুল সৈন্য মোতায়েন এবং প্রচার ও এর আনুষঙ্গিক আড়ম্বরে ব্যয়িত বিপুল সামাজিক শক্তি অতঃপর মানুষের জীবনযাত্রা উন্নয়নে ও বৈজ্ঞানিক জ্ঞানপ্রসারে প্রয়োগ করা হয়।

বেন্দা কণ্ঠের সংকেতে দার ভেতের একটি বোতাম টিপে দেয়। তার পাশে তখন একটা বড় ভূগোলক দেখা যায়।

সুন্দরী ইতিহাসবিদ বলে চলেছে, 'পৃথিবীর সমস্ত সমতলকে আবাসিক ও শিল্পাঞ্চলে পুনর্বিভক্ত করে আমরা কাজ শুরু করি।

'উত্তর ও দক্ষিণ অক্ষরেখার তিরিশ ও চল্লিশ ডিগ্রির মধ্যবর্তী বাদামী রঙের ফালিটা হচ্ছে নাগরিকদের অবিচ্ছিন্ন বসতাঞ্চল। নাতিশীতোষ্ণ আবহাওয়ায় উষ্ণ সাগরের তীরে সেগুলির অবস্থান। শীতে ঘর গরম রাখার জন্য বিপুল তাপশক্তি ব্যয় এখন নিষ্প্রয়োজন। বিদঘুটে ধরনের পোশাক তৈরীর বেলায়ও তাই। সভ্যতার লালনভূমি ভূমধ্যসাগরের তীরেই মানুষের বেশী ভিড়। মেরুশীর্ষের তুষার গলিয়ে দেবার পর উপউষ্ণমণ্ডলীয় বলয়ের প্রস্থ দ্বিগুণ হয়ে যায়।

'মানুষের বসতাঞ্চলের উত্তরে তৃণভূমি ও প্রান্তর। সেখানে অসংখ্য গৃহপালিত জন্তুর দল বিচরণ করছে। খাদ্য ও দারুবৃক্ষ জন্মে গ্রীষ্মপ্রধান অঞ্চলে। ঠাণ্ডা জলবায়ুর এলাকার তুলনায় তা হাজার গুণ লাভজনক। সূর্যালোক ও কার্বনিক অ্যাসিড থেকে কৃত্রিম প্রক্রিয়ায় শর্করা, চিনি প্রভৃতির উৎপাদন শুরু হওয়ার পর মানুষের সমস্ত খাদ্য আর কৃষি থেকে জোগাতে হয় না। বস্তুত এখন আমরা অপরিমেয় চিনি, চর্বি ও ভিটামিন উৎপাদন করতে পারি। শুধু প্রোটিন উৎপাদনের জন্য আমাদের হাতে রয়েছে বিশাল ভূখণ্ড আর সামুদ্রিক উদ্ভিদের সীমাহীন ক্ষেত্র। হাজার হাজার বছরের ক্ষুধার বিভীষিকা থেকে মানবজাতি আজ মুক্ত।

'ভ্রমণ — মানুষের অন্যতম আনন্দদায়ক কর্ম। স্থান থেকে স্থানান্তরে ঘুরে বেড়ানোর এই স্পৃহা ভ্রাম্যমাণ শিকারী বা খাদ্যসন্ধানী পূর্বপুরুষেরই উত্তরাধিকার। আজ একটি

মণ্ডলাকৃতি পথে সারা গ্রহ বেষ্টিত। বিশাল সব সেতুর সাহায্যে মহাদেশগুলি পরস্পরযুক্ত।' বোদা একটা রুপোলী সুতোর ওপর হাত বুলিয়ে ভূগোলকটাকে ঘুরিয়ে দিল। তারপর বলে চলল, 'মণ্ডলাকৃতি পথ দিয়ে সর্বক্ষণ বৈদ্যুতিক ট্রেন চলছে, লক্ষ লক্ষ মানুষ তাদের আবাসভূমি ছেড়ে অতি দ্রুত তৃণভূমি, উন্মুক্ত প্রান্তর, পর্বতমালা বা বনভূমিতে যেতে পারছে।

'অবশেষে জীবনযাত্রার সুপরিকল্পিত সংগঠন আরও গতিবেগ বাড়াবার, ক্রমাগত দ্রুতগতি গাড়ি তৈরীর মারাত্মক প্রতিযোগিতা বন্ধ করেছে। মণ্ডলাকৃতি পথে ট্রেন চলে ঘণ্টায় ২০০ কিলোমিটার বেগে। দৈবাৎ আমরা ঘণ্টায় হাজার হাজার কিলোমিটার গতির বিমান ব্যবহার করি।

'কয়েক শতাব্দী আগে আমরা আমাদের গ্রহপৃষ্ঠের ব্যাপক উন্নতি সাধন করেছি। অনেক কাল আগে, পরমাণু-বিদারণ যুগে, মানুষ আণবিক শক্তি আবিষ্কার করেছে। তখন তারা প্রচণ্ড রকমের তাপসৃষ্টির উপযোগী পারমাণবিক শক্তির এক সামান্য অংশকে মুক্ত করতে পারত আর তাতে ঘটত ক্ষতিকর তেজস্ক্রিয় ভস্মপাত। এতে যে এই গ্রহের জীবন একদিন বিপন্ন হবে ক্রমে মানুষ এই সত্য উপলব্ধি করল, পারমাণবিক শক্তি উৎপাদনের সম্ভাবনা সীমিত হল। সুদূর নক্ষত্রাদির পদার্থবিদ্যা পর্যবেক্ষণরত বিজ্ঞানীরা তখনই পারমাণবিক শক্তি উৎপাদনের Q ও F নামে আরও নতুন দু'টি পদ্ধতি আবিষ্কার করে। সে পদ্ধতি পুরনো পদ্ধতির চেয়ে অধিকতর কার্যকরী এবং ক্ষতিকারক তেজস্ক্রিয়তামুক্ত।

'পৃথিবীতে এখন এই দু'টো পদ্ধতিই প্রচলিত। অবশ্য আমাদের মহাকাশযানে অন্য এক ধরনের পারমাণবিক শক্তি, আনামেসন জ্বালানি ব্যবহৃত হয়। মহাবৃত্তের মাধ্যমে ছায়াপথের

বিরাট নক্ষত্রগুলি পর্যবেক্ষণের সময় প্রক্রিয়াটি আমরা জানতে পারি।

'দীর্ঘকালের তাপ-পারমাণবিক দ্রব্যাদির মজুত—ইউরেনিয়াম, থোরিয়াম, হাইড্রোজেন, কোবাল্ট, লিথিয়াম-এর তেজস্ক্রিয় আইসোটোপগুলির সঞ্চয় ধ্বংস করা হয়। পৃথিবীর আবহোত্তীর্ণ মণ্ডলে সেগুলি উৎক্ষেপণের পদ্ধতি উদ্ভাবনের পরই তা সম্ভবপর হয়েছে।

'পুনর্বিন্যাসের কালে উত্তর ও দক্ষিণ মেরু অঞ্চলে কৃত্রিম সূর্য 'ঝুলিয়ে' দেয়া হয়েছিল। ভূ-গঠনের চতুর্থ যুগ—তুষার যুগ থেকে মেরুপ্রদেশে বিদ্যমান তুষার আচ্ছাদনকে কৃত্রিম সূর্যের কিরণে গলিয়ে দেয়ায় তার আয়তন এল কমে আর ঘটল জলবায়ুর ব্যাপক পরিবর্তন। এভাবে সমুদ্রের উপরিতলের উচ্চতা গেল আরও ৭ মিটার বেড়ে, ঠাণ্ডা জলবায়ুর সীমানা গেল আরও পিছিয়ে। গ্রীষ্মপ্রধান অঞ্চলের প্রান্তে মরুভূমিকে যে বাণিজ্যবায়ুর চক্র বিশুষ্ক করে তুলত তার শক্তিও কমল, হ্যারিকেন এবং সাধারণভাবে প্রবল বাত্যা গেল প্রশমিত হয়ে।

'উষ্ণ প্রান্তরভূমি বিস্তৃত হয়েছে উত্তরে ও দক্ষিণে ষষ্ঠিতম সমাক্ষরেখা অবধি। তারপর নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলের তৃণভূমি ও বনভূমি সপ্তরতম সমাক্ষরেখা অতিক্রম করেছে।

'কুমেরু মহাদেশের তিন-চতুর্থাংশ এখন তুষারমুক্ত এবং তা অমূল্য খনিজ সম্পদের আকারে পরিণত। অতীতের বিশ্বযুদ্ধসমূহে অত্যন্ত বেপরোয়াভাবে ধাতব দ্রব্যাদি ধ্বংস করায় অন্যান্য মহাদেশের খনিজ সম্পদ প্রায় নিঃশেষিত হয়ে গেছে। কুমেরু মহাদেশের পরই মণ্ডলাকৃতি পথ শেষ হয়েছে।

'জলবায়ুর আমূল পরিবর্তন সাধনের আগে অনেক খাল খনন করা হয়েছে। পর্বতশ্রেণী ভেদ করে অনেকগুলি গিরিবর্ত্ম কেটে এই গ্রহের বায়ু সংবহন ও জলপ্রবাহকে যথাযথভাবে

নিয়ন্ত্রিত করা হয়। এশিয়ার উচ্চ পার্বত্য মরুভূমিগুলিতেও সর্বক্ষণ ডাই-ইলেক্‌ট্রিক পাম্পের সাহায্যে এখন জলসেচন করা হচ্ছে।

'খাদ্য উৎপাদনের সম্ভাব্যতা বিশেষভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে এবং নতুন নতুন স্থান আবাসযোগ্য হয়ে উঠেছে।

'পুরনো দিনের ভঙ্গুর ও মারাত্মক গ্রহযানে সৌরজগতের অন্যান্য গ্রহাদিতে যাতায়াত সম্ভব হয়েছিল। পৃথিবীটাকে কৃত্রিম উপগ্রহ বলয়ে ঘিরে রাখা হয় এবং সেখান থেকে বিজ্ঞানীরা মহাজগৎ সম্পর্কে গভীর পর্যবেক্ষণ চালান। তারপর, চারশ' আট বছর আগে একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ঘটে। এটি মানবজাতির ইতিহাসে এক নতুন যুগ, মহাবৃত্তের যুগ হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে।

'বহুকাল যাবৎ মানুষ সুদূর ব্যবধানে প্রতিকৃতি, শব্দ ও শক্তি প্রেরণের গবেষণায় নিযুক্ত ছিল। লক্ষ লক্ষ প্রতিভাধর বিজ্ঞানী 'প্রত্যক্ষ বিকিরণ আকাদমি' নামে এক বিশেষ সংস্থায় কর্মরত থেকেছে। তাদের উদ্ভাবিত পদ্ধতিতেই পরিবাহক ছাড়া সুদূর স্থানে সুনিয়ন্ত্রিতভাবে শক্তিপ্রেরণ সম্ভব হয়েছে। এটি শক্তিপ্রবাহকে অ-বিক্ষিপ্ত রশ্মিতে কেন্দ্রীভূত করার পন্থা উদ্ভাবনেরই ফলশ্রুতি। এভাবে সমান্তরাল রশ্মিমালা প্রেরণ করে কৃত্রিম উপগ্রহগুলির সঙ্গে সর্বক্ষণ সংযোগ ঘটিয়ে মহাজগতের সঙ্গেও সংযোগ রাখা যায়। বহুকাল পূর্বে, অনৈক্য যুগের শেষভাগে আমাদের বিজ্ঞানীরা এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছিল যে মহাজগৎ থেকে পৃথিবীতে শক্তিশালী বিকিরণ স্রোত পৌঁছচ্ছে। মহাজগতের আহ্বান আর মহাবিশ্বের মহাবৃত্ত বেষ্টিত বেতারসংকেত ছায়াপথ ও অন্যান্য নক্ষত্রের বিকিরণের সঙ্গে আমাদের এখানে এসে পৌঁছয়। তখন আমরা এর মর্মার্থ উদ্ধার করতে পারি নি, যদিও সেইসব রহস্যময় সংকেতগুলিকে আমরা

ধরতে শিখেছিলাম। সেগুলিকে তখন আমরা স্বাভাবিক কোন বিকিরণ ভাবতাম।

'কাম আমাত নামে একজন ভারতীয় বিজ্ঞানী কৃত্রিম উপগ্রহ থেকে টেলিভিজন রিসিভার নিয়ে পরীক্ষামূলক পর্যবেক্ষণ চালাতে মনস্থ করে। সীমাহীন ধৈর্য নিয়ে সে সম্ভাব্য সমস্ত তরঙ্গদৈর্ঘ্য মিশিয়ে বহু বৎসর কাজটি চালায়।

'কাম আমাত একটি যুগ্ম-তারার গ্রহমণ্ডল থেকে বেতারসংকেত ধরতে পারে। তারাটি দীর্ঘকাল যাবৎ ৬১ সিগ্‌নাস্‌ হিসেবে পরিচিত। পর্দায় একটি মানুষের প্রতিমূর্তি দেখা গেল। দেখতে ঠিক আমাদের মতো না হলেও নিঃসন্দেহে সে মানুষই। লোকটি মহাবৃত্তের একটি সংকেতলিপি দেখায়। সেই লিপির পাঠোদ্ধারে কেটে যায় আরও নব্বই বছর। আজ অবশ্য আমাদের ভাষাতে, পৃথিবীর ভাষাতে তা খোদিত রয়েছে কাম আমাতের স্মৃতিস্তম্ভের ওপর: 'আমাদের পরিবারে যোগদানেচ্ছু ভাইদের প্রতি অভিনন্দন! স্থান-কালের ব্যবধানের মধ্যেও বুদ্ধিবৃত্তিতে মহাশক্তিবৃত্তে আমরা ঐক্যবদ্ধ।'

'ক্রমবিকাশের ধারায় উৎকর্ষের সেই স্তরে উত্তীর্ণ মানুষের পক্ষে তখন মহাবৃত্তের ব্যবহৃত প্রতীক, অংকন ও মানচিত্রের ভাষা বোঝা বেশ সহজসাধ্য হয়ে উঠেছিল। দু'শো বছরের মধ্যে আমরা অনুবাদ যন্ত্রের সাহায্যে নিকটবর্তী তারাগুলির গ্রহমণ্ডলের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা চালাতে সমর্থ হই এবং বিভিন্ন জগতের বৈচিত্র্যময় জীবনের ছবিগুলোও আমরা বেতারে প্রেরণ ও গ্রহণ করতে পারি। সম্প্রতি আমরা দেনেব নক্ষত্রের চৌদ্দটি গ্রহ থেকে একটা জবাব ধরতে পেরেছি। নক্ষত্রটি প্রথম শ্রেণীর পরিসরলগ্ন, সিগ্‌নাস্‌ নক্ষত্রমণ্ডলে এক শক্তিময় প্রাণকেন্দ্র। আমাদের কাছ থেকে তার দূরত্ব ১২২ পারসেক, আর আলোক বিকিরণ করে

আমাদের ৪,৮০০টি সূর্যের মতো। সেখানে বুদ্ধিবৃত্তির ক্রমবিকাশ ঘটেছে ভিন্ন ধারায়। কিন্তু তার মান অত্যন্ত উঁচু।

'সীমাহীন দূরত্ব থেকে ছবি আসছে, প্রতীকচিহ্ন আসছে প্রাচীন জগৎ থেকে, আমাদের ছায়াপথের গোলকাকৃতি নক্ষত্রমণ্ডল থেকে, ছায়াপথ কেন্দ্রের চারপাশের মনুষ্য-অধ্যুষিত বিশাল অঞ্চল থেকে। কিন্তু আমরা তা বুঝতে পারি না, এখনও সেগুলির মর্মোদ্ধার করতে পারি নি। সেগুলি স্মৃতিযন্ত্রে বিধৃত রয়েছে। 'জ্ঞানাঞ্চল আকাদমি'তে সেগুলি জমা রয়েছে। সংস্থাটি এমন সব সমস্যা নিয়ে গবেষণারত যে-সম্পর্কে আমাদের বিজ্ঞান থেকে শুধু ভাসাভাসা একটা ধারণাই মেলে। আমরা এমন সব আয়ত্তাতীত ধ্যানধারণা উপলব্ধি করতে চাইছি যা আমাদের চিন্তার চেয়ে লক্ষ লক্ষ বছর প্রাগ্রসর। আমাদের সঙ্গে তার পার্থক্য বিরাট। ক্রমবিকাশের ভিন্ন ভিন্ন ধারায় সেখানকার জীবন প্রণালী গড়ে ওঠাই এর কারণ।'

বেদা কঙ এতক্ষণ স্বপ্নাবিষ্টের মতো যে পর্দাটার দিকে তাকিয়ে ছিল সেখান থেকে মুখ ঘুরিয়ে দার ভেতেরের প্রতি প্রশ্নসূচক দৃষ্টিপাত করল। সহাস্যে সে মাথা নেড়ে সম্মতি দিল। বেদা সগর্বে মাথা উঁচু করল, অজ্ঞাত ও অদৃশ্য মানবদের উদ্দেশ্যে তার বাহু মেলে ধরল, যারা তার প্রতিবিম্ব আর কথাগুলি ধরতে পারবে তের বছর পরে।

'এই হচ্ছে আমাদের ইতিহাস, আমাদের জ্ঞানের সুউচ্চ শিখরে আরোহণের সুকঠিন, সর্পিল ও সুদীর্ঘ পথ পরিক্রমার কাহিনী। আপনাদের কাছে আমাদের আহ্বান: বুদ্ধিবৃত্তির প্রচণ্ডতম শক্তিকে এই বিরাট মহাবিশ্বের শেষসীমা পর্যন্ত ছড়িয়ে দেবার উদ্দেশ্যে মহাবৃত্তে আমাদের সঙ্গে যোগ দিন!'

বেদার কণ্ঠে বিজয়িনীর সুর, যেন এটি পৃথিবীর মানুষের সকল প্রজন্মের শক্তিতে ভরপুর, যে-মানুষ আজ অগ্রগতির

সুউচ্চ শিখর থেকে তাদের ধারণাগুলিকে স্বীয় ছায়াপথ সীমান্তের ওপারে মহাবিশ্বের অন্যান্য নক্ষত্রমণ্ডলে পেঁছানোর জন্য উদগ্রীব...

দার ভেতের প্রেরিত শক্তিপ্রবাহ বন্ধ করার জন্য লেভারটা ঘুরিয়ে দিতেই ব্রোঞ্জের ঘণ্টা বেজে উঠল। পর্দাটা অন্ধকার হয়ে গেল। ডানদিকে স্বচ্ছ প্যানেলের ওপর পরিবাহী পথের আলোকস্তম্ভ তখনও উজ্জ্বল রইল।

ক্লান্ত ও হতবাক বেদা তার আরাম কেদারায় হাত-পা গুটিয়ে বসে পড়ল। দার ভেতের কণ্ট্রোল ডেস্কটি ম্‌ভেন মাসের দিকে সরিয়ে দিল। কাঁধের ওপর হেলে পড়ে সে তার কাজ লক্ষ্য করতে লাগল। কেবল সুইচগুলি খোলা আর বন্ধ হবার অস্পষ্ট টিক্‌টিক শব্দে গভীর নিস্তব্ধতা ভাঙ্গছিল।

হঠাৎ সোনালী কাঠামোয় আঁটা পর্দাটা অদৃশ্য হয়ে গেল। মহাশূন্যের এক অবিশ্বাস্য গভীরতা তার স্থলবর্তী হল। এমন দৃশ্য বেদা কঙের এই প্রথম দেখা। সে রুদ্ধনিশ্বাস। আলোক তরঙ্গের জটিল ব্যতিচার মাধ্যমে সৃষ্ট দৃষ্টির এই অসাধারণ ব্যাপ্তি ও গভীরতার বিষয়ে যারা অভিজ্ঞ তারাও দৃশ্যটি দেখে অবাক হয়ে গেল।

সুদূর থেকে একটি গ্রহের অন্ধকার পৃষ্ঠদেশ যেন নিকটবর্তী হচ্ছে। প্রতি সেকেন্ডে তার আয়তন বাড়ছে। গ্রহটি যুগ্ম-তারার এক অস্বাভাবিক পরিমণ্ডলে অবস্থিত। সেই তারকামণ্ডলে দু'টি সূর্য এমনভাবে ভারসাম্য বজায় রাখে যে সেজন্য তাদের গ্রহের কক্ষপথ স্থির থাকে এবং সেখানে প্রাণের সূচনা ঘটেছে। কমলা ও গাঢ় লাল সূর্যদু'টি আমাদের সূর্যের তুলনায় ছোট। জমাট সমুদ্রের তুষার এগুলির প্রতিবিম্বে টক্‌টকে লাল হয়ে উঠেছে। রহস্যময় এক বেগুনি আভার মধ্য দিয়ে দেখা যাচ্ছে চ্যাপটা কালো কালো পাহাড়ের সারির প্রান্তে এক বিশাল

ইমারত। দৃষ্টিপথের কেন্দ্রকে ছাদে একটা মঞ্চের ওপর কেন্দ্রীভূত করা হয় এবং তা যেন ইমারত ভেদ করে চলে। তারপর দর্শকরা দেখল ধূসর রঙের একটি মানুষকে, তার চোখদু'টো প্যাঁচার চোখের মতো গোল, আর সেগুলি রুপোলী পালকে ঘেরা। সে দীর্ঘাকৃতি, খুবই হালকা, অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সরু সরু ও নরম। মানুষটা হাস্যকরভাবে মাথা নাড়ল, যেন খুব দ্রুত অভিবাদন জানাচ্ছে। সে পর্দার দিকে তার পলকহীন, কাঁচসদৃশ চোখদু'টো ফেরাল, ঠোঁটহীন মুখটা হাঁ করল। নাকের মতো রেম এক ফালি মাংসে মুখটা ঢাকা।

'জাফ্ ফ্থেট, ৬১ সিগ্নাসের বহিঃসংযোগ অধিকর্তা। আজ আমরা হলুদ তারা STL৩৩৮৮+০৮YF-এর উদ্দেশ্যে বেতারসঙ্কেত পাঠাচ্ছি... আমরা পাঠাচ্ছি...' অনুবাদ যন্ত্রের একটা মৃদু সুরেলা কণ্ঠ শোনা গেল।

দার ভেতের আর জুনিয়াস আন্তাস পরস্পর দৃষ্টিবিনিময় করল। ম্ভেন মাস দার ভেতেরের কব্জিতে চাপ দিল। ওটাই হচ্ছে পৃথিবীর বা সমগ্র সৌরজগতের জন্য ছায়াপথের আহ্বান-সঙ্কেত। অন্যান্য জগতের পর্যবেক্ষকদের ধারণা ছিল যে এখানে একটি বড় উপগ্রহ ৫৯ পার্থিব বছরে একবার সূর্যের কক্ষ পরিক্রমা করে। এই সময়ের মধ্যে বৃহস্পতি ও শনি পরস্পর মুখোমুখি থাকায়—সূর্য অন্যান্য জগতে দৃশ্যমান হয় এবং অপেক্ষাকৃত নিকটবর্তী নক্ষত্রের জ্যোতির্বিদরা তা পর্যবেক্ষণ করতে পারে। বহুদিনের জানা নক্ষত্রের গ্রহমণ্ডল সম্পর্কেও আমাদের জ্যোতির্বিদরা একই ধরনের ভুল করে বসে।

জুনিয়াস আন্তাস স্মৃতি-যন্ত্রের সুর এমন তৎপরতার সঙ্গে পরীক্ষা করল যা সে বেতারসঙ্কেত প্রেরণের শুরুতেও করে নি। সতর্ক, নিখুঁত সূচকগুলিও সে পরীক্ষা করল।

ইলেক্ট্রনিক অনুবাদকের একটানা স্বর আবার শোনা গেল:

'আমরা একটা বেতারবার্তা পেলাম নক্ষত্র নং...' তারপরই অনেকগুলি সংখ্যার ফিরিস্তি। 'পেলাম দৈবাৎ, মহাবৃত্তে প্রেরণের সময় পাই নি। তারা মহাবৃত্তের ভাষার সংকেত উদ্ধার করে নি। স্তব্ধপ্রহরে বার্তাপ্রেরণে তারা শক্তির অপচয় করছে। তাদের বার্তাপ্রেরণের কালেই আমরা জবাব দিই এবং মুহূর্তের তিন দশমাংশের মধ্যেই ফলাফল জানা যাবে।' স্বর স্তব্ধ হয়ে গেল। সাংকেতিক যন্ত্রের আলোগুলি জ্বলতে লাগল, সবুজ বৈদ্যুতিক চোখটি নিভে গেল।

জুনিয়াস আন্তাস বেদাকে বোঝাল, 'আমরা সংকেতপ্রেরণে এই ধরনের যুক্তিহীন বাধার সম্মুখীন হই। বোধ হয়, আমাদের মধ্যবর্তী নক্ষত্রচারীদের কল্পিত নিরপেক্ষ অঞ্চলই এজন্য দায়ী।'

'এক ছায়াপথ মুহূর্তের তিন দশমাংশ সময়ের অর্থ—ছ'শো বছর অপেক্ষা করা।' হতাশভাবে দার ভেতের বিড়বিড় করতে থাকে। 'তাতে আমাদের আর কী লাভ?'

ম্ভেন মাস বলে, 'আমার যতদূর মনে হয় তারা দক্ষিণ মহাকাশের এপ্সিলোন তুকানার সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করছে। সেটা আমাদের থেকে নব্বই পারসেক দূরে এবং আমাদের যোগাযোগ ব্যবস্থার প্রান্তসীমার কাছে। এযাবৎ আমরা দেনেবের চাইতে দূরে কোন কিছুর সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করি নি।'

'কিন্তু আমরা তো ছায়াপথ কেন্দ্রের এবং গোলাকার গ্রহাণুপুঞ্জের বার্তাও পাই, পাই না?' বেদা কঙ জিজ্ঞেস করে।

'সে দৈবাৎ, অনিয়মিতভাবে বা মহাবৃত্তের অন্যান্য সদস্যদের স্মৃতি-যন্ত্রের মাধ্যমে, যারা ছায়াপথের মধ্য দিয়ে একটা বর্তনী রচনা করে থাকে।' ম্ভেন মাস জবাবে বলে।

জুনিয়াস আন্তাস বলে, 'যেসব বার্তা হাজার হাজার বছর আগে, এমন কি লক্ষ বছর আগেও পাঠান হয়েছিল সেগুলি

মহাশূন্যে হারিয়ে যায় না, শেষপর্যন্ত আমাদের কাছে এসে পৌঁছয়।'

'অর্থাৎ অন্যান্য সুদূর জগতের জীবন ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের ছবি আমরা পাই খুবই দেরিতে। তাহলে ছায়াপথের মধ্যাঞ্চলের সংবাদ পেতে কি আমাদের লাগবে প্রায় বিশ হাজার বছর?'

'হ্যাঁ, হোক সেগুলি অন্যান্য নিকটবর্তী জগতে স্মৃতি-যন্ত্রে রেকর্ডকৃত কিম্বা আমাদের স্টেশনে গৃহীত বার্তা, তাতে কিছু আসে যায় না। এগুলির মাধ্যমে আমরা দেখি বহুকাল আগের সুদূর সব জগতের চেহারা, এবং মানুষের জীবনযাত্রা যারা বহুকাল মৃত ও নিজ জগতে বিস্মৃত।'

বেদা অধৈর্যভাবে প্রশ্ন করে, 'এটা কী রকম কথা প্রকৃতির ওপর এতখানি আধিপত্য সত্ত্বেও এক্ষেত্রে আমরা এতো অসহায়? সুদূরের জগৎগুলির সঙ্গে যোগাযোগের জন্য আমরা কি অন্যতর কোন পন্থা উদ্ভাবন করতে পারি না, যা কোন আলোক তরঙ্গ বা ফোটন রশ্মির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট নয়?'

মৃভেন মাস চিৎকার করে ওঠে, 'বেদা, আপনার কথাগুলো আমার বেশ লাগছে!'

দার ভেতের বলে, ''জ্ঞানাঞ্চল আকাদমি' মহাশূন্য, কাল আর মহাকর্ষকে অতিক্রম করার গবেষণায় নিযুক্ত। মহাজগতের মৌলসূত্র নিয়ে তারা অনুসন্ধান চালাচ্ছে। কিন্তু এখনও তারা পরীক্ষামূলক পর্যায়েও পৌঁছতে পারে নি, পারছেও না...'

সবুজ চোখটা আবার জ্বলে উঠল। পর্দার ওপর আবার সীমাহীন মহাশূন্য ভেসে উঠলে বেদার মাথাটা ঝিমঝিম করতে শুরু করল।

দৃশ্যটির সুস্পষ্ট সীমারেখা থেকেই বোঝা গেল তা কোন সরাসরি প্রেরণ থেকে পাওয়া যায় নি, সেটি স্মৃতি-যন্ত্রবিধৃত রূপ।

প্রথমেই দর্শকরা একটি গ্রহপৃষ্ঠ দেখতে পায়। স্বভাবতই কোন এক বহির্মহাকাশ স্টেশন, কোন উপগ্রহ থেকে দৃশ্যটা দেখা। বিরাট এক ম্লান বেগুনী সূর্যের প্রচণ্ড তাপ-বিকিরণে গ্রহটির আবহমণ্ডলের মেঘাচ্ছন্নতা অন্তর্ভেদী রশ্মিতে ভেসে যাচ্ছে।

মুভেন মাস ফিস্‌ফিস্ করে বলে, 'হ্যাঁ, গ্রহটির এই জ্যোতিষ্ক হচ্ছে এপ্‌সিলোন তুকানা। একটি অত্যুষ্ণ B৯ শ্রেণীর নক্ষত্র, আমাদের সূর্যের চেয়ে ৭৮ গুণ উজ্জ্বল।'

দার ভেতের ও জুনিয়াস আন্তাস তাতে সায় দিল।

দৃশ্যটি বদলাল। এটি ক্রমে সরু হয়ে গেল এবং মনে হল যেন অজানা জগৎটি ভূতলগামী হয়েছে।

পাহাড়ের গোল গম্বুজগুলিকে ব্রোঞ্জ-ঢালাই বলে মনে হচ্ছিল। আশপাশের চেয়ে সেগুলোকে অনেক উঁচু দেখাচ্ছে। নীল সূর্যের অপূর্ব শাদা আলোয় একটি অজানা পাথর বা ধাতু আগুনের মতো জ্বলছে। প্রেরক যন্ত্রগুলি নিখুঁত না হলেও অজ্ঞাত জগৎটা যেন আপন মহিমায় দীপ্ত, এক বিজয়ের গৌরবে উজ্জ্বল।

প্রতিবিম্বিত আলোকরশ্মি তামাটে রঙের পাহাড়ের বর্ণালী রেখাচিত্রের মধ্যে একটি ঈষৎ রক্তাভ-রুপোলী জ্যোতির্বলয় সৃষ্টি করে। তারপর বেগুনী সমুদ্রের মন্থরগতি তরঙ্গের ওপর দিয়ে তা পথ করে নেয়। সমুদ্রের জল ঘন, উজ্জ্বল নীল আর এর গভীর থেকে বিকীর্ণ রক্তিম রশ্মি যেন জীবন্ত অক্ষিপুঞ্জ। ঢেউগুলি তীরলগ্ন এক বিরাট শিলামূর্তির বিশাল বেদীতে আছড়ে পড়ছে। এটি লাল-কালো পাথরে খোদাই এক নারী মূর্তি, মাথাটা পেছনে হেলানো আর বাহুদু'টি পরম আবেগে জ্বলন্ত আকাশে প্রসারিত। মূর্তিটাকে অনায়াসে পৃথিবীর কন্যা বলা যায়। এই ভাস্কর্যের অপূর্ব সৌন্দর্যে আর পৃথিবীর মানুষের সঙ্গে এর ঘনিষ্ঠ সাদৃশ্যে অবাক হতে হয়। এটি যেন

কোন পার্থিব ভাস্করের সফল স্বপ্নসাধ। এর প্রত্যেকটি দেহরেখা যেন শক্তি আর উন্মাদনায় উদ্বেল। মূর্তিটার মসৃণ, লাল পাথর থেকে কোন অজ্ঞাত, রহস্যময় জগজ্জ্যোতি বিচ্ছুরিত।

পৃথিবীর পাঁচ জন মানুষ নিঃশব্দে সেই নতুন, বিস্ময়কর জগতের দিকে তাকিয়ে থাকে। একটিমাত্র শব্দই শোনা গেল এবং তা মৃভেন মাসের বিলম্বিত দীর্ঘশ্বাস। মূর্তিটির প্রথম দর্শনেই তার প্রত্যেকটি স্নায়ু কল্পনার অধীর আনন্দে উত্তেজিত।

মূর্তির উল্টোদিকে সমুদ্রকূলে খোদাই করা রূপোলী মিনার থেকে শুরু হওয়া একটা প্রশস্ত শাদা সিঁড়ি আসমানী রঙের পাতাওয়ালা বিরাট বিরাট গাছের ঝোপের মধ্য দিয়ে ওপরে উঠে গেছে।

'ওগুলিতে নিশ্চয়ই ঘণ্টা বাজে!' মিনারগুলি দেখিয়ে বেদার কানে কানে দার ভেতের বলে। সে সায় দেয়।

নতুন গ্রহের ক্যামেরা অভ্যন্তরে তার নিঃশব্দ, অবিরাম যাত্রা অব্যাহত রাখল।

মুহূর্তের জন্য পাঁচ জন মানুষ প্রশস্ত কার্নিসওয়ালা শাদা শাদা দেয়াল দেখতে পায়। এগুলির মাঝখানে নীল পাথরের এক তোরণ। পর্দায় তাদের চোখে পড়ে প্রখর আলোকোজ্জ্বল এক উচ্চ কক্ষ, মুক্তো-রঙের দেয়ালের আভায় ভেতরের সবকিছু স্পষ্ট। পৃথিবীর মানুষগুলি দেখল একদল লোক পান্নার মসৃণ প্যানেলের সামনে দাঁড়িয়ে।

তাদের গায়ের রঙ আগুনের শিখের মতো, সমুদ্রের সেই মূর্তিটার মতোই লাল। পৃথিবীর মানুষের কাছে রঙটা অজানা কিছু নয়। প্রাচীন কালের সংরক্ষিত রঙীন আলোকচিত্রে আমেরিকার কোন কোন ইণ্ডিয়ান আদিবাসী মানুষের গায়ে প্রায় এমন রঙেরই নজির মেলে।

ঘরে দু'-দু'জন করে পুরুষ আর নারী ভিন্ন ধরনের পোশাকে

যুগলে যুগলে দাঁড়িয়ে আছে। পান্নার প্যানেলের কাছাকাছি দাঁড়ান দু'জনের পরনে খাটো সোনালী পোশাক, কিছুটা রুচিসম্মত ওভার-অলের মতো, অনেকগুলি ক্লিপ-আঁটা। অন্য দু'জনের পরনে মাথা থেকে পা অবধি ঝোলান আলখাল্লা, দেয়ালের মুক্তোর মতো শাদা।

প্যানেলের সামনে দাঁড়ান নারী-পুরুষ কয়েকটি মনোরম অঙ্গভঙ্গি করল। প্যানেলের বাঁ ধারে ঝোলান তারে তাদের হাতের ছোঁয়া লাগে। মসৃণ পান্না বা কাঁচের দেয়াল স্বচ্ছ হয়ে ওঠে। তাদের অঙ্গভঙ্গির সঙ্গে তাল রেখে স্ফটিকে সুস্পষ্ট ছবি ফুটে উঠল। কিন্তু এগুলি এত তাড়াতাড়ি মিলিয়ে গেল যে আস্তাস আর ভেতেরের মতো অভিজ্ঞ পর্যবেক্ষকরাও ছবিগুলির অর্থ বোঝল না।

তামাটে রঙের পর্বতশ্রেণী, বেগুনী সমুদ্র আর নীলরঙ বৃক্ষশ্রেণীর মধ্যেই গ্রহটির ইতিবৃত্ত মিলল। অতীতের ভূতের মতো ভেসে উঠল পশু আর উদ্ভিদের আকৃতি। সেই আকৃতি কখনো বা চিন্তাতীত দানবীয়, কখনো সুদৃশ্য। অনেকগুলি পশু আর উদ্ভিদকে পৃথিবীর শিলীভূত পশু আর উদ্ভিদের মতোই দেখায়। এটা ছিল বিবর্তনশীল জীবের, প্রাণবস্তুর ক্রমবিকাশের এক দীর্ঘ সোপান। ক্রমবিকাশের সীমাহীন এই দীর্ঘ পথ পরিক্রমাকে পৃথিবীবাসীর জানা ক্রমবিকাশের তুলনায় আরও দীর্ঘায়িত, কঠিনতর ও জটিল মনে হল।

যন্ত্রটির মায়াবী আলোয় নতুন নতুন ছবি ফুটে উঠল। বিরাট সব অগ্নিশিখা, সমতলের ওপর স্তূপীকৃত পাথরের চাপ, হিংস্র পশুর সঙ্গে লড়াই, শবযাত্রার গম্ভীর অনুষ্ঠান ও ধর্মীয় আচার প্রভৃতি। তারপর সারা প্যানেল জুড়ে দেখা গেল রঙীন চামড়ার আলখাল্লার আবরণে এক মানুষের মূর্তি: এক হাতে বর্শার ওপর ঝুঁকে পড়ে আর অন্য হাতটা নক্ষত্রের দিকে তুলে ধরে

বেপরোয়া ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে। এক পরাজিত দৈত্যের গলার ওপর তার পা। লম্বা দন্তযুক্ত দৈত্যটার পিঠে শক্ত লোমরেখা। পশ্চাৎপটে দেখা যাচ্ছে হাত ধরাধরি করে থাকা যুগল নর-নারীর এক দীর্ঘ সারি। মনে হচ্ছে তারা কিছু একটা গান গাইছে।

ছবিটা মিলিয়ে গেল। মূকাভিনয়ের জায়গাটায় দেখা গেল মসৃণ পাথরের কালো সমতল।

ঠিক সেই মুহূর্তে সোনালী পোশাকের যুগল নর-নারী ডান দিকে সরে গেল। তাদের জায়গায় দেখা গেল দ্বিতীয় যুগল। পলকের মধ্যেই তারা ক্লোক খুলে ফেলল। দেয়ালের মুক্তো-রঙের পটে তাদের লাল রঙের দেহদু'টিকে জ্বলন্ত আগুনের মতো দেখাচ্ছিল। পুরুষ মেয়েটির দিকে দু'হাত বাড়িয়ে দিল আর মেয়েটি এমন গর্ব ও সানন্দে সাড়া দিল যে পৃথিবীর মানুষগুলিও এতে হঠাৎ হেসে উঠল। সীমাহীন দূরত্বের জগতে মুক্তো-হলের মধ্যে তারা দু'জনে ধীর নৃত্য শুরু করল। সম্ভবত নাচের জন্যই এই নাচ নয়। এটা গতিচর্চারই অনুগ, যাতে নাচিয়েরা তাদের নৈপুণ্য, দেহরেখার লাবণ্য ও নমনীয়তা দেখায়। তাদের ছন্দোময় গতিবদলের মধ্যে একটি মহৎ অথচ বেদনাময় সংগীতের মূর্ছনা অনুভূত হচ্ছিল। এ যেন জীবনের ক্রমবিকাশের প্রয়োজনে বলিদত্ত অসংখ্য অজ্ঞাত প্রাণের বিরাট সোপানাবলীর স্মৃতিতর্পণ, যাদের জন্য সৃষ্টি হয়েছে মানুষের মতো সুন্দর বুদ্ধিদীপ্ত প্রাণী।

ম্‌ভেন মাসের মনে হল সে যেন এক সংগীত, মাপা তালে খাদের সুরের অনুরণনের পটভূমিকায় উঁচু পর্দায় কোন ঝঙ্কার শুনতে পাচ্ছে। বেদা কঙ দার ভেতেরের হাতে চাপ দিল। কিন্তু সে সাড়া দিল না। জুনিয়াস আন্তাস নিশ্চল, রুদ্ধশ্বাসে দৃশ্যটি লক্ষ্য করতে লাগল। তার কপালে ততক্ষণে স্বেদবিন্দু দেখা দিয়েছে।

তুকানা গ্রহবাসীদের সঙ্গে পৃথিবীর মানুষের ঘনিষ্ঠ সাদৃশ্যের জন্য যে ওটা অন্যতর জগৎ সে ধারণাই ক্রমে লুপ্ত হল। লোহিতাঙ্গ মানুষগুলির দেহ এমন মার্জিত সৌন্দর্যের অধিকারী যে পৃথিবীতে সকলে তা আয়ত্ত করতে পারে নি। এটি বেঁচেছিল শিল্পীর সৃষ্টিস্বপ্নে আর অনন্যসুন্দর সামান্য কিছু মানুষের মধ্যে।

দার ভেতের চিন্তা করতে লাগল, 'অন্ধ প্রাণীজগৎ থেকে চিন্তাশীল প্রাণী পর্যন্ত ক্রমবিকাশের ধারা যেখানে যত কঠিন ও দীর্ঘ পথ অতিক্রম করেছে সেখানেই উচ্চ স্তরের জীবন অধিকতর পরিমার্জিত, তাৎপর্যশীল ও সুন্দরতর হয়েছে। অনেক দিন আগেই পৃথিবীর মানুষ একথা বুঝেছিল যে সৌন্দর্য নির্দিষ্ট লক্ষ্যসাধনের উপযোগী দেহগঠনের সহজ স্বীকৃতিই নামান্তর। এই লক্ষ্যগুলির বৈচিত্র্যের নিরিখেই আকৃতির সৌন্দর্য বেড়ে ওঠে। এই লোহিতাঙ্গ মানুষগুলি আমাদের চেয়ে নিশ্চয়ই অনেক বেশী জ্ঞানী ও কর্মঠ... হয়ত তাদের সভ্যতা গড়ে উঠেছে প্রধানত স্বীয় সত্তার, তার আত্মিক ও কায়িক শক্তিমত্তার ক্রমবিকাশের মাধ্যমে, কোনো কৃৎকৌশল বিবর্তনের ফলে নয়। এমন কি কমিউনিস্ট সমাজের সূচনাতেও আমাদের সভ্যতার রূপ ছিল মূলত কৃৎকৌশলগত। সাধারণ শ্রমের যুগে প্রবেশ করে আমরা কেবল মেশিন, বাড়ি, খাবার আর আমোদপ্রমোদের উন্নত ব্যবস্থার দিকে নজর না দিয়ে মানুষের নিজস্ব সর্বাঙ্গীন উৎকর্ষতা সাধনের দিকে নজর দিই।'

নাচটি শেষ হয়ে গেল। লোহিতাঙ্গী যুবতীটি হলের মাঝখানে এসে দাঁড়াল। ক্যামেরাটি শুধু তার ওপরই ফোকাস-করা। তার বাহুযুগল আর তার মুখখানা ছাদের দিকে প্রসারিত।

পৃথিবীবাসীদের চোখগুলি অজান্তেই মেয়েটির দৃষ্টিকে অনুসরণ করল। সেখানে কোন ছাদ নেই, কিম্বা হতে পারে

কুশলীকৃত দৃষ্টিবিভ্রমে একে উজ্জ্বল নক্ষত্রখচিত রাতের আকাশ মনে হচ্ছে। এই নক্ষত্র সমাবেশে কোনো প্রাসঙ্গিকতা অনুপস্থিত। মেয়েটি হাত নাড়ল। তার বাঁ হাতের তর্জনীর ওপর একটা নীল গোলক দেখা গেল। গোলকটি থেকে রুপোলী রশ্মি বিচ্ছুরিত হচ্ছিল ও এটি তার হাতে এক বিশাল নির্দেশ-কাঁটা হয়ে উঠল। এই কাঁটানির্গত আলোকপিণ্ড ছাদের একটার পর একটা তারার ওপর পড়ল। প্রত্যেকবারই পান্নার প্যানেলে অতিপ্রশস্ত পরিসরে স্থিরচিত্র ফুটে উঠল। কাঁটার আলোকরশ্মি নক্ষত্র থেকে নক্ষত্রান্তরে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে প্যানেলের ওপর ভেসে উঠল প্রাণী-অধ্যুষিত ও প্রাণীহীন কতকগুলি গ্রহ। লাল, নীল, বেগুনী ও হলদে সূর্যের তাপদগ্ধ পাথর বা বালির মরুগুলিকে বিষণ্ণ ও নিরানন্দ দেখাচ্ছিল। কখনো কখনো সীস-রঙ নক্ষত্রের রশ্মিতে তার গ্রহমণ্ডল জীবন্ত হয়ে ওঠে আর বিজলী পরিব্যাপ্ত চ্যাপটা গম্বুজ আর কুণ্ডলীগুলিকে কমলা রঙের ঘন আবহ বা সমুদ্রে ভাসমান জেলী-মাছের মতো দেখায়। লাল সূর্যের জগতে অবিশ্বাস্য লম্বা লম্বা গাছ জন্মায়। বাকল সেগুলির পিচ্ছিল কালো কালো, আর আঁকাবাঁকা লক্ষ লক্ষ ডালপালা যেন চরম হতাশায় স্বর্গের পানে উত্থিত। কোন কোন গ্রহ কালো জলে নিমজ্জিত, তাতে সর্বত্র ভাসমান বিশাল দ্বীপপুঞ্জের মতো প্রাণী বা উদ্ভিদ, তাদের অগণিত লোমশ শুঁয়া নিস্তরঙ্গ জলের ওপর আন্দোলিত।

'উচ্চতর প্রাণীবিশিষ্ট কোন নিকটবর্তী গ্রহ তাদের নেই।' অজ্ঞাত আকাশের নক্ষত্রচিত্র থেকে একবারও চোখ না ফিরিয়ে জুনিয়াস আন্তাস হঠাৎ মন্তব্য করল।

'তাদের তা রয়েছে,' দার ভেতের বলে। 'ইরিডানুসের দিকে বুদ্ধিমান প্রাণীর গ্রহমণ্ডল রয়েছে। সেটা মহাবৃত্তভুক্ত।'

ম্‌ভেন মাস যোগ করে, 'VVR ৪৯৫৫+MO ৩৫২৯... ইত্যাদি, কিন্তু তারা এই খবর রাখে না কেন?'

দার ভেতের বলে, 'নক্ষত্রমণ্ডলটি ২৭৫ বছর আগে মহাবৃত্তে প্রবেশ করে এবং বার্তাটি পাঠান হয়েছিল তারও আগে।'

সুদূর জগতের লোহিতাঙ্গ নারী তার আঙ্গুল থেকে নীল গোলকটি ফেলে দিয়ে দর্শকদের মুখোমুখি দাঁড়াল। হাতদুটি এমনভাবে সে বাড়াল যেন সামনের কোন অদৃশ্য মানুষকে আলিঙ্গন করছে। পৃথিবীর মেয়েদের আবেগোচ্ছল ভঙ্গির মতোই সে তার মাথা ও কাঁধ পেছনে হেলিয়ে দিল। তার ঠোঁটদুটো ঈষৎ ফাঁকা। অস্ফুট স্বরে কী যেন সে বার বার উচ্চারণ করল। মেয়েটি স্থির, রমণীয় ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে আন্তর্নক্ষত্র জগতের নিষ্প্রাণ অন্ধকারের মধ্য দিয়ে অন্য জগতের মানবগোষ্ঠীর কাছে বন্ধুত্বের আবেগোষ্ণ আহ্বান জানাল।

তার অপরূপ সৌন্দর্যে পৃথিবীর মানুষগুলি সম্মোহিত হয়ে গেল। পৃথিবীর লোহিতাঙ্গদের মতো তার কোন কঠিন রুক্ষতা নেই। তার গোল মুখ, ছোট নাক আর বড় টানা টানা নীল চোখ অনেকটা পৃথিবীর উত্তরাঞ্চলীয়দের মতো। তার ঘন কালো কোঁকড়ান চুলগুলিতে রুক্ষতা নেই। তার মুখ আর দেহের প্রত্যেকটি রেখায় বিপুল শক্তিমত্তার অবচেতন অনুভূতিজাত উজ্জ্বলতা আর উল্লসিত আত্মবিশ্বাস।

'এটা কি সম্ভব যে তারা মহাবৃত্ত সম্পর্কে কিছুই জানে না?' মহাজগতের এই রূপসী ভগ্নির প্রতি সম্মান জানাবার অদম্য স্পৃহা বেদা কণ্ঠের স্বরে অনুরণনিত হল।

'হয়তো বা এখন তারা জানে। আমাদের দেখা এই দৃশ্যটি তো তিন শ' বছর আগের ঘটনা।' দার ভেতের জবাব দিল।

'অষ্টাশী পারসেক!' নীচু গলায় ম্‌ভেন মাস বিড়বিড় করে ওঠে। 'অষ্টাশী... আমরা এক্ষুণি যাদের দেখলাম তারা মারা গেছে অনেক কাল আগে।'

তার কথার যাথার্থ্য প্রমাণের জন্যই যেন সেই আশ্চর্য জগতের

দৃশ্যগুলি মিলিয়ে গেল। সবুজ সূচকটাও নিভল। মহাবৃত্ত ঘিরে বার্তাপ্রেরণের কাজও বন্ধ হল।

মিনিটখানেক যেন সবাই মোহগ্রস্ত রইল। দার ভেতেরই প্রথম এটি কাটিয়ে উঠল। বিরক্তির সঙ্গে ঠোঁট চেপে সে দ্রুত লেভারটি ঘুরিয়ে দিল। নিয়ন্ত্রিত শক্তিপ্রবাহের সুইচ বন্ধ হল। একটা ঘণ্টা বাজিয়ে সকল শক্তিকেন্দ্রের ইঞ্জিনিয়ারদের সতর্ক করে দেয়া হল, তারা যেন এই প্রবল শক্তিপ্রবাহকে আবার প্রচলিত কাজে ব্যবহার করে। মেশিনগুলির প্রয়োজনীয় সমস্ত কাজ সম্পন্ন হবার পর বহির্জাগতিক স্টেশনগুলির অধ্যক্ষ সঙ্গীদের দিকে তাকাল।

জুনিয়াস আন্তাস বিরস মুখে লেখা নোটগুলির পাতা দেখছিল।

দার ভেতেরের তরুণ সহকারীর দিকে তাকিয়ে সে বলে, 'ছাদের উপরের নক্ষত্র সম্বন্ধীয় মানচিত্র থেকে যে স্মৃতি-বিবরণী টুকে নেয়া হয়েছে তার কতকগুলি 'দক্ষিণ আকাশ ইনস্টিটিউটে' পাঠাতে হবে!' সহকারী জুনিয়াস আন্তাসের দিকে বিমূঢ়ভাবে তাকিয়ে রইল, যেন সে এইমাত্র এক অদ্ভুত স্বপ্ন থেকে জেগে উঠেছে।

গম্ভীর বিজ্ঞানী হাসিভরা চোখে তার দিকে তাকাল। তারা এতক্ষণ যাকিছু দেখেছে তা সত্যিই এক পরমাশ্চর্য জগতের স্বপ্ন। এগুলি তিন শ' বছর আগে মহাশূন্যে পাঠান হয়। এখন এই স্বপ্ন দেখতে পাবে পৃথিবীর কোটি কোটি মানুষ, আর চন্দ্র, মঙ্গল ও শুক্র গ্রহের ঔপনিবেশিকরা। তাদের কাছে এগুলি স্পষ্ট, জীবন্ত মনে হবে।

'আপনার কথাই ঠিক, মভেন মাস,' হাসতে হাসতে দার ভেতের বলে। 'ট্রান্সমিশন শুরু হবার আগে আপনি বলেছিলেন যে আজ একটি আশ্চর্য ঘটনা ঘটবে। আমাদের মহাবৃত্তে যোগদান করার আট শ' বছরের মধ্যে এই সর্বপ্রথম মহাবিশ্বে একটি গ্রহ

আবিষ্কৃত হয়েছে যার বাসিন্দারা শুধু বুদ্ধিবৃত্তির দিক থেকেই আমাদের সমকক্ষ নয়, আকৃতির দিক থেকেও যথেষ্ট ঘনিষ্ঠ। এই আবিষ্কারে আমি যে কত আনন্দিত আপনি তা কল্পনা করতে পারবেন! একটা অতি শুভঘটনার মধ্যে আপনার অধ্যক্ষপদের সূচনা হয়েছে! প্রাচীন কালে একে সুলক্ষণ বলা হত। বর্তমান যুগের মনস্তাত্ত্বিকদের ভাষায় এই সন্নিপাতী ঘটনাবলী আত্মবিশ্বাস জোগাবে এবং আপনার কাজের অগ্রগতিতে উৎসাহ সৃষ্টি করবে।'

দার ভেতের হঠাৎ কথা বন্ধ করল। স্নায়বিক প্রতিক্রিয়ায় স্বাভাবিকের চেয়ে সে বেশীক্ষণ কথা বলেছে। মহাবৃত্ত যুগে এই বাগাড়ম্বর মানুষের এক কলঙ্কময় ত্রুটি হিসেবে বিবেচিত। বহির্জাগতিক স্টেশনগুলির অধ্যক্ষ তার কথা শেষ না করেই থেমে পড়ল।

'হ্যাঁ, হ্যাঁ...' অন্যমনস্কভাবে ম্ভেন মাস সাড়া দিল।

জুনিয়াস আন্তাস তার স্বর ও চলার মধ্যে একটা আলস্য লক্ষ্য করে। সে তখনই সতর্ক হয়ে ওঠে। বেদা কঙ দার ভেতেরের হাতের ওপর নিঃশব্দে আঙ্গুল বুলোতে বুলোতে আফ্রিকীয় মানুষটির দিকে মাথা নাড়ল।

'বোধ হয় একটু বেশী আবেগপ্রবণ?' স্থলবর্তীর দিকে স্থিরদৃষ্টিতে তাকিয়ে দার ভেতের অবাক হয়ে যায়।

ম্ভেন মাস সহকর্মীদের গোপন বিস্ময়টি আঁচ করতে পারে। সে খাড়া হয়ে ওঠে এবং আত্মচেতনা, কাজের একাগ্রতা ও দক্ষতা ফিরে পায়। চলমান সিঁড়ি চেপে তারা দালানের ওপর তলায় উঠে গেল। সেখানে প্রসারিত জানলা দিয়ে তারা-ভরা আকাশ দেখা যায়। মানুষ বা হোমো সাপিয়েন্স প্রজাতির অস্তিত্বের তিরিশ হাজার বছর আকাশ যত দূরে ছিল তা এখন আবার তত দূরেই সরে গেল।

ম্ভেন মাস আর দার ভেতেরকে পেছনে থাকতে হল।

বেদা কণ্ড ফিসফিস করে দার ভেতেরকে বলল যে এই রাত কখনো সে ভুলবে না। 'নিজেকে এত তুচ্ছ মনে হল!' সে কথা শেষ করল। কথাগুলি ব্যথাকীর্ণ হলেও তার মুখটা উজ্জ্বল দেখাচ্ছিল।

সে কী বলতে চায় দার ভেতের তা জানে। সে মাথা নাড়ল। 'আমি নিশ্চিত যে লোহিতাঙ্গী তোমাকে দেখে থাকলে সেও তার বোনের জন্য গৌরব বোধ করেছে। বেদা, এটা ঠিক যে তাদের গ্রহের চাইতে আমাদের পৃথিবী মোটেই খারাপ নয়!' ভালবাসার উত্তাপে দার ভেতেরের মুখখানা উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে।

'সেটা তো তোমার চোখ দেখলেই বোঝা যায়, বন্ধু। কিন্তু ম্ভেন মাসকে জিজ্ঞেস কর সে কী ভাবছে!..' হাসতে হাসতে বেদা বলে। মজা করার জন্য বেদা হাত দিয়ে তার চোখদুটো ঢেকে দিল। তারপর দেয়ালের একটা কোণায় অদৃশ্য হয়ে গেল।

সবাই চলে গেল। ম্ভেন মাস একা। ভোর আসন্ন। শান্ত শীতল বাতাসে ধূসর আলোর ইসারা। আকাশ আর সমুদ্র স্ফটিকের স্বচ্ছতায় অভিন্ন। সমুদ্র এখন রুপোলী, আকাশ রক্তাভ।

আফ্রিকীয় মানুষটি অনেকক্ষণ মানমন্দিরের অলিন্দে দাঁড়িয়ে অপরিচিত ইমারতগুলির দিকে তাকিয়ে রইল।

দূরে নীচু মালভূমিতে এ্যালুমিনিয়মের বিশাল ধনুকাকৃতি খিলান। খিলানটির মধ্যে আড়াআড়িভাবে থাকা নয়টি সমান্তরাল গরাদের মাঝখানের ফাঁকটুকু ম্লান হলুদ বা রুপোলী-সাদা প্লাস্টিক-কাঁচে ঢাকা। এটাই জ্যোতির্বিজ্ঞান পরিষদের ইমারত। এর সামনেই এক স্মৃতিস্তম্ভ, বহির্মহাকাশের প্রথম অভিযাত্রীদের স্মারণিক: মেঘ ও ঘূর্ণিবাত্যাভেদী পর্বতের খাড়া চড়াই, ওপরে পুরনো ধরনের এক মহাকাশযান, মৎস্যাকৃতি একটি রকেট, যার

তীক্ষ্ন মুখটি অদ্যাবধি অনধিগম্য উচ্চাকাশে স্থিরলক্ষ্য। স্মৃতিস্তম্ভের পাদমূল ঘিরে ঢালাই করা কতকগুলি সারিবদ্ধ ধাতুমূর্তি হাত ধরাধরি করে ওপরে উঠার অতিমানবিক চেষ্টায় লিপ্ত। এরা রকেটযানের চালক, পদার্থবিজ্ঞানী, জ্যোতির্বিজ্ঞানী, জীববিদ ও সৃজনশীল লেখকের দল... পুরনো মহাকাশযানটির কাঠামো আর পরিষদ প্রাসাদের হাল্কা জাফ্‌রি প্রভাতী সূর্যের আলোয় রক্তিম। ম্‌ভেন মাস তখনও ঝুলবারান্দায় পায়চারি করেছে। আগে এমন মানসিক আঘাত সে পায় নি। সে মহাবৃত্ত যুগের সাধারণ শিক্ষায় শিক্ষিত। সে কঠোর শারীরিক শিক্ষাপ্রাপ্ত এবং 'হারকিউলিসের শ্রম' কার্যে সফলকাম। শিক্ষাশেষে প্রত্যেক যুবকের অবশ্যকরণীয় সুকঠিন শ্রমসাধ্য কাজকে প্রাচীন গ্রীসের প্রতি সম্মানসূচক এই নামে অভিহিত করা হয়েছে। এই কাজের সাফল্যই উচ্চতর শিক্ষালাভের পূর্বশর্ত।

ম্‌ভেন মাস পশ্চিম তিব্বতের একটি খনির জলসরবরাহে কাজ করেছে। দক্ষিণ আমেরিকার নাহেব্‌ৎ অধিত্যকায় আরাউকারিয়া পাইন বন সাফ করার কাজেও সে শরিক ছিল। অস্ট্রেলিয়ায় উপকূলের হানাদার হাঙ্গরগুলিকে নিশ্চিহ্ন করার কাজও সে করেছে। তার প্রশিক্ষণ, বংশগতি এবং অসামান্য কর্মদক্ষতার কল্যাণে যেকোন সুকঠিন ও দায়িত্বপূর্ণ কর্তব্য গ্রহণের যোগ্যতার্জনে সে বহু বছর অবিরাম শিক্ষালাভ করেছে। সেদিন, নতুন কর্তব্য পালনের প্রথম ঘণ্টাতেই এমন এক জগতের সঙ্গে তার সংযোগ ঘটল, যা আমাদের পৃথিবীর সঙ্গে কিছুটা সম্পর্কিত এবং ফলত, তার মনে নতুন কিছুর সংক্রমণ ঘটেছে। সশঙ্ক ম্‌ভেন মাস হৃদয়ের গভীরে অনাস্বাদিত এক অনুভূতির সূচনা উপলব্ধি করল। তুকানা নক্ষত্রমণ্ডলের এপসিলোন তারার ওই গ্রহটির সঙ্গে আরেকবার সংযোগের জন্য তার মনে কী গভীর আকাঙ্ক্ষা... পৃথিবীর শ্রেষ্ঠতম রূপকথাগুলির শক্তিতেই যেন

এক অপরূপ জগৎ সৃষ্টি হয়েছে। কিছুতেই সে ভুলতে পারছে না সে লোহিতাঙ্গী নারীকে, তার প্রসারিত বাহু আর কোমল, আধ-খোলা ঠোঁটদু'টির প্রলোভন।

সেই অনিন্দ্য জগতের সঙ্গে তার ব্যবধান দু'শো নব্বই আলোক বর্ষ। এটি অতিক্রমের উপায় পৃথিবীর প্রযুক্তিবিদদের অজানা বলে তার স্বপ্ন মিলিয়ে গেল না, বরং তা আরও দৃঢ়বদ্ধ হল।

মুভেন মাসের মনে নতুন কিছুর উন্মেষ ঘটেছে, যা ছিল আপন প্রাণে সঞ্জীবিত, ইচ্ছাশক্তি বা নিরুত্তাপ বুদ্ধিবৃত্তির অনায়ত্ত। আফ্রিকীয় এই মানুষটি কখনও প্রেমে পড়ে নি। সে ছিল ঋষির মতো তার কর্তব্যলগ্ন। স্থান ও কালের প্রচণ্ড ব্যবধান অতিক্রান্ত এই সংযোগ তার হৃদয়ে যে শঙ্কা ও অনির্বচনীয় আনন্দের শিহরণ জাগাল, তা ছিল একেবারেই অনাস্বাদিত এক অভিজ্ঞতা।

তৃতীয় অধ্যায়

অন্ধকারের বন্দী

আনামেসন জ্বালানির নারাঙ্গি-রঙ সূচকের মোটামোটা কালো কাঁটাগুলি শূন্যের ঘরে। মহাকাশযানটি লৌহ তারকার কবল মুক্ত হতে পারে নি। তার গতিবেগ তখনও তীব্র এবং চর্মচক্ষে অদৃশ্য ভয়ানক তারাটির টানে মহাকাশযানটি সেদিকেই এগিয়ে চলেছে।

এর্গ নওর দুর্বলতা আর শ্রমজনিত ক্লান্তিতে কাঁপতে থাকে। মহাকাশযানের চালক তাকে কম্পিউটারে বসিয়ে দিল। রবোটের কাণ্ডারী থেকে বিচ্ছিন্ন গ্রহ-মোটরগুলি মিলিয়ে গেল।

'ইনগ্রিদ, লৌহ তারকা কাকে বলে?' ধীরে ধীরে কে বিয়ার জিজ্ঞেস করে। সারাক্ষণ সে ওর পেছনে নিশ্চলভাবে দাঁড়িয়ে ছিল।

'T শ্রেণীর বর্ণালীধর নিরুত্তাপ এক অদৃশ্য তারা এবং যেখানে হয়তো শীতলীভবন অথবা পুনর্তাপনের প্রক্রিয়া চলেছে। এটির বর্ণালীর তাপপ্রান্ত থেকে অবলোহিত তরঙ্গ বিকীর্ণ হয়। এর রশ্মি আমাদের কাছে কালো এবং একমাত্র ইলেকট্রনিক ইনভার্টারেই দৃষ্ট। অবলোহিত রশ্মিসংবেদী বলে প্যাঁচা তারাটি দেখতে পাবে।'

'সেটির 'লৌহ' বিশেষণ কেন?'

'বর্ণালীবিশ্লেষে এতে অঢেল লোহার খোঁজ মেলে। মনে হয়, তারাটির সংস্থিতিতেও প্রচুর লোহা রয়েছে। তারাটি বড়সড়ো হলে এর ভর ও মহাকর্ষ প্রচণ্ড হয়। আমার ভয় হচ্ছে এরূপ বিরাট একটির সঙ্গেই আমাদের মোলাকাত ঘটবে।'

'তারপর?'

'জানি নে। আমাদের জ্বালানি যে নেই তা নিজেই জানো। তারাটির দিকে আমরা এগিয়ে চলেছি। পরম গতিবেগের এক সহস্রাংশ বেগে 'তন্ত্র'-কে ব্রেক কষে নামাতে হবে। সেই গতিবেগে কৌণিক পথবিচ্যুতি ঘটান যাবে। যদি গ্রহ-জ্বালানিও শেষ হয়ে যায় তবে মহাকাশযানটি ধীরে ধীরে তারাটির দিকে এগিয়ে গিয়ে ওরই মধ্যে পড়ে যাবে।'

হতবুদ্ধি ইনগ্রিদ মাথা ঝাঁকুনি দিল। কে বিয়ার তার শিহরিত উন্মুক্ত বাহু আলতোভাবে স্পর্শ করল।

অভিযাত্রীদলের অধিনায়ক কণ্ট্রোল ডেস্কে গেল। যন্ত্রপাতিগুলির ওপর তার দৃষ্টি নিবদ্ধ। প্রত্যেকেই নির্বাক, আতঙ্কে রুদ্ধশ্বাস। নিসা ক্রিট এইমাত্র জেগেছে। সহজাত বোধ থেকে সে পরিস্থিতির বিপদ আঁচ করতে পারে। অবশিষ্ট জ্বালানি দিয়ে মহাকাশযানটির ব্রেক করা যাবে। কিন্তু গতিবেগ হ্রাস পেলে মহাকাশযানের মোটর ব্যতীত লৌহ তারকাটির প্রচণ্ড মহাকর্ষক্ষেত্রের টান থেকে বেরিয়ে আসা আরও কঠিন হয়ে দাঁড়াবে। 'তন্ত্র' যদি এত কাছাকাছি না আসত আর লীন সময়মতো ব্যাপারটা বুঝে উঠতে পারত... কিন্তু এই সব 'যদি'র মধ্যে সান্ত্বনা খুঁজা বৃথা!

এর্গ নওর সিদ্ধান্ত নেবার আগে তিন ঘণ্টা কেটে গেল। ব্রিগার মোটরের জোরালো ধাক্কায় 'তন্ত্র' ঝাঁকি খাচ্ছে। তার গতিবেগ কমে এল। প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ ঘণ্টা, অধিনায়কের হাতের কৌশল, সকল আরোহীর ভীষণ বমনেচ্ছা, ভয়ঙ্কর পিঙ্গল

তারাটির সামনের পর্দা থেকে মিলিয়ে যাওয়া এবং আবার দ্বিতীয় পর্দায় দেখা দেয়া। মহাকর্ষের অদৃশ্য সূত্রে বাঁধা মহাকাশযানটির পরিমাপ যন্ত্রে তা চিহ্নিত হচ্ছিল। এর্গ নওরের মাথার ওপর দুটো লাল চোখ জ্বল জ্বল করে উঠল। একটা লেভার টানতেই মোটরগুলি বন্ধ হয়ে গেল।

'যাক্ আমরা বেরিয়ে গেছি!' স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে পেল লীন বলে।

অধিনায়ক নীরবে তার দিকে তাকাল।

'না, বের হই নি! আমাদের কাছে এখন জ্বালানির আপৎকালীন অবশেষটুকুই রয়েছে। তাতে কক্ষ পরিক্রমা আর অবতরণ চলবে।'

'আমরা এখন কী করব?'

'সবুর কোরো! যানটিকে আমি পথ থেকে সামান্য সরিয়েছি। আমরা যাচ্ছি খুব ধার ঘেঁষে। এখন লড়াই চলেছে তারাটির মহাকর্ষ আর 'তন্ত্র'-এর হ্রাস-পাওয়া গতিবেগের মধ্যে। এই মুহূর্তে এটি চাঁদের রকেটের মতো ছুটছে। মহাকর্ষ থেকে বেরিয়ে আসতে পারলে আমরা সূর্যের দিকে ছুটব। এতে পথের সময়টা অবশ্য অনেক বাড়বে, তিরিশ বছরের মধ্যে আমরা সাহায্যের সংবাদ পাঠাতে পারব আর বছর আটেক পর সাহায্য এসে পৌঁছুবে।'

'আটত্রিশ বছর!' ইনগ্রিদের কানে কানে অস্ফুটস্বরে বিয়ার বলল। সে জামার হাতা ধরে তাকে জোরে কাছে টেনে মুখ ঘুরিয়ে রইল।

এর্গ নওর চেয়ারে হেলান দিয়ে বসল। হাঁটুর ওপর তার হাতদুটো রাখা। সবাই নির্বাক, কেবল যন্ত্রপাতির মৃদু গুঞ্জন শোনা যাচ্ছে। চালকযন্ত্রের নিয়মবাঁধা সুরের মধ্যে হঠাৎ একটা বেখাপ্পা, অশুভ আওয়াজ শোনা গেল। লৌহ তারকার ডাক,

মন্থর মহাকাশযানটির প্রতি এই লৌহপুঞ্জের প্রবল টান বাহ্যত অনুভব্য হয়ে উঠেছিল।

নিসা ক্রিটের গালদু'টো যেন জ্বলছে, বুক ধুকধুক করছে। নিষ্ক্রিয় এই প্রতীক্ষা অসহনীয় হয়ে উঠল।

...সময় নিঃশব্দে বয়ে চলে। অভিযাত্রীদলের সদস্যেরা একে একে জেগে উঠে কণ্ট্রোল টাওয়ারে জড়ো হল। এই নির্বাক মানুষের সংখ্যা শেষ অবধি চৌদ্দতে দাঁড়াল।

মহাকাশযানটির গতিবেগ ক্রমশ কমে কমে শেষটায় 'তন্ত্র' লৌহ তারকা থেকে সরে আসার গতিবেগ হারিয়ে ফেলল। মহাকাশযানের দুস্থ চালকরা আহার-নিদ্রা ভুলে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কণ্ট্রোল টাওয়ারে বসে রইল যতক্ষণ না যানটির গতিপথ বেঁকে বেঁকে শেষে সেই মারাত্মক উপবৃত্তাকার কক্ষপথে প্রবেশ করল। 'তন্ত্র'-এর ভবিতব্য অভিযাত্রীদের কাছে স্পষ্ট হয়ে উঠল।

হঠাৎ এক বিকট শব্দে সবাই চমকে উঠল। জ্যোতির্বিজ্ঞানী পুর হিস্ লাফিয়ে ওঠে হাতদু'টো নাড়তে থাকে। তার বিকৃত মুখ তখন চেনা যাচ্ছে না। মহাবৃত্ত যুগের মানুষের সঙ্গে এর কোনই সাদৃশ্য ছিল না। ভীতি, আত্মচিন্তা আর প্রতিহিংসার মনোভাব বৈজ্ঞানিকের মুখ থেকে বুদ্ধিবৃত্তির শেষ ছাপটুকুও মুছে নিয়েছে।

ওই যে, ওরই জন্য, ওই নিরেট বোকা, নির্বোধ পোকাটার জন্য!..' পেল লীনের দিকে আঙ্গুল দেখিয়ে পুর হিস্ চেঁচাতে থাকে। অনেক আগেই সেকেলে হয়ে যাওয়া পূর্বপুরুষদের শাপ-শাপান্ত স্মরণের চেষ্টায় বৈজ্ঞানিকের দম যেন আটকে এল। নিসা কাছেই ছিল। ঘৃণায় সে সরে গেল। এর্গ নওর উঠে দাঁড়াল।

'একজন সহকর্মীর নিন্দায় আমাদের সমস্যা মিটবে না। স্বেচ্ছায় এমন অপকর্ম কেউ করতে পারে না। সে দিন আর

নেই।' কম্পিউটারের হাতলগুলো খাপছাড়াভাবে ঘুরাতে ঘুরাতে নওর বলে, 'এক্ষেত্রে ভুলের সম্ভাবনা ছিল তিরিশ শতাংশ। কর্তব্য শেষের অবশ্যম্ভাবী বিষণ্ণতা এবং মহাকাশযানের স্বনকম্পাঙ্কের গোলযোগ হিসাবে ধরলে, পুর হিস্, আপনিও একই ভুল করতেন।'

'আর আপনি?' জ্যোতির্বিজ্ঞানী চিৎকার করে ওঠে, তবে স্বরটা একটু নরম।

'আমার ভুল করা উচিত নয়। ৩৬ নং মহাকাশ অভিযানের সময় এই ধরনেরই এক দানবকে আমি খুবই কাছ থেকে দেখেছি। ভুলটা হয়েছে মূলত আমারই। অজ্ঞাত অঞ্চল দিয়ে মহাকাশযানটি আমার চালিয়ে নিয়ে যাবার কথা। কিন্তু সবকিছুর ওপর আমার দৃষ্টি ছিল না। আমি শুধু কতকগুলি সাধারণ নির্দেশ দিয়েই খালাস হয়েছি।'

নিসা চেঁচিয়ে ওঠে, 'আপনিই বা জানবেন কি করে যে আপনার সাহায্য ছাড়াই ওরা এই অঞ্চলে ঢুকবে?!'

'আমার কথাটা জানা উচিত ছিল। কিন্তু পৃথিবীতে না ফেরা পর্যন্ত এসব আলোচনার কোনই মানে হয় না।' দৃঢ়স্বরে নওর বলে।

'পৃথিবীতে!' পুর হিস্ নাকীসুরে চেঁচিয়ে ওঠে। এমন কি বিহ্বল পেল লীনও ভুরু কোঁচকায়, 'যখন সবকিছু শেষ, যখন শিয়রে শমন, তখন একথা?'

'শমন নয়, সামনে প্রচন্ড সংগ্রাম।' চেয়ারে বসে আত্মবিশ্বাসের সুরে এর্গ নওর জবাব দেয়। 'বসুন! 'তন্ত্র' দেড় বার কক্ষ পরিক্রমা না করা পর্যন্ত চঞ্চল হবার কিছু নেই।'

উপস্থিত সকলেই নীরবে তাকে মান্য করল। সেই মুহূর্তের হতাশা সত্ত্বেও জীববিদের দিকে ফিরে নিসা বিজয়িনীর মতো হেসে ফেলল।

'আইসোগ্রেভের (১০) বাঁকগুলি থেকে মনে হচ্ছে, তারাটির এক, এমন কি দু'টি গ্রহ রয়েছে।' খুব তাড়াতাড়ি একটা নিখুঁত নকশা এঁকে অধিনায়ক বলে, 'এই দেখুন, গ্রহগুলি বেশ বড়োসড়ো এবং সেজন্য এগুলির বায়ুমণ্ডল থাকা উচিত। অবতরণের প্রয়োজন নেই, আমাদের প্রচুর পরমাণুভূত জমাট অক্সিজেন (১১) রয়েছে।'

তারপর একটু চিন্তা করে বলে, 'আমরা গ্রহটির উপগ্রহ হয়ে যাব, তার কক্ষ পরিক্রমা করতে থাকব। গ্রহটির বায়ুমণ্ডল উপযোগী হলে এবং আমাদের বায়ুর মজুত ফুরিয়ে গেলে ওখানে নেমে পড়ে সাহায্যের খবর পাঠানোর মতো গ্রহ-জ্বালানি আমাদের যথেষ্টই আছে।' সে বলে চলেছে, 'মাস ছয়েকের মধ্যে আমরা দিকনির্ণয় করতে, জিরদায় পাওয়া তথ্যাদি পৃথিবীতে পাঠাতে পারব। সাহায্যকারী একটা মহাকাশযান আনিয়ে আমাদের যানটিকে অবশ্যই রক্ষা করা যাবে।'

'যদি যানটিকে রক্ষা করতে পারি...' পুর হিস্ বিকৃত মুখে কথাগুলি বললেও জায়মান আশার আনন্দ সে চাপতে পারে না।

'হ্যাঁ, যদি পারি,' এর্গ নওর সায় দিল। 'সেটাই আমাদের লক্ষ্য। এজন্য আমাদের সর্বশক্তি প্রয়োগ করতে হবে। এই যে, পুর হিস্ আর ইনগ্রিদ, আপনারা গ্রহগুলি পর্যবেক্ষণ করে এগুলির আয়তন মাপার কাজটি সেরে ফেলুন। বিয়ার আর নিসা, আপনারা গ্রহগুলির ভর অনুসারে সেগুলির ত্বরণ বের করুন এবং সেটা জানা হলে মহাকাশযানটির কাক্ষিক গতিবেগ ও তার আবর্তনের সর্বোচ্চ রেডিয়েন্ট (১২) হিসেব করে ফেলুন।'

প্রয়োজনীয় অবতরণের জন্য সন্ধানীরা প্রস্তুতি চালাতে লাগল। জীববিদ, ভূতাত্ত্বিক ও চিকিৎসক মিলে একটা প্রাথমিক

পরিদর্শক-রবোট ঠিক করে রাখল। মেকানিকেরা অবতরণকালীন ফিলারগুলি ও সার্চলাইট সমন্বয় শেষ করে পৃথিবীতে বার্তা পাঠানোর উপযোগী একটি রকেট-উপগ্রহ প্রস্তুত রাখল।

ভীতি ও নৈরাশ্যের অভিজ্ঞতা শেষে তাদের কাজ খুব সুষ্ঠুভাবেই চলতে থাকে, যদিও মাঝে মাঝে মহাকর্ষ ঘূর্ণাবর্তে পড়া মহাকাশযানের স্বনকম্পাঙ্কে তাদের কাজে বাধা পড়ছিল। অবশ্য 'তন্ত্র'-এর গতিবেগ এত কমান হয়েছিল যে এই শব্দে কারও তেমন কোন অসুবিধা হচ্ছিল না।

পুর হিস্ ও ইনগ্রিদের হিসাবে দু'টি গ্রহের অবস্থিতি ধরা পড়ল। বহিস্থ গ্রহটির দিকে এগিয়ে যাবার চিন্তা তারা ত্যাগ করল। এটি বিশাল, হিমশীতল এবং পুরু আবহস্তরে ঘেরা যা হয়তো বিষাক্ত, মৃত্যুলোক। যদি মৃত্যুকেই বেছে নিতে হয় তবে মহাকাশযানটিকে হাজার কিলোমিটার পুরু এমোনিয়া তুষারের অন্ধকারে ডুবিয়ে দেয়ার চেয়ে লৌহ তারকার ওপর আছড়ে পড়ে জ্বলে যাওয়াটাই অনেক ভাল। সৌরমণ্ডলেও একই ধরনের ভীষণ দানবীয় গ্রহাদি রয়েছে — যেমন বৃহস্পতি, শনি, ইউরেনাস্ ও নেপচুন।

'তন্ত্র' তারাটির দিকে এগিয়ে চলেছে। উনিশ দিনের মধ্যে অভ্যন্তরীণ গ্রহটির আয়তন স্থির করা হয়। দেখা গেল, সেটি পৃথিবীর চেয়ে বড়। গ্রহটি তার সূর্য লৌহ তারকাটির খুবই ঘনিষ্ঠ এবং প্রচণ্ড বেগে তার কক্ষপথে আবর্তিত। পার্থিব দু'-তিন মাসেই এটির বছর পার হয়ে যায়। অদৃশ্য T তারা কালো রশ্মিতে সেটিকে উত্তপ্ত করে রেখেছে। বায়ুমণ্ডল থাকলে সেখানে জীবনের সূচনা ঘটত। সেক্ষেত্রে ওখানে অবতরণ অবশ্য মারাত্মকই হত...

অন্যান্য গ্রহের বিশেষ অবস্থায় এবং ক্রমবিকাশের ভিন্ন ভিন্ন ধারায় উদ্ভূত পৃথক ধরনের জীবিতের মধ্যে একটি সাধারণ

বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান: এরা সবাই অ্যালবুমিন কোষে তৈরী। মহাজগৎ মর্ত্যবাসীদের পক্ষে অত্যন্ত বিপজ্জনক। লক্ষ লক্ষ বছর ধরে আমাদের গ্রহের জীবেরা ক্ষতিকর বর্জ্য ও রোগজীবাণুর বিরুদ্ধে আত্মরক্ষায় অভিযোজিত হলেও অজ্ঞাত জীবিতের কাছে তারা একান্তই অসহায়। গ্রহান্তরের জীবিতের জন্য তাই পৃথিবীও সমান বিপজ্জনক।

ভিন্ন ভিন্ন জগতের প্রাণীদের মধ্যে সংঘর্ষ বাঁধলে প্রাণীজগতের মূল কর্মকাণ্ড — খাওয়ার জন্য মারা এবং মারার জন্য খাওয়ার প্রক্রিয়াটি পাশবিক নৃশংসতায় প্রকটিত হয়। বাসোপযোগী অথচ বাসিন্দাহীন গ্রহগুলি প্রথম আবিষ্কারের সময় অবিশ্বাস্য রকমের ব্যাধি, আকস্মিক মহামারী ও ভয়াবহ ক্ষতাদি দেখা দেয়। বুদ্ধিমান প্রাণী-অধ্যুষিত জগৎগুলি বহু গবেষণা ও প্রস্তুতির পর মহাকাশযানে সরাসরি যোগাযোগ স্থাপনের চেষ্টা করে। প্রাণী-অধ্যুষিত ছায়াপথের মধ্যাঞ্চল থেকে বহুদূরে থাকায় আমাদের পৃথিবীতে অন্য নক্ষত্রাদির গ্রহগুলি থেকে কোন অভিযাত্রী বা অন্যতর সভ্যসমাজের কোন প্রতিনিধির আগমন ঘটে নি। জ্যোতির্বিজ্ঞান পরিষদ কিছুকাল মাত্র আগে অদূরবর্তী নক্ষত্রমণ্ডল অফিউকাস, সিগ্‌নাস্‌, সপ্তর্ষি ও আপুস নক্ষত্রের গ্রহগুলি থেকে আসা অভিযাত্রীদের অভ্যর্থনার প্রস্তুতি সম্পন্ন করেছে।

অজ্ঞাত জীবিতের স্পর্শে আসার সম্ভাবনায় উদ্বিগ্ন এর্গ নওর ভাঁড়ার ঘর থেকে জৈবিক আত্মরক্ষা উপকরণাদি বের করার নির্দেশ দিল। অভিজিতে নামার জন্য সেগুলি যথেষ্ট পরিমাণে তারা সঙ্গে এনেছিল।

শেষপর্যন্ত 'তন্ত্র' আর গ্রহটির কক্ষপরিক্রমার গতিবেগ সমান হয়ে গেল। এবার গ্রহটি ঘিরে 'তন্ত্র'-এর আবর্তন শুরু হল। গ্রহটির অস্পষ্ট কালো-বাদামী রঙের উপরিভাগ বা লাল-বাদামী

সূর্যের রশ্মিতে উজ্জ্বল আবহমণ্ডল ইলেক্‌ট্রনিক ইনভার্টারের মাধ্যমে দেখা যাচ্ছিল। অভিযাত্রীদল যন্ত্রপাতি নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ল।

'দিবাভাগের উপরিস্তরের তাপমাত্রা কেলভিন স্কেলে (১৩) ৩২০ ডিগ্রি!'

'অক্ষাবর্তনে প্রায় ২০ দিনরাত!'

''ফিলার'গুলিতে জল আর জমি দেখা যাচ্ছে।'

'আবহমণ্ডলের গভীরতা ১,৭০০ কিলোমিটার।'

'পৃথিবীর ভরের তুলনায় গ্রহটির ভর ৪৩·২ গুণ বেশী।'

ক্রমান্বয়ে তথ্যগুলি পাওয়ায় গ্রহটির প্রকৃতি স্পষ্ট হয়ে উঠতে লাগল।

পাওয়া তথ্যাদি পর্যালোচনা করে এর্গ নওর কক্ষপথের একটা হিসাব নেবার প্রস্তুতি চালাল। গ্রহটি বেশ বড়োসড়ো, পৃথিবীর ভরের চেয়ে ৪৩·২ গুণ ভারী এবং এটির মহাকর্ষে যানটি মাটিতে আটকে যাবে। কাগজে-আঁটা মাছির দশা দাঁড়াবে মানুষগুলির...

প্রাচীন কালের মহাকাশযানগুলি নানা কারণে বড় বড় গ্রহগুলির সংস্পর্শে এলে যেসব ভয়ানক কাণ্ডকারখানা ঘটত সেইসব বানানো গল্প, আধা-রূপকথা, আধা-ইতিহাস — সবই এর্গ নওরের মনে এল। তখনকার মন্থর, অল্পশক্তিধর জ্বালানির ওই মহাকাশযানগুলি প্রায়ই ধ্বংস হয়ে যেত। সেগুলির অন্তিমদশা ঘটত মোটরগুলির গর্জন আর ঘন ঘন কাঁপুনির সঙ্গে। ওগুলি কিছুতেই সরে যেতে পারত না, গ্রহপৃষ্ঠে আটকে পড়ত। মহাকাশযান অক্ষত থাকলেও মানুষগুলির হাড়গোড় গুঁড়িয়ে যেত। অন্তিম রিপোর্টের খাপছাড়া আর্তনাদে, বিদায়ী বার্তায় এই প্রচণ্ড ভারের অবর্ণনীয় বিভীষিকার কথা জানা গেছে।

'তন্ত্র'-এর এই গ্রহাবর্তন কালে এমন কোন আশঙ্কা নেই। অভিযাত্রীদের গ্রহপৃষ্ঠে নামতে হলে কেবল বলিষ্ঠতমরাই এই গ্রহে নিজের দেহভার টেনে চলতে পারবে। আগামী বহু বছরের জন্য সেটিই হবে তাদের আস্তানা... কিন্তু তারা কি গ্রহটির ঘন আবহমণ্ডলের মধ্যে, কালো সূর্যের অবলোহিত রশ্মির অনন্ত অন্ধকারের তলায় নিজেদের দেহভারে পিষ্ট হয়ে বেঁচে থাকতে পারবে? পরিস্থিতি যাই হোক, সেটিই মুক্তির পথ, বেঁচে থাকার আশা। তাছাড়া আর গত্যন্তরও নেই!

'তন্ত্র'-এর কক্ষপথটি ক্রমে আবহমণ্ডলের বহির্প্রান্তের ঘনিষ্ঠ হল। পৃথিবীর কিছুটা অদূরবর্তী এই অজ্ঞাত গ্রহটি সম্পর্কে সন্ধানকার্যের সুযোগ হারানো যায় না। গ্রহটির রাতের ভাগের চেয়ে দিনের বা উত্তপ্তভাগের তাপমাত্রার বিপুল পার্থক্য রয়েছে। তাছাড়া প্রচণ্ড বৈদ্যুতিক প্রবাহে 'ফিলারে'র সংকেতগুলিরও মানে বোঝা দায় হয়ে উঠল। এর্গ নওর স্থির করল বোমা-ঘাঁটির সাহায্যেই গ্রহটিতে সন্ধান চালাবে। তারা একটি ভৌত গবেষণা রবোট ছাড়ল এবং তার স্বয়ংক্রিয় রেকর্ডার সেখানকার নিওন ও নাইট্রোজেন আবহমণ্ডলে প্রচুর নির্ভেজাল অক্সিজেন অবস্থিতির সংবাদ জানাল। দেখা গেল সেখানে তাপমাত্রা ১২° সেণ্টিগ্রেড, জলীয় বাষ্প বিদ্যমান এবং অবস্থা সাধারণভাবে পৃথিবীর মতোই। কিন্তু এই ঘন আবহমণ্ডলের চাপ পৃথিবীর স্বাভাবিক চাপের তুলনায় ১·৪ গুণ আর মহাকর্ষ আড়াই গুণ বেশী।

রবোট-ঘাঁটির তথ্যাদি অধিনায়কের কাছে পরিবেশন করতে করতে জীববিদ ম্লান হেসে বলে, 'এখানে আমরা বাস করতে পারব!'

'ওই অন্ধকার ভারী গ্রহটির মধ্যে আমরা বাস করতে পারলে সেখানে কোন ক্ষুদ্র ও ক্ষতিকর জীবিতের অস্তিত্বও সম্ভব।'

মহাকাশযানের পঞ্চদশ আবর্তনের শুরুতে ছোঁড়ার জন্য শক্তিশালী ট্রান্সমিটারসহ একটি দিশারী বোমা ঠিক করে রাখা হল। গ্রহটি যখন তার কক্ষপথের ১২০° ডিগ্রিতে আবর্তিত হল তখন রাতের ভাগে দ্বিতীয় ভৌত গবেষণা রবোটটি ছাড়া হল। কোন সংকেত না পাঠিয়েই সেটি অন্ধকারে অদৃশ্য হয়ে গেল।

'এটি সমুদ্রের মধ্যে পড়েছে,' ভূতাত্ত্বিক বীনা লেদ বিরক্তিভরে ঠোঁট কামড়ে বলল।

'টি-ভি রবোট ছোঁড়ার আগে আমাদের মূল 'ফিলার'গুলির সাহায্যে পথ ঠিক করতে হবে। ওই রকম রবোট রয়েছে আমাদের মাত্র দু'টি।'

অস্পষ্ট হয়ে যাওয়া সমুদ্র আর মহাদেশের রূপরেখা আন্দাজ করার জন্য 'তন্ত্র' গ্রহটি আবর্তনের সময় নিয়ন্ত্রিত বেতার প্রবাহ বিচ্ছুরিত করল। তারা দেখল এক বিশাল প্রান্তরভূমি যেন সমুদ্রের মধ্যে ঢুকে গিয়েছে বা গ্রহটির বিষুবরেখা বরাবর সমুদ্রটিকে দু'ভাগে ভাগ করেছে। দু'শো কিলোমিটার চওড়া প্রান্তরের ওপর মহাকাশযানের রশ্মি এঁকেবেঁকে পড়ছিল। হঠাৎ লোকেটরা পর্দায় একটা উজ্জ্বল বিন্দু জ্বলে উঠল, একটা তীক্ষ্ন আওয়াজ তাদের কর্মক্লান্ত স্নায়ুগুলোয় যেন চাবুক মারল। বোঝা গেল, ব্যাপারটা অলীক কিছু নয়।

'ধাতু!' ভূতাত্ত্বিক চিৎকার করে ওঠে, 'এক উন্মুক্ত আকর।'

এর্গ নওর মাথা নাড়ল:

'যদিও ঝলকটি বেশীক্ষণ থাকে নি, তবুও আমি এর আদলটি দেখে নিয়েছি। সেটি বিরাট এক ধাতুখণ্ড, কোন উল্কাপিণ্ড বা...'

'একটি মহাকাশযান!' নিসা আর জীববিদ একসঙ্গেই চেঁচিয়ে উঠল।

'অলীক স্বপ্ন!' পুর হিস্ খোঁচা দিল।

‘কথাটা কিন্তু সত্যিও হতে পারে,’ এর্গ নওর প্রতিবাদ করল।

পুর হিস্‌ হার মানতে নারাজ। সে বলে, ‘তাতে কী আর আসে যায়। বৃথা তর্ক কেন? এ তো আর প্রমাণসাধ্য নয়। আমরা তো আর নীচে নামছি না, নামছি কি?’

‘ঘণ্টা তিনেক পরেই সমতলের ওপর আবর্তনের সময় আমরা তা পরীক্ষা করতে পারব। লক্ষণীয়, ধাতব জিনিসটি সমতলের ওপরই রয়েছে। অবতরণের জন্য আমিও ঠিক এমনি জায়গাই বেছে নিতাম। ওখানেই আমরা টি-ভি রবোট ছাড়ব। নির্দেশের ছ’ সেকেণ্ডের মধ্যে কাজ চালু করার জন্য ‘ফিলার’-রশ্মি ঠিক রাখুন!’

অধিনায়কের পরিকল্পনা সফল হল। অন্ধকার গ্রহটিকে ‘তন্ত্র’ আরও তিন ঘণ্টা আবর্তন করল। পরের বার মহাকাশযানটি সমতলের নিকটবর্তী হলে তখন রবোট থেকে টি-ভির ছবি এসে পৌঁছল। আলোকিত পর্দাটির ওপর সকলে গভীর দৃষ্টি নিবদ্ধ করল। টিক্‌ শব্দে প্রত্যক্ষ রশ্মির সুইচ খুলে দেয়া হল। মানুষ চোখে যেভাবে দেখতে পায় তেমনি সেই হাজার কিলোমিটার গভীর অন্ধকার গহ্বর থেকে বস্তুপুঞ্জের রূপরোখা দেখা গেল। কে বিয়ার বেশ কল্পনা করে নিল যে স্টেশন-রবোটের আগাটি পাতের বর্ম থেকে বেরিয়ে রয়েছে আর একটি লাইট-হাউসের মতো ঘুরছে। যন্ত্রটির চোখে দেখা অঞ্চলটা পর্দায় ফুটে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে এর আলোকচিত্র নিয়ে দেখা গেল: নীচু পাহাড়-পর্বত আর জলপথের কালো আঁকাবাঁকা রেখা। হঠাৎ মাছের আকৃতির চকচকে একটা কিছু পর্দা অতিক্রম করল এবং আলো সরে গেলে আবার অন্ধকারে মিলাল।

‘একটি মহাকাশযান!’ একইসঙ্গে কয়েকটা গলারই আওয়াজ উঠল।

নিসা পুর হিসের দিকে বিজয়িনীর দৃষ্টিতে তাকাল। টি-

ভি রবোটের অঞ্চলটা 'তন্ত্র' ছেড়ে যেতেই পর্দাটা কালো হয়ে উঠল। ইয়ন থাল তখন ইলেকট্রনিক ফটোগুলি ডেভেলপের কাজে লেগে গেল। তার আঙ্গুল কাঁপছে, যেন তর সইছে না। ফটোগুলির স্টিরিওস্কোপিক ছবি দেখার জন্য সে গোলার্ধাকৃতি পর্দার প্রোজেক্টরে ফিলমটি পুরল। ফাঁপা গোলার্ধের ভেতরের দেয়ালে ছবিগুলির বর্ধিত প্রতিলিপি ফুটল।

দেখা গেল, মহাকাশযানের চুরুট-সদৃশ পরিচিত মুখ, পেছনের স্ফীতি আর স্থিতিগ্রাহকের উঁচু চূড়া... অন্ধকার এই গ্রহের পক্ষে যত অবিশ্বাস্য ও অসম্ভবই হোক, রবোট তো আর কোনকিছু উদ্ভাবন করতে পারে না! সেখানে একটি পার্থিব মহাকাশযানই রয়েছে। স্বাভাবিক অবতরণের অবস্থায় সম্পূর্ণ অক্ষত যানটি মজবুত পায়ের ওপর অনুভূমিকভাবে দাঁড়িয়ে, যেন লৌহ তারকার গ্রহটিতে এইমাত্র সেটি নেমেছে।

'তন্ত্র' গ্রহটির কাছাকাছি আরও সংকীর্ণতর কক্ষপথে আবর্তিত হয়ে সংকেত পাঠাল। কোন জবাব এল না। কাটল আরও কয়েক ঘণ্টা। অভিযাত্রীদলের চৌদ্দজন সদস্যই আবার কণ্ট্রোল টাওয়ারে মিলিত হল। এর্গ নওর গভীর চিন্তা থেকে উঠে দাঁড়াল।

''তন্ত্র'-কে নামানোর প্রস্তাব করছি। ওই ভাইদের বোধ হয় সাহায্য প্রয়োজন। হয়তো তাদের মহাকাশযানটি ঘায়েল হওয়ায় তারা পৃথিবীতে ফিরতে পারছে না। সেক্ষেত্রে আমরা তাদের নিতে পারি, তাদের আনামেসন নিয়ে আমরাও বাঁচতে পারি। উদ্ধারকারী রকেট পাঠাবার কোনই মানে হয় না, তাতে তো জ্বালানি মিলবে না। তাছাড়া এতে আমাদের প্রচুর শক্তি খরচা হবে আর পৃথিবীতে সংকেতও পাঠাতে পারব না।'

সতর্ক পেল লীন বলে, 'যদি আনামেসনের অভাবেই ওটি সেখানে পড়ে থাকে?'

'তাহলে তাদের গ্রহান্তরযাত্রার আয়নিক আধান থাকবে। ওদের সবটুকুই খরচা হতে পারে না। মহাকাশযানটি ঠিকভাবে খাড়া থাকায় বোঝা যাচ্ছে যে গ্রহ-মোটরের সাহায্যেই তারা নেমেছে। আমরা আয়ন জ্বালানিটুকু সরিয়ে নেব, গ্রহ ছেড়ে আবার কক্ষপথে পেঁছব, তারপর পৃথিবীতে বার্তা পাঠিয়ে সাহায্য চাইব। এতে আট বছরের বেশী সময় লাগবে না। আর আনামেসন পেলে তো কথাই নেই।'

ইঞ্জিনিয়ারদের মধ্যে একজন বলে, 'এমনও হতে পারে যে গ্রহ-মোটরের জন্য আয়নিক আধানের বদলে তাদের রয়েছে ফোটন।'

'অতিরিক্ত বৌল প্রতিফলক সেগুলিতে লাগাতে পারলে ফোটনগুলিকে আমরা বড় মোটরে কাজে লাগাতে পারব।'

ইঞ্জিনিয়ার হার মেনে বলে, 'আপনি তো দেখি সবকিছুই ভেবে রেখেছেন।'

পুর হিস্ বিড়বিড় করে, 'তবুও এমন একটা ভারী গ্রহে নামার, বাস করার ঝুঁকি রয়েছে। অন্ধকার এই জগতের কথা ভাবতেও ভয় লাগে!'

'ঝুঁকি অবশ্যই রয়েছে। কিন্তু আমাদের বর্তমান পরিস্থিতিও ঝুঁকিসঙ্কুল, তাই নামলেও বিশেষ কিছু হেরফের হবে না। গ্রহটি খারাপ ধরনের নয়, যদি না নামতে গিয়ে মহাকাশযানটিকে আমরা কোনরকম ঘায়েল করি।'

গতি-নিয়ন্ত্রকের ডায়েলটার ওপর এর্গ নওর একটু তাকিয়েই তাড়াতাড়ি কণ্ট্রোল ডেস্কের কাছে গিয়ে দাঁড়াল। মিনিটখানেক সে কণ্ট্রোলগুলির লেভার ও ভার্ণিয়ের স্কেলের সামনে থমকে রইল। বাদ্যযন্ত্রের তার ঠিক করার ভঙ্গিতে তার বড় হাতের আঙ্গুলগুলি নড়ছে। তার পিঠটা বেঁকে রয়েছে আর মুখটা পাথর হয়ে গেছে।

নিসা ক্রিট এগিয়ে গেল। সাহস করে ওর ডান হাতটা তুলে নিয়ে নিজের আবেগতপ্ত, মসৃণ গালে সে চেপে ধরল। কৃতজ্ঞ এর্গ নওর মাথা নেড়ে মেয়েটির চুলের গোছা স্পর্শ করল এবং তারপর সোজা হয়ে দাঁড়াল।

হুঁশিয়ারি সাইরেনের সুইচ টিপে উচ্চকণ্ঠে সে বলে উঠল, 'নামার জন্য আমরা আবহমণ্ডলের নিচের স্তরে ঢুকছি!'

সেই শব্দ সারা মহাকাশযানে ছড়িয়ে গেল। অভিযাত্রীরা তাড়াতাড়ি নিজেদের হাইড্রোলিক ফ্লোটিং আসনের সঙ্গে এঁটে ফেলল।

কণ্ট্রোল ডেস্কের সামনের মেঝে থেকে উঠে-আসা অবতরণ আসনের কোমল আশ্রয়ে এর্গ নওর আত্মসমর্পণ করল। তারপরই এল গ্রহ-ইঞ্জিনগুলির ভারী ধাক্কা। বিকট আওয়াজ তুলে মহাকাশযানটি নীচের দিকে, অজ্ঞাত গ্রহটির পর্বত আর সমুদ্রের দিকে ছুটে চলল।

নীচের আদিম অন্ধকারের মধ্য দিয়ে অবলোহিত রিফ্লেক্টর ও 'ফিলার'গুলি পথ করে চলেছে। অল্টিমিটার স্কেলের ১৫ হাজার মিটারে লাল আলো জ্বলে উঠল। পৃথিবীর অনুরূপ জল আর কালো সূর্যের তাপে উপরিতল সমান করার প্রক্রিয়ার মধ্যে এই গ্রহে ১০ হাজার মিটারেরও উঁচু পর্বত রয়েছে, এমনটি ধারণাই করা যায় নি।

প্রথম আবর্তনে এই গ্রহে কোন পর্বত দেখা যায় নি, দেখা গিয়েছিল মঙ্গল গ্রহের পাহাড়ের চাইতে সামান্য উঁচু উঁচু কিছু টিলা — যেন পর্বত সৃষ্টির ভূগর্ভ প্রক্রিয়া এখানে বন্ধ বা রুদ্ধ করা হয়েছে।

উচ্চতা নিয়ন্ত্রকটি ২ হাজার মিটারে রেখে এর্গ নওর জোরালো সার্চলাইট জ্বালল। নীচে এক বিশাল সমুদ্র, প্রচণ্ড উত্তাল এক ভয়ঙ্কর জলরাশি দেখা গেল।

শ্রান্ত জীববিদ কপালের ঘাম মুছল। কালো জলের প্রতিফলনের বৈচিত্র থেকে সে তখন যন্ত্র দিয়ে লবণ ও ধাতুবস্তুর পরিমাণ মাপছিল।

জলের ঔজ্জ্বল্যের বদলে আস্তে আস্তে কালো জমি ফুটে উঠল। অন্ধকার প্রাচীরের মধ্যে সার্চলাইটের আলো সরু এক ফালি পথ কেটে দিচ্ছিল। সে পথে দেখা গেল অবিশ্বাস্য রঙের ছোপ, হলদে বালুরাশি আর চ্যাপটা পাথুরে উচ্চভূমির ধূসর-সবুজ উপরিভাগ।

অধিনায়কের দক্ষ চালনায় অনুগত 'তন্ত্র' সেই মহাদেশের ওপর দিয়ে ছুটে চলল।

শেষপর্যন্ত এর্গ নওর মনমতো সমভূমিটি পেয়ে গেল। দেখা গেল সেটা নীচু জমি হলেও ঠিক মালভূমি নয়। আশপাশের তুলনায় প্রায় একশ' মিটার উঁচুতে থাকায় সেখানে কালো সমুদ্রের ঢেউ ও ঝড় পৌঁছনোর সম্ভাবনা ছিল না।

মহাকাশযানের পাশ থেকে বাঁশি বেজে ওঠে। 'ফিলারে'র রশ্মিরেখা লক্ষ্য করে 'তন্ত্র'-এর সার্চলাইটের আলো ছুটে গেল। প্রথম শ্রেণীর একটি মহাকাশযানের আদল নজরে পড়ল। পুনর্গঠিত কেলাস-সংযুতির ইরিডিয়াম আইসোটোপে তৈরী মহাকাশযানের আচ্ছাদনকে সার্চলাইটের আলোয় নতুনের মতো চকচকে দেখাচ্ছে। কাছাকাছি কোথাও অস্থায়ী আবাস দেখা গেল না। মহাকাশযানটির ভেতরটা নীরন্ধ্র অন্ধকার, জনপ্রাণীহীন। নতুন মহাকাশযান আসায়ও এতে কোন চাঞ্চল্য দেখা দিল না। সার্চলাইটের আলো এটিকে ছাড়িয়ে চলল। নীল আরশীর অনুরূপ প্রতিফলন হল ঘূর্ণিত অভিক্ষেপকযুক্ত একটি বিরাট চাকতি থেকে। চাকতিটা কালো জমিতে খাড়াভাবে পোঁতা, একটা প্রান্ত সামান্য হেলানো। মুহূর্তে দর্শকদের মনে হল যে চাকতিটার পেছনে রয়েছে পাহাড় আর

তারপর অন্ধকারটা যেন আরও ঘন, মসীকৃষ্ণ, হয়তো কোন গহ্বর বা ঢালুর উৎরাই...

'তন্ত্র'-এর সাইরেন বেজে ওঠে। কানে তালা লাগার মতো সেই আওয়াজে মহাকাশযানের সমস্ত কাঠামো কেঁপে ওঠে। এর্গ নওর নতুন মহাকাশযানটির কাছাকাছিই নামতে চায়। সম্ভাব্য বিপজ্জনক অঞ্চলবর্তীর জন্য, অবতরণ-ক্ষেত্রের কয়েক হাজার মিটারের মধ্যে কেউ না থাকার জন্য এই হুঁশিয়ারি। গ্রহ-মোটরগুলির প্রচণ্ড আওয়াজ ভেতর থেকেও শোনা যাচ্ছে। পর্দাটায় ভেসে উঠল লাল, তপ্ত ধূলিরাশির মেঘ। মহাকাশযানের মেঝেটা উঁচু হয়ে ওঠে, তারপরই পিছনে সরে যেতে থাকে। অবতরণ আসনের হাইড্রোলিক কব্জাগুলি নিঃশব্দে ও অনায়াসে এখন খাড়া হয়ে-ওঠা মেঝে বরাবর লম্বভাবে তাদের ঘুরিয়ে দিল।

মহাকাশযানের সন্ধিল বড় বড় পাগুলি বের হয়ে এল এবং অজ্ঞাত জগতে নামার প্রথম ধাক্কা সামলাল। একটি ধাক্কা, প্রতিক্ষেপ, আরেকটি ধাক্কা। 'তন্ত্র'-এর সম্মুখভাগ তখনও টলছে। তারপরই স্থির। ইঞ্জিনও গেল বন্ধ হয়ে। এর্গ নওর কন্ট্রোল ডেস্কের একটা লেভারে হাত লাগাল। সেটি এখন তার মাথার ওপর। সন্ধিল পাগুলিকে সে খুলে দিল। সামান্য ধাক্কা খেতে খেতে মহাকাশযানটির সামনা ধীরে ধীরে নীচে বসতে লাগল। শেষপর্যন্ত পিছনটাও অনুভূমিক হল। অবতরণ শেষ। অবতরণ প্রতিক্রিয়ার প্রচণ্ড ধকলের জন্য মহাকাশচারীদের স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসতে কিছুটা সময় লাগল। তারা অবতরণ আসনে অর্ধশায়িত অবস্থায় থাকল।

এক ভয়াবহ ভারের চাপে তারা আর উঠতে পারছিল না। মারাত্মক রোগ থেকে ওঠা রোগীদের মতো তারা কোন রকমে

পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়াল। অদম্য জীববিদ কিন্তু ততক্ষণে বায়ুর নমুনা সংগ্রহ করে ফেলেছে।

'এতে নিঃশ্বাস নেয়া চলবে! অণুবীক্ষণে আমি আরও একটু দেখে নিচ্ছি।'

'এ নিয়ে মাথা ঘামাবেন না। আমরা স্পেস্‌-স্যুট ছাড়া বাইরে যেতে পারব না। ওখানে মারাত্মক বীজাণু ও ভাইরাস থাকতে পারে।' অবতরণ আসনের তাকিয়াটা খুলতে খুলতে এর্গ নওর বলে।

মহাকাশযানের নিষ্ক্রমণ পথে বায়ুবন্দী সিন্দুকে অভিযাত্রীদলের জন্য জৈবিক সুরক্ষিত স্পেস্‌-স্যুট ও লম্ফনোপযোগী কাঠামোগুলি প্রস্তুত ছিল। শেষোক্তগুলি চামড়ায় মোড়া ইস্পাতের কাঠামো, স্পেস্‌-স্যুটের ঢাকনি হিসেবে ব্যবহার্য। বিজলী মোটর, স্প্রীং ও ঘাতশোষক যন্ত্রাদি সজ্জিত এই কাঠামোর সাহায্যে অভিযাত্রীগণ প্রচণ্ড ভারের পরিস্থিতিতেও চলাফেরা করতে পারে।

আন্তর্নাক্ষত্রিক মহাকাশ ভ্রমণে ছ' বছর কেটে যাওয়ায় তাদের প্রত্যেকেই অজ্ঞাত গ্রহের মাটিতেও পা রাখতে চায়। রেডিও, সার্চলাইট, বিভিন্ন পরিমাপক ও রেকোর্ডিং যন্ত্রাদি তদারক করার জন্য কে বিয়ার, পুর হিস্‌, ইনাগ্রিদ, ডাক্তার লুমা লাস্‌ভি ও দু'জন ইঞ্জিনিয়ারকে মহাকাশযানেই থেকে যেতে হয়।

মহাকাশ-হেলমেট্‌ হাতে নিয়ে নিসা অভিযাত্রীদলের কাছ থেকে একটু দূরে দাঁড়িয়ে রইল।

'আপনি ইতস্তত করছেন কেন, নিসা?' অধিনায়ক নিজের হেলমেটের ওপরকার রেডিও সেটটি পরীক্ষা করতে করতে বলল। 'আমাদের সঙ্গে আসুন ওই মহাকাশযানে!'

'আমি... আমি...' আমতা-আমতা করে মেয়েটি বলে।

'আমার বিশ্বাস ওটি ধ্বংস হয়ে গেছে। বহুকাল ওটা এখানে পড়ে আছে... আরেক বিপর্যয়। নির্মম মহাশূন্যের আরেকটি শিকার। জানি তা নিয়তি, তবু দৃশ্যটি অসহ্য... বিশেষত জিরদা আর 'আলগ্রাব'-এর পর...'

'হয়তো এই মহাকাশযানটি ধ্বংস হওয়ায় আমাদের প্রাণ রক্ষা পাবে।' অন্ধকার ওই যানটির ওপর অদূর ফোকাসের দূরবীন তাক করতে করতে পুর হিস্ বলে।

বায়ুবন্দী সিন্দুকে অভিযাত্রীদলের আট জন উঠল। তারা সেখানে অপেক্ষা করতে থাকে।

'বায়ুবেগ বাড়ান!' মহাকাশযানের অন্যান্য অভিযাত্রীদের উদ্দেশ্যে এর্গ নওর বলল। উভয় দল এখন বায়ুরুদ্ধ দেয়ালের ব্যবধানে বিচ্ছিন্ন।

বায়ুবন্দী সিন্দুকের চাপ দশ অ্যাট্মস্ফিয়ারে পৌঁছলে এবং বহিস্থ চাপ থেকে বেশী হলে হাইড্রোলিক জ্যাকে আটকানো দরজাটি খুলে গেল। কক্ষের প্রচণ্ড বায়ুচাপ যেন অভিযাত্রীদের বাইরে ছুঁড়ে দিচ্ছিল এবং সেইসঙ্গে সেখানে অজ্ঞাত আবহমণ্ডলের ক্ষতিকর কিছুর অনুপ্রবেশও প্রহত করেছিল। তাদের পিছনের দরজাটি তৎক্ষণাৎ বন্ধ হয়ে গেল। সার্চলাইটের আলোকরশ্মিতে একটা পরিষ্কার পথ আলোকিত হয়ে উঠল। স্প্রীংয়ের পা নিয়ে সেপথে সন্ধানীরা জবুথবুভাবে চলেছে। তারা প্রচণ্ড দেহভার কোনক্রমে টেনে নিয়ে এগোচ্ছে। প্রায় মাইলখানেক দূরে, আলোকরশ্মির অপর প্রান্তে বিশাল মহাকাশযানটি পড়ে আছে। অধৈর্যের দরুন দূরত্বটি তাদের কাছে সীমাহীন মনে হল। কালো সূর্যতাপে উত্তপ্ত এবং নুড়িবোঝাই অসমান জায়গাটির উপর দিয়ে এলোপাতাড়ি লাফিয়ে চলতে তারা খুবই বেসামাল হয়ে পড়ল।

ঘন ও অতি আর্দ্র বায়ুমণ্ডলের মধ্য দিয়ে তারাগুলিকে

নিষ্প্রভ ও আবছা দেখাচ্ছে। মহাকাশের উজ্জ্বল সমারোহের বদলে গ্রহটির আকাশে এর অন্ধকার ভেদে ব্যর্থ তারাগুলির ম্লান, লাল্‌চে আলো থেকে শুধু নক্ষত্রমণ্ডলের আবছা আভাসটুকুই মেলে।

দুর্ভেদ্য অন্ধকারের মধ্যে মহাকাশযানটির অবস্থান স্পষ্ট হয়ে উঠল। ওটির কাঠামোর প্লেট থেকে জিরকোনিয়াম পালিশ জায়গায় জায়গায় চটে গেছে। নিশ্চয়ই, মহাশূন্যে এই যানটি দীর্ঘকাল ঘুরে বেড়িয়েছে।

ইয়ন থালের বিস্মিত স্বর সবকটি রেডিওটেলিফোনে শোনা গেল। সে হাত দিয়ে দেখাল, মহাকাশযানের দরজাটা খোলা আর তার ছোট্ট লিফ্‌ট মাটিতে নামান। যানটির কাঠামোর নীচে আর লিফ্‌টের চারপাশে নিশ্চিতই উদ্ভিদ দেখা যাচ্ছে। মাটির ওপর প্রায় তিন ফুট উঁচু কাণ্ডে অধিবৃত্তাকার কালো কালো গুটি, ধারগুলো করকচ, অনেকটা চাকার খাঁজ-কাটা দাঁতের মতো। সেগুলি ফুল না পাতা বলা শক্ত। এই ধরনের খাঁজ-কাটা চাকার পুঞ্জিত নিথর উদ্ভিদকে কেমন যেন কুশ্রী দেখায়। তার চেয়েও দুশ্চিন্তার বিষয় হল মহাকাশযানের নিঃশব্দ খোলা দরজাটি। অক্ষত উদ্ভিদ ও খোলা দরজা থেকে মনে হয় দীর্ঘকাল এ পথে কেউ যাওয়া আসা করে নি, সম্পূর্ণ অজ্ঞাত এক জগতের মাঝখানে নিজেদের ছোট্ট পার্থিব জগৎটাকে কেউ পাহারাও দিচ্ছে না।

এর্গ নওর, ইয়ন থাল ও নিসা ক্রিট লিফ্‌টে ঢুকে পড়ল। বোতাম টিপল অধিনায়ক। সামান্য ক্যাঁচ্‌ শব্দ করে যন্ত্রটি চালু হল। লিফ্‌টে করে সন্ধানকারীরা খোলা বায়ুবন্দী সিন্দুকে উঠল। তাদের পেছন অন্যেরাও এল। 'তন্ত্র'-এর সার্চলাইট নিভিয়ে দেবার জন্য এর্গ নওর বেতারবার্তা পাঠাল। মুহূর্তে পৃথিবীর মানুষের এই ছোট্ট দলটি গভীর অন্ধকারে তলিয়ে

গেল। লৌহ সূর্যের জগৎটা এই বিরাট কালো গ্রহের মাটিতে পার্থিব জীবনের ক্ষীণ স্পন্দনটুকু যেন শুষে নেবার জন্যই এদের ঢেকে ফেলল।

তারা হেলমেটের ঘূর্ণিত বিজলী বাতিগুলির সুইচ টিপল। বায়ুবন্দী সিন্দুক থেকে মহাকাশযানে ঢোকার দরজাটা আটকানো, কিন্তু তালাবন্ধ নয়। এক ধাক্কাতেই সেটা খুলে গেল। সন্ধানীদল মাঝের বারান্দায় ঢুকল। অন্ধকার পথ বেয়ে তারা যথাস্থানে পেঁছিল। নকশার দিক থেকে 'তন্ত্র'-এর সঙ্গে এটির বিশেষ পার্থক্য নেই।

নিসার কাছ ঘেঁষে এর্গ নওর বলে, 'এটি কয়েক দশক বছর আগের তৈরী।'

মেয়েটি ঘুরে ঘুরে দেখতে লাগল। সিলিকলোয়েড (১৪) হেলমেটের মধ্য দিয়ে অধিনায়কের আধা-আলোকিত মুখখানিকে রহস্যময় লাগছে।

সে বলে চলে, 'কথাটা হয়তো অসম্ভব, কিন্তু যদি তাই...'

''পারুস'!' নিসা চিৎকার করে ওঠে। মাইক্রোফোনের কথাটা সে ভুলে গেছে। সবাই তার দিকে মুখ ফেরাল।

তারা গ্রন্থাগার-ল্যাবরেটরীর প্রধান কক্ষটিতে পেঁছিল। সেখান থেকে তারা যানটির সামনের কেন্দ্রীয় কণ্ট্রোল টাওয়ারের দিকে চলল। লৌহ কাঠামো পরা দেহটাকে টেনে নিয়ে এপাশ ওপাশ টলতে টলতে, দেয়ালে ধাক্কা খেতে খেতে অধিনায়ক প্রধান সুইচবোর্ডের কাছে এল। আলোর সুইচ টেপা হল। কোন বিদ্যুৎ নেই। স্বতদীপ্ত নিশানা ও সূচকগুলি তখনো অন্ধকারে জ্বলছে। এর্গ নওর আপদকালীন সুইচটি খুঁজে বার করে সেটা টিপল। তাদের অবাক করে বাতিগুলিতে ফিকে আলো জ্বলল। এতেই সন্ধানীদলের চোখ ধাঁধিয়ে উঠল। লিফ্‌টের আলোটাও নিশ্চয়ই জ্বলে উঠেছে। তাই তখনই পুর হিস্‌

টেলিফোনে সন্ধানের ফলাফল জানতে চাইল। ভূতাত্ত্বিক বীনা লেদই জবাব দিল। অধিনায়ক হঠাৎ কেন্দ্রীয় কণ্ট্রোল টাওয়ারের দরজার মুখে দাঁড়িয়ে পড়ায় অধিনায়কের দৃষ্টি অনুসরণ করে নিসা ওপরের দিকে তাকিয়ে দেখল সামনের পর্দায় দু'টি ভাষায় লেখা 'পারুস'। একটি পার্থিব ও অন্যটি মহাবৃত্তের ভাষা। শব্দটির নীচে একটি রেখা টানা, অন্যদিকে পৃথিবীর ছায়াপথের ধ্বনিপ্রতীক আর সৌরজগতের স্থানাঙ্ক।

আশি বছর আগের নিখোঁজ মহাকাশযানটিকে অবশেষে পাওয়া গেল ইতিপূর্বে অজ্ঞাত কালো সৌরজগতে।

মহাকাশযানটি অনুসন্ধান করেও কিন্তু এর আরোহীদের জীবনে কী ঘটেছিল তার কোন হদিশ মিলল না। অক্সিজেনের পাত্রগুলি খালি হয় নি। বহু বছরের মতো পর্যাপ্ত খাবার ও জলের সরবরাহও রয়েছে। অথচ 'পারুস'-যাত্রীদের কোন চিহ্ন, কোন দেহাবশেষ কোথাও নেই।

বারান্দার এখানে সেখানে, কেন্দ্রীয় কণ্ট্রোল টাওয়ারে, গ্রন্থাগারের দেয়ালে কিছু অদ্ভুত কালো কালো দাগ দেখা গেল। গ্রন্থাগারের মেঝের আরেকটা দাগ তাদের চোখে পড়ল—যেন সেখানে কিছু ঝরে পড়ে স্তরে স্তরে শুকিয়ে রয়েছে। ইঞ্জিন ঘরের খোলা দরজার সামনের তারগুলি ছেঁড়া। সেগুলি নীচে ঝুলছে। হিমায়ন ব্যবস্থার ফস্ফর-ব্রোঞ্জের স্তম্ভগুলি বিশ্রীভাবে বেঁকে গেছে। মহাকাশযানের বাকী সবকিছুই যথাযথ অবিকল। তাই কোন প্রচন্ড শক্তির আঘাতে এটি ঘটেছে তার কোন ব্যাখ্যা মিলল না। সন্ধানীদল ক্লান্তিতে ভেঙে পড়ছিল। অঢেল শ্রম সত্ত্বেও তারা 'পারুস'-যাত্রীদের নিখোঁজ ও নিঃসন্দেহ মৃত্যুর কোন কারণ বের করতে পারল না।

অবশ্য অন্যতর একটি গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কার ঘটল। দেখা গেল 'তন্ত্র'-এর পক্ষে এই গ্রহত্যাগ ও পৃথিবী ফেরার জন্য

এতে আনামেসন জ্বালানি ও গ্রহ-মোটরের প্রচুর আয়নিক আধান রয়েছে।

সংবাদটি তৎক্ষণাৎ 'তন্ত্র'-এ পাঠান হল। মহাকাশযানটি লৌহ তারকার কবলে পড়ার পরবর্তী অন্তিমদশার অনুভূতি থেকে অভিযাত্রীদল এবার মুক্ত হল। পৃথিবীতে বার্তা পাঠানোর মতো কালক্ষয়ী কাজ এখন নিষ্প্রয়োজন। অবশ্য আনামেসন পাত্রগুলিকে 'তন্ত্র'-এ নিয়ে যাওয়ার মতো কঠিন কাজটি এখনো বাকী আছে। এটি কোথায়ও সহজসাধ্য নয়। আর যে-গ্রহে সবকিছুই পৃথিবীর চাইতে তিন গুণ ভারী, সেখানে ইঞ্জিনিয়ারদের সমস্ত কর্মকুশলতা ও উদ্ভাবনী দক্ষতা কাজে লাগাতে হবে। মহাবৃত্ত যুগের মানুষেরা অবশ্য কঠিন মানসিক সমস্যায় ভীত হয় না, বরং তাতে তারা আরও আনন্দ পায়।

কেন্দ্রীয় কণ্ট্রোল টাওয়ারের টেপ্ রেকর্ডার থেকে জীববিদ মহাকাশযানের লগ-বুকের অসমাপ্ত কাটিমটি সরিয়ে নেয়। 'পারুস' অভিযানের ফলাফলগুলি যে লৌহ সিন্দুকে রয়েছে তার বায়ুরুদ্ধ দরজাটি এর্গ নওর ও জীববিদ খুলে ফেলে। ফটো-চুম্বকীয় ফিল্মের অসংখ্য স্পুল, লগ-বুক এবং জ্যোতির্বিদ্যাগত অজস্র পর্যবেক্ষণ ও গণনার দলিলাদি বয়ে আনতে অভিযাত্রীদল প্রচণ্ড ভারে নুয়ে পড়ে। নিজেরা আবিষ্কারক বলেই এসব মূল্যবান আবিষ্কার ফেলে যাবার কথা তারা মুহূর্তের জন্যও ভাবতে পারে নি।

'তন্ত্র'-এর গ্রন্থাগারে শ্রমক্লান্ত এই আবিষ্কারকদের সঙ্গে তাদের উৎফুল্ল ও উদ্বিগ্ন সহযাত্রীদের আবার সাক্ষাৎ ঘটে। অভ্যস্ত পরিবেশে, উজ্জ্বল আলোর নীচে টেবিলের চারপাশে বসে তাদের কাছে বাইরের বিষণ্ণ কবরকল্প কালো জগৎ আর পরিত্যক্ত বিকল মহাকাশযানটিকে যেন এক ভয়াবহ দুঃস্বপ্নই

মনে হচ্ছিল। সেই বিভীষিকাময় গ্রহটির মহাকর্ষশক্তিতে তখন প্রত্যেকেই পিষ্ট। কখনো কখনো অভিযাত্রীদের কেউ না কেউ একটু নড়াচড়া করলেই যন্ত্রণায় কাতরে উঠছিল। যথেষ্ট অনুশীলন না থাকায় দেহের নড়াচড়ার সঙ্গে 'লৌহ-কঙ্কালের' সামঞ্জস্য রাখা কঠিন ছিল। ফলত, সামান্য হাঁটাতেই সমস্ত দেহ প্রবল ধাক্কা খাচ্ছিল আর আঘাতে আলোড়িত হচ্ছিল। 'পারুস' পর্যন্ত যাওয়া-আসার এই সামান্য পথটুকুর ক্লান্তিতেই তারা ভেঙ্গে পড়ছিল। ভূতাত্ত্বিক বীনা লেদ মাথায় সামান্য আঘাত পেয়েছে। তবুও মহাকাশযানটির লগ-বুকের শেষ স্পুলটি না শোনা অবধি সে নড়তে চায় না। কপালের দু'দিককার রগ চেপে ধরে সে টেবিলের ওপর ঝুঁকে রইল। এই ভয়াবহ গ্রহে আশি বছর আগে ধ্বংসপ্রাপ্ত মহাকাশযানের সঞ্চিত তথ্যাদির মধ্যে অসামান্যতর কিছুর সন্ধান নিসা আশা করছিল। সাহায্যের আর্ত-আবেদন, যন্ত্রণাকাতর চিৎকার, বিদায়বেলার বিয়োগান্ত বাণী ইত্যাদি তার কল্পনায় ভেসে উঠছিল। কিন্তু প্রতিলিপি-যন্ত্র থেকে একটি শান্ত সুরেলা কণ্ঠস্বর শোনা গেলে সে চমকে উঠল। দেখা গেল, আন্তর্নাক্ষত্রিক অভিযান সম্পর্কে অভিজ্ঞ এর্গ নওরও 'পারুস'-এর অভিযাত্রীদের সম্পর্কে কিছুই জানত না। এই অল্পবয়সীরা জ্যোতির্বিজ্ঞান পরিষদকে অভিযাত্রীদলের আলোকচিত্র দেয়ার রীতিটি রক্ষা না করেই নিজেদের উদ্ভট কল্পনানুযায়ী অভিজিৎ অভিমুখে এই দুঃসাহসিক অভিযানে রওনা হয়।

পৃথিবীতে অন্তিম-বার্তা পাঠাবার সাত মাস পরের ঘটনাবলীর বিবরণী এক অপরিচিত কণ্ঠ থেকে শোনা গেল। এর পঁচিশ বছর আগে অভিজিৎ মণ্ডলের প্রান্তে মহাশূন্যের এক তুষারাঞ্চল পার হতে গিয়ে 'পারুস' ঘায়েল হয়। মহাকাশযানের পিছনের ছিদ্রটা তারা সারিয়ে নিতে পারে।

তাদের অভিযান এগিয়ে চললেও কিন্তু মোটরগুলির নিরাপত্তা-ক্ষেত্রের সূক্ষ্ম নিয়ন্ত্রণ বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। বিশ বছর চেষ্টার পর তারা ইঞ্জিন বন্ধ করে দিতে বাধ্য হয়। তারপর আরও পাঁচ বছর 'পারুস' চলে জাড্যের বলে। শেষে মহাকাশযানের গতিপথের স্বাভাবিক বিচ্যুতির ফলে সেটি পথ হারায়। তখনই প্রথম বার্তাটি পাঠানো হয়। দ্বিতীয় বার্তা পাঠানোর প্রস্তুতির সময়ই মহাকাশযানটি লৌহ তারকার টানে আটকা পড়ে যায়। তারপর 'তন্ত্র'-এর ভাগ্যের পুনরাবৃত্তি 'পারুস'-এর ক্ষেত্রেও ঘটল। অবশ্য 'পারুস'-এর মোটর না থাকায় তার পক্ষে প্রতিরোধক ব্যবস্থা গ্রহণ সম্ভব হয় নি। 'পারুস' সেই কালো গ্রহটির কৃত্রিম উপগ্রহ হয়েও থাকতে পারল না। কারণ, মহাকাশযানের পিছনের গতিবর্ধক গ্রহ-মোটরগুলি আনামেসন মোটরগুলির সঙ্গেই ভেঙে গিয়েছিল। সমুদ্রপারের নিম্নভূমিতে 'পারুস' নিরাপদে অবতরণ করে। তারপর অভিযাত্রীদল তিনটি গুরুত্বপূর্ণ কাজে মন দেয়: মোটরগুলি মেরামত, পৃথিবীতে বেতারসঙ্কেত পাঠান আর অজ্ঞাত গ্রহটিতে গবেষণার কাজ চালান। রকেট-মিনার তৈরী করার আগেই মানুষগুলো রহস্যজনকভাবে নিখোঁজ হতে লাগল। তাদের খোঁজার জন্য যাদের পাঠান হল তারাও আর ফিরল না। গ্রহটিতে গবেষণার কাজ বন্ধ হয়ে গেল। অভিযাত্রীদলের বাকি লোকেরা দলবদ্ধভাবে রকেট-মিনারে যেতে লাগল। প্রবল মহাকর্ষের মধ্যে কাজ করে অবসন্ন অবস্থায় তারা দীর্ঘ সময় সুরক্ষিত মহাকাশযানে কাটাত। রকেটটি পাঠাবার ব্যস্ততায় তারা 'পারুস'-এর কাছাকাছি বহুকাল পড়ে থাকা অদ্ভুত ধরনের মহাকাশযানটি আদৌ পরীক্ষা করে উঠতে পারে নি।

'সেই চাকতিটা!' নিসার মনে কথাটা খেলে গেল। অধিনায়কের সঙ্গে তার চোখাচোখি হল। তার চিন্তাধারা বুঝতে পেরে সেও

সমর্থন জানিয়ে মাথা নাড়ল। 'পারুস'-এর চৌদ্দ জনের মধ্যে ছ' জন নিখোঁজ হয়ে যায়। তারপর প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাদি নেবার পর এই নিখোঁজ হওয়াটা বন্ধ হল। পরের প্রায় দিন তিনেকের কথা আর লগ-বুকে লেখা নেই। কাহিনী বলেছে তীক্ষ্নকণ্ঠী এক যুবতী।

'আজ সপ্তম মাসের বার দিন, মহাবৃত্তের ৭২৩ বছর। আমরা অবশিষ্ট জীবিতেরা রকেট-ট্রান্সমিটারটির নির্মাণ শেষ করেছি। আগামীকাল এই সময়...'

'আমরা পাঠাচ্ছি খুবই নির্ভরযোগ্যভাবে হিসেব করা...' কথায় যেন ছেদ পড়ল। আবার শুরু হল। এবার যেন কণ্ঠস্বর একটু দুর্বল ও দমিত। মনে হচ্ছে বক্তা যেন মাইক থেকে দূরে সরে গেছে। 'আমি আবার চালু করছি! আরও আছে!..'

টেপ রেকর্ডারটি নিঃশব্দ, যদিও টেপ চলেছে।

'কিছু একটা নিশ্চয় ঘটেছিল।' ইনগ্রিদ দিত্রা বলে।

টেপ রেকর্ডার থেকে খুব দ্রুত রুদ্ধকণ্ঠের আওয়াজ আসতে লাগল। '...দু'জন পালাল... লাইক গেল। সে বেশী দূরে লাফ দিতে পারে নি... লিফ্টটা... তারা বাইরের দরজাটা বন্ধ করতে পারে নি, শুধু ভেতরেরটা! মেকানিক সাক ক্থোন ইঞ্জিনের কাছে হামাগুড়ি দিয়ে গিয়েছে... আমরা গ্রহ-মোটর চালু করব... হিংস্রতা আর ভয়াবহতা ছাড়া তারা যেন কিছু নয়। হ্যাঁ, কিছু নয়...'

কিছুক্ষণের জন্য টেপ নিঃশব্দে ঘুরে গেল। তারপর আবার সেই একই কণ্ঠস্বর।

'মনে হয় না ক্থোন কাজটা হাসিল করতে পেরেছে। আমি এখন একা। অবশ্য কি করতে হবে তা আমি ভেবে নিয়েছি। শুরু করার আগে,' কণ্ঠস্বর আবার দৃঢ় হয়ে প্রচন্ড শক্তিতে তা ব্যক্ত হল, 'ভাইসব, যদি কোনদিন 'পারুস'-কে খুঁজে পাও, তবে

আমার সতর্কবাণী মনে রেখো। মহাকাশযান ছেড়ে আদৌ বাইরে যেও না।'

মেয়েটির একটি গভীর দীর্ঘশ্বাস শোনা গেল, যেন সে আপন মনেই বলে চলেছে, 'ক্থোন সম্পর্কে খোঁজ নিতে হবে। ফিরে এসে সব বিস্তারিত জানাচ্ছি...'

তারপর ক্লিক্ করে একটা শব্দ হল। টেপটা বন্ধ হওয়ার আগে আরও বিশ মিনিট ঘুরল। আগ্রহী শ্রোতারা বৃথাই অপেক্ষা করে থাকল। সেই অজ্ঞাত নারী আর কোন বিবরণই দিতে পারল না। হয়তো সে আর ফিরতেই পারে নি।

যন্ত্রটি বন্ধ করে দিয়ে এর্গ নওর তার সহযাত্রীদের দিকে ফিরল।

''পারুস'-এ মৃত ভাই-বোনেরাই আমাদের বাঁচাবে! পৃথিবীর মানুষের শক্তি অনুভব করতে পারছেন না! মহাকাশযানটিতে আনামেসন রয়েছে এবং সম্ভাব্য মারাত্মক বিপদ সম্পর্কেও আমরা হুঁশিয়ারি পেয়ে গেছি। জিনিসটা কী জানি না, তবে তা অবশ্যই অদ্ভুত ধরনের কোন জীব। এটি মহাজাগতিক কোন মৌলিক শক্তি হলে শুধু মানুষগুলিই মারা পড়ত না, গোটা মহাকাশযানটিই চুরমার হয়ে যেত! এত সাহায্য পাওয়া সত্ত্বেও আমরা যদি আত্মরক্ষা করতে না পারি তবে সেটা কলঙ্কের বিষয়। নিজেদের আবিষ্কারের ফলাফল আর 'পারুস'-এর আবিষ্কার আমরা পৃথিবীতে নিয়ে যাব। কর্তব্য পালন করতে গিয়ে যারা প্রাণ উৎসর্গ করেছে তাদের মহৎ কাজ, মহাজগতে তাদের অর্ধ শতাব্দীব্যাপী সংগ্রাম ব্যর্থ হয়ে যেতে পারে না।'

'মহাকাশযানের বাইরে না গেলে আমরা জ্বালানি আনব কি করে?' কে বিয়ার জিজ্ঞেস করে।

'মহাকাশযান থেকে বেরুব না কেন? আপনি জানেন তা অসম্ভব। আমাদের বাইরে যেতে হবে, বাইরেই কাজ চালাতে

হবে। আমাদের সতর্ক করা হয়েছে। আমরা প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাদি নেব।'

'আমার মনে হয় আপনি কাজের জায়গার চারপাশে রক্ষাব্যবস্থা তৈরীর কথা ভাবছেন।' জীববিদ ইয়ন থাল বলে।

'শুধু তাই নয়, দু'টো মহাকাশযানের মধ্যেকার পথের দু'পাশেই তা তৈরী করতে হবে।' পুর হিস্ যোগ দেয়।

'স্বভাবতই! কী যে ঘটতে পারে তা জানা নেই। সেজন্য আমাদের দু'টো ব্যবস্থা তৈরী করতে হবে। একটা হবে তেজস্ক্রিয়-প্রতিবন্ধ, অন্যটা বৈদ্যুতিক প্রাচীর। আমরা তার লাগাব আর সারাটা পথ জুড়ে থাকবে আলোর ব্যবস্থা। 'পারুস'-এর পিছনে একটা অব্যবহৃত রকেট রয়েছে। আমাদের কাজের সময় সারাক্ষণ সরবরাহের মতো শক্তি তাতে আছে।'

ধপ্ করে বীনা লেদের মাথাটা টেবিলের ওপর পড়ল। ডাক্তার ও দ্বিতীয় জ্যোতির্বিজ্ঞানী তাদের ভারী দেহ বহু কষ্টে টেনে তার কাছে গেল।

লুমা লাস্‌ভি বলে, 'তেমন কিছু নয়! মাথায় আঘাত ও অত্যধিক পরিশ্রমের ফল। একটু সাহায্য করুন, বীনাকে বিছানায় শুইয়ে দিই।'

মেকানিক তারন স্বয়ংক্রিয় রবোট-গাড়িকে কাজে লাগাবার কথাটা না ভাবলে এই সামান্য কাজটুকুও এত তাড়াতাড়ি করা যেত না। গাড়িটার সাহায্যে সেই আট জন সন্ধানীকেই তাদের বিছানায় নিয়ে যাওয়া হল। সময়মতো বিশ্রাম না নিলে নতুন অবস্থার সঙ্গে এখনো অনভিযোজিত শরীর যেকোন সময় ভেঙ্গে পড়তে পারে। নতুন এই কঠিন মুহূর্তে অভিযাত্রীদের সকলেই অপরিহার্য ও অপূরণীয়।

সত্বর রাস্তানির্মাণ ও পরিবহণযোগ্য দু'খানি বহুমুখী স্বয়ংক্রিয় গাড়িকে জুড়ে দিয়ে দু'টো মহাকাশযানের মধ্যেকার

রাস্তা সমান করার কাজ শুরু হল। তারা রাস্তার দু'পাশে মোটা তার ঝুলাল। দু'টো মহাকাশযানের কাছেই নিরাপত্তামূলক ঘন সিলিকোবোরাম (১৫) আচ্ছাদনের প্রহরা-মিনার তৈরী হল। মিনার থেকে প্রহরীরা সময় সময় সারা রাস্তায় মরণরশ্মির ঝলক বিকিরণ করল। কাজের সময় শক্তিশালী সার্চলাইটের আলোয় জায়গাটা সারাক্ষণ উদ্ভাসিত হয়ে রইল। 'পারুস'-এর নিচের মূল ঢাকনা খুলে বড় বড় দেয়ালগুলো তারা বের করল। চারটি আনামেসন-পাত্র ও আয়নিক আধানের তিরিশটি সিলিন্ডার গাড়িতে তোলার জন্য প্রস্তুত রাখা হল। সেগুলি 'তন্ত্র'-এ বোঝাই করার কাজটা হবে আরও কঠিন। 'পারুস'-এর মতো 'তন্ত্র'-এর ঢাকনা খোলার উপায় ছিল না। এতে সেই গ্রহজাত সম্ভাব্য মারাত্মক সবকিছু মহাকাশযানে ঢুকে পড়ত। তাই তারা মহাকাশযানের ভিতরেই সমস্ত প্রস্তুতি চালাল, কিন্তু ঢাকনাটি (হ্যাচ্) তারা খোলে নি। সংনমিত বায়ুর পাত্রগুলি 'পারুস' থেকে আনা হল। মূল ঢাকনাটি খোলার সময় থেকে পাত্রগুলি 'তন্ত্র'-এ বোঝাই না করা পর্যন্ত শ্যাফ্‌টে অত্যন্ত উচ্চ-চাপে প্রবল বায়ুবেগ সৃষ্টি করা এবং সঙ্গে সঙ্গে মহাকাশযানের কাঠামোটিকে তেজস্ক্রিয় বেড়াজালে ঘিরে রাখার ব্যবস্থা হল।

অভিযাত্রীরা ক্রমে ক্রমে লৌহ 'কঙ্কাল' পরে কাজ করতে অভ্যস্ত হয়ে গেল। তিনগুণ ওজন বয়ে চলা তাদের পক্ষে তখন সহজ হয়ে উঠল। এই গ্রহে নামার সঙ্গে সঙ্গে দেহের সমস্ত হাড়ে যে অসহ্য ব্যথা হচ্ছিল তাও কমে এল।

কয়েকটি পার্থিব দিন গেল কেটে। সেই রহস্যময় 'কিছু নয়'-এর দেখা মিলল না। চারপাশের আবহমন্ডলের তাপমাত্রা দ্রুত নামতে লাগল। একটা সামুদ্রিক ঝড় হল এবং প্রতি ঘণ্টায় এর গতিবেগ বাড়ল। এটি কালো সূর্যের অস্তাচল যাত্রা। গ্রহটি আবর্তিত হতে হতে এখানে রাত্রি নামল। পরিচলন স্রোত,

সমুদ্র ও ঘন আবহ নির্গত তাপের ফলে তাপমাত্রা হঠাৎ নেমে যায় নি। কিন্তু গ্রহটির ‘রাতের’ মাঝামাঝি সময় তুষারপাত হতে লাগল। স্পেস্-স্যুটের সুইচ টিপে তাপন ব্যবস্থা চালু রেখে কাজ অব্যাহত রাখা হল। ‘পারুস’ থেকে প্রথম পাত্রটি বের করে ‘তন্ত্র’-এর কাছে নিয়ে আসা হয়েছে। ‘সূর্যোদয়ের’ সময় এল। সূর্যাস্তের চাইতেও প্রবলতর ঝড় উঠল। তাপমাত্রা দ্রুত হিমাঙ্কের ওপর উঠল। একটা ঘন বায়ুপ্রবাহের সঙ্গে প্রচণ্ড আর্দ্রতা দেখা দিল। ক্রমাগত বজ্রপাতে আকাশ বিদীর্ণ হতে লাগল। সামুদ্রিক ঝড়ের প্রচণ্ডতায় মহাকাশযানটি কাঁপতে থাকল। ‘তন্ত্র’-এর তলায় পাত্রটিকে নিরাপদে রাখার দিকেই অভিযাত্রীরা সকল উদ্যোগ নিয়োজিত করল। এদিকে বাতাসের ভয়াবহ গর্জন বাড়তে লাগল। প্রান্তরজুড়ে ভয়ঙ্কর ঘূর্ণি দেখা দিল—যেন পৃথিবীর ঘূর্ণিবাত্যা। সার্চলাইটের আলোয় জল, বরফ আর ধূলির আকাশ অবধি উঁচু এক ঘূর্ণায়মান বিরাট স্তম্ভ দেখা গেল। বাত্যায় উচ্চ-ভোল্টেজের তারগুলি গেল ছিঁড়ে। এগুলির মাথা পেঁচিয়ে যাওয়ায় শর্ট-সার্কিটের নীল আলোর ঝলক উঠছে। ‘পারুস’-এর সার্চলাইটের হলদে আলোটা মিলিয়ে গেল, যেন বাতাসেই নিভে গেছে।

কাজ বন্ধ করে মহাকাশযানে আশ্রয় নেবার জন্য এর্গ নওর নির্দেশ দিল।

‘কিন্তু ওখানটায় যে একজন প্রহরী রয়ে গেছে!’ সিলিকোবোরাম মিনারের আবছা আলোর দিকে হাত তোলে ভূতাত্ত্বিক বীনা লেদ চেঁচিয়ে ওঠে।

‘জানি, নিসা ওখানে রয়েছে। আমি নিজেই ওখানটায় যাচ্ছি।’ অধিনায়ক জবাব দেয়।

‘বিদ্যুৎ গেছে বন্ধ হয়ে। এখন হয়তো সেই ‘কিছু নয়’-টা দেখা দেবে।’ খুব গম্ভীরভাবে বলে বীনা।

‘ঝড় যদি আমাদের কাবু করতে পারে তবে সেই ‘কিছু নয়’-টাকেও নিশ্চয় কাবু করবে। ঝড় বন্ধ না হওয়া অবধি কোন বিপদ নেই—সে বিষয়ে আমি নিশ্চিত। এখানে এসে আমার ওজনটা এত বেড়ে গেছে যে মাটি ঘেঁষে হামাগুড়ি দিলে ঝড়ও উড়িয়ে নিয়ে যেতে পারবে না। প্রহরা-মিনার থেকে এই ‘কিছু নয়’-টাকে দেখার বাসনাটা অনেক্ষণ থেকেই তড়পাচ্ছে।’

‘আমি আসতে পারি কি?’ জীববিদ অধিনায়কের কাছে লাফিয়ে পড়ে জিজ্ঞেস করে।

‘চলে আসুন, তবে মনে রাখবেন, আমি আর কাউকে নিচ্ছি না...’

পাথরের ধার বেয়ে আর ফাটল ধরে ধরে লোকদু’টি যথাসম্ভব ঘূর্ণি এড়িয়ে অনেকক্ষণ হামাগুড়ি দিয়ে এগোল। ঝড় তাদের মাটি থেকে তুলে ফেলতে, উল্টে, গড়িয়ে দিতে প্রাণান্ত করল এবং একবার সফলও হল। কিন্তু ইয়ন থাল গড়িয়ে পড়ার সময় এর্গ নওর তাকে ধরে ফেলে, তারপর উবু হয়ে শুয়ে পড়ে হুকওয়ালা দস্তানা দিয়ে একটা পাথর আঁকড়ে ধরে।

নিসা তার প্রহরা-মিনারের দরজা খুলে দিল। সরু ফালিটা দিয়ে লোকদু’টি হামাগুড়ি দিয়ে ভেতরে ঢুকল। ভেতরটা গরম। ঝড়ঝাপ্টা থেকে বাঁচবার দূরদৃষ্টি নিয়ে তৈরী মিনারটি নিশ্চলভাবে খাড়া রয়েছে। মহাকাশযানের এই পিঙ্গল-কেশী চালিকা প্রথমটায় ভুরু কোঁচকাল, কিন্তু সঙ্গী পেয়ে খুশী হল। মেয়েটি স্বীকার করল যে এই অজ্ঞাত গ্রহে ঝড়ের মধ্যে চব্বিশ ঘণ্টা একা থাকার কথা সে ভাবেই নি।

নিরাপদে পেঁছনোর সংবাদটা এর্গ নওর ‘তন্ত্র’-এ জানিয়ে দিল। সার্চলাইটের আলো নিভে গেল। সেই আঁধারের রাজ্যে

মিনারের ভেতরের ছোট্ট বাতিটিই একমাত্র আলো। বাতাস, বিদ্যুৎ আর ঘূর্ণিঝড়ের আলোড়নে মাটি কাঁপছে। রিওস্টাটের দিকে পেছন ফিরে নিসা একটা রিভল্ভিং চেয়ারে আর প্রহরা-মিনারের গোল জায়গাটায় নিসার পায়ের কাছে অধিনায়ক আর জীববিদ বসল। তাদের স্পেস্-স্যুট পরা শরীরে ভেতরের পুরো জায়গাটুকু বোঝাই হয়ে গেল।

টেলিফোনে এর্গ নওরের মৃদু কণ্ঠস্বর শোনা গেল, 'আমি বলি কি, এখন ঘুমোন যাক্। কালো সূর্য ওঠার এখনও ঘণ্টা বার বাকি। তখন ঝড় থামলে আবহাওয়া কিছুটা গরম হয়ে উঠবে।'

সঙ্গীরা সায় দেয়। স্পেস্-স্যুট ও শক্ত 'কঙ্কাল' নিয়েই তিনগুণ দেহভারে পিষ্ট হয়ে তারা এই সামান্য জায়গাটুকুর মধ্যে ঘুমিয়ে পড়ল। ঝড়ে তখনো মিনারটি কেঁপে কেঁপে উঠছে। মানবদেহের প্রচণ্ড অভিযোজন ক্ষমতার মতো তার প্রতিরোধ শক্তিও অপরিসীম।

নিসা মাঝে মাঝে জেগে উঠে 'তন্ত্র'-এর প্রহরীকে নিরাপদ থাকার খবর জানিয়ে আবার ঝিমিয়ে পড়ে। সামুদ্রিক ঝড় ক্রমে শান্ত হয়ে আসছে। মাটির কাঁপুনি থেমে গেছে। সেই 'কিছু নয়'-টি বা সঠিকভাবে বলতে গেলে 'কোন-একটা-কিছু'-র বেরুবার সময়টা এখনই। ক্লান্ত স্নায়ুতন্ত্রকে চাঙ্গা করার জন্য মিনারের প্রহরীরা 'ভি-পি' নিদ্রাহর বড়ি খেয়ে নিল।

'অন্যতর মহাকাশযানটির চিন্তা আমায় পেয়ে বসেছে। আমার কৌতূহল হচ্ছে, তাতে ছিল কারা, কোত্থেকে তারা এসেছিল আর এখানেই বা কিভাবে পৌঁছেছিল?' মনের কথাটা নিসা বলে ফেলে।

এর্গ নওর জবাব দেয়, 'একই কৌতূহল আমারও। তবে তাদের এখানে আসার ব্যাপারটা বোঝা সহজ। মহাবৃত্ত জুড়ে

এই ধরনের লৌহ তারকা আর তাদের গ্রহাদির ফাঁদের কথা সবাই জানে। ছায়াপথের ঘন বসতাঞ্চলে দীর্ঘকাল যাবৎ মহাকাশযানের অভিযান চালু থেকেছে। সেখানে হারানো মহাকাশযানের কবর-গ্রহ আছে। পুরনো ধরনের বহু মহাকাশযান সে সমস্ত গ্রহে আটকা পড়ত। সেগুলি সম্বন্ধে রোমাঞ্চকর কাহিনী শোনা যেত। মহাজগৎ আবিষ্কারের সেসব ভয়ঙ্কর কাহিনী আজ রূপকথা হয়ে উঠেছে। হয়তো বা আরো প্রাচীন কালের পুরনো ধরনের অনেক মহাকাশযান এই গ্রহে রয়েছে। অবশ্য ছায়াপথের লঘু বসতিপূর্ণ এই অঞ্চলটায় তিন-তিনটি মহাকাশযানের এই মিলন এক অসামান্য ঘটনা। সূর্যের কাছাকাছি লৌহ তারকার অস্তিত্ব অজানা ছিল। প্রথমটাকে আমরাই আবিষ্কার করলাম।'

'চাকতির মতো ওই মহাকাশযানটি পরীক্ষা করে দেখবেন কী?' জীববিদ প্রশ্ন করে।

'নিশ্চয়ই! এমন সুযোগ হারিয়ে কোন বিজ্ঞানী নিজেকে ক্ষমা করতে পারে? সৌরমণ্ডলের নিকটবর্তী কোন অঞ্চলে এই ধরনের চাকতির মতো মহাকাশযানের কথা আমরা শুনি নি। এটা নিশ্চয় সুদূর থেকে আসা কোন যান। হয়তো বা যাত্রীদের মৃত্যুর পর বা মেরামতের অসাধ্য কোন জখমের ফলে মহাকাশযানটি কয়েক হাজার বছর ছায়াপথের চারপাশে ঘুরে বেড়াচ্ছিল।'

এর্গ নওর কথা বন্ধ করে কান খাড়া করল। সুবেদী মাইকগুলিতেও বাতাসের কোন শব্দ নেই। ঝড় শান্ত হয়েছে। বাইরে মাঠের দিক থেকে আঁচড়ের মর্মর শব্দ শোনা গেল। মিনারটার দেয়ালে তা প্রতিধ্বনিত হল।

অধিনায়ক হাতটা একটু উঁচু করল। নিসা তার ইঙ্গিত বুঝে বাতি দিল নিভিয়ে। মিনারের ভেতরের অন্ধকার ঘন হয়ে উঠল। অবলোহিত রশ্মিতে অন্ধকার কিছুটা উষ্ণ, যেন মিনারটা কালো

তরল সমুদ্রের মধ্যে খাড়া। সিলিকোবোরামের স্বচ্ছ ঢাকনির ভেতর দিয়ে বাদামী আলোর ঝলক দেখা দিল। মানুষগুলি স্পষ্ট দেখল, আলো জ্বলে উঠছে। মুহূর্তের মধ্যে এগুলি ঘন-লাল বা ঘন-সবুজ ছোট্ট তারার রূপ নিল। সেগুলো মিট্‌মিট করছে। এই ছোট তারাগুলি আঁকাবাঁকা সারিতে বিস্তৃত হল, তারপর বৃত্তাকার হয়ে বাংলা চার সংখ্যার আকৃতি নিল। শেষে সেগুলি নিঃশব্দে হীরের মতো শক্ত ও মসৃণ ঢাকনির উপর উঠে পড়ল। মিনারের ভেতরের মানুষগুলি তাদের চোখে অদ্ভুত ও অসহ্য যন্ত্রণা অনুভব করল। সারা শরীরের বৃহৎ স্নায়ুগুলির মধ্যেও তীব্র যন্ত্রণা অনুভূত হল। সেই বাদামী তারার ছোট্ট রশ্মি তাদের স্নায়ুতন্ত্রকে যেন সূচের মতো বিঁধছিল।

'নিসা, রেগুলেটরটির কাঁটা পুরো ঘুরিয়ে দিন, তারপর আচমকা সুইচ টিপুন।' ফিসফিস করে এর্গ নওর বলে।

মিনারটি পার্থিব নীল উজ্জ্বল আলোয় উদ্ভাসিত হয়ে উঠল। তাদের চোখ গেল ধাঁধিয়ে এবং কিছুই তারা দেখতে পেল না। কিছুই না। ইয়ন আর নিসা কিছু যেন দেখেছে। কিন্তু সেটা তাদের কল্পনা নয় তো? মিনারের ডানদিকের অন্ধকারটা তৎক্ষণাৎ মিলিয়ে যায় নি। মুহূর্তের জন্য যেন দেখা গেল কালো অন্ধকারের কর্ষিকাকীর্ণ পিণ্ড। তারপর সেই 'কোন-একটা-কিছু' যেন তৎক্ষণাৎ কর্ষিকাগুলি গুটিয়ে নিয়ে আলোতাড়িত অন্ধকারে লাফিয়ে পড়ে গা ঢাকা দিল।

নিসা মন্তব্য করে, 'হয়তো বা এগুলি কোন ছায়ামূর্তি? আমাদের আগুনে-বলের মতো শক্তি প্রবাহকে ঘিরে থাকা ঘনীভূত অন্ধকার। এ আদৌ জীবন্ত কিছু নয়? এখানকার সবই যখন কালো তখন বিজলিই বা কালো হবে না কেন?'

এর্গ নওর প্রতিবাদের সুরে বলে, 'নিসা, এসব খুবই কাব্যিক

শোনাচ্ছে। এর কোন বাস্তব ভিত্তি নেই। প্রথমত, সেই 'কোন-একটা-কিছু' আমাদের ওপর আক্রমণ চালাচ্ছে, আমাদের পিছু নিয়েছে। এরা বা এদেরই সমগোত্রীয়েরা 'পারুস'-এর অভিযাত্রীদের শেষ করেছিল। এরা যদি সংগঠিত ও স্থায়ী হয়, যদি ইচ্ছামতো কোন দিকে অগ্রসর হতে পারে, যদি কোন ধরনের শক্তি সঞ্চয় ও প্রবাহিত করতে পারে তবে সেক্ষেত্রে আবহ ছায়ামূর্তির প্রশ্নই উঠে না। এগুলি জীবন্ত সত্তাজাত এবং আমাদের বিনাশই এদের লক্ষ্য।'

অধিনায়কের মত জীববিদ সমর্থন করে, 'আমার মনে হচ্ছে এই অন্ধকার গ্রহে আমরাই শুধু অন্ধকার দেখছি। বর্ণালীর তাপপ্রান্তের অবলোহিত রশ্মি তো আমাদের চোখে পড়ে না। কিন্তু অপর প্রান্তের হলদে ও নীল রশ্মিতে এই প্রাণীগুলি অবশ্যই আক্রান্ত হয়। এর প্রতিক্রিয়া এত দ্রুত যে 'পারুস'-এর অভিযাত্রীরা আক্রমণস্থল আলোকিত করেও কিছুই দেখতে পায় নি। আর যদি কিছু দেখেও থাকে, তারা আর সময় পায় নি, কাউকে কিছু বলে যেতেও পারে নি।'

'আসুন, পরীক্ষাটা আবার চালাই, যদিও তাদের আসাটা খুবই অপ্রীতিকর।'

নিসা আলো নিভিয়ে দিল। তিন জন আবার গভীর অন্ধকারে বসে এই নিরালোক জগতের প্রাণীগুলির আগমনের প্রতীক্ষা করতে থাকল।

জীববিদ চেঁচিয়ে জিজ্ঞেস করে, 'তাদের অস্ত্রবলটা কিসের? ঢাকনি আর স্পেস্-স্যুটের ভেতরেও তাদের উপস্থিতি অনুভূত হয় কেন? এটা কি কোন নতুন ধরনের শক্তিপ্রবাহ?'

'কয়েকটি ধরনের শক্তির মধ্যে নিশ্চয়ই এটা বিদ্যুৎ-চুম্বকীয়। অবশ্যই এই ধরনের শক্তির বহু প্রকারভেদ রয়েছে। এই প্রাণীগুলির অস্ত্রে আমাদের স্নায়ুতন্ত্র পীড়িত হয়। উদোম

শরীরে সেই মারাত্মক প্রাণীগুলির কর্ষিকার প্রতিক্রিয়া এখন সহজেই অনুমান করতে পারেন!'

এর্গ নওর একটু সঙ্কুচিত হয়ে পড়ল। নিসা তখন মনে মনে সন্ত্রস্ত। সে দেখল তিনদিক থেকে বাদামী আলোগুলি দ্রুত এগিয়ে আসছে।

ইয়ন আস্তে আস্তে বলে, 'এটা কোন একটা প্রাণী নয়! ওদের ঢাকনি ছুঁতে দেয়া আমাদের পক্ষে উচিত হবে না!'

'ঠিক। আসুন, আমরা সবাই আলোর দিকে পেছন ফিরে শুধু একদিকেই লক্ষ্য রাখি। নিসা, সুইচ টিপুন!'

এবারে প্রত্যেকেই একটু বেশী কিছু দেখল। সব মিলিয়ে প্রাণীগুলি সম্পর্কে একটা সাধারণ ধারণা করা গেল। সেগুলি যেন বিরাট চ্যাপটা জেলী-মাছের মতো, নিচে মাটির ওপর ভেসে বেড়াচ্ছে, তাদের জমাট ঝালরগুলি নিচের বায়ুতে আন্দোলিত হচ্ছে। ওগুলির বিরাট আয়তনের তুলনায় কয়েকটি কর্ষিকা বেশ ছোট, গজখানেকের বেশী লম্বা নয়। এই রম্বয়েড দেহগুলির তীক্ষ্ন কোণগুলিতে লম্বা সজোড় কর্ষিকা রয়েছে। কর্ষিকাগুলির গোড়ার বিরাট থলীতে সঞ্চিত আলোর আভা জীববিদের চোখে পড়ে। এগুলিই যেন তারার মতো আলোর ঝলক ছড়াচ্ছিল।

'হ্যালো, আপনারা আলো জ্বালাচ্ছেন আর নিভাচ্ছেন কেন?' হেলমেট টেলিফোনে ইনগ্রিদের স্পষ্ট গলা শোনা গেল। 'আপনাদের কি কোন সাহায্য চাই? ঝড় থেমে গেছে। আমরা এবার কাজ শুরু করতে যাচ্ছিলাম। এখনই আসছি।'

'যেখানে আছেন, সেখানেই থাকুন!' অধিনায়ক আদেশ দিল। 'বাইরে ভীষণ বিপদ। সবাইকে ডাকুন!'

এর্গ নওর তাদের জানাল সেই ভয়ঙ্কর জেলী-মাছের কথা। আলোচনার পর সাব্যস্ত হল যে তারা একটা গ্রহ-মোটরের

কিছুটা অংশ বসাবে স্বয়ংক্রিয় গাড়িতে। তিন শ' মিটার দীর্ঘ এক্‌জস্ট শিখা পাথুরে জায়গাটার ওপর ছড়িয়ে দেয়া হয়। সেই পথের ওপর থেকে দৃশ্য-অদৃশ্য সবকিছু সরিয়ে দিয়ে আধ ঘণ্টার মধ্যে অভিযাত্রীরা ছেঁড়া তারগুলি সারিয়ে ফেলল ও নিরাপত্তা ব্যবস্থা কার্যকর করে তুলল। স্থির হল যে, রাত হবার আগেই আনামেসন জ্বালানি বোঝাই করা হবে। অমানুষিক প্রচেষ্টায় কাজটি সম্পন্ন হয়। অবসন্ন অভিযাত্রীদল দৃঢ়বদ্ধ মহাকাশযানের বর্মের আড়ালে বিশ্রাম নেয়। ঝড়ের দোলার মধ্যে তারা শান্তভাবে কান পেতে থাকে। মাইক সামুদ্রিক ঝড়ের গর্জন বয়ে আনে। এতে অন্ধকারের অজেয় তাদের এই ছোট্ট আলোকিত জগৎটি আরও আরামপ্রদ হয়ে ওঠে।

ইনগ্রিদ ও লুমা স্টিরিওপর্দাটা খুলল। চমৎকার একটি চলচ্চিত্র। মহাকাশযানের গ্রন্থাগারে বসা মানুষগুলির পায়ের কাছে ভারত মহাসাগরের নীল জলোচ্ছ্বাস দেখা দিল। চলচ্চিত্রে নেপচুন ক্রীড়া দেখান হচ্ছে। সব রকমের জলক্রীড়ার এক বিশ্ব প্রতিযোগিতা। মহাবৃত্ত যুগে পৃথিবীর সমস্ত মানুষ এখন জলক্রীড়ায় অভ্যস্ত। প্রাচীন কালে এটি শুধু সমুদ্রকূলের মানুষের পক্ষেই সম্ভব ছিল। সাঁতার কাটা, ডুব দেয়া, ঝাঁপ দেয়া, সার্ফ-বোর্ড চড়া ও ভেলায় ভেসে চলা—সবই আজ সর্বজনীন ক্রীড়া। সূর্যকিরণে তামাটে রঙ-ধরা হাজার হাজার সুন্দর, তরুণ দেহ; হাসি, গান আর উৎসব সংগীতের সমারোহ...

নিসা জীববিদের দিকে ঝুঁকে পড়ল। তখন সে তার পাশে গভীর চিন্তায় আচ্ছন্ন: তার মন চলে গেছে সুদূরে, নিজের প্রিয় গ্রহে যেখানে মানুষ প্রকৃতিকে জয় করেছে।

'এই ধরনের প্রতিযোগিতায় কখনো যোগ দিয়েছেন, ইয়ন?'

কিছুটা বিহ্বলভাবে জীববিদ তার দিকে তাকায়।

'কি? ও, এসব? না, কোনদিন দিই নি। আমি একটু চিন্তা করছিলাম, তাই প্রথমটায় আপনার কথা ধরতে পারি নি।'

পর্দাটার দিকে দেখিয়ে মেয়েটি বলে, 'আপনি কি ওসবের কথা ভাবছিলেন না? এই অন্ধকার, ঝড় আর জেলী-মাছের পর পৃথিবীর সৌন্দর্যের এমন সজীব রূপটি আপনার ভাল লাগছে না?'

'নিশ্চয় ভাল লাগছে। কিন্তু সেজন্যই আমি আরো উদ্বিগ্ন। কিভাবে ওই একটা জেলী-মাছ ধরা যায় তা ভেবেই অস্থির হয়ে উঠেছি...'

জীববিদকে হাসতে দেখে ওর কাছ থেকে নিসা সরে গেল। দেখল এর্গ নওরও হাসছে।

ঠাট্টার সুরে জিজ্ঞেস করল, 'আপনিও কি ওই কালো বিভীষিকা ধরার কথা ভাবছিলেন?'

'না, বরং ভাবছিলাম ওই চাকতির মতো মহাকাশযানটা দেখার কথা।'

অধিনায়কের কথা ও চতুর চাহনিতে নিসার রাগ হল।

'এখন বুঝতে পারছি অতীতে পুরুষরাই কেন যুদ্ধবিগ্রহে মেতে উঠত! আমি একে শুধু অসংগঠিত সমাজের, আপনাদের পুরুষত্বের বড়াই বলেই ভাবতাম।'

'সবটুকু ঠিক বলেন নি, যদিও আমাদের প্রাচীন কালের মনস্তত্ত্বের দিকটা প্রায় ধরে ফেলেছেন। আমার ধারণা খুবই সরল। নিজের গ্রহটিকে যত সুন্দর মনে হয়, ততই সেটিকে ভালবাসতে, সেবা করতে ইচ্ছে করে। সেখানে ফুলবাগিচা সাজাতে, খনি থেকে ধাতু উঠাতে, শক্তি ও খাবার উৎপাদন করতে, সংগীত সৃষ্টি করতে আমার ইচ্ছে যায়। যাওয়ার আগে হাত আর বুদ্ধির সৃষ্ট কিছু একটা জিনিসের মতো জিনিস

রেখে যেতে চাই। আমি একমাত্র মহাজগৎ, মহাকাশচারণই জানি। আমি শুধু এভাবেই মানবজাতিকে সেবা করতে পারি। আমাদের লক্ষ্য শুধু অভিযানই নয়, নতুন নতুন জ্ঞান আহরণ, নতুন নতুন জগৎ আবিষ্কারও। ভবিষ্যতে সেগুলিকে আমরা পৃথিবীর মতোই সুন্দর গ্রহে রূপান্তরিত করব। আর আপনার লক্ষ্যটাই বা কি, নিসা? সেই চাকতি-মহাকাশযানটির ব্যাপারে আপনারই বা এত আগ্রহ কেন? সেটা কি শুধু কৌতূহল মাত্র?'

অনেক কষ্টে মেয়েটি তার ভারী হাতদু'টি অধিনায়কের দিকে মেলে ধরল। ওর ছোট্ট হাতদু'টো নিজের হাতে নিয়ে সে মৃদুচাপ দিতে লাগল। নিসার গালদু'টি রক্তিম হয়ে উঠল। মাথায় আঁটো করে বাঁধা বাদামী রঙের চুলগুলির সঙ্গে যেন তা পাল্লা দিচ্ছে। তার ক্লান্ত দেহে যেন নতুন উদ্যম এল। এই গ্রহের নামার মারাত্মক মুহূর্তে যেভাবে এর্গ নওরের হাতে তার গাল সে চেপে ধরেছিল এখনও তাই করল। পৃথিবীর প্রতি জীববিদের আপাতবৈরিতাকে সে ক্ষমার চোখে দেখল। তাদের সঙ্গে মতৈক্য জানানোর জন্য সে মুহূর্তে উদ্ভাবিত একটি প্রস্তাব সে দিল। সে বলল যে, স্বয়ংক্রিয় ঢাকনিযুক্ত একটা জলের ট্যাঙ্কে এক টুকরো সুরক্ষিত তাজা মাংসকে টোপ হিসেবে ব্যবহার করা (টিনের খাবারের বাড়তি সেটা এখন এক দুর্লভ বিলাস) এবং তারপর যদি মাংসের লোভে সেই কালো 'কোন-একটা-কিছু' ভেতরে ঢোকে আর ডালাটা বন্ধ হয়ে যায় তবে পূর্ব-ব্যবস্থানুযায়ী কোন ছিদ্র দিয়ে নিষ্ক্রিয় পার্থিব গ্যাস ভরে ডালার ধারগুলি ঝালাই করে ফেলা...

পিঙ্গল-কেশীর উদ্ভাবনী শক্তিতে ইয়ন উৎসাহিত হয়ে উঠল। তার বয়স নিসার সমান। তার সঙ্গে সে সহপাঠীতুল্য অন্তরঙ্গতা বোধ করত। এই গ্রহে নয়টি রাত শেষ হবার পর ইঞ্জিনিয়ারদের উদ্যোগে ফাঁদটি প্রস্তুত হয়ে গেল।

এদিকে এর্গ নওর নরকল্প রবোটের যন্ত্রপাতি নিয়ে ব্যস্ত রইল। এক জোরালো হাইড্রোলিক কর্তন যন্ত্রের সে ব্যবস্থা করল। তার আশা যন্ত্রটি দিয়ে সে দূর নক্ষত্রের সেই মণ্ডলাকৃতি চাকতির মধ্যে প্রবেশ করবে।

অভ্যস্ত অন্ধকারের মধ্যে ঝড় বন্ধ হয়ে গেল। তুষারপাতের বদলে উষ্ণতার ছোঁয়াচ। পার্থিব ন'দিনের সমান দীর্ঘ 'দিনটি' শুরু হল। আয়নিক আধানগুলি, অন্যান্য সরবরাহ, মূল্যবান যন্ত্রপাতি বোঝাই করতেই তাদের চারটি পার্থিব দিনের প্রয়োজন ছিল। এসব ছাড়াও এর্গ নওর মৃত অভিযাত্রীদের কিছু কিছু ব্যক্তিগত জিনিসপত্র নিতে চাইল। সম্পূর্ণ নির্বীজনের পর পৃথিবীতে নিয়ে মৃতের পরিবারবর্গকে স্মৃতি হিসেবে সেগুলি পেঁছে দেবার কথা সে ভাবল। মহাবৃত্ত যুগের মানুষের জিনিসপত্রের সামান্য বহরের জন্য সেগুলি 'তন্ত্র'-এ নিতে কোন বেগ পেতে হল না।

পঞ্চম দিনে তারা বিদ্যুৎপ্রবাহ বন্ধ করে দিল। জীববিদ ও স্বেচ্ছাসেবক দু'জন—কে বিয়ার ও ইনগ্রিদ দিত্রা 'পারুস'-এর প্রহরা-মিনারে ঢুকে রইল। কালো প্রাণীগুলি তৎক্ষণাৎ এসে জুটল। জীববিদ একটি অবলোহিত পর্দার ব্যবস্থা করে ফেলল, তাতে জেলী-মাছগুলির গতিবিধি লক্ষ্য করা গেল। একটি জেলী-মাছ ফাঁদের কাছে এল। সেটি তার কর্ষিকা গুটিয়ে নিজে একটা বলের আকার ধারণ করল এবং ভেতরে ঢুকতে লাগল। হঠাৎ আরেকটি কালো রম্বাস আকৃতির জীব ট্যাঙ্কের খোলা ডালাটার ওপর দেখা দিল। প্রথম আসা জীবটি তার কর্ষিকা আবার খুলে ফেলল এবং তা থেকে তারার মতো আলোর বিকীর্ণ ঝলক সেটাকে কম্পমান গাঢ় লাল আলোর ফালিতে রূপান্তরিত করল। পর্দায় সেগুলিকে সবুজ বিদ্যুৎ শিখার মতো দেখাল। প্রথম জেলী-মাছটি সরে এল। দ্বিতীয়টি

তক্ষুণি নিজেকে গুটিয়ে বলের আকারে ট্যাঙ্কের তলায় পড়ে গেল। জীববিদ সুইচটার দিকে হাত বাড়াল, কিন্তু কে বিয়ার সেটা ধরে রাখল। প্রথম দানবটি আবার গুটি মেরে গেল, তারপর দ্বিতীয়টির পথ অনুসরণ করল। ট্যাঙ্কের ভেতরে তখন দু-দু'টি ভয়ংকর প্রাণী। এগুলি যে বাহ্যিক আয়তন এতখানি গুটিয়ে নিতে পারে, সেটাই বিস্ময়কর। জীববিদ সুইচটা টিপে দিল। ডালাটা বন্ধ হয়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে পাঁচ থেকে ছ'টি কালো দানব জির্কোনিয়াম আচ্ছাদিত ট্যাঙ্কটি জাপটে ধরে। জীববিদ আলো জ্বালিয়ে দেয় এবং 'তন্ত্র'-কে রাস্তার নিরাপত্তামূলক আলো জ্বালাতে বলে। বন্দী দু'টি ছাড়া কালো ছায়ামূর্তিগুলি তৎক্ষণাৎ মিলিয়ে গেল।

জীববিদ বাইরে গিয়ে ট্যাঙ্কটির ডালা একটু ধরে দেখল। এক প্রচন্ড আঘাতে সে নিজেকে সামলাতে না পেরে আর্তনাদ করে উঠল। তার বাঁ হাত সমস্ত শক্তি হারিয়ে অসাড় হয়ে গেল।

অত্যুষ্ণ নিরাপত্তামূলক স্পেস্-স্যুট পরা মেকানিক তারন পার্থিব নাইট্রোজেন দিয়ে ট্যাঙ্কটি ভরে ডালাটি ঝালাই করে ফেলল। ছিদ্রগুলিও বন্ধ করা হল। তারপর মহাকাশযানে যেটুকু অন্তরক ছিল তা দিয়ে ট্যাঙ্কটি ঢেকে সেটিকে সংগ্রহশালায় বোঝাই করা গেল। প্রচুর মূল্যের বিনিময়ে কাজটি সফল হয়েছে। চিকিৎসকের বহু চেষ্টা সত্ত্বেও জীববিদের হাতখানি অসাড়ই রইল। প্রচন্ড বেদনা অনুভব করছে ইয়ন থাল। কিন্তু চাকতির মতো মহাকাশযানটিতে সন্ধান চালানোর কাজটি সে হারাতে চায় না। আবিষ্কারে তার অদম্য আগ্রহের কাছে এর্গ নওর নতি স্বীকার করল এবং সেজন্য 'তন্ত্র'-এ তাকে রেখে যাওয়া সম্ভব হল না।

সুদূর কোন জগতের সেই মন্ডলাকৃতি চাকতিটার দূরত্ব 'পারুস' থেকে যতটা ধারণা করা হয়েছিল তার চাইতেও সেটা

অনেক বেশী ছিল। সার্চলাইটগুলির আবছা আলোর দরুন তারা মহাকাশযানটির আয়তন সম্পর্কে সঠিক ধারণা করতে পারে নি। আসলে এটি প্রায় তিনশ' পঞ্চাশ মিটারের এক বিরাট কাঠামো। চাকতি অবধি নিরাপত্তা ব্যবস্থা বাড়ানোর জন্য 'পারুস' থেকে তার টেনে নিতে হল। রহস্যজনক মহাকাশযানটি অভিযাত্রীদের মাথার ওপর একটা খাড়া দেয়ালের মতো ঝুলছিল এবং তিলকিত আকাশের দিকে বহুদূর উঁচু হয়েছিল। বিশাল চাকতিটার ওপরের কিনারে মিশকালো মেঘ জমে রয়েছে। এর কাঠামোটি মালাকাইট রঙের সবুজ কিছুর আস্তরে ঢাকা। কোথাও কোথাও সেটা ফেটে যাওয়ায় বোঝা যায় যে আস্তরটা মিটারখানেক পুরু। ফাটলের মধ্য দিয়ে এক উজ্জ্বল ফিকে-নীল ধাতু চকচক করছে। মালাকাইটের প্রলেপ চটে যাওয়া জায়গাগুলি গাঢ় নীল। 'পারুস'-এর মুখোমুখি চাকতির পাশটায় একটি মোড়ান চূড়ার মতো স্ফীতি রয়েছে। ওটি পনেরো মিটার লম্বা ও দশ মিটার চওড়া। চাকতির অপর পাশে ঘন অন্ধকার। ওই পাশটা আরও উত্তল, যেন বিশ মিটার পুরু গোলকের একটি অংশ এতে যুক্ত। সে পাশেও একটি স্ফীতি আছে। ওটি দেখতে জাহাজের মোড়ান নলের মুখের মতো।

চাকতিটার একটা কিনার মাটির গভীরে সেঁধে গেছে। দেখা গেল, এই ধাতব প্রাচীরের তলার পাথরগুলি গলে গেছে, এবং ঘন পীচের মতো চারদিকে ছড়িয়ে রয়েছে।

একটা দরজা বা ঢাকনা খুঁজতেই তারা অনেক ঘণ্টা কাটিয়ে দিল। ওটি হয়তো মালাকাইট রঙে বা ময়লায় ঢাকা পড়ে আছে, কিম্বা ঢাকনাটি নিখুঁতভাবে আটকানোর জন্য বাইর থেকে দেখা যাচ্ছে না। দৃক-যন্ত্রাদির কোন ছিদ্র বা বায়ুপথের কোন চিহ্ন তাদের চোখে পড়ল না। ধাতু-তৈরী চাকতিটা সম্পূর্ণ নিরেট মনে হল। এর্গ নওর এমন সম্ভাবনার কথা আগেভাগেই

ভেবেছে। তাই পার্থিব মহাকাশযানের খুব শক্ত ও সান্দ্র আস্তরে ছিদ্র করার মতো ইলেক্‌ট্রো-হাইড্রোলিক কর্তনযন্ত্র ব্যবহারের সিদ্ধান্ত সে নিয়েছিল। সংক্ষিপ্ত আলোচনার পর তারা সকলেই মোড়ান চূড়ার মুখটি খোলার জন্য রবোট ব্যবহারে একমত হল। সেখানে একটা ফাঁকা জায়গা, একটি নল বা মহাকাশযানটিকে বেষ্টন-করা চলাফেরার একটি পথ থাকার কথা। এটির মধ্য দিয়ে দেয়ালে আটকে পড়ার বিপদ এড়িয়ে ভেতরে যাবার কথাই তারা ভেবেছিল।

মন্ডলাকৃতি চাকতিটার নিখুঁত পরীক্ষা খুবই আকর্ষণীয় ছিল। সুদূর জগতের এই আগন্তুকটির ভেতরে নানা যন্ত্র ও তথ্যাদি, সে জগতে ব্যবহৃত আসবাব ও তৈজসপত্রাদি থাকার সম্ভাবনা রয়েছে। দেখা যাচ্ছে, অসীম মহাশূন্য পেরিয়ে আসা এই অভিযানের তুলনায় পার্থিব মহাশূন্যযাত্রা একটি ভীরু পদক্ষেপ মাত্র।

চাকতির অন্যদিকের মোড়ান চূড়াটি মাটি ছুঁয়ে রয়েছে। একটি সার্চলাইট এবং উচ্চ-ভোল্টেজের তার ওখানে নিয়ে যাওয়া হল। চাকতি থেকে প্রতিফলিত নীলাভ আলো আবছা কুয়াশার মতো মালভূমিময় ছড়িয়ে একটা অনির্দিষ্ট আকৃতির উচ্চতায়, সম্ভবত গিরিশীর্ষ পর্যন্ত ব্যাপ্ত হল। ওখানেই ছিল দুর্ভেদ্য অন্ধকারের দ্বারপ্রান্ত। কুয়াশাচ্ছন্ন তারাগুলির আবছা ঝলক বা সার্চলাইটের আলোর কোনটা থেকেই সেই অন্ধকার সীমান্তে মাটির আভাস পাওয়া গেল না। সম্ভবত সেটা কোন একটা খাড়া ঢালু নিম্নভূমির দিকে নেমে গেছে। এখানে নামার সময় 'তন্ত্র' থেকে সেরকমটাই দেখা গিয়েছিল।

একটা চাপা ঘর্ঘর শব্দে মহাকাশযানের একমাত্র বহুমুখী রবোটটি বয়ে নিয়ে স্বয়ংক্রিয় গাড়ি চাকতিটার দিকে এগিয়ে আসতে থাকে। অস্বাভাবিক ভারে রবোটটিতে কোনই পরিবর্তন

দেখা গেল না। সেটি দ্রুত এগিয়ে গিয়ে ধাতব-প্রাচীরের পাশে নির্দিষ্ট জায়গায় দাঁড়াল। ওটাকে খাটো পাওয়ালা একটি মোটা মানুষের মতো দেখাচ্ছে, লম্বা শরীরটার ওপর ওর বিরাট মাথাটি ভীতিজনকভাবে সামনের দিকে ঝুঁকে রয়েছে।

রবোটটি এর্গ নওরের নিয়ন্ত্রণে সামনের চারটি প্রত্যঙ্গ সজোরে ভারী কর্তনযন্ত্রটি তুলে নিল। পাদুটো ফাঁক করে শক্তভাবে দাঁড়িয়ে সেটি তার বিপজ্জনক কাজের উদ্যোগ নিল।

ফোনে অধিনায়ক বলল, 'কে বিয়ার আর আমি রবোটটি পরিচালনা করব। আমরা দু'জনই শুধু উৎকৃষ্ট নিরাপত্তামূলক পোশাক পরে আছি। জীবাণু-নিরোধী হালকা স্পেস-স্যুটধারীরা তফাত যা...'

অধিনায়ক কেমন যেন একটু ইতস্তত করছে। তার মনটা যেন কিসের অনুপ্রবেশে এক দুর্বোধ্য যন্ত্রণায় আচ্ছন্ন হল। তার পায়ের হাঁটুদু'টো দুর্বল হয়ে পড়ল। মানুষটির গৌরবজনক ইচ্ছাশক্তি যেন উবে গেছে, তার বদলে দেখা দিয়েছে অবোলা পশুসুলভ এক বশ্যতা। মাথা থেকে পা অবধি ঘর্মাক্ত এর্গ নওর কিসের অদম্য আকর্ষণে অন্ধকারের সেই দ্বারপ্রান্তের দিকে এগোতে থাকে। টেলিফোনে নিসার চিৎকার শুনে তার সম্বিৎ ফিরে এল। সে ঠায় দাঁড়িয়ে পড়ল। কিন্তু সেই অন্ধকারের অদম্য আকর্ষণে সে আবার চলতে লাগল।

আলোর বৃত্তের প্রান্তে দাঁড়িয়ে থাকা কে বিয়ার ও ইয়ন থাল সসঙ্কোচে এবং স্বভাবতই মনের জোর বজায় রাখার আপ্রাণ চেষ্টা করে অধিনায়ককে অনুসরণ করল। দূরে, নিবিড় অন্ধকারের দ্বারপ্রান্তে পুঞ্জিত কুয়াশার মধ্যে মানুষের কল্পনাতীত এক রহস্যময় আকৃতির যেন বিচরণ শুরু হল। এটি সেই পরিচিত জেলী-মাছ নয়। ধূসর আবছা-আলোতে

একটা কালো ক্রুশের মতো কী যেন নড়ে উঠল। ওর হাতদু'টি ছড়ানো, মাঝখানে এক উত্তল উপবৃত্ত। ক্রুশের তিনটি বিন্দুলগ্ন লেন্সে সার্চলাইটের আলো প্রতিফলিত হচ্ছে। ক্রুশটির নিচের অংশ অতল ভূমির নিরালোক অন্ধকারে অদৃশ্য ছিল।

এর্গ নওর অন্যদের চাইতে দ্রুত হাঁটছিল। সে অজ্ঞাত বস্তুটির প্রায় শ'খানেক কদম আগে মাটিতে পড়ে গেল। এটা যে অধিনায়কের জন্য এক জীবন-মরণের প্রশ্ন হতবাক সঙ্গীরা তা বুঝে উঠার আগেই সেই কালো ক্রুশটি তারের বেষ্টনীর অনেক ওপরে উঠে গেল। এর্গ নওরকে যেন ছিনিয়ে নেবার জন্যই গাছের কান্ডের মতো সেটি নিরাপদ জায়গাটার ওপর ঝুঁকে পড়ল।

প্রবল উত্তেজিত নিসা খেলোয়াড়ের শক্তি নিয়ে রবোটটির কাছে দৌড়ে গেল। সেটির মাথার কণ্ট্রোল লেভারগুলি সে ঘোরাতে লাগল। ধীরে, কিছুটা অনিশ্চিতভাবে রবোট ছুরিটি তুলল। এই জটিল যন্ত্রটি চালাতে পারবে না বুঝে সে সামনে লাফিয়ে পড়ে নিজের দেহ দিয়ে অধিনায়ককে আড়াল করল। ক্রুশের তিনটি বিন্দু থেকে সর্পিল আলোক বা বিদ্যুৎ ছড়িয়ে পড়তে লাগল। দু'হাত ছড়িয়ে মেয়েটি এর্গ নওরের ওপর পড়ে গেল। হঠাৎ রবোট তার ধারালো ছুরিটি কালো ক্রুশের মাঝখানে চালিয়ে দিল। মনে হল বস্তুটি পেছনের দিকে হেলে গিয়ে যেন মাটিতে পড়ল এবং তারপরই পাহাড়ের দুর্ভেদ্য অন্ধকারে পালাল। এর্গ নওর ও তার সঙ্গী দু'জন তখনই সুস্থ হয়ে উঠল। নিসাকে নিয়ে তারা চাকতিটার পেছনে চলে গেল। ইতিমধ্যে অন্যেরাও এই ধকল কাটিয়ে উঠল। তারা গ্রহ-মোটরে তৈরী কামানটি চালিয়ে আনতে থাকে। এই প্রথম এর্গ নওর বর্বর হিংস্রতায় পাহাড়ের তোরণের মতো পথে মারাত্মক তেজস্ক্রিয় রশ্মি ছড়াতে লাগল। সমতলের প্রত্যেকটি ইঞ্চি

তাতে ঝেঁটিয়ে দেয়া হল। নিশ্চল নিসার সামনে মাটিতে হাঁটু গেড়ে বসল ইয়ন থাল। টেলিফোনে আস্তে আস্তে তাকে সে ডাকতে থাকে, সিলিকলোয়েড হেলমেটের ভেতর দিয়ে তার মুখখানি দেখার চেষ্টা করে। মেয়েটি মড়ার মতো চোখ বুজে শুয়ে আছে। টেলিফোনে শ্বাস ফেলার কোন আওয়াজ পাওয়া যাচ্ছে না। স্পেস্-স্যুটের ভেতরেও জীববিদ তার কোন চিহ্ন পেল না।

এর্গ নওর কাছে এগোতেই ইয়ন থাল চিৎকার করে ওঠে, 'দানবটা নিসাকে মেরে ফেলেছে!'

উচ্চ নিরাপত্তামূলক হেলমেটের সরু ফাঁক দিয়ে অধিনায়কের চোখে তাকান তখন অসম্ভব।

'ওকে এখনই 'তন্ত্র'-এ লুমার কাছে নিয়ে যান!' ওর স্বরের ধাতব ধ্বনিটি আরও তীব্র শোনায়। 'আঘাতটার প্রকৃতি জানার জন্য আপনিও তাকে সাহায্য করুন। আমরা ছ'জন এখানেই থাকব, সন্ধান চালিয়ে যাব। ভূতাত্ত্বিকও আপনাদের সঙ্গে যাবেন। এখান থেকে 'তন্ত্র' অবধি পথের পাথরের নমুনা তিনি সংগ্রহ করতে পারেন। এই গ্রহে আর বেশীক্ষণ আমরা থাকতে পারব না। এখানে অনুসন্ধানের জন্য উচ্চ নিরাপত্তামূলক ট্যাঙ্ক প্রয়োজন। এভাবে কাজ চালালে সমস্ত অভিযানটিই মাটি হবে। তৃতীয় গাড়িটা নিয়ে তাড়াতাড়ি যান!'

এর্গ নওর ঘুরে দাঁড়াল। একবারও পেছনে না ফিরে সে চাকতির মতো মহাকাশযানটির দিকে চলল। 'কামান'টিকে আরও এগিয়ে নিয়ে আসা হয়েছে। ইঞ্জিনিয়ার-মেকানিক চাকতিটাকে কেন্দ্র করে অর্ধবৃত্তাকারে প্রতি দশ মিনিট অন্তর সমতলে আগ্নেয় স্রোত ছড়াচ্ছে। মাটির মধ্যে সেঁধে যাওয়া চাকতির কিনারের মোড়ান চূড়ার বাইরের দ্বিতীয় স্ফীতির ওপর রবোট তার ছুরিটা তুলে ধরল।

তারপরই বিকট আওয়াজ শোনা গেল। উচ্চ নিরাপত্তামূলক স্পেস্-স্যুটের ভেতরেও তা পৌঁছল। নির্ধারিত স্থানের মালাকাইট আস্তরের ওপর দিয়ে একটা সরু ফাটল দেখা দিল। সেই শক্ত টুকরোগুলি উড়ে এসে সশব্দে রবোটের ধাতব শরীরে আটকে গেল। আস্তরের একটা বড় ফালি কাটা হয়ে গেলে সেখানে ফিকে-নীল দানাদার তল দেখা গেল। সার্চলাইটের ঝলসান আলোতে তা চমৎকার দেখাচ্ছিল। স্পেস্-স্যুট পরা মানুষ ঢোকাবার মতো প্রশস্ত একটা জায়গা কে বিয়ার চিহ্নিত করল। নীল ধাতব পাত সরাসরি না কেটে তার মধ্য দিয়ে একটি গভীর ছিদ্র করার জন্য রবোটকে কাজে লাগান হল। রবোট প্রথম রেখাটির সঙ্গে কৌণিকভাবে আরেকটা রেখা কাটল। তারপর সে কর্তনযন্ত্রের ধারালো মুখটিকে উপর-নীচে চালিয়ে ক্রমশ চাপ বাড়াল। যান্ত্রিক ভৃত্যটি বর্গক্ষেত্রের তৃতীয় রেখাটি কাটলে কাটা রেখা তিনটি বাইরে বেরিয়ে আসতে শুরু করল।

'হুঁশিয়ার! পেছনে সরে যান! শুয়ে পড়ুন!' রবোটটির সুইচ বন্ধ করতে করতে মাইকে এর্গ নওর চেঁচিয়ে ওঠে এবং নিজে টলতে টলতে পিছিয়ে যায়।

হঠাৎ ধাতুর একটা পুরু পাত, টিনের কৌটোর ঢাকনার মতো বাইরে বেরিয়ে এল। সেই ছিদ্র থেকে এক অনন্য উজ্জ্বল রামধনুরঙ আগ্নেয় স্রোতের ঢল নামল এবং চাকতির মোড়ান চূড়ার স্ফীতি থেকে আড়াআড়িভাবে উদ্‌গীর্ণ হতে থাকল। নীল ধাতু গলে গিয়ে সঙ্গে সঙ্গে ছিদ্রপথটি বন্ধ হয়ে যাওয়ায় এই বিপন্ন অভিযাত্রীদল রক্ষা পেল। সেই শক্তিশালী রবোটটি তখনই এক তাল গলানো ধাতুপিণ্ড হয়ে গেল এবং তার দু'খানি খাটো ধাতব পা করুণভাবে বেরিয়ে রইল। এর্গ নওর ও কে বিয়ারের পরনে বিশেষ ধরনের নিরাপত্তামূলক স্পেস্-

স্যুট থাকায়ই তারা বেঁচে গেল। বিস্ফোরণ তাদের সেই অদ্ভুত মহাকাশযান থেকে অনেকটা দূরে ছুড়ে দিল। অন্যরাও পড়ল ছিটকে, 'কামান'টি গেল উল্টে এবং উচ্চ-ভোল্টেজের তারগুলি হল ছিন্নভিন্ন।

আঘাত থেকে সেরে উঠে সবাই বুঝল যে তাদের বাঁচার আর কোন পথ নেই। কপালের জোরে সার্চলাইটটা তখনও টিকে থাকায় তারা আলোর মধ্যে পড়ে আছে। কেউই আহত হয় নি। তবুও এর্গ নওর এটুকুই তাদের পক্ষে যথেষ্ট ভাবল। তারা অপ্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি, তার আর সার্চলাইটটি ফেলে রেখে গেল। অক্ষত গাড়িটায় গাদাগাদি করে তারা দ্রুত 'তন্ত্র'-এ ফিরে চলল।

একটি অজ্ঞাত মহাকাশযান খোলার অসতর্ক চেষ্টার এই শুভ পরিণতি কিন্তু অধিনায়কের দূরদৃষ্টির পরিচায়ক নয়। দ্বিতীয় চেষ্টায় হয়তো এক মারাত্মক দুর্ঘটনা ঘটত... আর সুন্দরী নিসার অবস্থাটা কী?.. এর্গ নওরের আশা, স্পেস্-স্যুট পরে থাকায় হন্তা কালো ক্রুশের ক্ষমতা দমিত হয়েছে। কালো জেলী-মাছের স্পর্শে তো জীববিদ মারা যায় নি। কিন্তু এই সুদূর মহাশূন্যে, পার্থিব সর্বাধুনিক চিকিৎসালয় থেকে এত দূরে তারা কি অজ্ঞাত অস্ত্রের কোন সুরাহা করতে পারবে?

বায়ুবন্দী সিন্দুকে কে বিয়ার অধিনায়কের কাছে এসে বাম কাঁধের বর্মের পেছন দিকটা তাকে দেখাল। এর্গ নওর আয়নাটার দিকে ফিরল। কোন অজ্ঞাত গ্রহ পরিক্রমা শেষে নিজেদের শরীর খুঁটিয়ে পরীক্ষার জন্যই বায়ুবন্দী সিন্দুকে এই আয়নার ব্যবস্থা। জিরকোনো-টাইটেনিয়ামের পাতলা পাতে তৈরী কাঁধের বর্মের কিছুটা কেটে গেছে এবং অন্তরকের মধ্যে এক টুকরো আসমানী-নীল ধাতু বসে গেছে। অবশ্য সেটা স্পেস্-স্যুটের ভেতরের আস্তর ভেদ করতে পারে নি। টুকরোটি বের করতে

তাদের বেশ বেগ পেতে হল। এক সাংঘাতিক ঝুঁকি নিয়ে এবং শেষপর্যন্ত একেবারে আকস্মিকভাবে তারা সেই মণ্ডলাকৃতি-চাকতির মতো মহাকাশযানটি যে-রহস্যজনক ধাতুতে তৈরী তার একটা নমুনা পেয়ে গেল। এটা তারা পৃথিবীতে নিয়ে যাবে।

অবশেষে, ভারী স্পেস্-স্যুট ছেড়ে এর্গ নওর তার মহাকাশযানে পেঁছিল, কিম্বা বলা যায় সেই ভয়ঙ্কর গ্রহটির মহাকর্ষের প্রভাবে হামাগুড়ি দিয়ে ঢুকল।

তাকে দেখে অন্যান্য অভিযাত্রীরা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল। স্টিরিওভিজফোনে চাকতির সামনের বিপর্যয়টি লক্ষ্য করায় ফলাফল জিজ্ঞাসার কোন প্রয়োজন ছিল না।

চতুর্থ অধ্যায়

কালের প্রবাহ

সীমাহীন প্রান্তরের ওপর উড়ন্ত এক গোলাকার মঞ্চে বেদা কণ্ড ও দার ভেতের দাঁড়িয়ে রয়েছে। মৃদু বাতাসে ঘাসফুলের গুচ্ছ ঢেউয়ের মতো দোল খাচ্ছে। দূরে তারা একপাল কালো-শাদা পশু দেখতে পেল। এগুলি ইয়াক, গরু ও মহিষের সংকর।

পশ্চিম সাইবেরীয় নিম্নভূমি বলে পরিচিত ভূপৃষ্ঠের এই অংশটি নীচু পাহাড় আর বহমান শান্ত নদী অধ্যুষিত। সুস্থির এই নিম্নভূমির বিশাল উন্মুক্ত প্রান্তরে শান্তি বিরাজিত।

চিন্তাচ্ছন্ন দার ভেতের সেই প্রান্তরের দিকে তাকাল। অতীতে এটি ছিল খাটো ইয়েমাল গাছের ইতস্তত ঝোপে ভরা এক বিষণ্ন প্রান্তর। দৃশ্যটি দেখে প্রবীণ শিল্পীর আঁকা এক ছবি তার সামনে ভেসে উঠল। ছবিটা তার শৈশবেই স্মৃতিপটে আঁকা হয়ে গিয়েছিল।

উঁচু জায়গার পাশ দিয়ে নদীটা বাঁক নিয়েছে। ওখানে কাঠের তৈরী একটা গির্জা। কালে কালে তার রঙ ধূসর হয়ে উঠেছে। নদীর অপর পারের মাঠ ও তৃণভূমির দিকে গির্জাটার উদাস মুখটি ফেরানো। ঝুলন্ত কালো মেঘের আড়ালে গম্বুজের ছোট

ক্রুশ কালো হয়ে গেছে। গির্জাটার পেছনের কবরে বার্চ আর উইলো গাছ বাতাসে নুয়ে পড়ছে। কালপ্রবাহে ও ঝড়ঝাপটায় উপড়ে-পড়া জীর্ণ ক্রুশগুলি ঘাসে ঢাকা। এগুলির ওপর গাছের নীচু ডালপালার স্পর্শ লাগছে। নদীর ওপারে বেগুনী-ধূসর মেঘ জমেছে। ক্রমে মেঘ আরও নিবিড় হয়ে এল। বিশাল নদীর বুক থেকে ভয়দ ইস্পাত রঙের আভা বিচ্ছুরিত হল। আশপাশের সবকিছুতেই তা শীতল আভা ছড়াল। কাছের ও দূরের সমগ্র অঞ্চল উত্তুরে মানুষের অপ্রিয় শরতের ঠান্ডা বৃষ্টিতে ভেজা। ছবিতে নীল-ধূসর-সবুজ রঙে আঁকা পতিত জমির বিস্তারে সেখানে জীবনধারণের কষ্ট, শীত ও ক্ষুধার যন্ত্রণা, চরম নিঃসঙ্গতা ইত্যাকার মানুষী ভ্রান্তির বহুকাল বিস্মৃত ফলগুলি স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

যাদুঘরে দেখা এই দৃশ্যপট দার ভেতেরের কাছে অতীতের এক জানালাবিশেষ। দৃশ্যপটটি প্লেক্সিগ্লাসের আবরণের ঢাকা, অদৃশ্য রশ্মির আলোয় একেবারে তরতাজা।

নিঃশব্দে দার ভেতের বেদার দিকে তাকাল। মঞ্চটির ঘেরা রেলিংয়ের ওপর তরুণীর হাত রাখা। গভীর চিন্তায় সে মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে আছে, বাতাসে নুয়ে-পড়া ঘাসের লম্বা কান্ডগুলো দেখছে। ঘাসের ওপর দিয়ে বাতাসের ঢেউ খেলছে। ওই বিস্তীর্ণ আন্দোলিত প্রান্তরের ওপর দিয়ে ধীরে ধীরে গোল মঞ্চটি উড়ে চলল। গরম হাওয়ার ছোট ঘূর্ণির দুষ্টুমিতে হঠাৎ বেদার চুল আর পোশাক আলুথালু হল, দার ভেতেরের চোখে গরম ছোঁয়া লাগল। চিন্তার চেয়েও দ্রুত স্বয়ংক্রিয় সুস্থিরক যন্ত্রটি তার কাজ করল, উড়ন্ত মঞ্চটি একটু যেন হাঁপ ছাড়ল কিম্বা সামান্য দুলে উঠল।

চার্ট ফ্রেম্‌টার ওপর নুয়ে পড়ে দার ভেতের দেখল তাদের পথরেখা দ্রুত সরে সরে যাচ্ছে। তারা কি খুব বেশী উত্তরে

এগিয়ে গেছে? কিছুক্ষণ আগে তারা ষষ্টিতম অক্ষরেখা পার হয়েছে, ইরতীশ ও ওবের সংযোগ অতিক্রম করেছে এবং উত্তর সাইবেরীয় উভাল নামের অধিত্যকার দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। আলতাই নিম্নভূমির উষ্ণ প্রান্তরে প্রাচীন কবরস্তূপ খননে চার মাসের মধ্যেই এই দুই অভিযাত্রী খোলা জায়গায় বসবাসে অভ্যস্ত হয়ে গেছে।

বেদা ফিরে নিঃশব্দে সামনের দিকে ইঙ্গিত করল। মনে হচ্ছে যেন ভূমিবিচ্ছিন্ন একটা কালো দ্বীপ গরম বাতাসের স্রোতে ভাসছে। মিনিট কয়েক পরই মঞ্চটি একটা ছোট পাহাড়ের কাছে পেঁছিল। সম্ভবত সেটা কোন খনির লৌহমলের স্তূপ ছিল। এখন খনির কাঠাম বা গর্তের কোন চিহ্ন নেই—আছে শুধু বুনো চেরীগাছে ঢাকা লৌহমলের ঢিপি।

উড়ন্ত গোল মঞ্চটা হঠাৎ কাত হয়ে পড়ল।

দার ভেতের স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রের মতো বেদার কোমর ধরে ফেলে উল্টোদিকে, মঞ্চের খাড়া দিকটায় লাফ দিল। মুহূর্তের ভগ্নাংশের মধ্যে মঞ্চটা আবার সোজা হয়েই পাহাড়ের গোড়ায় হুমড়ি খেয়ে ভেঙে পড়ল। ঘাতশোষক যন্ত্রগুলি ধাক্কার শক্‌টুকু টেনে নিল, আর প্রতিক্ষেপটা বেদা কণ্ঠ ও দার ভেতেরকে পাহাড়ের দিকে ছুঁড়ে দেয়ায় তারা একরাশ খাড়া ঝোপের মধ্যে ছিটকে পড়ল। ক্ষণিক নৈঃশব্দ্যের পর বেদার চাপা নীচু খাদের হাসিতে প্রান্তরের স্তব্ধতা ভাঙল। দার ভেতের নিজের আহত মুখের বিস্মিত ছবিটি বারেক ভাববার চেষ্টা করল। অবাক, হতভম্ব মুহূর্তগুলি কেটে গেলে সেও বেদার আমোদে যোগ দিল। বেদার কোন আঘাত না লাগায়, দুর্ঘটনায় তার কোন ক্ষতি না হওয়ায় সে খুশী হল।

'আট মিটারের বেশী উঁচুতে ওঠা এই মঞ্চগুলোর পক্ষে বারণ কেন এবার আমি বুঝতে পারলাম।'

'সামান্য কিছু ত্রুটি দেখা গেলেই মেশিনটা এক সেকেণ্ডের মধ্যে পড়ে যায় এবং তখন একমাত্র ঘাতশোষকের ওপর নির্ভর করা ছাড়া গত্যন্তর থাকে না। এ ছাড়া আর কি আশা করা যায়? হালকা ওজন আর ছোট আয়তনের জন্যই এই মাশুল। এতক্ষণ বেড়ানোর জন্য আমাদের হয়তো একটু বেশী মাশুলই দিতে হবে,' সামান্য রঙ চড়িয়ে আনমনে দার ভেতের বলল।

'কী ধরনের মাশুল?' আন্তরিকভাবে বেদা জিজ্ঞেস করল।

'সুস্থিরক যন্ত্রপাতির নিখুঁত কর্মপ্রণালীর নামই জটিল যন্ত্রবিদ্যা। এগুলির কর্মপদ্ধতি ধরতে হয়তো বেশ কিছুটা সময় লাগবে, কিম্বা দরিদ্রতম পূর্বপুরুষদের মতোই আমাদের এখান থেকে ফিরতে হবে।'

বেদার চোখদু'টো দুষ্টুমিতে চকচক করে উঠল। সে দার ভেতেরের দিকে হাতটা বাড়িয়ে দিল। একটা হালকা টানেই সে তাকে ঝোপ থেকে মুক্ত করে আনল। ভেঙে পড়া মণ্ডটার কাছে গিয়ে তারা শরীরের ক্ষতগুলোতে ওষুধ লাগাল আর ছেড়া পোশাক আঠা দিয়ে রিপু করল। বেদা একটা ঝোপের ছায়ায় শুয়ে পড়ল, দার ভেতের লাগল দুর্ঘটনাটার কারণ সন্ধানে। তার সন্দেহই ঠিক। সুস্থিরক যন্ত্রের মধ্যেই কোন কিছু বিগড়ে গিয়ে ইঞ্জিনটা বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। যন্ত্রটার ঢাকনা খুলতেই দার ভেতের বুঝতে পারল যে সেটা মেরামতের কোন প্রশ্নই ওঠে না। কাজ শুরুর আগে জটিল ইলেক্‌ট্রোনিক্‌সের প্রকৃতিটা বুঝে নিতেই তার দীর্ঘকাল কেটে যাবে। একটা বিরক্তির দীর্ঘশ্বাস ফেলে সে তার ধরে যাওয়া পিঠটাকে টান করে দাঁড়াল। যে ঝোপটায় বেদা কণ্ড পরম নিশ্চিন্তে শুয়ে আছে সে দিকে ভেতের তাকাল। উষ্ণ, নিঃশব্দ প্রান্তরভূমি। যতদূর চোখ যায় মানুষের চিহ্নমাত্র নেই। দু'টো বড় বড় শিকারী পাখী দোলায়িত নীল মরীচিকার ওপর পাক খাচ্ছে।

বাধ্য যন্ত্রটি শুকনো মাটির ওপর অচল চাকতির মতো অসহায়ভাবে পড়ে আছে। সমস্ত পৃথিবী থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবার এক অদ্ভুত অনুভূতি দার ভেতেরকে আচ্ছন্ন করে ফেলল। তার মন ও দেহকোষের আবছা স্মৃতির মধ্যে সেই অনুভূতি আরও স্পষ্ট হয়ে উঠল।

অবশ্য কিছুর জন্যই তার ভয় নেই। রাত্রি আসে আসুক, তারা তাদের দৃষ্টি বহুদূর অবাধে প্রসারিত করতে পারবে। নিশ্চয়ই কোথাও তারা আলো দেখতে পাবে এবং সেখানে পৌঁছন যাবে। উড়ে বেড়াবার সময় কোন মালপত্রই তারা সঙ্গে নেয় নি। একটা রেডিওটেলিফোন, টর্চ বা খাবারও তাদের সঙ্গে নেই।

সূর্যের তীব্র আলো থেকে চোখ ঢেকে ভেতের ভাবতে লাগল, 'এমন একদিন ছিল যখন প্রচুর খাবার আর জল সঙ্গে না থাকলে তারা এই বিশাল প্রান্তরে মারা যেত।' বেদার পাশে চেরীকুঞ্জের নীচে একটু ছায়া দেখতে পেয়ে আনমনে সে সেখানে শুয়ে পড়ল। ঘাসের শুকনো ডাঁটা পাতলা পোশাক ভেদ করে তার শরীরে বিঁধতে থাকে। মৃদু হাওয়া আর উষ্ণতায় সে যেন আচ্ছন্ন হয়ে পড়ল, আধ-ঘুমে চিন্তার ভিড় জমল। দীর্ঘবিস্মৃত অনেক ছবি ধীরে ধীরে স্মৃতিতে ভেসে বেড়াতে লাগল। সে ছবি—প্রাচীন কালের জাতি, উপজাতি আর ব্যষ্টিমানুষের এক দীর্ঘ মিছিল... যেন অতীত থেকে বহমান কালের এক প্রবল ধারা, প্রতি মুহূর্তে বদলাচ্ছে শুধু ঘটনাবলী, জাতি আর পোশাক।

'ভেতের!' আধ-ঘুমে সে প্রিয়তমার কণ্ঠস্বর শুনতে পেল। সে উঠে বসল।

সূর্যের লাল গোলকটি তখন আঁধার হয়ে আসা দিগন্ত স্পর্শ করছে, নিথর বাতাসে চঞ্চলতার কোন আভাস নেই।

প্রাচীন যুগের এশীয় নারীদের অনুকরণে পরম কৌতুকের সঙ্গে নত হয়ে বেদা বলল, 'ভেতের! প্রভু আমার! জেগে উঠে আমাকে স্মরণ করে কি কৃতার্থ করবেন না?'

ঘুম তাড়ানোর জন্য দার ভেতের শরীরটাকে কয়েকবার ঝাঁকি দিল। রাত হওয়া অবধি অপেক্ষা করার জন্য তার প্রস্তাবে বেদা সম্মতি জানাল। সন্ধ্যায় তারা নিজেদের অতীত কাজ নিয়ে আলোচনায় মশগুল থাকল। হঠাৎ দার ভেতের লক্ষ্য করল বেদা কাঁপছে, তার হাতগুলো ঠান্ডা। দার ভেতের বুঝল, ওর হালকা পোশাক উচ্চ অক্ষাংশের রাত্রির উপযোগী নয়।

ষষ্টিতম অক্ষরেখায় গ্রীষ্মরাত্রির আঁধার তত গাঢ় হয় না। এরই মধ্যে তারা অনেক ডালপালা সংগ্রহ করল।

দার ভেতের মঞ্চটির বড় অ্যাকিউমুলেটর থেকে বৈদ্যুতিক স্ফুলিঙ্গের সাহায্যে আগুন জ্বালাল। আগুনের উজ্জ্বলতায় চারপাশে অন্ধকার আরও ঘন হয়ে উঠল, এর উষ্ণতা অভিযাত্রীদের শরীরে প্রাণসঞ্চার করল।

কম্পিতা বেদা যেন সূর্যালোকে প্রস্ফুটিত ফুলের মতোই স্বাভাবিক হয়ে উঠল। তারপর দু'জনেই এক সম্মোহিত আচ্ছন্নতায় ডুবে গেল। লক্ষ লক্ষ বছর আগুন ছিল মানুষের কাছে আশ্রয় ও মুক্তির আকর। মানুষের অনুভূতির গভীরে এই ছাপ দৃঢ়বদ্ধ, তাই শীত ও অন্ধকারে মানুষ আগুনের স্পর্শে এত গভীর প্রশান্তি ও আরাম অনুভব করে।

'বেদা, তুমি এত উদ্বিগ্ন কেন?' স্তব্ধতা ভেঙে দার ভেতের জিজ্ঞেস করল। তার সহযাত্রিনীর মুখ বেদনাক্লিষ্ট।

'ভাবছিলাম, রুমাল বাঁধা সেই মেয়েটির কথা...' শান্তভাবে জবাব দিল বেদা। তার দৃষ্টি সোনালী আভা ছড়ানো আগুনের দিকে।

দার ভেতের তার কথা বুঝতে পারল। উড়ন্ত মঞ্চে সফরে

বেরুবার আগের দিন তারা শক একটা বড় কবরস্তূপ খোঁড়া শেষ করেছিল। সেখানে কাঠের গুঁড়ির সুরক্ষিত কক্ষে এক বৃদ্ধ গোষ্ঠীপতির শায়িত কঙ্কাল ছিল। গর্তটির চারদিকে ছড়ানো ঘোড়ার হাড়গোড় আর ক্রীতদাসদের শায়িত কঙ্কাল। গোষ্ঠীপতির পাশে তার তলোয়ার, ঢাল আর বর্ম, তার পায়ের কাছে গুটিসুটি শায়িত একটি তরুণীর কঙ্কাল। ওর মাথার খুলির ওপর একটা রেশমী রুমাল, যা দিয়ে মেয়েটির মুখ শক্তভাবে বাঁধা ছিল। তারা অনেক চেষ্টা করেও রুমালটা বাঁচাতে পারে নি। অবশ্য সেটা ধুলো হয়ে যাবার আগে তা থেকে হাজার হাজার বছর আগেকার এক রূপসীর মুখের ছাপটি তারা ধরে রেখেছিল। রুমালটি এক বীভৎস ঘটনার সাক্ষ্য। কোটর থেকে বেরিয়ে আসা চোখদু'টোর ছাপও এতে ছিল। সন্দেহ নেই, তরুণীটিকে ওরা গলাটিপে মেরেছে এবং আজানা জগতে স্বামীর সঙ্গিনী হিসেবে তাকেও গোর দিয়েছে। মেয়েটির বয়স ঊনিশের মতো আর স্বামীটি সত্তুরে বুড়ো।

বেদার অভিযাত্রীদলের তরুণ সদস্যদের আনুষঙ্গিক উত্তপ্ত আলোচনাটি প্রসঙ্গত দার ভেতেরের মনে পড়ে। মেয়েটি কি স্বেচ্ছায় স্বামীর সঙ্গে কবরে গিয়েছিল? না কি জোর করে তাকে গোর দেয়া হয়েছিল? কেন? কি জন্য? মহান ও গভীর ভালবাসার জন্য হলে তার ছেড়ে-যাওয়া পৃথিবীতে তারই শ্রেষ্ঠ স্মারণিক হিসেবে মেয়েটিকে রক্ষা না করে হত্যা করা হল কেন?

তখন বেদা কণ্ড তার জবাব দিয়েছিল। কবরের দিকে সে অনেকক্ষণ তাকিয়ে ছিল। চোখদু'টো তার উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল। তার সমস্ত চিন্তা অতীতের গভীরে নিমগ্ন ছিল।

'ওই মানুষগুলোকে বোঝার চেষ্টা করো। তাদের কাছে

প্রান্তরের এই বিশাল বিস্তৃতি অসীম মনে হত, যাতায়াতের একমাত্র সহায় ছিল ঘোড়া, উট আর বলদ। যাযাবর পশুপালকের ছোট ছোট দলগুলি ছিল এই বিশাল প্রান্তরের বাসিন্দা। তাদের মধ্যে ঐক্যের কোন বন্ধন ছিল না, বরং তারা ছিল পরস্পরের প্রতি শত্রুভাবাপন্ন। পুরুষানুক্রমে এই ঘৃণা আর শত্রুতা বেড়ে ওঠে। প্রত্যেক আগন্তুকই শত্রু বলে বিবেচিত হত। এক গোষ্ঠী ছিল অন্য গোষ্ঠীর শিকারের লক্ষ্য, কারণ এভাবে পাওয়া যেত পশুপাল আর ক্রীতদাস-ক্রীতদাসী। এই ধরনের সমাজব্যবস্থায় একদিকে ছিল আমাদের অজ্ঞাত ব্যক্তিক ক্ষুদ্র বাসনাপূরণের ঢালাও স্বাধীনতা। আবার দ্বান্দ্বিকভাবে, অন্যদিকে জনসাধারণের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে ছিল চরম সীমাবদ্ধতা ও ভীষণ মানসিক সংকীর্ণতা। স্বাধীন যাযাবর হিসেবে কোন জাতি বা গোষ্ঠীর সামান্য সংখ্যক লোক শিকার ও সংগৃহীত ফলমূল থেকে ক্ষুধা মেটাতে সমর্থ হলেও তারা জঙ্গী প্রতিবেশীদের হাতে সব সময়েই নিশ্চিহ্ন বা বন্দী হবার আতঙ্কে দিন কাটাত। যদি কোন বিচ্ছিন্ন দেশ তার বিরাট জনসংখ্যার বদৌলতে সামরিক শক্তি গঠনে সফল হত তবে যুদ্ধতুল্য আক্রমণের হাত থেকে আত্মরক্ষার মাশুল হিসেবে জনসাধারণ ব্যক্তিস্বাধীনতা হারাত। এই ধরনের শক্তিশালী রাষ্ট্রে স্বৈরতন্ত্র ও অনাচার প্রকট হয়ে উঠত। প্রাচীন মিশর, আসিরিয়া ও বাবিলনের ক্ষেত্রে তাই ঘটেছিল।

'মেয়েরা, বিশেষ করে তারা সুন্দরী হলে সবলের শিকার ও ক্রীড়নক হিসেবেই গণ্য হত। পুরুষের আশ্রয় ছাড়া তারা বাঁচতে পারত না। তারা পুরোপুরি ওদেরই অধীন থাকত। তাদের মালিক মারা গেলে তাদের আর কিছুই অবশিষ্ট থাকত না। নির্মম ও লোভাতুর অন্যতর পুরুষের কাছে আবার চরম লাঞ্ছনাভোগই তাদের নিয়তি হয়ে উঠত। এই ধরনের জীবনের

সামনে সেই নারীর ইচ্ছা ও উদ্যোগের মূল্য এত নগণ্য, এত মারাত্মক নগণ্য যে... হয়তো বা তার কাছে তখন মৃত্যুই শ্রেয়তর বিবেচিত হত...'

বেদার বক্তব্য তরুণদের মনে গভীর দাগ কেটেছিল। শক কবরস্তূপের আবিষ্কারগুলির কথা দার ভেতেরও কখনো ভুলতে পারবে না। বেদা যেন তার চিন্তার সূত্র ধরতে পেরে তার কাছ ঘেঁষে বসল, ডালপালাগুলোকে নেড়ে দিয়ে জ্বলন্ত অঙ্গারের নীল শিখার দিকে তাকিয়ে রইল।

বেদা কণ্ড আস্তে আস্তে বলল, 'তখনকার দিনে শুধু নিজের সত্তা বজায় রাখতে, হীনাবস্থা রোধ করতে ও নিজের পথে চলতে কত শক্তি আর ধৈর্যেরই না প্রয়োজন হত!'

দার ভেতের বলল, 'বোধ হয় অতীতের জীবনযাত্রার অসুবিধাগুলো আমরা একটু অতিরঞ্জিত করি। এতে মানুষের অভ্যস্ত হওয়ার কথাটা বাদ দিলেও সমাজের বিশৃঙ্খল প্রকৃতির দরুন নানান ধরনের অদ্ভুত ঘটনাও তখন ঘটে যেত। ধূসর পাথরে ঘা মেরে ইস্পাত যেমন স্ফুলিঙ্গ সৃষ্টি করতে পারে, তেমনি প্রাচীন জীবনধারা থেকেও মানুষের বল ও ইচ্ছাশক্তি রোমাণ্টিক আনন্দধারারও উৎসারণ ঘটাত। পুঁজিবাদী সমাজবিকাশের শেষস্তর, অনৈক্য যুগের শেষভাগের কথা ভাবলে আমি শিউরে উঠি। প্রকৃতিবিচ্ছিন্ন মানুষ ততদিনে শহরবন্দী। একঘেয়ে শ্রমের ফলে তারা নিঃশেষিত হচ্ছিল এবং ব্যাপক রোগের আক্রমণে ক্রমান্বয়ে দুর্বল ও নিরুদ্যম হয়ে পড়ছিল।'

'সমাজের ভবিষ্যৎ যে একমাত্র তাদের ওপরই নির্ভরশীল, সমাজ যে সমষ্টি মানুষের নৈতিক ও মতাদর্শ বিকাশেরই ফলশ্রুতি এবং তা সর্বৈব অর্থনীতিনির্ভর—এই সহজ সত্যটি উপলব্ধিতে আমাদের পূর্বপুরুষদের এত সময় লাগল কেন আমিও কিছুতেই তা বুঝতে পারি না।'

‘শুধু উৎপাদনী শক্তিগুলির পরিমাণগত বৃদ্ধি নয়, তার গুণগত বিকাশই তো বিজ্ঞানসম্মতভাবে সংগঠিত সমাজের সর্বোৎকৃষ্ট রূপ। এগুলি খুবই সরল বিষয়,’ দার ভেতের জবাব দিল। ‘তাছাড়া পারস্পরিক দ্বন্দ্বমূলক নির্ভরশীলতার নিয়মানুযায়ী নতুন মানুষ ব্যতীত নতুন সমাজ-সম্পর্ক গড়ে ওঠে না, যেমন নতুন অর্থনীতি ব্যতীত নতুন মানুষও তৈরী হয় না। এই উপলব্ধির সঙ্গে সঙ্গে মানুষের শিক্ষার প্রতি, তার মানসিক ও দৈহিক বিকাশের প্রতি সর্বাধিক গুরুত্ব দেয়া হল। আচ্ছা, চূড়ান্ত উপলব্ধিটি কোন সময়ে যেন হয়েছিল?’

‘দ্বিতীয় মহাবিপ্লবের ঠিক পরেই, পরমাণু-বিদারণ যুগের শেষে অনৈক্যের যুগে।’

‘ভাল যে আর দেরি হয় নি! সেই যে সর্বধ্বংসী যুদ্ধব্যবস্থা...’

দার ভেতের হঠাৎ তার কথা থামিয়ে পাহাড় অবধি ছড়ানো খোলা জায়গাটার দিকে তাকাল। খুব কাছে কোথা থেকে যেন ভারী খুরের আওয়াজ ও নিঃশ্বাসের শব্দ আসছে। দু’জনই লাফিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল।

এক বিশাল কালো ষাঁড় আগুনের সামনে দাঁড়িয়ে। তার হিংস্র পাকানো চোখদু’টো আগুনের প্রতিফলনে রক্তিম। আক্রমণের জন্য ষাঁড়টা ঘোঁৎঘোঁৎ করে পায়ের খুরে শুকনো মাটি আঁচড়াতে লাগল। স্তিমিত আলোকে বিরাট জন্তুটার নোয়ান মাথাটাকে গ্র্যানাইট পাথরের খন্ড এবং পেছনের কুঁজটাকে শক্ত মাংসল এক ঢিপি মনে হল। বেদা কঙ বা দার ভেতের কখনো এমন নিরেট হিংস্র জন্তুর মুখোমুখি পড়ে নি।

অন্ধকার ভেদ করে হঠাৎ আসা এই দৃশ্যে হতভম্ব বেদা বুকের কাছে হাতদু’টো মুঠো করে ঠায় দাঁড়িয়ে থাকে। পূর্বপুরুষদের হাজার হাজার বছরের অভ্যাসের বশেই এক সহজাত প্রবৃত্তিতে দার ভেতের বেদাকে রক্ষার জন্য ষাঁড়টার

মুখোমুখি দাঁড়াল। নতুন যুগের এই মানুষটির হাতদু'টো শূন্য।

'বেদা, ডান ধারে সরে যাও,' ষাঁড়টা তাদের দিকে তেড়ে আসতেই সে বলে উঠল। তাদের সুশিক্ষিত দেহের দ্রুত গতিভঙ্গী ষাঁড়টার আদিম ক্ষিপ্রতার সমকক্ষ। বিরাট জন্তুটি তাদের পাশ ঘেঁষে একটা ঘন জঙ্গলের মধ্যে ধপাস করে পড়ে গেল। বেদা আর দার তখন মঞ্চ থেকে কয়েক পা দূরে অন্ধকারে দাঁড়িয়ে। আগুন থেকে দূরের অন্ধকার তত ঘন নয়। দূর থেকে বেদার পোশাকটা বেশ দেখা যায়। ষাঁড়টা বুনো চেরীঝোপ থেকে গা ঝাড়া দিয়ে উঠে পড়ল। দার ভেতের বেদাকে মেশিনটার দিকে ছুঁড়ে দিল। সেও ডিগ্‌বাজী খেয়ে মঞ্চটার ওপরে উঠল। জন্তুটা ঘুরে দাঁড়িয়ে খুর দিয়ে আবার মাটি আঁচড়াতে লাগল। দার ভেতের ততক্ষণে বেদার পাশে মঞ্চে উঠে গেছে। চকিতে দু'জনে চোখাচোখি হল। বেদার চোখে নির্দ্বিধ শ্রদ্ধা। দিনের বেলা পরীক্ষার সময় দার ভেতের মোটরটার ঢাকনাটা সরিয়ে রেখেছিল। সমস্ত শক্তি দিয়ে সে ব্যালন্সিং ফিল্ডের তারটা মঞ্চের রেলিং থেকে ছিঁড়ে নিল। সে অ্যাকিউমুলেটর টার্মিনালের স্প্রীংয়ের নীচে এর একটা দিক জুড়ল ও বেদাকে বাঁচানোর জন্য তাকে একপাশে সরিয়ে দিল। ইতিমধ্যে ষাঁড়টা রেলিংয়ের নীচে শিঙ ঢুকিয়ে দেয়ায় মেশিনটা বিপজ্জনকভাবে দুলতে লাগল। দার ভেতের তারের অন্য প্রান্ত জন্তুটার নাকে পুরে দিল। বিজলীর চমক দেখা গেল। তারপরই ধুপ করে একটা শব্দ। হিংস্র প্রাণীটা স্তূপের মতো নেতিয়ে পড়ল।

'তুমি ওটাকে মেরে ফেললে!' বেদা প্রতিবাদ করে।

'বোধ হয় মরে নি। মাঠটা শুক্‌নো,' পরম তৃপ্তিতে দিলখোলা বীরপুরুষ প্রত্যুত্তর দিল। তার কথাগুলি প্রমাণ করার জন্যই

যেন ষাঁড়টা খুব দুর্বল সুরে ঘোঁৎঘোঁৎ করে দাঁড়িয়ে পড়ল। মুখ না ফিরিয়েই তার লাঞ্ছনার জায়গা থেকে জন্তুটা দৌড়ে পালিয়ে গেল। তারা আবার ফিরল আগুনের কাছে। মুঠোখানেক ডালপালা দিতেই নিভন্ত আগুনটা আবার জ্বলে উঠল।

বেদা বলল, 'আমার আর শীত করছে না; চল, পাহাড়টায় উঠি।'

পাহাড়ের চূড়ায় আগুনের আলোটা ঢাকা পড়ে গেল। উত্তরাঞ্চলীয় গ্রীষ্মের নিষ্প্রভ তারাগুলি দিগন্তে কুয়াশায় গোলক সৃষ্টি করল।

পশ্চিম দিকে কিছুই দেখা গেল না। উত্তরে কতকগুলি পাহাড়ের ঢালুতে আলোর অস্পষ্ট মালা। দক্ষিণে বেশ কিছুটা দূরে পশুপালকদের প্রহরা-মিনারের উজ্জ্বল তারাটা জ্বলছে।

'অবস্থা ভাল নয়। সারারাত আমাদের হাঁটতে হবে,' বিড়বিড় করে দার ভেতের বলল।

'তা নয়, ওদিকটায় দেখ।' পূর্বদিকে, যেখানে চতুর্ভুজ আকারে রাখা চারটে আলো হঠাৎ জ্বলে উঠল, বেদা সে দিকটায় দেখাল। সেখানকার দূরত্ব কয়েক মাইল। নক্ষত্র দেখে নিশানা ঠিক করে ওরা আগুনের পাশে ফিরে এল। কিছু একটা মনে পড়ছে এমনভাবে বেদা কঙ নিভন্ত আগুনটার সামনে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল।

চিন্তিতভাবে সে বলে উঠল, 'আমরা বাড়ি থেকে বিদেয় নিচ্ছি। সম্ভবত যাযাবরদের চিরকালই এই ধরনের অনিশ্চিত, অস্থায়ী ঘর থাকত। আজ আমাকে সেই যুগের মেয়েই মনে হচ্ছে।'

দার ভেতেরের দিকে তাকিয়ে পরম বিশ্বাসে দু'হাতে তার গলা জড়িয়ে ধরল।

'নিরাপত্তার তাগিদটাই আমি খুব গভীরভাবে অনুভব করেছি... আমি ভয় পাই নি, মোটেই পাই নি! ভাগ্যের কাছে সঁপে দেয়ার একটা আকর্ষণ আছে, কিম্বা সেই ধরনেরই কিছু একটা আছে মনে হচ্ছে।'

মাথার পেছনে হাতদু'টো দিয়ে বেদা সুন্দরভাবে আগুনের পাশে শরীরটা টান করে দাঁড়াল। চকিতে তার বুজে-আসা চোখদু'টো দুষ্টুমিতে চকচক করে উঠল।

'আচ্ছা বেশ, হে বীর আমার... পথ দেখান!' তার গলার গভীর স্বর নরম হয়ে এল এবং অসীম রহস্যে ভরে উঠল।

ঘাসের সুগন্ধি, ছোট জন্তুদের আওয়াজ ও রাতের পাখীদের কূজনে উজ্জ্বল রাতটা ভরে গেল। শুকনো মাটিতে অদৃশ্য গর্ত বা ফাটলে পড়বার ভয়ে বেদা ও দার ভেতের সতর্কভাবে হাঁটছে। রুক্ষ ঘাসের ডাঁটায় পায়ের গাঁট ছড়ে যাচ্ছে। জঙ্গলের অন্ধকার ঝোপ দেখলেই দার ভেতের চারদিকে একবার সতর্ক দৃষ্টি বুলিয়ে নিচ্ছে।

মৃদু হেসে বেদা বলল, 'অ্যাকিউমুলেটর আর তারটা সঙ্গে আনলে ভাল হত না কী?'

সকৌতুকে দার ভেতের জবাব দিল, 'বেদা, তোমার বিবেচনা নেই। যতটা ভেবেছি তার চাইতে অনেক কম!'

বেদা সহসা গম্ভীর হয়ে উঠল।

'তুমি যেভাবে আমায় রক্ষা করেছ, আমি তোমার কড়া শাসন টের পাচ্ছি, তাই খুব বেশী করে মনে হয়েছে...'

সে তার অভিযানের পরবর্তী কাজের পরিকল্পনা সম্পর্কে বলতে লাগল, কিম্বা শোনা যায় এমনভাবে এ নিয়ে ভাবতে শুরু করল। শুকনো মাঠে কবর খোঁড়ার কাজের প্রথম পর্যায় শেষ হয়েছে। তার কর্মীরা পুরনো কাজে ফিরে গেছে, কিম্বা নতুন কোন কাজ খুঁজছে। দার ভেতের **অন্য** কোন কাজ এখনও

বেছে নেয় নি। সে অনায়াসে ভালবাসার পাত্রীর সঙ্গী হতে পারে। প্রাপ্ত বিবরণী থেকে জানা গেছে যে ম্‌ভেন মাসের কাজ খুবই ভাল চলছে। কাজ খারাপ করলেও এত তাড়াতাড়ি পরিষদ দার ভেতেরকে আবার সেই দায়িত্ব দেবে না। মহাবৃত্ত যুগে কাউকে একই কাজে দীর্ঘকাল আটকে রাখা সমীচীন মনে করা হয় না। মানুষের শ্রেষ্ঠ সম্পদ—তার সৃষ্টিশীল উদ্যোগ তাতে হ্রাস পায়। শুধু দীর্ঘ বিরতির পরই কাউকে পুরনো কাজে ফিরে যেতে দেয়া হয়।

'মহাজগতের সঙ্গে ছ' বছর যোগাযোগ রাখার পর আমাদের কাজ তোমার কাছে তুচ্ছ ও একঘেয়ে মনে হচ্ছে না?' বেদা একদৃষ্টিতে তাকে লক্ষ্য করতে লাগল।

সে প্রতিবাদ করে, 'কাজটা মোটেই তুচ্ছ বা একঘেয়ে নয়। কিন্তু এ থেকে আমি আমার অভ্যস্ত উত্তেজনা পাই নি। আমি চাই কাজের চাপ, নইলে আমি সুবোধ ও শান্ত বনে যাব—মনে হবে যেন আমার আসমানী ঘুম পাচ্ছে।'

'আসমানী ঘুম...' বেদা দীর্ঘশ্বাস আটকাল। অন্ধকারে তার লাল হয়ে ওঠা গালদু'টি না দেখতে পেলেও এ থেকেই দার ভেতের অনেককিছু বুঝতে পারল।

নিজের কথা ঘুরিয়ে নিয়ে বেদা বলল, 'আরও দক্ষিণে আমার খননের কাজ চালিয়ে যেতে চাই। তবে স্বেচ্ছামূলক খননকারী না পাওয়া অবধি সেটা মুলতুবি থাকবে। সে সময়টা আমি সামুদ্রিক খননকার্যে যোগ দেব। সেখানে সাহায্যের জন্য আমার ডাক পড়েছে।'

তার কথার অর্থ দার ভেতেরের কাছে স্পষ্ট। আনন্দে তার স্পন্দন ত্বরিত হল। পর মুহূর্তেই হৃদয়ের নিভৃতে আবেগ গোপন করে সে বেদার সঙ্গে আলোচনায় যোগ দিল।

জিজ্ঞেস করল, 'সিসিলির দক্ষিণে জলতলের শহর খননের

কথা বলছ? আটলাণ্টিস প্রাসাদে সেখানকার কতকগুলো অপরূপ সংগ্রহ আমি দেখেছি।'

'না, ওখানে নয়। পূর্ব ভূমধ্যসাগর, লোহিত সাগর ও ভারতবর্ষের উপকূলে আমরা কাজ চালাচ্ছি। আমাদের অনুসন্ধানের লক্ষ্য ক্রীটো-ভারতীয় যুগ থেকে অন্ধকার মধ্যযুগ অবধি সঞ্চিত সাংস্কৃতিক সম্পদগুলি সংগ্রহ করা।'

'তুমি নিশ্চয়ই লুকোনো কিম্বা সমুদ্রে ছুঁড়ে ফেলে দেয়া জিনিসগুলির কথাই বলছ? নতুন শক্তির প্রাবল্যে, সদ্য গড়ে-ওঠা বর্বর, অজ্ঞান ও অর্বাচীন শক্তির দাপটে সভ্যতার দ্বীপগুলি যে ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল তা আমি বুঝি।' ধূসর প্রান্তরের দিকে তীক্ষ্ন দৃষ্টি রেখে চিন্তিত দার ভেতের বলল। 'প্রাচীন সভ্যতার মহাধ্বংসের কথাও আমি বুঝি। তখনকার প্রাচীন রাষ্ট্রগুলি প্রকৃতির সঙ্গে দৃঢ় সূত্রে বাঁধা থাকায় তারা পৃথিবীর পরিবর্তনের সঙ্গে তাল রাখতে পারে নি। দাসপ্রথা যুগের উদগ্র বিভীষিকা আর সমাজের পরজীবী উচ্চ স্তরের সঙ্গে এ'টে ওঠা তাদের পক্ষে সম্ভব হয় নি।'

'হ্যাঁ, যে আদিম বস্তুবাদ মানুষকে কানাগলিতে আটকে রেখেছিল তার বদলে তারা মধ্যযুগীয় ধর্মান্ধতায় আশ্রয় খুঁজল,' কথাটি যোগ করে বেদা জিজ্ঞেস করল, 'কিন্তু কী তুমি বুঝতে পারছ না?'

'এই ক্রীটো-ভারতীয় সভ্যতার ব্যাপারটা আমি ঠিক জানি না।'

'সাম্প্রতিক কালের গবেষণাগুলির কথা তুমি জান না। সে সভ্যতার নিদর্শন এখন পাওয়া গেছে। সেসব ছড়িয়ে রয়েছে আফ্রিকা থেকে ক্রীট, মধ্য এশিয়ার দক্ষিণ অঞ্চল, উত্তর ভারতের ভিতর দিয়ে পশ্চিম চীন অবধি।'

'অবশ্য সন্দেহ নেই যে কার্থেজ, গ্রীস ও রোমের মতোই প্রাচীন কালে শিল্পসম্পদের গুপ্ত ধনভাণ্ডার ছিল।'

'আমার সঙ্গে গেলে দেখতে পাবে,' মৃদুস্বরে বেদা বলল। দু'জনে পাশাপাশি নীরবে হাঁটছে। একটা লম্বা ঢালুর ওপর দিয়ে তারা সাবলীলভাবে শৈলশিরায় উঠল। হঠাৎ থেমে গিয়ে দার ভেতের বলল:

'আমন্ত্রণের জন্য ধন্যবাদ। আমি যাব।'

কিছুটা অবিশ্বাসের ভঙ্গিতে বেদা তার দিকে তাকাল। উত্তরাঞ্চলীয় রাতের আধো-আলোয় সঙ্গীর চোখ সে স্পষ্ট দেখতে পেল না।

শৈলশিরা পার হবার পর খুব কাছে আলো দেখা গেল। সমবর্তিত ঢাকনা দেয়া বাতিগুলি থেকে আলো বিচ্ছুরিত হতে না পারায় সেগুলো অনেক দূরে রয়েছে বলে মনে হচ্ছিল। এই ঘনীভূত আলো নৈশ কর্মস্থলের নিশানা।

তারা এগিয়ে যেতে যেতে চাপা গুঞ্জন ক্রমশ বেড়ে ওঠায় তার প্রমাণ মিলল। মাথার ওপরের নীল বাতিগুলির আলোয় জাফরি-কাটা কাঠামোগুলিকে রুপোর মতো উজ্জ্বল দেখাচ্ছে। রক্ষী রবোটগুলির কাজ শুরু হবার সঙ্গে সঙ্গে হুঁশিয়ারী সাইরেনের শব্দে তারা দাঁড়িয়ে পড়ল।

'সামনে বিপদ! বাঁ দিক দিয়ে যান। পোস্টারের সারিগুলির দিকে যাবেন না।' একটা অদৃশ্য মাইকের আদেশ এল।

আদেশমতো তারা সুবহ শাদা বাড়িগুলির দিকে চলল।

রবোট তাদের আরও সাবধান করে বলল, 'মাঠের দিকে দেখুন না!'

সঙ্গে সঙ্গে দু'টো বাড়ির দরজা খুলে গেল। অন্ধকার রাস্তার ওপর দু' ঝলক আলো এসে পড়ল। নারী ও পুরুষের একটি দল তাদের আন্তরিক অভ্যর্থনা জানাল। পরিবহণ ছাড়া এবং বিশেষভাবে এতো রাত্রে এসে পৌঁছানোর জন্য সবাই অবাক হল।

গ্যাস ও বিদ্যুৎ সম্পৃক্ত সুগন্ধি জলের ধারা এবং চামড়ার ওপর মৃদু বিজলী আধানের সুড়সুড়ির ব্যবস্থা সহ আলমারির মতো এখানকার স্নানঘরটি খুবই আরামপ্রদ ছিল।

সতেজ হয়ে উঠার পর আগন্তুকরা খাবার টেবিলে মিলিত হল।

'প্রিয় ভেতের, আমাদের কয়েকজন সহকর্মীকেও এখানে দেখলাম!' বেদা চেঁচিয়ে বলে উঠল। সোনালী পানীয় ঢালার সময় সদ্যস্নাতা বেদাকে খুবই তরুণী দেখাচ্ছিল।

পানপাত্রের দিকে হাত বাড়িয়ে দার ভেতের বলে উঠল, 'এক্ষুনি সঞ্জীবনী সুধা!'

বেদা প্রতিবাদ করে বলল, 'হে বৃষযোদ্ধা, তুমি এই প্রান্তরে বুনো হয়ে উঠছ। আমি মজার খবর বলছি, আর তুমি খাবার কথা ভাবছ।'

কিছুটা ইতস্তত করে দার ভেতের বলল, 'এখানে কী খনন চলছে?'

'এই খনন প্রত্নতাত্ত্বিক নয়, প্রত্নজীবতাত্ত্বিক। তারা ২০ কোটি বছর আগের পার্মিয়ান যুগের শীলীভূত প্রাণী নিয়ে গবেষণা চালাচ্ছে। আমাদের সামান্য কয়েক হাজার বছর এই তুলনায় খুবই নগণ্য।'

'মাটি খুঁড়ে কিছু না তুলেই কি সেগুলি নিয়ে গবেষণা চলছে? কি করে তা সম্ভব?'

'হ্যাঁ, মাটির ওপর থেকেই গবেষণা চলছে। অবশ্য কিভাবে আমি জানি না।'

টেবিলে বসা একহারা চেহারার হলদে-মুখ একজন আলোচনায় যোগ দিল।

'আমাদের দল এখন অন্য দলের কাছ থেকে কাজটি বুঝে

নিচ্ছে। আমরা সবে প্রস্তুতিগুলি শেষ করেছি। এখন আমরা স্তরীয় ফটোগ্রাফির কাজ শুরু করব।'

'ঘন তেজাঘাত,' দার ভেতের বলল।

'খুব ক্লান্ত না থাকলে প্রক্রিয়াটা আপনাদের দেখতে বলি। আগামী কাল সমস্ত যন্ত্রপাতি অন্যত্র সরিয়ে নেওয়া হবে। তখন সেটা তেমন আকর্ষণীয় থাকবে না।'

বেদা ও দার ভেতের তখনই রাজি হল। তারা টেবিল থেকে উঠে পাশের একটা বাড়িতে গেল। ঘড়িমুখো সূচক লাগানো নিরাপত্তামূলক পোশাকগুলো ওখানেই কুলুঙ্গীতে ঝুলছিল।

'জোরালো ইলেক্‌ট্রন টিউবগুলোর আয়নক্রিয়া প্রচন্ড।' সুডৌল স্কন্ধের এক দীর্ঘাঙ্গী মহিলা বেদাকে একটা খাপী পোশাক ও স্বচ্ছ হেলমেট পরাতে পরাতে যেন তার কারণ ব্যাখ্যা করল। বেদার পিঠে ব্যাটারীর একটা কৌটো আটকে দেয়া হল।

সমবর্তিত আলোয় প্রান্তরভূমির প্রত্যেকটি পাহাড় অস্বাভাবিক স্পষ্ট দেখাচ্ছে। সরু রেলিংয়ে ঘেরা চৌকো জায়গা থেকে একটা চাপা গোঙানির আওয়াজ উঠছে। মাটিটা দুলে উঠে চৌচির হয়ে গেল। একটা বিরাট গর্তের মাঝখানে সরু মুখের একটি রুপোলী সিলিন্ডার। এটির মসৃণ গায়ে মোড়ানো শিরা জড়ানো। ক্রমে যন্ত্রটার ধারাল প্রান্তে ঘূর্ণায়মান নীল ধাতুর জটিল বিজলী জাঁতাটি দেখা গেল। সিলিন্ডারটি গর্তের ধারে গড়িয়ে পড়ল। উল্টে যাবার সঙ্গে সঙ্গে পেছনের ক্ষুরগুলি দেখা গেল। গর্তটার কয়েক মিটার দূরে সিলিন্ডারের চকচকে মুখটা লম্বভাবে আবার মাটিতে ঢুকে গেল।

দার ভেতের লক্ষ্য করল সিলিন্ডারটি তার পেছনে আটকানো দু'টো তার টেনে নিচ্ছে। এর একটি অন্তরিত, অপরটি উজ্জ্বল কোন ধাতুর তৈরী। বেদা তার জামার হাতায় টান দিয়ে

ম্যাগনেসিয়াম বেড়ার ওপারে তার দৃষ্টি আকর্ষণ করল। আগের মতোই আরেকটা সিলিন্ডার বেরিয়ে এসে, একই ধরনে বাঁ দিকের মাটির ওপর গড়িয়ে পড়ে জলে ডুব দেবার মতো অদৃশ্য হয়ে গেল।

হলুদ মুখের লোকটি আগন্তুকদের তাড়াতাড়ি এগিয়ে যেতে ইঙ্গিত দিল।

সামনের দলে পৌঁছার জন্য দ্রুত হাঁটতে হাঁটতে বেদা ফিসফিস করে বলল, 'লোকটিকে আমার এখন মনে পড়েছে। সে লিয়াও লাঙ। এই প্রত্নজীববিদই পুরাজীবীয় আমলের এশীয় মহাদেশের বসতিগুলির রহস্য আবিষ্কারক।'

ঈষৎ টানা চোখের প্রশান্ত দৃষ্টির কথা মনে করে দার ভেতের বলল, 'তিনি কি চীন জাতি উদ্ভূত? লজ্জিত হলেও বলছি তাঁর আবিষ্কার সম্পর্কে আমার কোন ধারণা নেই।'

বেদা মন্তব্য করল, 'দেখছি আমাদের পার্থিব প্রত্নজীববিদ্যা সম্পর্কে তুমি বিশেষ কিছু জান না। বোধ হয় মহাবিশ্বের অন্যান্য জগতের এসব তথ্যাদিই বেশী জান।'

দার ভেতেরের মনশ্চক্ষে ভেসে উঠল জীবিতের অসংখ্য রূপ, বিভিন্ন গ্রহে শিলাবন্দী লক্ষ লক্ষ অদ্ভুত কঙ্কাল, সকল জীবাধ্যুষিত গ্রহের বিভিন্ন স্তরে লুকানো অতীতের কত স্মৃতিচিহ্ন। প্রকৃতি নিজেই এই স্মৃতি ধারণ করেছিল যতদিন না যুক্তির উদ্ভব ঘটেছে, এমন সত্তা জন্মেছে যে শুধু স্মৃতিধরই নয়, বিস্মৃত ঘটনা পুনরুদ্ধারেও সক্ষম।

জাফরি-কাটা আধা-খিলানের প্রান্তে যুক্ত একটা ছোট মঞ্চের কাছে তারা গেল। মেঝের মাঝখানে একটা বেশ বড় অনালোকিত পর্দা। চারপাশের নীচু আসনগুলিতে দর্শকরা বসে অপেক্ষা করতে লাগল।

'সিলিন্ডারগুলি শিগগিরই শেষ হয়ে যাবে।' লিয়াও লাঙ

বলল। 'আপনারা নিশ্চয় অনুমান করতে পারছেন যে ওগুলি পাথরের মধ্য দিয়ে খোলা তার টেনে নিয়ে একটা ধাতব জাল বুনে চলেছে। লুপ্ত প্রাণীর কঙ্কালগুলি ওপরকার মাটি থেকে চৌদ্দ মিটার গভীরে ভঙ্গুর বালুশিলার মধ্যে আটকে আছে। সতের মিটার নীচের সবটুকু জায়গা ধাতব জালে ঢেকে গেছে। জালটি শক্তিশালী আবেশকের সঙ্গে যুক্ত। এভাবে এক প্রতিফলন-ক্ষেত্র সৃষ্টি করা হয়েছে। সেখান থেকে এক্স-রের মাধ্যমে শিলীভূত কঙ্কালের হাড়গুলির ছবি পর্দায় আসছে।'

বিরাট স্তম্ভমূলের ওপর দু'টি ধাতব গ্লোব এগিয়ে গেল। সার্চলাইট জ্বলে উঠল। সাইরেনের বিকট আওয়াজ প্রত্যেককে সতর্ক করে দিল। দশ লক্ষ ভোল্টের সমপ্রবাহী বিদ্যুতের টানে বাতাস ওজোনের তাজা গন্ধে ভরে উঠল এবং টার্মিনাল ও ইনসুলেটরগুলি অন্ধকারে নীলাভ আলো ছড়াল।

লিয়াও লাঙ আলগোছে কণ্ট্রোল প্যানেলের সুইচ আর বোতামগুলো টিপল। বিরাট পর্দাটা ক্রমেই উজ্জ্বল হয়ে উঠছিল। পর্দায় ছড়ানো আবছা কিছু রূপরেখা দেখা গেল। ক্রমে সমস্ত আন্দোলন বন্ধ হয়ে এল। একটা বিরাট ছোপের আবছা রেখাগুলি সুস্পষ্ট হয়ে পর্দাটা ভরে দিল।

কণ্ট্রোল প্যানেলে কয়েকবার নিপুণ হাত বুলোবার পর দর্শকদের সামনে অস্পষ্ট আলোকে এক অজ্ঞাত প্রাণীর কঙ্কালের ছবি ফুটে উঠল। শরীরের নীচে লম্বা নখরওয়ালা ওর বিরাট থাবাগুলি নোয়ান, লম্বা লেজটা গোল করে মোড়ানো। কঙ্কালটার উল্লেখ্য বৈশিষ্ট্য হল তার বিরাট হাড় এবং এগুলির বাঁকানো ধার আর পুরু দাঁড়া, যেখানে ওর বিরাট পেশীগুলি আটকে থাকত। খুলির দৃঢ়বদ্ধ চোয়ালের সামনের দাঁতে যেন ভেঙচি আটকে রয়েছে। ওপর থেকে দেখার

জন্য ওটাকে অমসৃণ, ভাঙ্গাচুরা হাড়ের একটা ফলক মনে হচ্ছিল। লিয়াও লাঙ ফোকাসের গভীরতা ও প্রবর্ধনের মাত্রা বদল করায় সরীসৃপটির পর্দা-জোড়া মাথাটা স্পষ্ট হয়ে উঠল। প্রাণীটি বিশ কোটি বছর আগে এখানেই বহমান এক নদীর তীরে বাস করত।

খুলির ওপরটায় অস্বাভাবিক ধরনের, কমপক্ষে ২০ সেণ্টিমিটার পুরু হাড়ের পাত রয়েছে। অক্ষিকোটরের ওপর অস্থিশিরা এবং খুলির উত্তল হাড়গুলি ও অন্যত্র আঙ্গিক প্রবর্ধন সহজলক্ষ্য।

এই আদিম প্রাণীটার অদ্ভুত বিরাট কঙ্কাল থেকে দার ভেতের চোখ ফিরাতে পারছে না। সমাধানহীন অসঙ্গতির মধ্যে প্রাণীটি বন্দী অবস্থায় বেঁচে ছিল। পেশীর শক্তিবৃদ্ধির ফলে হাড়গুলি পুরু হয়ে ওঠে, সেগুলির যথেষ্ট চাপও সহ্য করতে হয়, আবার ভারী হাড়ের দরুন পেশীগুলিরও শক্তিবৃদ্ধির প্রয়োজন দেখা দেয়। এই প্রত্যক্ষ পারস্পরিক নির্ভরতার দরুন প্রাচীন জীবদেহের ক্রমবিকাশে অচল অবস্থা সৃষ্টি হয়। পরে শারীরবৃত্তীয় মিউটেশন পুরনো অসঙ্গতিগুলির মীমাংসা করে এবং ক্রমবিকাশের একটি নতুন পর্যায়ের সূচনা ঘটে। বিপুল কর্মক্ষম সুদেহী ও নিখুঁত গতির মানুষের পূর্বপুরুষদের মধ্যে একদা এই ধরনের প্রাণীও যে ছিল, তা আজ অবিশ্বাস্য মনে হয়।

দার ভেতের পার্মিয়ান সরীসৃপটির ভ্রু-প্রবর্ধনের দিকে তাকাল। প্রাণীটির নির্বোধ হিংস্ররূপ তাতে প্রকট। সে কোমল ও নম্র বেদার বুদ্ধিদীপ্ত প্রাণবন্ত মুখের, উজ্জ্বল চোখের সঙ্গে তার তুলনা করল। জীবিতের সংগঠনে কী প্রচণ্ড পার্থক্য! হেলমেটের ভেতর দিয়ে বেদার মুখ দেখার জন্য সে অনিচ্ছায় অপাঙ্গে তাকাল। তারপর চোখ ফেরাতেই সে পর্দায় অন্য এক

ছবি দেখল: প্রাচীন উভচর স্যালামাণ্ডার সরীসৃপের বিরাট চ্যাপটা অধিবৃত্তাকার এক মাথা। পার্মিয়ান জলাভূমির গরম, কালো জলে পড়ে থেকে আওতার মধ্যে খাদ্য না আসা পর্যন্ত অপেক্ষার নিয়তি প্রাণীটিকে বহন করতে হত। তারপর দ্রুত লাফ, চোয়ালের কামড়... শেষে আবার সেই অনন্ত ধৈর্য ও নিরর্থক প্রতীক্ষা। জীবনের এই সীমাহীন দীর্ঘ নির্মম ক্রমবিকাশের ছবি দেখতে দেখতে দার ভেতের বিরক্ত ও বিষণ্ণ বোধ করল। সে সোজা হয়ে দাঁড়াল। লিয়াও লাঙ পরিস্থিতি বুঝে তাদের বিশ্রাম নিতে বলল। অতৃপ্ত বেদার পক্ষে দৃশ্যগুলি ফেলে আসা সহজ ছিল না।

ফিরে এসে বেদা মহিলা নিবাসের একটা ডিভানে শুয়ে আরাম করতে লাগল। কিন্তু স্মৃতিমন্থনরত দার ভেতের বারান্দায় পায়চারি করতে লাগল।

উত্তরাঞ্চলের প্রভাতী শিশিরে ঘাসের ধুলো ধুয়ে গেল। সদাপ্রশান্ত লিয়াও লাঙ রাতের কাজ সেরে ফিরে এল। সে অ্যাকিউমুলেটর চালিত ছোট গাড়ি 'এল্‌ফ' দিয়ে অতিথিদের নিকটের বিমানবন্দরে পাঠাবার প্রস্তাব করল। ব্রেম-ইউগান নদীর তীরে একশ' কিলোমিটার দক্ষিণ-পূর্বে জাম্পিং জেট-বিমান চলাচলের একটা ঘাঁটি আছে। বেদা তার নিজের অভিযাত্রীদলের সঙ্গে যোগাযোগ করতে চাইল। কিন্তু সেখানে এত শক্তিশালী বেতারযন্ত্র ছিল না। আমাদের পূর্বপুরুষেরা তেজস্ক্রিয়তার ক্ষতিকর প্রভাব আবিষ্কার করার পর বেতার ব্যবহার সম্পর্কে কড়াকড়ি নিয়ন্ত্রণ চালু হয়। অতঃপর বেতার যোগাযোগের জন্য জটিল যন্ত্রপাতি উদ্ভাবিত হয়েছে এবং স্টেশনগুলির সংখ্যাও কমানো হয়েছে। নিকটবর্তী পশুপালকদের প্রহরা-মিনারের সঙ্গে যোগাযোগের সিদ্ধান্ত করা হল। এগুলির বেতার থেকে জেলাকেন্দ্রের সঙ্গেও সরাসরি যোগাযোগ করা যায়। 'এল্‌ফ'

গাড়িটি ফেরত আনার জন্য একজন ছাত্রী অতিথিদের সঙ্গী হল। পথে প্রহরা-মিনারে থেমে টেলিভিজফোনে কথা বলার সুযোগ পাবে জেনে দার ভেতের ও বেদা খুশি হল। তীব্র হাওয়ার দাপটে তাদের গায়ের জমে-ওঠা ধুলোর আস্তরগুলি উড়ে গেল, গাড়ি-চালিকার ছাঁটা চুল অবিন্যস্ত হল। সরু গাড়িটায় তিন জনের জায়গা থাকলেও দার ভেতেরের বিপুল শরীরের জন্য দুই মহিলাকে খুবই চেপে বসতে হল। দূরে নীল আকাশে প্রহরা-মিনারের ছায়াপরিলেখ দেখা গেল। একটু পরেই মিনারের তলায় 'এল্‌ফ' থামল। কাঠামোর পায়ার মধ্যে প্লাস্টিকের ছাতের তলার গ্যারেজে আরেকটা 'এল্‌ফ' গাড়ি। ছোট্ট একটা লিফ্‌টে তারা একে একে মিনারের চূড়ায় উঠল। সেখানে প্রায় উদোম এক যুবকের সঙ্গে তাদের দেখা হল। আত্মবিশ্বাসী গাড়ি-চালিকাটি হঠাৎ কেমন অপ্রস্তুত হয়ে পড়ল। তাদের প্রতি মেয়েটির এতখানি সহানুভূতিশীল হওয়ার বিশেষ কারণ যেন বেদা বুঝতে পারল।

স্ফটিকের দেয়াল ঘেরা গোল কামরাটি বেশ দুলছিল। মিনারের ধাতব কাঠামো বেহালার টান-করা তারের মতো একঘেয়ে সুরে আওয়াজ করছে। কামরাটির মেঝে ও ছাদ কালো রঙের। জানলার নীচে বাঁকা সরু টেবিলগুলির ওপর বাইনোকুলার, কম্‌পিউটার ও নোট-বই ইত্যাদি রাখা। নব্বই মিটার উঁচু মিনার থেকে পরের মিনার পর্যন্ত যতদূর চোখ যায় শুধু চারণভূমির প্রান্তর। সেখান থেকে সর্বক্ষণ পশুপালের দিকে নজর রাখা হত ও জাবনার হিসেব রাখা হত। দুধ-দোয়ানোর জায়গাগুলো গোলক ধাঁধার মতো সবুজ প্রান্তরের মধ্যে এককেন্দ্রীয় চক্রাকারে ছড়ানো। দুধেল গাইগুলিকে দিনে দু'বার করে সেখানে আনা হয়। আফ্রিকার কৃষ্ণসার হরিণের দুধের মতো এই দুধও ছিঁড়ে যায় না। দুধ পাত্রের মধ্যে ঢেলে

সঙ্গে সঙ্গে জমিয়ে ফেলে মাটির নিচের রেফ্রিজারেটরে দীর্ঘকাল রেখে দেয়াই নিয়ম। মিনারে রাখা 'এল্‌ফ' গাড়িতে চড়ে পশুপালকে এক তৃণভূমি থেকে অন্য তৃণভূমিতে চরানো হয়। রাখালরা বেশীর ভাগই যুবক। তাদের লেখাপড়া এখনও শেষ হয় নি। এখানে তারা পড়াশুনার যথেষ্ট সময় পায়। যুবকটি বেদা ও দার ভেতেরকে একটা ঘোরান সিঁড়ি দিয়ে নীচে একটি ঘরে নিয়ে এল। মঞ্চের কয়েক মিটার নীচে মিনারের খুঁটির মাঝখানে আটকানো এই কামরাগুলি শব্দরোধী দেয়ালে ঘেরা। এগুলি নিঃশব্দ কিন্তু টলমলে। আগন্তুকরা বুঝতে পারল তারা খুবই উঁচুতে এবং সামান্য অসতর্কতায় মারাত্মক বিপদ ঘটা সম্ভব।

বেতারযন্ত্রে অপর একজন যুবক কাজ করছিল। টেলিভিজফোনের পর্দায় নতুন ঢঙে চুল বাঁধা ও উজ্জ্বল পোশাক পরিহিতা মেয়ে। বোঝা গেল যে, যুবকটি স্টেশনের সঙ্গে কথা বলছিল। প্রান্তরে মেয়েকর্মীরা খাটো ওভারঅল-স্যুট পরে। পর্দায় দেখা মেয়েটি তাদের আঞ্চলিক স্টেশনের সঙ্গে যোগাযোগ করিয়ে দিল। সহসা বেদার প্রধান সহকারী মিইকো এইগোরোর বিমর্ষ মুখ ও ছোট্ট শরীরটা পর্দায় ফুটে উঠল। লিয়াও লাঙের মতোই তার টানা কালো চোখে কেমন একটা বিস্ময়ের আনন্দ। আকস্মিকতায় তার ছোট্ট ঠোঁট দুটো একটু ফাঁক হয়ে গেল। কিন্তু মুহূর্তেই তার মুখ থেকে আবেগের বাষ্পটুকু উবে গেল, বেদা কণ্ড আর দার ভেতেরের সামনে তার মুখে নিষ্ঠা আর একাগ্রতা ফুটে উঠল। দার ভেতের আবার ওপরের তলায় গেল। সেখানে প্রত্নজীববিদ্যার ছাত্রীটি প্রথম যুবকটির সঙ্গে গল্পে মশগুল। গোল কক্ষটির বারান্দায় গিয়ে ভেতের দাঁড়াল। দুপুরের তাপে ভোরের ভেজা ভাবটা কেটে গেছে। চার পাশের তাজা রঙে মালিন্যের ছোঁয়া লেগেছে। বন্ধুর

জমিনটাকে যেন সমতল দেখাচ্ছে। জ্বলন্ত নির্মল আকাশের নীচে দূরবিস্তৃত প্রান্তরভূমি। উত্তরাঞ্চলের প্রতি তার পূর্বপুরুষের অস্পষ্ট টানের কথাটা ভেতেরের আবার মনে পড়ল। নড়বড়ে মঞ্চটার রেলিংয়ে ভর দিয়ে সে অনুভব করল কিভাবে সুদূর অতীতের স্বপ্ন আজ সফল হয়ে উঠছে। সেসব দিনের তুলনায় এই অনুভূতি আজ কত জোরালো। মানুষের বিজয়ী হাত রূঢ় প্রকৃতিকে আরও অনেক দূরে, উত্তরে হটিয়ে দিয়েছে। অতীতের মেঘাচ্ছন্ন আকাশের নীচে শীতার্ত এই বিশাল প্রান্তরে এখন দক্ষিণাঞ্চলের সঞ্জীবনী উষ্ণতার ঢল।

বেদা কণ্ড গোল ঘরে পোঁছে জানাল যে বেতার-চালক তাদের আরও এগিয়ে দিতে রাজী হয়েছে। খাটো চুলের মেয়েটি অপলক দৃষ্টিতে ঐতিহাসিককে ধন্যবাদ জানাল। স্বচ্ছ দেয়ালের মধ্য দিয়ে চিন্তিত দার ভেতেরের পিছনটা দেখা যাচ্ছিল।

'বোধ হয় আমার কথাই ভাবছ?'

'না, বেদা। প্রাচীন ভারতীয় দর্শনের একটা সূত্রের কথাই মনে পড়ছিল। পৃথিবীটা মানুষের জন্য সৃষ্ট হয় নি, মানুষ তখনই মহান হয়ে ওঠে যখন সে অপর এক জীবনের, প্রাকৃতিক জীবনের মর্মার্থ ও সৌন্দর্য উপলব্ধি করতে পারে...'

'কথাটার ভাবার্থ আমার কাছে অসম্পূর্ণ মনে হচ্ছে। আমি বুঝতে পারছি না।'

'বোধ হয় কথাটা শেষ করি নি। আমার যোগ করা উচিত ছিল, মানুষই কেবল জীবনের সৌন্দর্যের রূপের সঙ্গে জীবনের নিগূঢ় এবং দুঃসহ দিকটাও উপলব্ধি করতে পারে। কেবল মানুষেরই আছে স্বপ্ন দেখার ক্ষমতা, জীবনকে সুন্দরতর করার শক্তি!'

'এখন বুঝতে পারলাম,' মৃদুস্বরে বেদা জবাব দিল। তারপর বেশ কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, 'তুমি বদলে গেছ, ভেতের।'

'সত্যিই। তোমার ওইসব কবরস্তূপে পাথর আর পচা কাঠের

গর্ড়ির মধ্যে চার মাস কোদাল চালালে যেকোন লোকই বদলাবে। চাও বা না চাও, জীবনকে সরলভাবে না দেখে উপায় থাকে না, তার ছোটখাট আনন্দই প্রিয়তর হয়ে ওঠে।'

'এ নিয়ে ঠাট্টা করো না, ভেতের। আমি গুরুতর কথাই বলছি,' বেদা ভ্রূ কুঁচকে বলল। 'তোমাকে যখন প্রথম দেখি তখন তুমি পৃথিবীর সমস্ত বিদ্যুৎশক্তির কর্তা ছিলে। তুমি কথা বলতে অন্য জগতকে লক্ষ্য করে। তখন মানমন্দিরের মধ্যে তুমি হয়তো বা অতিপ্রাকৃত কিছু হয়ে উঠেছিলে যাকে প্রাচীনরা বলত দেবতা! আর এখন আমাদের সামান্য কাজে, যেখানে তুমি অন্যদের মতোই সমান, সেখানে তুমি...' এই বলে বেদা থেমে গেল।

'কী হয়েছে আমার?' সে জানতে চাইল, তার কৌতূহল বেড়ে গেল। 'আমি আমার গৌরব হারিয়েছি কী? এবং 'নভোপদার্থবিদ্যা ইনস্টিটিউট'-এ যোগ দেয়ার আগে তোমার সঙ্গে দেখা হলে তুমি কী বলতে যখন মণ্ডলাকৃতি পথের ইঞ্জিন-চালক ছিলাম? সে তো আরও সাধারণ কাজ। উষ্ণাঞ্চলের ফল সংগ্রাহক মেশিনে যখন মেকানিক ছিলাম?'

বেদা জোরে হেসে উঠল।

'অল্প বয়সের একটা গোপনকথা তোমায় বলছি। তৃতীয় বৃত্তের স্কুলে পড়ার সময় মণ্ডলাকৃতি পথের এক ইঞ্জিন-চালকের প্রেমে পড়ি। তখন তার চেয়ে বড় আর কাউকেই মনে হত না... ওই তো বেতার-চালক আসছে। ভেতের, চল।'

বেদা কণ্ড ও দার ভেতের জাম্পিং জেট-বিমানে উঠার আগে পাইলট আরেকবার জিজ্ঞেস করে নিল যে মেশিনের প্রবল ত্বরণের ধকল যাত্রীদের সইবে কী না। সে কড়া নিয়ম মেনে চলে। তাদের নিরাপত্তা সম্বন্ধে নিশ্চিত হয়ে সে প্রকাণ্ড বৃষ্টিকণাকৃতি বিমানের স্বচ্ছ মুখের নীচু আসনে ওদের বসিয়ে দিল। বেদা

অস্বস্তি বোধ করল। আসনগুলো খুবই ঢালু, কারণ বিমানের মুখটি মাটি থেকে অনেকখানি উঁচু হয়ে আছে। সাঙ্কেতিক ঘণ্টা বাজল। শক্তিশালী ক্যাটাপুল্‌টের ধাক্কায় বিমানটি সোজা আকাশে উঠল। আটালো দ্রবে ডুবে যাবার মতো বেদা চেয়ারটায় তলিয়ে গেল। দার ভেতের কোন রকমে মাথাটা ঘুরিয়ে হেসে বেদাকে উৎসাহ দিল। পাইলট ইঞ্জিনের সুইচ টিপল। একটা গর্জন উঠল। শরীরের ওপর তারা প্রবল চাপ অনুভব করতে লাগল। তেইশ হাজার মিটার ঊর্ধ্বে একটা বাঁক নিয়ে বিডিম্বাকার বিমানটি এগিয়ে চলল। কয়েক মিনিটের মধ্যেই তারা আলতাই প্রান্তরের গন্তব্যে বিমান থেকে নামল। তাদের হাঁটু তখন কাঁপছিল। পাইলট হাত নেড়ে তাদের বিমান থেকে দূরে যেতে ইশারা করল।

দার ভেতের বুঝল, এখানে মাটির ওপরই ইঞ্জিন চালু হবে। মেশিনটাকে ওপর দিকে ধাক্কা দেবার মতো ক্যাটাপুল্‌ট এখানে নেই। বেদাকে টেনে সে জোরে ছুটতে লাগল। মিইকো এইগোরো তাদের দিকে ছুটে এল। দুই নারী নিবিড় আলিঙ্গনে বাঁধা পড়ল, যেন দীর্ঘ বিচ্ছেদের পর তাদের দেখা হয়েছে।

পঞ্চম অধ্যায়

সমুদ্রতলে অশ্ব

উষ্ণ, স্বচ্ছ সমুদ্রের শান্ত, অপূর্ব উজ্জ্বল সবুজ-নীল জলরাশি নিস্তরঙ্গ। দার ভেতের আকণ্ঠ জলে তলিয়ে গেল, ঢালু সমুদ্রতলে দাঁড়ানোর জন্য হাতদু'টো দিল ছড়িয়ে। অস্পষ্ট ঢেউগুলির ওপর দিয়ে উজ্জ্বল অসীমে তাকিয়ে তার মনে হল সে সমুদ্রে মিলিয়ে যাচ্ছে, অন্তহীন আদ্যশক্তির অংশ হয়ে উঠছে। তার দীর্ঘ অবদমিত বেদনাকে সে সমুদ্রে বয়ে এনেছে। এটি মহাজগতের অপরূপ মহিমা থেকে বিদায়ের, জ্ঞান ও চিন্তার অসীম জলধি থেকে অব্যাহতির, বহির্জাগতিক স্টেশনগুলির অধ্যক্ষ হিসেবে দিনের প্রাত্যহিক গভীর মনোনিবেশ থেকে অবসরের বেদনা। তার অস্তিত্ব এখন রূপান্তরিত। বেদা কঙের প্রতি তার বর্ধমান ভালবাসা অনভ্যস্ত শ্রমের এই দিনগুলি থেকে, অত্যুর্বর মস্তিষ্কলব্ধ চিন্তার বেদনাকর স্বাধীনতা থেকে তাকে মুক্তি দিয়েছে। ছাত্রসুলভ উৎসাহে সে এই প্রত্নতাত্ত্বিক অনুসন্ধানে নিবিষ্ট। তার চিন্তাজগতে প্রতিফলিত কালপ্রবাহ তাকে জীবনের এই পরিবর্তন সয়ে নিতে সাহায্য দিয়েছে। মানবপ্রচেষ্টায় পরিবর্তিত অঞ্চলবিশেষে উড়ন্ত মঞ্চে ভ্রমণের ব্যবস্থার জন্য সে বেদা কঙের

কাছে কৃতজ্ঞ। সমুদ্রের ব্যাপ্তি ও পৃথিবীর বুকে মানুষের শ্রমের মহিমার সামনে নিজস্ব ক্ষতিকে তার খুবই নগণ্য মনে হল। মানুষের পক্ষে যা মেনে নেয়া সুকঠিন, যা অপূরণীয়, দার ভেতের তার সঙ্গেই আপোস করল।

শিশুর মতো মিহি কণ্ঠে কে যেন ডাকল। মিইকোকে চিনতে পেরে সে হাত নাড়ল, পিঠসাঁতারে ওর জন্য অপেক্ষা করতে লাগল। মেয়েটি সমুদ্রে ঝাঁপিয়ে পড়ল, তার শক্ত কালো চুল থেকে জলের বড় বড় ফোঁটা ঝরছে। জলের পাতলা আস্তরের নীচে তার পীতাভ দেহে সবুজের আভা। সূর্যের দিকে মুখ করে পাশাপাশি সাঁতরে তারা উপকূল থেকে প্রায় এক কিলোমিটার দূরে এক বিচ্ছিন্ন মরুদ্বীপের দিকে চলল। মহাবৃত্ত যুগে সব শিশুরাই সমুদ্রতীরে মানুষ হয়েছে। তারা সবাই খুব ভাল সাঁতারু। তদুপরি দার ভেতেরের ছিল স্বকীয় দক্ষতা। মিইকো শেষে শ্রান্ত হয়ে পড়ে, সেজন্য প্রথম প্রথম সে আস্তে সাঁতরাচ্ছিল। কিন্তু মেয়েটি সহজে, অবলীলাক্রমে তার পাশাপাশি চলল। তার দক্ষতায় বিস্মিত ভেতের গতি বাড়াল। সমস্ত শক্তি দিয়ে সাঁতরেও সে মেয়েটিকে পেছনে ফেলতে পারল না। ওর সুন্দর অবিচল মুখখানা আগের মতোই প্রশান্ত। একটু পরেই সমুদ্রের দিকটা থেকে দ্বীপে ভেঙ্গে পড়া ঢেউয়ের চাপা শব্দ শুনল। দার ভেতের উল্টে পিঠসাঁতার শুরু করল। মেয়েটি পাশ কাটিয়ে এগিয়ে গিয়ে একটা বৃত্ত বরাবর তার পাশে ফিরে এল।

'মিইকো, আপনি অপূর্ব সাঁতারু!' সপ্রশংসভাবে সে বলল। ফুসফুস ভরে বাতাস নিয়ে সে তার নিশ্বাস-প্রশ্বাস পরীক্ষা করল।

'ডাইভিংয়ের মতো সাঁতারটা আমার তত ভাল নয়,' মেয়েটি জবাব দিল। দার ভেতের আবার অবাক হল।

মেয়েটি বলল, 'আমি জাপানী বংশের। বহুকাল আগে

আমাদের গোষ্ঠীর সব মেয়েরাই ডুবুরী ছিল। তারা ডুব দিয়ে মুক্তো, খাবার উপযোগী সামুদ্রিক আগাছা তুলত। পুরুষানুক্রমে পেশাটি চলে আসছিল। হাজার হাজার বছরে সেটা এক আশ্চর্য শিল্পকর্ম হয়ে ওঠে। একেবারে দৈবক্রমেই আমার মধ্যে তা ফুটে উঠেছে, যদিও এখন আর পৃথক কোন জাপানী জাতি, ভাষা বা দেশ নেই।'

'আমি কখনো ভাবতে পারি নি...'

'ভাবতে পারেন নি যে মেয়ে-ডুবুরীদের এক বংশধর ঐতিহাসিক হয়ে উঠবে? আমাদের গোষ্ঠীতে একটা রূপকথা ছিল। এককালে ইয়ানাগিহারা এইগোরো নামে এক জাপানী শিল্পী ছিলেন।'

'এইগোরো? আপনারও সে নাম না?'

'হ্যাঁ, একালে এটি বিরল। এখন শ্রুতিমধুর নামকরণই নিয়ম। অবশ্য সবাই নামের সঙ্গে পূর্বপুরুষদের ভাষা যোগ করার চেষ্টা করে। যদি ভুল না করে থাকি, তবে মনে হয় আপনার নামে রুশ ভাষার মূল রয়েছে।'

'শুধু মূল নয়, গোটা শব্দটাই। দার মানে 'দান', ভেতের অর্থাৎ 'বাতাস'।'

'আমার নামের অর্থ আমি জানি না। তবে এই নামে সত্যিই একজন শিল্পী ছিলেন। আমার এক পূর্বপুরুষ কোন ভাঁড়ারে তাঁর আঁকা একটি ছবি পান। সে এক বিরাট ক্যানভাস। আমার বাড়িতে সেটা দেখতে পাবেন, কোন ঐতিহাসিকের পক্ষে তা অবশ্যই আকর্ষণীয় হবে। কঠোর ও সাহসী এক জীবন, নিষ্ঠুর শাসনে বন্দী একটি জাতির সকল দারিদ্র্য, সবটুকু সারল্য এতে অতি নিখুঁতভাবে চিত্রিত হয়েছে... আমরা কি আরো সাঁতরাব?'

'একটু থামুন, মিইকো। সেই মেয়ে-ডুবুরীদের কী হল?'

'সেই শিল্পী এক ডুবুরীর সঙ্গে প্রেমে পড়লেন, সেই গোষ্ঠীর মধ্যেই বাকী জীবন কাটালেন। তাঁর মেয়েরাও ডুবুরী হল। সমুদ্রে তারা নিজ পেশায় সারা জীবন কাটাল। ওই দেখুন, কী অদ্ভুত দ্বীপটা, দেখতে অনেকটা গোলাকার ট্যাঙ্ক বা নীচু মিনারের মতো। ওই ধরনের মিনারে চিনি তৈরী করা হয়।'

'চিনি?' আচমকা দার ভেতের বলল। 'ছোটবেলায় এই মরু দ্বীপগুলি আমার খুব ভাল লাগত। সমুদ্র-ঘেরা নিঃসঙ্গ এসব দ্বীপ, এগুলির কালো পাহাড় বা গাছের ঝোপে বহু গুপ্ত রহস্যই না লুকোনো আছে। কল্পনার, স্বপ্নের সবই হয়তো এখানে পাওয়া যাবে।'

মিইকোর উচ্ছ্বল হাসির রোলে এর পুরস্কার মিলল। স্বল্পবাক, ঈষৎ বিষণ্ণ মেয়েটিকে এখন চেনাই দায়। সাহস ও সানন্দে সে ভেঙ্গে-পড়া ঢেউগুলির দিকে এগুতে লাগল। ভেতেরের কাছে সে এখনো রহস্যময়ী, বন্ধদুয়ার। স্বচ্ছন্দ বেদার সঙ্গে তার কতই না পার্থক্য! বেদার রয়েছে প্রকৃত দৃঢ়তার চেয়েও অপূর্ব এক বিশ্বাসপ্রবণতা।

সমুদ্রতীরের বড় বড় পাথরগুলির মাঝখানে যে গভীর সুড়ঙ্গ সৃষ্টি হয়েছে সেখানে সমুদ্রের তল পর্যন্ত সূর্যের আলো পৌঁছয়। সুড়ঙ্গগুলির তলা স্পঞ্জের কালো স্তূপ, দেয়াল সামুদ্রিক আগাছায় বোঝাই। এগুলি দ্বীপের পূর্ব দিকের অন্ধকার অতল অবধি ছড়ান। বেদার কাছ থেকে উপকূল-রেখার নিখুঁত নকশা না নেওয়ার জন্য দার ভেতেরের আফসোস হল। সামুদ্রিক অভিযানের ভেলাগুলি দ্বীপ থেকে কয়েক কিলোমিটার দূরে উপকূলের সরু ফালিতে নোঙর করা। ওগুলি সূর্যের আলোয় জ্বলছে। ওগুলোর উল্টো দিকের উপকূলটিতে চমৎকার স্নানের ঘাট। সদলবলে বেদা এখন ওখানে। মেশিনের অ্যাকিমুলেটরগুলি বদলানোর জন্যই আজ

তারা ছুটি পেয়েছে। নির্জন এসব দ্বীপসন্ধানের শিশুসুলভ আনন্দে ভেতের মেতে উঠেছে।

সাঁতারুদের মাথার ওপর এক ভয়ঙ্কর অ্যান্‌ডেসাইট পাহাড় ঝুলছে। সাম্প্রতিক ভূমিকম্পে উপকূলের অবক্ষয়িত অংশে নতুন ফাটল দেখা দিয়েছে, সমুদ্রের উন্মুক্ত দিকে একটা খাড়া উতরাই রয়েছে। দ্বীপটার পূর্ব তীরের কালো জলে মিইকো ও ভেতের অনেকক্ষণ সাঁতার কাটল। এক পাথুরে শৈলশিরা পেয়ে সেখানে ভেতের প্রথমে মিইকোকে তুলে দিল এবং পরে মিইকো তাকে টেনে তুলল।

চকিত সামুদ্রিক পাখিগুলি ছোটাছুটি শুরু করল। পাহাড়ে আছড়ে পড়া ঢেউয়ের শব্দিত আঘাতে অ্যান্‌ডেসাইট স্তূপ অবধি কেঁপে উঠল। পাথর আর কয়েকটা শক্ত ঝোপঝাড় ছাড়া এখানে আর কিছু নেই, নেই মানুষ বা পশুর কোন চিহ্ন।

সাঁতারুরা ছোট দ্বীপটার চূড়ায় উঠে নীচের তরঙ্গোচ্ছ্বাস লক্ষ্য করতে লাগল। তারপর তারা সমুদ্রের ধারে ফিরল। ফাটলের মধ্যেকার ঝোপ থেকে একটা তীব্র গন্ধ আসছে। একটা গরম পাথরের ওপর দার ভেতের গা এলিয়ে দিয়ে শৈলশিরার দক্ষিণের সমুদ্রে অলস দৃষ্টি ফেলল।

মিইকো তখনো শৈলশিরার কিনারে বসে অনেক নীচে একটা কিছু দেখার চেষ্টা করছে। জায়গাটায় কোন জলমগ্ন চড়া বা পাথরের স্তূপ নেই। কালো তৈলাক্ত জলের ওপর খাড়া পাহাড়ী চূড়াটা মুখ বাড়িয়ে আছে। ওখানে সূর্যের আলো একটা চকচকে ফিতের মতো দুলছে। অনেক নীচে খাড়া পাহাড় থেকে ঠিকরে-আসা আলম্ব আলো সমুদ্রে ডুবছে। সমুদ্রতলের হাল্কা রঙের বালুরাশি অস্পষ্ট দেখা যাচ্ছে।

'ওখানে কী দেখছেন, মিইকো?'

চিন্তামগ্ন মেয়েটি তখনই ফিরল না।

'এমন কিছু নয়। আপনি মরুদ্বীপ ভালবাসেন আর আমার ভাল লাগে সমুদ্রের তল। মনে হয়, সমুদ্রতলে সব সময়ই আবিষ্কার করার মতো আকর্ষণীয় কিছু পাওয়া যাবেই।'

'তাহলে আপনি মাঠে কাজ করছেন কেন?'

'একটা কারণ আছে বৈকি। সমুদ্র আমার কাছে এত আনন্দের যে সব সময় ওখানে আমি থাকতে পারি না। প্রিয় সংগীত কী সব সময় শুনতে ভাল লাগে? সমুদ্র আর আমার ক্ষেত্রেও তাই। কিছুকাল দূরে সরে থাকলে সমুদ্রের সঙ্গে মিলনের দামটা বাড়ে।'

দার ভেতের সায় দিল।

জলের গভীরে একটা শাদা আলো দেখিয়ে সে বলল, 'ওখানটায় কি লাফ দেব?'

বিস্মিত মিইকোর ঈষৎ-টানা ভুরু কপালে উঠল।

'আপনি পারবেন মনে করছেন? ওখানটা অন্তত পঁচিশ মিটার গভীর। খুব পাকা ডুবুরীর কাজ।'

'চেষ্টা করেই দেখি। আর আপনি?'

কথা না বলে মিইকো উঠে দাঁড়াল। চারপাশে তাকিয়ে একটা পছন্দসই পাথর খুঁজে ওটা পাহাড়ের কিনারে নিয়ে গেল।

'আমিই আগে চেষ্টা করছি। আমার রীতিবিরুদ্ধ হলেও একটা পাথর নিয়ে আমি ডুব দিচ্ছি। তবে তলাটা বেশ পরিষ্কার। জলের গভীরে কোন স্রোতের টান থাকতে পারে বলে আমার ভয় হচ্ছে।'

মেয়েটি হাতদু'টো তুলল, সামনে নীচু হল, সোজা হয়ে দাঁড়াল এবং তারপর পেছনে হেলে পড়ল। দার ভেতের তার শ্বাসের ব্যায়ামটা মনে রাখার চেষ্টা করল। মিইকো নিরবে আরো কয়েকটা ব্যায়াম করল এবং পাথরটা ধরে কালো জলে তলিয়ে গেল।

মিনিটখানেক পার হয়ে গেল। সাহসী মেয়েটি তখনো ভেসে উঠছে না। দার ভেতের একটা অস্থিরতা বোধ করল। সে একটা বড় পাথর খুঁজতে লাগল। ভাবল, আরও বড় পাথর তার লাগবে। আশি পাউন্ড ওজনের একটা পাথর তুলে নেবার সঙ্গে সঙ্গে মিইকো জলের ওপর ভেসে উঠল। সে জোরে জোরে শ্বাস ফেলছে। তাকে খুবই ক্লান্ত দেখাচ্ছে।

'ওখানে... ওখানে... একটা ঘোড়া আছে,' হাঁপাতে হাঁপাতে মেয়েটি বলল।

'কী? কী ঘোড়া?'

'ঘোড়ার একটা বিরাট শিলামূর্তি... ওখানে, ওই নীচে একটা স্বাভাবিক গহ্বরে। ভাল করে দেখার জন্য আমি আবার যাচ্ছি।'

'মিইকো, সেটা আপনার পক্ষে খুব কষ্টকর হবে। চলুন সাঁতরে পারে যাই। একটা ডাইভিং গীয়ার আর নৌকো নিয়ে আসি।'

'না-না! আমি এখন ওটা নিজেই দেখতে চাই! ওটা হবে আমার নিজস্ব আবিষ্কার, কোন মেশিনের নয়। পরে আমরা অন্যদের ডেকে দেখাব।'

'ঠিক আছে, আমিও আসছি।' দার ভেতের বড় পাথরটা ধরল। মেয়েটি হেসে ফেলল।

'ছোট একটা নিন, তাতেই হবে। আপনার শ্বাসের ব্যাপারটা কী করেছেন?'

দার ভেতের বিনীতভাবে প্রয়োজনীয় ব্যায়াম করল। হাতে একটা পাথর নিয়ে সে জলে ঝাঁপ দিল। মুখের উপর জলের ধাক্কা লাগায় সে মিইকোর দিকে ঘুরে গেল। বুকটা যেন কিসে চেপে ধরল, কানের মধ্যে একটা চাপা বেদনা অনুভব করল। দাঁতে দাঁত চেপে, পেশীর সমস্ত শক্তি দিয়ে সে যন্ত্রণা সরাতে চাইল। জলের গভীরে শীতল ধূসর

আভায় দিনের সুন্দর আলোকটা ক্রমে বুজে এল। গভীর জলের শীতল প্রতিকূল শক্তি ক্ষণিকের জন্য তাকে অভিভূত করছে, মাথাটা ঘুরছে, চোখ জ্বালা করছে। সহসা শক্ত হাতে মিইকো তার কাঁধ ধরল। রুপোলী শক্ত বালিতে তার পা ঠেকেছে। মিইকো যেদিকটা দেখাচ্ছে সেদিকে মুখ ফেরাতে তার বেশ কষ্ট হল। একটু ঘাবড়ে গিয়ে হাতের পাথরটা সে ছেড়ে দিল এবং সঙ্গে সঙ্গে সশব্দে করে ওপরে উঠতে লাগল। জলের ওপর কিভাবে ভাসল তার তা মনে নেই। লাল কুয়াশা ছাড়া আর কিছু সে দেখছে না, এলোমেলো শ্বাস ফেলছে... কিছুক্ষণ পর প্রবল চাপের প্রভাব কেটে গেলে যা দেখেছিল, তাই আবার স্মরণ করল। শুধু মুহূর্তের জন্যই ছবিটা সে দেখেছে, কিন্তু তার চোখে আর মস্তিষ্কে অনেককিছু খুঁটিনাটিই ধরা পড়েছে!

কালো শিলারাশিতে বল্লমাকৃতি বিশাল খিলান, তার নীচে বিরাট এক ঘোড়ার মূর্তি। সামুদ্রিক শৈবাল বা শামুক মূর্তিটার মসৃণ ওপরটা নষ্ট করতে পারে নি।

মূলত শক্তিকে মূর্ত করাই অজ্ঞাত ভাস্করের লক্ষ্য ছিল। শরীরে সামনাটি বাড়িয়ে দেখান হয়েছে। ওর বিশাল বুকটা অস্বাভাবিক চওড়া, ঘাড়টি তীক্ষ্নভাবে বাঁকানো আর সামনের বাঁ পাটা এমনভাবে তোলা যে তার সুডৌল মালাইচাকিটা দর্শকদের দিকে তাক-করা এবং বিশাল খুরটা ওর প্রায় বুক-ছোঁয়া। ঘোড়াটির অন্য তিনটি পা যেন আপ্রাণ শক্তিতে ওর বিরাট শরীরটাকে ওপরে তুলতে চাইছে। দেখে মনে হয়, যেন ওপরে ওঠা প্রাণীটা তার অসীম শক্তিতে দর্শককে চূর্ণ করে ফেলবে। ওর বাঁকানো ঘাড়ের কেশরগুলি যেন দস্তুর শৈলশিরা, চোয়ালটা প্রায় বুকের কাছে টানা আর নামানো ভুরুর নীচ থেকে তাকানো চোখের দৃষ্টিতে এবং পাথুরে দানবটার পেছনে আঁটা ছোট কানদু'টোয় এক অশুভ হিংস্রতা।

দার ভেতেরকে সুস্থ দেখে মিইকো নিশ্চিন্ত হল। তাকে পাথরের একটা চাতালের ওপর শোয়া অবস্থায় রেখে সে আবার জলে ঝাঁপ দিল। গভীরে ডুবসাঁতার দিতে দিতে শেষে মেয়েটি অবসন্ন হয়ে পড়ল। আবিষ্কৃত সম্পদটিকে সে খুঁটে খুঁটে পরীক্ষা করে দেখেছে। দার ভেতেরের পাশে এসে সে বসে পড়ল, শ্বাস স্বাভাবিক না হওয়া অবধি কথা বলল না।

'মূর্তিটা কত পুরনো হতে পারে?' আপন মনে মিইকো বলল।

দার ভেতের কাঁধ ঝাঁকাল। তারপর ঘোড়াটা সম্পর্কে একটা আশ্চর্য কিছু তার মনে পড়ল।

'মূর্তিটার ওপর কোন শৈবাল কিম্বা শামুক নেই কেন?'

মিইকো দ্রুত ফিরে তাকাল।

'হ্যাঁ, এই ধরনের জিনিস আগেও আমি দেখেছি। একটা বিশেষ ধরনের কলাই থাকায় ওগুলিতে জীবন্ত কিছু লেগে থাকতে পারে না। অর্থাৎ মূর্তিটা পরমাণু-বিদারণ যুগের।'

উপকূল আর দ্বীপের মাঝখানের সমুদ্রে একজন সাঁতারুকে দেখা গেল। কাছে এসে সে শরীরটাকে অর্ধেক তুলে তাদের দিকে হাত নাড়ল। দার ভেতের চওড়া কাঁধ আর গায়ের চকচকে কালো রঙ দেখে ম্‌ভেন মাসকে চিনল। দীর্ঘ কালো দেহটি পাথরের ওপর বসল। বহির্জাগতিক স্টেশনগুলির নতুন অধ্যক্ষের মুখ সুস্মিত হাসিতে ভরে উঠল। সে ছোট্ট মিইকোকে দ্রুত মাথা নুইয়ে এবং দার ভেতেরকে আন্তরিক ভঙ্গিতে সাদর অভিবাদন জানাল।

'আপনার পরামর্শের জন্য রেন বোস আর আমি একদিনের জন্য এখানে এলাম।'

'রেন বোস কে?'

''জ্ঞানাঞ্চল আকাদমি'-র একজন পদার্থবিদ।'

'আমি তাঁর কথা শুনেছি। তিনি তো স্থান-ক্ষেত্রের সম্পর্ক বিষয়ক সমস্যা নিয়ে কাজ করেন, তাই না? তাঁকে কোথায় রেখে এলেন?'

'তীরে। তিনি সাঁতার জানেন না, আপনার মতোও সাঁতরাতে পারেন না।'

জলের ছিটোয় ম্ভেন মাসের কথায় ছেদ পড়ল।

জল থেকে হাঁক দিয়ে মিইকো বলল, 'আমি তীরে, বেদার কাছে যাচ্ছি!'

দার ভেতের মেয়েটির দিকে তাকিয়ে মুচকি হাসল।

'মেয়েটি একটা আবিষ্কার করে ফিরে যাচ্ছে,' ম্ভেন মাসকে সে বলল। সামুদ্রিক ঘোড়া আবিষ্কারের কথাটা সে তাকে জানাল। আফ্রিকার মানুষটি কথাগুলি শুনল, কিন্তু কোন আগ্রহ দেখাল না। তার লম্বা আঙ্গুলগুলি অস্থিরভাবে চিবুকের ওপর নড়ছে। ওর চোখের স্থির দৃষ্টিতে দার ভেতের দেখল উদ্বেগ আর আশার ছাপ।

'কোন গুরুতর ব্যাপারে কি আপনি দুশ্চিন্তা করছেন? যদি তা হয় তবে বলেই ফেলুন।'

ম্ভেন মাস সাগ্রহে রাজী হল। যেখানে জলের গভীরে রহস্যময় ঘোড়াটা লুকানো তার ওপরের একটা পাথরস্তূপে বসে সে তার দুশ্চিন্তার কথা বলল। রেন বোসের সঙ্গে তার সাক্ষাৎটা নেহাৎ আকস্মিক নয়। এপ্সিলোন তুকানা নামে পরিচিত সুন্দর জগতের স্বপ্ন তাকে পেয়ে বসেছে। সেই রাত থেকেই অপূর্ব সুন্দর জগৎটার কাছে যাবার স্বপ্ন সে দেখে আসছে। যে বিশাল মহাকাশের ব্যবধান সেই জগৎ থেকে তাকে বিচ্ছিন্ন করে রেখেছে তা অতিক্রম করতে, সেখানে একটা বার্তা পাঠিয়ে তার জবাব পেতে যাতে ছ' শো বছরের কম লাগে, এই স্বপ্নে সে বিভোর। সময়টা অবশ্য মানুষের

জীবনকালের চাইতেও দীর্ঘ। আমাদের পৃথিবীর অনুরূপ সেই বিস্ময়কর জীবনের স্পন্দন প্রথম অনুভব করার, মহাজাগতিক ব্যবধান অতিক্রম করে মহাকাশে আমাদের অন্যান্য ভাইদের দিকে হাত বাড়িয়ে দেবার স্বপ্নও তার রয়েছে। মহাশূন্যকে পদার্থের এক প্রক্রিয়া হিসেবে উপলব্ধি করার হাজার হাজার বছরের অব্যাহত অসমাপ্ত পরীক্ষা-নিরীক্ষা এবং আনুষঙ্গিক অমীমাংসিত সমস্যাবলী সম্পর্কে আগেভাগেই জ্ঞান আহরণের জন্য ম্‌ভেন মাস তার সমস্ত প্রচেষ্টা কেন্দ্রীভূত করেছে। মহাবৃত্তের প্রতি প্রথমবারের বেতার ঘোষণার রাত্রে বেদা কঙ যে সমস্যার স্বপ্ন দেখেছে তা নিয়ে সে চিন্তা করেছে।

গণিত সংক্রান্ত পদার্থবিদ্যার তরুণ বিশেষজ্ঞ রেন বোস 'জ্ঞানাঞ্চল আকাদমি'-র এতৎসংক্রান্ত বিষয়ের প্রধান গবেষক।

এই সমস্যার উল্লেখ্য অগ্রগতির প্রেক্ষিতে রেন বোস এখন একটি সম্ভাব্য পরীক্ষার কথা ভাবছেন। কিন্তু ল্যাবরেটরীতে এমনটি অসম্ভব, কারণ এটি মহাজাগতিক প্রকল্প। সমস্যাটির পরিসর অনুযায়ী পরীক্ষাটির ব্যাপকতা সহজবোধ্য। রেন বোস বহির্জাগতিক স্টেশনগুলির মাধ্যমে পরীক্ষাটি চালানোর পক্ষপাতী। সেজন্য কুমেরুর Q-শক্তি স্টেশনসহ সমস্ত পার্থিব বিদ্যুৎশক্তি প্রয়োগ প্রয়োজন।

ম্‌ভেন মাসের উজ্জ্বল চোখ আর নাকের কাঁপুনি দেখে দার ভেতের আশঙ্কিত হয়ে উঠল।

'আপনারা কি জানতে চান, আমি হলে কী করতাম?' শান্তভাবে সে প্রশ্ন করল।

ম্‌ভেন মাস সায় দিল এবং শুকনো ঠোঁটের ওপর জিভটা বুলিয়ে নিল।

'পরীক্ষাটা আমি করতাম না,' প্রত্যেকটি শব্দের ওপর জোর

দিয়ে এবং ম্ভেন মাসের মুখে বেদনার সূক্ষ্ম বিরক্তি লক্ষ্য না করেই দার ভেতের বলল।

'সে কথা আমি অনুমান করেছি,' ম্ভেন মাস যেন ফেটে পড়ল।

'তাহলে আমার পরামর্শের কোন গুরুত্ব আছে বলে ভাবলেন কেন?'

'ভেবেছিলাম, আমরা দু'জনে আপনাকে বুঝিয়ে উঠতে পারব।'

'বেশ, তাই চেষ্টা করুন! চলুন সাঁতরে সবার কাছে যাই। সম্ভবত তারা ঘোড়াটাকে পরীক্ষা করার জন্য ডুবুরির যন্ত্রপাতি নিয়ে তৈরী হচ্ছে।'

বেদা গান গাইছে। অন্য দু'টি নারীকণ্ঠ তার সঙ্গে গলা জুড়েছে।

সাঁতারুদের দেখে শিশুর মতো হাতের আঙ্গুল নেড়ে সে তাদের ডাকল। গান বন্ধ হল। মেয়েদের একজন — এভ্দা নাহ্লকে দার ভেতের চিনতে পারল। ডাক্তারের শাদা পোশাক ছাড়া আজই প্রথম তাকে দেখল। রৌদ্র-অস্পর্শিত শরীরের শাদা রঙের জন্য তার দীর্ঘ নমনীয় দেহের বৈশিষ্ট্য অন্যদের মধ্যে সহজলক্ষ্য ছিল। প্রখ্যাত এই মনোরোগবিদ মহিলাটি সম্ভবত ব্যস্ততার দরুন রৌদ্রস্নানের সময় পায় নি। তার ঋজু সীমন্তিত কালো-নীল চুলগুলি কানের পাশে টান-করা। ঈষৎ তোবড়ান গালের ওপর চোয়ালের হাড় উঁচু হয়ে উঠায় তার কালো তীক্ষ্ন চোখদু'টিকে আরও টানা-টানা মনে হচ্ছে। তার মুখে প্রাচীন মিশরীয় স্ফিংক্সের এক রহস্যময় সাদৃশ্য স্পষ্ট। খুব প্রাচীন কালে পৃথিবীর প্রাচীনতম রাষ্ট্রের রাজাদের পিরামিড-কবরের পাশে মরুভূমির প্রান্তে স্ফিংক্স্ দেখা যেত। সেই মরুভূমি

এখন বহু শতাব্দী ধরে সুফলা। সেদিনকার ঊষর বালুরাশিতে এখন ফলফলাদির মর্মরিত বাগান। স্ফিংক্স্ এখনো আছে তবে সে স্বচ্ছ প্লাস্টিকের ঢাকনিতে বন্দী, কালের কবলে তার মুখে ক্ষয়ের অজস্র আচড়।

দার ভেতের এভ্দা নাহ্লের বংশবৃত্তান্ত স্মরণ করতে করতে প্রাচীন পেরু বা চিলিবাসীদের মধ্যে চলে গেল। দক্ষিণ আমেরিকার প্রাচীন সূর্যপূজারীদের ভঙ্গীতে সে মহিলাটিকে অভিবাদন জানাল।

এভ্দা বলে, 'ঐতিহাসিকদের সঙ্গে কাজ করায় আপনার উপকার হয়েছে দেখছি। কৃতিত্বটা অবশ্য বেদার।'

দার ভেতের বেদার দিকে চোখ ফেরাল। কিন্তু বেদা তাকে টেনে নিয়ে গেল এক অপরিচিতার কাছে।

'এ কারা নন্দী! আমরা সবাই এর আর শিল্পী কার্ট সানের অতিথি। এক মাস আগ থেকেই ওরা এই উপকূলে বাস করছে। উপসাগরের অন্য প্রান্তে এদের একটা সচল স্টুডিও রয়েছে।'

দার ভেতের যুবতীর দিকে হাত বাড়াল। বড় বড় নীল চোখ তুলে মেয়েটি তাকে দেখল। মুহূর্তের জন্য যেন দার ভেতেরের শ্বাস বন্ধ হয়ে এল। ওর মধ্যে সৌন্দর্যের অতীত এমন কিছু রয়েছে যা তাকে অনন্যা, অতুলনীয়া করেছে। বেদা কঙ আর এভ্দা নাহ্লের মাঝখানে সে দাঁড়িয়েছিল। অসাধারণ বুদ্ধিদীপ্তি আর দীর্ঘ গবেষণার মানসিক স্থৈর্যে তাদের স্বাভাবিক সৌন্দর্য এক মার্জিত রূপ পেয়েছে। কিন্তু সেই অপরিচিতার অনন্য উজ্জ্বলতায় এই সবই ম্লান, প্রচ্ছাদিত।

'আমার সঙ্গে আপনার নামের অনেকটা মিল রয়েছে।' দার ভেতের কথা শুরু করে।

হাসি চাপতে গিয়ে মেয়েটির মুখের কোণ একটু কেঁপে ওঠে।

'যেমন আপনি নিজেই আমার মতো!'

দার ভেতের তার কাঁধের সমান ঘন কুঞ্চিত চুলের দিকে তাকিয়ে হেসে উঠল।

মাথাটা হেলিয়ে একটু যেন সলজ্জভাবে বেদা বলল, 'মহিলাদের প্রশংসা করার রীতি তুমি জানো না।'

'এই প্রবঞ্চনা যে নিষ্প্রয়োজন তা কি সবারই জানা নয়?'

'সেটা জানা, তবে তার প্রয়োজন কখনো ফুরোবে না,' এভ্‌দা নাহ্‌ল বলল।

ভ্রূ কুঁচকে ভেতের প্রশ্ন করল, 'কী বলতে চাইছেন বুঝিয়ে বলুন না?'

'মাসখানেকের মধ্যে 'সুখ-দুঃখ আকাদমি'-তে আমি শরৎকালীন বক্তৃতা দেব। স্বতঃস্ফূর্ত আবেগ সম্পর্কে তাতে অনেক তথ্য থাকবে। কিন্তু এর মধ্যে...' এগিয়ে আসা ম্‌ভেন মাসকে দেখে এভ্‌দা মাথা নুইয়ে অভিবাদন জানাল।

আফ্রিকার মানুষটি তার অভ্যাসমতো নিঃশব্দ মাপা গতিতে হাঁটছিল। দার ভেতের লক্ষ্য করল, কারার রোদ-পোড়া গালদুটো আরক্ত হয়ে উঠেছে, যেন রোদে-ভরা শরীর থেকে আলো ঠিকরে বেরিয়ে আসতে চাইছে। অন্যমনস্কভাবে ম্‌ভেন মাস মাথা নোয়াল।

'রেন বোস টিলার ওপর বসে আছেন। তাঁকে নিয়ে আসছি।'

বেদা বলে উঠল, 'চলুন আমরা সবাই তাঁর কাছে যাই। পথে মিইকোর সাথে দেখা হবে। সে ডুবুরীর সরঞ্জাম আনতে গেছে। আমাদের সঙ্গে আপনি কি আসছেন, কারা নন্দী?'

মেয়েটি মাথা নাড়ল।

'এই তো আমার অধ্যক্ষ আসছেন। সূর্য অস্ত গেছে। এখনই কাজ শুরু হবে।'

'পোজ-করার কাজটা খুবই কঠিন? সত্যিই খুব সাহসের কাজ! আমি তো পারতাম না।' বেদা বলল।

'আমিও ভেবেছিলাম পারব না। কিন্তু শিল্পীর কল্পনা মনে ধরলে সৃষ্টিশীল কাজের শরিক হওয়া যায়, নিজের দেহে কল্পনাকে রূপায়িত করে তোলার একটা তীব্র অনুভূতি জাগে। প্রতিটি অঙ্গভঙ্গীতে, শরীরের প্রতিটি ভাঁজে হাজার হাজার বর্ণ-বৈচিত্র্য আছে, সংগীতের রেশের মতো মিলিয়ে যাবার আগেই সেগুলিকে ধরে রাখতে হবে...'

'কারা, শিল্পীর কাছে আপনি তো এক অপূর্ব আবিষ্কার!'

'আবিষ্কারই বটে!' একটা গম্ভীর আওয়াজে বেদা বাধা পেল। 'কিভাবে তাঁকে আবিষ্কার করেছি, সে যদি জানতেন! সে এক অবিশ্বাস্য ব্যাপার!'

শিল্পী কার্ট সান আকাশের দিকে একটা দৃঢ় মুষ্টি তুলে হাত নাড়তে লাগল। তার খড় রঙের চুলগুলি বাতাসে এলোমেলো, রোদ-জলে পোক্ত মুখখানা পার্টকিলে আর বালিতে ডুবে-থাকা শক্ত লোমশ পাদু'টো যেন সেখান থেকেই গজানো।

'হাতে সময় থাকলে আমাদের সঙ্গে আসুন। গল্পটা বলুন না শুনি।' বেদা বলল।

'আমি ভাল গল্প-বলিয়ে নই। তবুও গল্পটা খুবই মজার। আমি পুনর্গঠনে, বিশেষত প্রাচীন কাল থেকে অনৈক্যের যুগ পর্যন্ত বিদ্যমান বিভিন্ন জাতিগত প্রতীক-চরিত্রগুলি পুনরুদ্ধারে উৎসাহী। আমার 'গন্ডওয়ানার কন্যা' ছবিটির সাফল্যের পর অন্যতর জাতির প্রতীক-চরিত্র রূপায়ণের প্রবল তাগিদ অনুভব করি। পুরুষানুক্রমে পরিচ্ছন্ন ও সুস্থ জীবন যাপনের পর দৈহিক সৌন্দর্যই জাতিসত্তার শ্রেষ্ঠ অভিব্যক্তি হয়ে ওঠে। অতীতে প্রত্যেক জাতি বর্বরতার পর্যায় থেকেই সৌন্দর্য সম্পর্কে কতকগুলি রীতি ও অনুশাসন চালু করেছিল। আমরা শিল্পীরা বিষয়টি সেভাবেই উপলব্ধি করি। সংস্কৃতির চূড়ায়

যে-ঝড় সৃষ্টি হয়েছে তা থেকে আমরা পিছিয়ে আছি বলে মনে করা হয়... শিল্পীদের ধ্যানধারণা চিরকালই তাই। বোধ হয় প্রস্তরযুগের গুহাশিল্পীদের সময় থেকেই ধারণাটি অব্যাহত রয়েছে। আমি তো আমার বক্তব্য ফেলে দূরে সরে গেছি... আরেকটা ছবির আমি পরিকল্পনা করেছি। সেটি ভূমধ্যসাগরের বা 'থেটিসের কন্যা'। প্রাচীন গ্রীস, ক্রীট, মেসোপোটামিয়া, আমেরিকা, পলিনেশিয়া প্রভৃতির পৌরাণিক কাহিনী অনুসারে সমস্ত দেবদেবীই সমুদ্রসম্ভূত। এতেই ছবিটির উৎস খুঁজে পেলাম। প্রেম ও সৌন্দর্যের দেবী আফ্রোদিতের হেলেনীয় পৌরাণিক কাহিনীর চেয়ে অপূর্ব আর কী হতে পারে? আফ্রোদিতে আনাদিওমেনে নামের অর্থ সমুদ্রফেনজাত, সে সমুদ্রকন্যা... সমুদ্রের ফেনজাত সে এক দেবী, রাতের সমুদ্রে নক্ষত্রের আলোকে তার সৃষ্টি — এর চেয়ে কাব্যময় রূপকথা আর কি মানুষ কল্পনা করতে পেরেছিল?..'

'নক্ষত্রের আলো আর সমুদ্রের ফেনা থেকে,' কারার মুখে কথাগুলির অনুচ্চ আবৃত্তি বেদা শুনতে পেল। মেয়েটির দিকে সে অপাঙ্গে তাকাল।

কাঠ বা পাথর খোদাই মূর্তির মতো তার দৃঢ় পরিলেখটি দেখে তাকে প্রাচীন জাতির কোন নারী মনে মূর্তি হয়। ছোট, ঋজু, ঈষৎ গোলাকার নাক, আনত কপাল, কঠিন চিবুক এবং সবচেয়ে উল্লেখ্য, নাক থেকে কানের বিস্তর ব্যবধান-ভূমধ্যসাগরীয় মানুষের এসব স্বকীয় বৈশিষ্ট্যের প্রত্যেকটিই কারার মুখে সুস্পষ্ট।

সহজভাবে বেদা কারার পা থেকে মাথা অবধি পরীক্ষা করে দেখল। মনে হল, যেন তার সবকিছুই 'একটু বাড়তি'। তার গায়ের চামড়া একটু বেশী মসৃণ, কোমরটা খুবই সরু, তার নিতম্বটা যথেষ্ট চওড়া। সে এত বেশী সোজাভাবে দাঁড়ায় যে

তার সুডোল বুকের উন্নিতি খুবই স্পষ্ট হয়ে ওঠে। এই দৃঢ়, সুচিহ্নিত দেহরেখাই কি শিল্পীর কাম্য?

তাদের সামনে একটা পাথরের স্তূপ। বেদাকে এবার এই চিন্তার ধারা পালটাতে হল। কারা নন্দী নাচের ভঙ্গীতে অনন্য নমনীয়তায় পাথর থেকে পাথরে লাফিয়ে চলেছে।

বেদা ভাবল, 'নিশ্চয়ই মেয়েটির দেহে ভারতীয় রক্ত রয়েছে। পরে জিজ্ঞেস করা যাবে।'

শিল্পী বলে চলল, 'আমি যখন 'থেটিসের কন্যা' নিয়ে কাজ শুরু করি তখন সমুদ্র সম্পর্কে আমাকে জানতে হয়। সমুদ্রের একটা অনুভূতি তখন আমার পক্ষে খুবই জরুরী, কারণ আফ্রোদিতের মতো আমার ক্রীট-কন্যাও তরঙ্গসম্ভূতা এবং তার আবির্ভাব খুবই সাবলীল হওয়া প্রয়োজন। 'গণ্ডওয়ানার কন্যা' আঁকার সময় আমি নিরক্ষীয় আফ্রিকার একটি বনকেন্দ্রে তিন বছর কাটাই। কাজটা শেষ করার পর আটলাণ্টিকের চারধারে ডাকবিলির একটা জলবিমানে মেকানিকের কাজ নিই। সমুদ্রে ভাসমান ধাতুনির্মিত বড় বড় ভেলার ওপরকার মৎস্যকেন্দ্র, অ্যালবুমিন ও লবণ কারখানাগুলিতে আমরা ডাকবিলি করতাম।

'একদিন বিকেলে আমি মধ্য-আটলাণ্টিক হয়ে অ্যাজোর্সের দিকে কোথাও যাচ্ছিলাম। সেখানে উত্তুরে স্রোত আর প্রতিস্রোত মেশার জন্য সব সময়ই বড় বড় ঢেউ ওঠে, একটার পিঠে আরেকটা এসে ভেঙ্গে পড়ে। আমার জলবিমানটা ওপর-নীচ করে চলেছিল — কখনো নীচু মেঘ ছুঁয়ে, কখনো সমুদ্রের বিরাট ঢেউগুলির মাঝখানে ডুবে ডুবে। জল থেকে উঠেই বিমানটি জলের ওপর দিয়ে ছুটছিল আর আমি ছিলাম চালকের পাশে উপরের মঞ্চে। তখন হঠাৎ... দৃশ্যটা আমি কোনদিন ভুলব না।

'ভাবুন, খুব উঁচু একটা ঢেউ আমাদের দিকে ছুটে আসছে,

পর্বতপ্রমাণ ঢেউটির মাথায় গোলাপী-মুক্তো রঙের মেঘের নীচে দাঁড়ানো এক নারীমূর্তি, রোদে-পোড়া ব্রোঞ্জ রঙের শরীর। ঢেউটা নিঃশব্দে গড়িয়ে চলছে আর অসীম মহাসমুদ্রের নিঃসঙ্গতায় অন্তহীন গর্বে সে ওর মাথায় দাঁড়িয়ে আছে। আমাদের বিমানটি ওপর দিকে লাফিয়ে উঠল। মেয়েটাকে পাশ কাটিয়ে যাবার সময় সে হাত নেড়ে আমাদের বন্ধুর মতো শুভেচ্ছা জানাল। আমরা দেখলাম সে বিজলী মোটর আর অ্যাকিউমুলেটর লাগানো একটা সার্ফ-বোর্ডের ওপর দাঁড়িয়ে আছে।'

দার ভেতের বলল, 'জিনিসটা আমি জানি। ঢেউয়ের ওপর দিয়ে চলার জন্যই ওটি তৈরী।'

'সবচেয়ে বেশী অবাক হয়েছিলাম ওর পরম নিঃসঙ্গতায়। সেখানে ছিল শুধু নীচু মেঘের রাশি, শত শত মাইল জনমানবহীন সমুদ্র, আসন্ন সন্ধ্যার গোধূলি আর এক বিশাল ঢেউয়ের মাথায় ভেসে যাওয়া এক নারী। সে হচ্ছে...'

'বোঝাই যাচ্ছে সে কারা নন্দী!' এভ্‌দা নাহ্‌ল বলে উঠল। 'কিন্তু কোথাকার মেয়ে সে?'

অনুরণিত সুরের উচ্চ হাসিতে কারা বলল, 'তার জন্ম কিন্তু নক্ষত্রের আলো আর সমুদ্রের ফেনা থেকে নয়, অ্যালবুমিন কারখানার একটা ভাসমান ভেলা থেকে। শৈবাল-সাগরের এক প্রান্তে আমাদের ফ্যাকটরীটা নোঙর করা ছিল। সেখানে আমরা ক্লোরেলার (১৬) চাষ করছিলাম। আমি ছিলাম জীববিদ।'

'সে যাই হোক,' কার্ট সান বলে। 'কিন্তু সেই মুহূর্ত থেকে আমার কাছে আপনি সমুদ্রের ফেনাসম্ভূতা, ভূমধ্যসাগরের কন্যা। আমার পরের ছবিটার জন্য মডেল হওয়া আপনার ভবিতব্য ছিল। আমিও সেজন্য প্রতীক্ষা করেছিলাম প্রায় বছর ধরে।'

'আমরা কি দেখতে যেতে পারি?' বেদা জিজ্ঞেস করল।

'নিশ্চয়ই। আসবেন, তবে কাজের সময় নয়। বিকেলে এলেই

ভাল। আমি কাজ করি খুব ধীরে আর আঁকার সময় কারও উপস্থিতি আমার অসহ্য।'

'আপনি রঙের কাজ করেন কি?'

'চিত্রকরদের ছবি আঁকার কাজ হাজার হাজার বছরেও বদলায় নি। আলোকবিদ্যার সূত্রাদি আর মানুষের চোখ অভিন্নই রয়ে গেছে। কতকগুলি বর্ণসমন্বয়ের বিষয়ে আমরা রসগ্রাহী হয়ে উঠেছি মাত্র। ক্রোমক্যাটপ্‌ট্রিক বর্ণের (১৭) কথাই ধরি। রঙের প্রলেপের অন্তস্থ প্রতিফলনবিশিষ্ট এই বর্ণটি এক নতুন আবিষ্কার। বর্ণসমন্বয়ের নতুন কয়েকটি পদ্ধতিও এখন প্রচলিত হয়েছে। ব্যাস্‌, এই পর্যন্তই। মোটের ওপর আমি আজ যেভাবে ছবি আঁকি, প্রাচীন কালের চিত্রকরও প্রায় সে একইভাবে ছবি আঁকত। কোন কোন ক্ষেত্রে তার সুযোগ ছিল আরও বেশী... তার ছিল আত্মবিশ্বাস আর ধৈর্য। আমাদের গতিবেগ আরও বেড়েছে বটে, তবে আত্মবিশ্বাস গেছে কমে। সময় সময় একদম সাদাসিধে ভাবটা শিল্পের অনুকূল... আবার আমি আসল কথা ছেড়ে দূরে চলে এসেছি! আমাদের যাবার সময় হল। কারা, আসুন।'

শিল্পী আর তার মডেল ফিরে চলল। অন্যরা নিশ্চল দাঁড়িয়ে তাদের দিকে তাকিয়ে রইল।

'এখন চিনতে পেরেছি লোকটা কে? আমি 'গণ্ডওয়ানার কন্যা' ছবিটা দেখেছি।' বেদা মৃদুস্বরে বলল।

'আমিও দেখেছি।' এভ্‌দা নাহ্‌ল আর ম্‌ভেন মাস প্রায় একসঙ্গে বলে উঠল।

'গণ্ডওয়ানা বলতে কি ভারতবর্ষের গোণ্ডদের দেশ বোঝাচ্ছে?' দার ভেতের প্রশ্ন করল।

'না, এটা হচ্ছে দক্ষিণ মহাদেশগুলির এক সম্মিলিত নাম, সাধারণভাবে প্রাচীন কৃষ্ণকায় জাতিগুলির দেশ।'

'এই 'কৃষ্ণকায় জাতির কন্যা' ছবিটা কেমন?'

'সেটা একটা সাদাসিধে ছবি। একটা অধিত্যকা, চোখ ঝলসানো সূর্যালোক, গ্রীষ্মপ্রধান অঞ্চলের ভীষণ বনভূমির প্রান্তবিশেষ। তার সামনে একটা কালো মেয়ে, একাকী চলেছে। তার মুখের একটা দিক ও ছাঁচে-ঢালা ধাতুমূর্তির মতো তার দৃঢ় দেহের একদিকে জ্বলন্ত সূর্যের আলো আর অপর দিকটা ঘন, স্বচ্ছ আধো-ছায়ায় ঢাকা। পশুর শাদা দাঁতের একটা হার তার গলায়, খাটো চুলগুলি চুড়ো করে বাঁধা, রক্তলাল ফুলের কুঁড়ির মালায় সেটা ঢাকা পড়েছে। গাছের পথরোধী শেষ ডালগুলি সরাতে সে ডান হাতটি মাথার ওপর তুলেছে আর বাঁ হাতে হাঁটুর কাছ থেকে একটা কাঁটা গাছ সরিয়ে দিচ্ছে। হঠাৎ থমকে-যাওয়ার মধ্যে, শ্বাস-প্রশ্বাসের সহজ ভাবের মধ্যে, বাহুর সবল আন্দোলনে এক নিশ্চিন্ত যৌবন প্রস্ফুটিত। প্রকৃতির সঙ্গে একাত্ম এই যৌবন বন্যার নদীর মতোই বাঁধনহারা... এই একাত্মতা জ্ঞান হিসেবে, বিশ্ব সম্পর্কের স্বজ্ঞাত উপলব্ধি রূপেই অনুভব্য। নীলাভ তৃণ-সমুদ্রের ওপর দিয়ে দূর পর্বতের আবছা রেখাগুলির দিকে ওর তাকিয়ে থাকা কালো-কালো চোখদু'টোর মধ্যে যেন অস্বস্তি ফুটে উঠেছে। নতুন, সদ্যাবিষ্কৃত জগতে সম্ভাব্য কঠিন পরীক্ষার মুখোমুখি হওয়ার জন্যই যেন এই প্রতীক্ষা।'

এভ্‌দা নাহ্‌ল তার বক্তব্য শেষ করল।

'সেটা ঠিক প্রত্যাশা নয়, যন্ত্রণাকর ভবিতব্য। সে কালো মানুষের দুর্ভাগ্য অনুভব করছে, উপলব্ধি করছে।' বেদা কঙ বলল। 'কার্ট সান কল্পনাটি কিভাবে রূপায়িত করেছেন? হয়তো তার উত্তোলিত সরু ভুরুদু'টোর মধ্যে, সামনে ঈষৎ আনত গ্রীবায় আর তার মাথার পেছনের নিরাবরণ উন্মুক্ততায় এটি রূপ পেয়েছে... আর সে অপূর্ব চোখদু'টো! যেন আদিম প্রকৃতির নিবিড় প্রজ্ঞায় পরিপূর্ণ... সবচেয়ে বিস্ময়ের ব্যাপার

এতে একইসঙ্গে অবাধ, চঞ্চল শক্তি আর প্রচণ্ড জ্ঞান অনুভব করা যায়।'

'কী লজ্জা এখনো ছবিটা দেখি নি আমি!' দার ভেতের বলল। ''ইতিহাস ভবন'-এ গিয়ে ছবিটা দেখতেই হবে। রঙ সম্পর্কে একটা ধারণা হলেও মেয়েটির ভঙ্গি কল্পনা করতে পারছি না।'

'ওঃ, সেই ভঙ্গিটা?' এভ্‌দা নাহ্‌ল একটু থামল। ''গণ্ডওয়ানার কন্যা'...' তার কাঁধের ওপর থেকে তোয়ালেটা ছুঁড়ে ফেলে দিল, মাথার ওপর ডান হাতটা তুলে ধরল, একটু পেছনে হেলে দার ভেতেরের দিকে মুখ ফেরাল। এগোবার ভঙ্গিতে তার দীর্ঘ পা একটু তোলা, কিন্তু পুরো ওঠে নি, আঙ্গুলগুলি মাটি ছুঁয়ে আছে মাত্র। মনে হল, ওর নমনীয় দেহটা যেন প্রস্ফুটিত হয়েছে।

সবাই অবাক প্রশস্তিতে নিশ্চল হয়ে রইল।

'এভ্‌দা, আপনাকে ওভাবে কখনো কল্পনা করতে পারি নি!..' দার ভেতের সোল্লাসে বলে উঠল। 'আপনি দারুণ, যেন খাপ থেকে আধ-খোলা ছুরির ফলা।'

বেদা হেসে ফেলল, 'ভেতের, এসব নোংরা তোষামোদ কেন? 'আধ' কেন, 'পুরো' খোলা নয় কেন?'

'তিনি ঠিকই বলেছেন,' স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে এভ্‌দা নাহ্‌ল হেসে বলল। 'পুরো খোলা নয়। দার ভেতেরের মহাকাব্যিক ভাষায় আমাদের নবপরিচিতা কারা নন্দীই পুরো খোলা ঝকঝকে ছুরি।'

'বিশ্বাস করি না কারও সঙ্গে আপনার তুলনা হতে পারে।' পাথরস্তূপের মাঝখান থেকে কার কর্কশ গলা শোনা গেল।

এভ্‌দা নাহ্‌ল লক্ষ্য করল পাটকিলে-চুল একটা লোক নীল চোখে তার দিকে অভূতপূর্ব শ্রদ্ধাভরে তাকিয়ে আছে।

'আমি রেন বোস।' পাথরের পাশ থেকে সরু, বেটে দেহটা নিয়ে এগিয়ে এসে লোকটি সলজ্জভাবে বলল।

পদার্থবিদের সঙ্গে করমর্দন করে বেদা বলল, 'আমরা আপনাকেই খুঁজছিলাম। এ হল দার ভেতের।'

রেন বোস লাল হয়ে উঠল। তার মুখ আর গলার দাগগুলো আরও স্পষ্ট দেখাল।

রেন বোস একটা পাথুরে ঢালু দেখিয়ে বলল, 'আমি ওদিকে কিছুক্ষণ কাটালাম। ওখানে একটা প্রাচীন কবরখানা রয়েছে।'

বেদা জবাব দিল, 'ওটা বহুকাল আগের এক বিখ্যাত কবির কবর।'

'কবরটার ওপর একটা স্মৃতিফলক ছিল, এই যে ওটা।' পদার্থবিদ তখন পাতলা ধাতুপাত খুলল। ফলকে চার সারি নীল চিহ্ন।

'ওগুলি ইউরোপীয় অক্ষর। রৈখিক বিশ্ব-বর্ণমালা প্রচলনের আগে এসব চিহ্ন ব্যবহৃত হত। প্রাচীনতর চিত্রলেখজাত বলেই এগুলি উদ্ভট ধরনের। অবশ্য আমি ভাষাটি জানি।'

'তাহলে পড়ুন, বেদা!'

'একটু শান্ত হোন!' সে বলল। সবাই তার কথা মেনে পাথরের ওপর বসে থাকল। কিছুক্ষণ পরই বেদা তাদের সামনে দাঁড়িয়ে তার অনুবাদ পড়তে শুরু করল:

'আমাদের সমস্ত চিন্তা, কীর্তি আর স্বপ্ন বিলীয়মান।
কালস্রোতে, সমুদ্রে নিমজ্জিত জাহাজের মতো...
আমার অন্তহীন চলার এই পান্থশালায় রেখে
গেলাম পৃথিবীকে,
আর পৃথিবী থেকে সাথে নিয়ে গেলাম তার
প্রিয়তম অনুরাগ!..'

'অপূর্ব!' এভ্দা নাহ্ল হাঁটু গেড়ে বসল। 'কালের শক্তি নিয়ে আধুনিক কালের কোন কবি এর চেয়ে ব্যঞ্জনাময় কিছু বলতে

পারত না। পৃথিবীর কোন আবেগকে সে প্রিয়তম মনে করেছিল, যা ছিল তার শেষ চিন্তার অনুষঙ্গ — কথাটা জানতে চাই।'

'নিঃসন্দেহে সে কোন সুন্দরী নারীর কথা ভেবেছিল,' প্রবল আবেগে এভ্‌দা নাহ্‌লের দিকে তাকিয়ে রেন বোস বলল, নাকি এভ্‌দা নাহ্‌লেরই কথাটা মনে হল?

দূরে স্বচ্ছ প্লাস্টিকের নৌকোয় দু'জনকে দেখা গেল।

'ওই যে মিইকো আর আমাদের মেকানিক শেরলিস্‌ আসছে। সে মিইকোর সাথে সব জায়গায় যায়। আরে না-না,' বেদা নিজের ভুল সংশোধন করে বলল, 'এ যে সামুদ্রিক অভিযানের অধিকর্তা ফ্রিৎ ডন স্বয়ং! বিদায় নিচ্ছি, ভেতের। আপনারা তিনজন তো এখন আলোচনা করবেন। আমি এভ্‌দাকে সঙ্গে নিয়ে যাচ্ছি।'

মেয়ে দু'জন শান্ত ঢেউগুলির মধ্যে দৌড়ে নেমে গেল। পাশাপাশি সাঁতরে তারা দ্বীপটায় গিয়ে উঠল। নৌকোটা তাদের দিকে ফিরল, কিন্তু বেদা হাত নেড়ে তাদের এগিয়ে যেতে বলল। সাঁতারুদের লক্ষ্য করে রেন বোস নিশ্চলভাবে দাঁড়িয়ে রইল।

'আসুন, রেন! চলুন কাজে বসি,' ম্‌ভেন মাস তাকে ডাকল। সলজ্জ, অপ্রতিভ পদার্থবিদ হেসে ফেলল।

দু'টো টিলার মাঝখানের শক্ত বালুর জায়গাটি বৈজ্ঞানিক আলোচনার কেন্দ্র হয়ে দাঁড়াল। রেন বোস ভাঙা শামুক দিয়ে বালিতে আঁকজোখ করছে, উত্তেজনায় কখনো শুয়ে পড়ছে এবং সব লেখা মুছে যাচ্ছে, আবার সেগুলো লিখছে। ম্‌ভেন মাস পদার্থবিদের সঙ্গে মতৈক্য প্রকাশ করছে, কখনো বা চেঁচিয়ে উঠে তাকে উৎসাহিত করছে। হাঁটুর ওপর কনুই রেখে দার ভেতের নিবিষ্ট মনে কথাগুলি বোঝার চেষ্টা করছিল। তার কপালে ঘাম দেখা দিয়েছে। অবশেষে পার্টিকেলে চুল পদার্থবিদের কথায় ছেদ পড়ল, বালিতে বসে ঘন ঘন শ্বাস নিতে লাগল।

কিছুক্ষণ নিশ্চুপ থেকে দার ভেতের বলল, 'হ্যাঁ, রেন বোস, আপনার উদ্ভাবন খুবই গুরুত্বপূর্ণ!'

'এটা আমি একা করি নি... প্রাচীন গণিতজ্ঞ গিন্‌সবার্গ অনির্দেশ্যতার সূত্র, ক্ষুদ্র বস্তুর সঠিক অবস্থান নির্ণয়ের অসাধ্যতা প্রতিপন্ন করেছিলেন। অসম্ভব এখন সম্ভব হয়ে উঠেছে। আমরা এখন পারস্পরিক পরিবৃত্তি, অর্থাৎ আমরা 'রেপাগুলার ক্যালকুলাস' (১৮) জানি। এইসঙ্গে বিজ্ঞানীরা পারমাণবিক নিউক্লিয়াসের মধ্যে বৃত্তাকার মেসন মেঘও আবিষ্কার করেছে, অর্থাৎ প্রতি-মহাকর্ষের জ্ঞান তাদের প্রায় আয়ত্তে এসে গেছে।'

'সেটা সত্যি বলে ধরে নিচ্ছি। দ্বিমেরু গণিতশাস্ত্রে (১৯) আমি বিশেষজ্ঞ নই, বিশেষত রূপান্তরের প্রতিবন্ধ সম্পর্কিত রেপাগুলার ক্যালকুলাসে আমার জ্ঞান সীমিত। আমি বুঝতে পারছি ছায়ার প্রক্রিয়া সংক্রান্ত আপনার উদ্ভাবনগুলি নীতিগতভাবে অভিনব। গণিতে দক্ষতার অভাবে আমরা, সাধারণ মানুষ তা বুঝে উঠতে পারি না। কিন্তু এই আবিষ্কারের অসামান্য তাৎপর্য আমি বুঝতে পারছি। সেটা এক দিক...' এটুকু বলে দার ভেতের ইতস্তত করতে লাগল।

'অন্য দিকটা কি? আর কী আছে?' উদ্বেগের সঙ্গে মৃভেন মাস জিজ্ঞেস করল।

'এর পরীক্ষা কি সম্ভবপর? এই বিপুল শক্তিশালী বিদ্যুৎ-চুম্বকীয় ক্ষেত্র সৃষ্টি আমার সাধ্যাতীত মনে হয়...'

'মহাকর্ষক্ষেত্রে ভারসাম্য আনা আর পরিবৃত্তি সৃষ্টির জন্য তো?' রেন বোস প্রশ্ন করল।

'ঠিক তাই। সীমানাবহিস্থ স্থান আমাদের নাগালের বাইরে থাকবে।'

'ঠিক কথা। কিন্তু দ্বান্দ্বিকতার মতো বিরোধের মধ্যেই তার

সমাধান খুঁজতে হবে। ধরুন, যদি আমরা ছিন্নাবস্থার বদলে ভেক্টরগতভাবে প্রতিমহাকর্ষের ছায়া পাই...'

'বুঝলাম, কিন্তু কিভাবে?'

রেন বোস দ্রুত তিনটে সরল রেখা এঁকে ওগুলির মাঝখান দিয়ে আরও বড় ব্যাসার্ধের একটা চাপসহ সরু ফালি টেনে দিল।

'দ্বিমেরু গণিতশাস্ত্রের আগে এটা জানা ছিল। আড়াই হাজার বছর আগে এটাকে বলা হত চতুর্মাত্রিক সম্পাদ্য। তখন বহুমাত্রিক মহাশূন্য সম্পর্কে ব্যাপক ধারণা চালু ছিল। মহাকর্ষের ছায়াগত ধর্ম তখন জানা ছিল না। মানুষ তখন বিদ্যুৎ-চুম্বকীয় ক্ষেত্রে এর উপমা খুঁজেছিল। এ থেকে তারা ভেবেছে যে, বিশিষ্ট বিন্দুগুলির অর্থ হল বস্তু অন্তর্হিত বা এমন কিছুতে পরিবর্তিত যার শুধু নামোল্লেখই সম্ভব, ব্যাখ্যা সম্ভবপর নয়। ঘটনার প্রকৃতি সম্পর্কে সীমাবদ্ধ জ্ঞান নিয়ে মহাশূন্যের বিষয়ে তাদের কী জ্ঞানই বা থাকতে পারত? কিন্তু আমাদের পূর্বপুরুষরা অনুমান করেছিলেন। তাঁরা বুঝতে পেরেছিলেন যে, যদি A নক্ষত্র থেকে পৃথিবীর কেন্দ্র পর্যন্ত টানা OA রেখার দূরত্ব বিশ কুইন্টিলিয়ন কিলোমিটার হয় তবে ভেক্টর OB রেখার মাধ্যমে তা হবে শূন্যাংক... কার্যত শূন্যাংক নয়, তার কাছাকাছি। তাঁরা বলেছিলেন যে গতিবেগ আলোকের গতির সমান হলে তা শূন্য সময় হয়ে দাঁড়াবে। ভেবে দেখুন, কোহলিয়ার ক্যালকুলাস (২০) সবেমাত্র আবিষ্কার করা হয়েছে!'

'কুণ্ডলিত গতির কথা হাজার হাজার বছর আগেই জানা ছিল।' বিজ্ঞানীর কথায় বাধা দিয়ে সন্তর্পণে ম্‌ভেন মাস বলল। বিরক্ত রেন বোস তা নাকচ করে দিল।

'তাঁরা গতিটি জানতেন, কিন্তু নিয়মগুলি জানতেন না। সেটা এরূপ: মহাকর্ষক্ষেত্র আর বিদ্যুৎ-চুম্বকীয় ক্ষেত্র কোন বস্তুর

এক ও অভিন্ন ধর্মের দু'দিক হলে এবং স্থান মহাকর্ষের প্রক্রিয়া হলে তবে বিদ্যুৎ-চুম্বকীয় ক্ষেত্রের প্রক্রিয়া হবে প্রতি-স্থানের। একটির অন্যটিতে পরিবৃত্তি ঘটায় শূন্যাংক স্থানের ভেক্টর-ছায়া প্রক্রিয়া সৃষ্টি হয়, যাকে আজ সাধারণ ভাষায় আমরা আলোর বেগ বলি। আমি বিশ্বাস করি যেকোন দিকেই শূন্যাংক স্থান পাওয়া সম্ভবপর। ম্‌ভেন মাস এপ্‌সিলোন তুকানা গ্রহে যেতে চায়। যদি পরীক্ষাটি করতে পারি তবে আর কিছুর পরোয়া করি না। যদি পরীক্ষাটা করে উঠতে পারি!' ক্লান্তভাবে চোখের পাতা নামিয়ে পদার্থবিদ বারবার কথাটা উচ্চারণ করল।

'ম্‌ভেন মাসের বক্তব্য অনুযায়ী এই কাজে শুধু বহির্জাগতিক স্টেশন আর পৃথিবীর সমস্ত শক্তি ছাড়াও নতুন একটা শক্তিকেন্দ্রও তৈরী করতে হবে, আর এটি সোজা বা সহজসাধ্য নয়।'

'সেদিক থেকে আমরা ভাগ্যবান। তিব্বতের মানমন্দিরের কাছে কোর ইয়ুলের কেন্দ্রটা আমরা কাজে লাগাতে পারি। ২৫০০ বছর আগে সেখানে মহাশূন্য গবেষণার পরীক্ষামূলক কাজ হত। কিছুটা মেরামতি কাজ করতে হবে। তাছাড়া সাহায্য করার জন্য স্বেচ্ছাকর্মীদের কথা যদি তুলেন, আমি যেকোন সময়ে পাঁচ, দশ, বিশ হাজার স্বেচ্ছাকর্মী পেতে পারি, বলামাত্র তারা অন্য কাজ থেকে ছুটি নিয়ে চলে আসবে।'

'সবকিছুই ভেবে রেখেছেন দেখছি। শুধু আর একটিমাত্র বিবেচনার বিষয় আছে। কিন্তু সেটা খুবই জরুরী—এই ধরনের পরীক্ষার বিপদের দিকটা। একেবারে অপ্রত্যাশিত ফল ফলতেও পারে। বিপুল সংখ্যার নিয়মানুসারে ছোটখাটো কোন প্রাথমিক চেষ্টা চালান সম্ভব নয়। গোড়া থেকে বহির্পার্থিব পরিসরে তা করতে হবে...'

'বিপদের ঝুঁকি নিতে কোন বিজ্ঞানী ভয় পায়?' কাঁধ ঝাঁকিয়ে রেন বোস জিজ্ঞেস করল।

'ব্যক্তিগত ঝুঁকির কথা আমি ভাবছি না! আমি জানি, যেকোন বিপজ্জনক নতুন উদ্ভাবনের কাজে হাজার হাজার স্বেচ্ছাকর্মী পাওয়া যাবে। মানবশ্রমের বিপুল সম্পদে নির্মিত বহির্জাগতিক স্টেশনগুলি, সবক'টি মানমন্দির এই পরীক্ষাকার্যে লাগবে। এই সংস্থাগুলি মহাজগতের লক্ষ্যে পৃথিবীর বাতায়নের মতো, এগুলিই বসতিপূর্ণ অন্যান্য জগতের জীবনযাত্রা, জ্ঞানের পরিধি ও সৃষ্টিশীল কর্মকাণ্ডের সঙ্গে পৃথিবীর সংযোগ ঘটিয়েছে। এই বাতায়ন মানবজাতির শ্রেষ্ঠতম সাফল্য। আপনি কি ভাবতে পারেন যে আপনি কিম্বা আমি বা যেকোন ব্যক্তি বা গোষ্ঠী খুব অলপক্ষণের জন্যও তা বন্ধ করার ঝুঁকি নিতে পারে? আমি জানতে চাই আপনাদের সে অধিকার আছে বলে আপনি মনে করেন কি না এবং তা কিসের ভিত্তিতে?'

'আমার আছে, আর এর ভিত্তিও পোক্ত।' মৃভেন মাস দাঁড়িয়ে বলল। 'আপনি তো প্রত্নতাত্ত্বিক খননকেন্দ্রে ছিলেন... অজানা কবরের কোটি কোটি অজ্ঞাত কঙ্কাল কি আমাদের কাছে মৌন আবেদন জানায় না? তারা কি আমাদের ভর্ৎসনা করে না, দাবি জানায় না? মৃত কোটি কোটি মানুষ আমার চোখের সামনে ভেসে ওঠে, যাদের যৌবন, সৌন্দর্য আর জীবনের আনন্দ — সমস্ত কিছুই হাত গলিয়ে বালির মতো খসে পড়েছে। তাদের দাবী — আমরা যেন কালের গভীর রহস্য ভেদ করি, তার বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালিয়ে যাই! স্থানের ওপর বিজয়ের অর্থ কালজয়ী হওয়া। সেজন্য আমি নিজ নির্ভুলতায় নিশ্চিত। প্রস্তাবিত পরীক্ষামূলক ব্যবস্থা গ্রহণের মহৎ উদ্দেশ্য সম্পর্কে আমার পূর্ণ বিশ্বাস আছে!'

'আমার মনোভাব পৃথক ধরনের,' বলল রেন বোস। 'তবু

সেটা একই জিনিসের উল্টো পিঠ। মহাজগতে এখনও স্থানের ওপর পূর্ণ আধিপত্য কায়েম হয় নি যেজন্য অন্যান্য জগৎগুলি পরস্পর বিচ্ছিন্ন রয়েছে, এবং আমাদের গ্রহের অনুরূপ মানুষবিশিষ্ট অন্যান্য গ্রহগুলি আবিষ্কারের প্রতিবন্ধও দূর হয় নি, তাদের অপার আনন্দ আর শক্তিশালী একটা পরিবারে মিলিত করা যাচ্ছে না। এমনটি হলে বিশ্ব-ঐক্যের যুগের পর যখন মানুষ চূড়ান্তভাবে তাদের জাতিগুলির বিচ্ছিন্ন অস্তিত্বের অবসান ঘটিয়ে একটি মানবজাতি হিসেবে প্রকৃতি জয়ে নতুন পর্বের সূচনা করেছিল, তার ব্যাপকতম রূপান্তর ঘটত। এই লক্ষ্যসাধনের প্রতিটি নতুন পদক্ষেপ যেকোন কিছুর চেয়ে, যেকোন গবেষণা বা জ্ঞানান্বেষণের চেয়ে বহুগুণ গুরুত্বপূর্ণ।'

রেন বোস শেষ করার সঙ্গে সঙ্গে ম্‌ভেন মাস আবার বলতে শুরু করল।

'তাছাড়া আরেকটা দিকও আছে। সেটা ব্যক্তিগত। যৌবনে পুরনো ঐতিহাসিক উপন্যাসের একটি সংগ্রহ আমার ছিল। সেখানে আপনার পূর্বপুরুষদের একটা গল্প পড়েছিলাম, দার ভেতের। তখনকার দিনের এক বিজয়ী, এক ভয়ানক নরহত্যাকারী, সমাজের অনগ্রসর যুগের একজন, আপনার পূর্বপুরুষদের আক্রমণ করল। গল্পটা প্রেমাসক্ত এক সবল যুবকের। তার প্রেয়সী ধরা পড়ল। তাকে ওরা নিয়ে গেল, তখনকার দিনের ভাষায় 'তাড়িয়ে নিয়ে গেল'। ব্যাপারটা কল্পনা করতে পারেন? বিজিত নারী-পুরুষদের বেঁধে বিজয়ীর দেশে গরু-ছাগলের মতো তাড়িয়ে নিয়ে যাওয়া হল। প্রেমিক আর প্রেমিকার ব্যবধান দাঁড়াল হাজার হাজার মাইলের। পৃথিবীর ভূগোল ছিল তখন অজানা। যোগাযোগের একমাত্র বাহন ছিল ঘোড়া আর ভারবাহী পশু। আজকের দিনের মহাকাশ অতিক্রম করার চেয়েও দুরূহ ও বিপজ্জনক ছিল সেকালের বিশাল ও

রহস্যময় পৃথিবী অতিক্রম করা। নায়ক প্রেমিকার জন্য কয়েক বছর ভীষণ বিপদসঙ্কুল পথে ঘুরে বেড়াল এবং শেষে তাকে খুঁজে পেল এশীয় পর্বতমালার গভীরে। ছোটবেলার সেই মনোভাব এখন বোঝানো কঠিন, তবে মনে হয় প্রিয় লক্ষ্যের কাছে যাবার জন্য আমিও মহাজগতের সমস্ত বাধা অতিক্রম করতে পারি!'

দার ভেতের ম্লান মুখে হাসল।

'আপনার মনোভাব আমি বুঝতে পারি। তবে মহাজাগতিক অভিযানের আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে কোন যুক্তিতে আপনি এই রুশ গল্পের তুলনা করলেন। রেন বোসের যুক্তিও আমি বুঝি। অবশ্য আগেই আপনি সাবধান করেছিলেন, এটা ব্যক্তিগত ব্যাপার...'

দার ভেতের থামল। ম্‌ভেন মাস আবার অস্থির হয়ে না ওঠা পর্যন্ত সে চুপচাপ রইল।

'এখন বুঝি অনিশ্চয়তা, উদ্বেগ আর নিঃসঙ্গতার সময় মানুষ কেন আগে ধূমপান করত, মদ খেত, মাদকে চাঙ্গা হত। এই মুহূর্তে নিজেকে নিঃসঙ্গ ও দিশেহারা মনে হচ্ছে — বুঝছি না কি বলব। এত বড় একটা পরীক্ষার কাজে বাধা দেবার আমি কে? আবার, অনুমতিই বা দিই কি করে? পরিষদের কাছেই আপনাদের যেতে হবে... তারপর...'

'না, তা চলবে না!' ম্‌ভেন মাস দাঁড়িয়ে পড়ল। তার বিশাল দেহটি উত্তেজনায় কঠিন হয়ে উঠল, যেন সে মারাত্মক বিপদের মুখোমুখি। 'আমাদের কথার জবাব দিন: পরীক্ষাটি করবেন কি? বহির্জাগতিক স্টেশনের অধ্যক্ষ হিসেবে, রেন বোস হিসেবে নয়। রেন বোসের কথা আলাদা...'

দৃঢ়স্বরে দার ভেতের জবাব দিল, 'না! আমি হলে অপেক্ষা করতাম।'

'কি জন্য?'

'চাঁদে একটা পরীক্ষামূলক ঘাঁটি বসানোর জন্য!'

'সেজন্য প্রয়োজনীয় বিদ্যুৎ-শক্তি?'

'চাঁদের মহাকর্ষ কম থাকায় আর পরীক্ষার পরিসর ছোট হওয়ায় কয়েকটা মাত্র Q-স্টেশনেই কাজ চলবে।'

'কিন্তু সেজন্য শত শত বছর লেগে যাবে, আমি কোন দিনই তা দেখতে পাব না!'

'আপনি হয়তো দেখতে পাবেন না। কিন্তু মানবজাতির দিক থেকে ভাবতে গেলে সেটা এখন, না এক পুরুষ পরে হবে তাতে কিছুই আসে যায় না।'

'কিন্তু আমার কাছে সব শেষ, আমার স্বপ্নের সমাধি! আর রেন বোসের পক্ষেও...'

'আমার কাছে এর অর্থ প্রায়োগিক পরীক্ষায় আমার সিদ্ধান্তগুলি বিচার করতে, তার ভুল সংশোধন করতে আমি পারব না, আর এগুতে পারব না।'

'এক জনের বিবেচনা যথেষ্ট নয়, পরিষদকে জিজ্ঞেস করুন।'

'আপনার বিবেচনা, আপনার কথাই পরিষদের পূর্বসিদ্ধান্ত। তাদের কাছ থেকে অন্যতর কিছু আশা করি না,' আস্তে আস্তে ম্ভেন মাস বলল।

'ঠিকই বলেছেন। পরিষদ নাকচ করবে।'

'আর আমি কিছুই জিজ্ঞেস করব না। আপনার ওপর সিদ্ধান্তের গুরুভার চাপানোর জন্য আমি ও রেন দুঃখিত।'

'অভিজ্ঞতর হিসেবে সেটা আমার কর্তব্য। কাজটা যে এত বিশাল ও বিপজ্জনক সেজন্য তো আপনারা দায়ী নন। সেটাই আমার কাছে অসহ্য আর তাই আমাকে অস্থির করে তুলেছে...'

অভিযাত্রীদের অস্থায়ী বাসস্থানে ফেরার কথা রেন বোসই প্রথম তুলল। নিরাশ তিনজন মানুষ বালির মধ্য দিয়ে এগুতে

লাগল। অতীতে অকৃত একটা বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা বাতিল হওয়ায় প্রত্যেকেই তখন বেদনা হত। মাঝে মাঝে দার ভেতের আড়চোখে তার সঙ্গীদের দিকে তাকাচ্ছে। তাদের চেয়েও তার নিজের পক্ষে এটা বেশী কষ্টকর। তার অন্তঃশীল প্রচণ্ড দুঃসাহসকে সংযত রাখার জন্য তাকে সারা জীবন সংগ্রাম চালাতে হয়েছে। আজ সেই পুরনো দস্যুটাই যেন মাথা চাড়া দিয়ে উঠছে, নইলে ষাঁড়টার সঙ্গে চালাকীর লড়াইতে সে এত আনন্দ ও তুষ্টি পাবে কেন?.. আপন মনে সে ক্ষুব্ধ হল। তার সিদ্ধান্তটি বিচক্ষণ কিন্তু দুঃসাহসিক না হওয়ায় সে মনে মনে ক্রুদ্ধ, আত্মপ্রতিবাদী হয়ে উঠল।

ষষ্ঠ অধ্যায়

নীল সূর্যের উপকথা

ডাঃ লুমা লাসভি ও জীববিদ ইয়ন থাল মহাকাশযানটির রোগী-কক্ষ থেকে দেহের প্রচণ্ড ভার টেনে ধীরে ধীরে এগুতে লাগল। এর্গ নওরও তাদের দিকে এগিয়ে এল।

'নিসা?'

'জীবিত, তবে...'

'মারা যাচ্ছে?'

'এখনও না। সে সম্পূর্ণ অসাড়। তার শ্বাস-প্রশ্বাস অস্বাভাবিক কম। হৃৎপিণ্ডটা এখনো সচল — স্পন্দন প্রতি একশ' সেকেণ্ডে মাত্র একবার। এটা মৃত্যু নয়, চরম শক্তিলোপ। এটা দীর্ঘস্থায়ী, অনির্দিষ্ট কালের মতো দীর্ঘস্থায়ী হতে পারে।'

'তার কি জ্ঞান ফেরার, অসুস্থ থাকার সম্ভাবনা আছে?'

'মোটেই না।'

'আপনি কি নিশ্চিত?' অধিনায়কের তীক্ষ্ন দৃষ্টিতে উচ্ছ্রিত অনুরোধ। কিন্তু ডাক্তার অবিচলিতই থাকল।

'সুনিশ্চিত!'

জিজ্ঞাসুর দৃষ্টিতে এর্গ নওর জীববিদের দিকে তাকাল। মাথা নেড়ে সে সায় দিল।

‘আপনার কী করার ইচ্ছে?’

‘নাতিশীতোষ্ণ তাপমাত্রায় তাকে রাখা, নামমাত্র আলোয় গভীর ঘুম। শক্তিলুপ্তি থেকে সে সেরে না উঠলে কী আর আসে যায়?.. যতদিন আমরা পৃথিবীতে না পৌঁছি সে ঘুমিয়েই থাকুক না। সেখানে তাকে ‘স্নায়ুপ্রবাহ ইনস্টিটিউট’-এ পাঠানো যাবে। এক ধরনের বিদ্যুতে সে আহত হয়েছে। তার স্পেস-স্যুটটা তিন জায়গায় ফুটো। তার শ্বাস-প্রশ্বাস প্রায় বন্ধ থাকাই ভাল।’

‘ফুটোগুলি দেখতে পেয়ে প্লাস্টার দিয়ে বন্ধ করে দিয়েছিলাম।’ জীববিদ বলে।

নীরব কৃতজ্ঞতায় এর্গ নওর তার বাহুতে চাপ দেয়।

লুমা বলে, ‘আমরা যদি এখন শুধু তাকে এই প্রচণ্ড অভিকর্ষ থেকে অবিলম্বে দূরে সরিয়ে নিয়ে যেতে পারি। অবশ্য সেইসঙ্গে বিপদও রয়েছে। উঠার সময় ত্বরণের চেয়ে স্বাভাবিক অভিকর্ষে ফেরার সময়ই বিপদটা বেশী।’

‘আপনি দেখছি নাড়ী আরও দুর্বল হয়ে পড়বে ভেবেই চিন্তিত। কিন্তু হৃৎপিণ্ড তো ঘড়ির দোলক নয় যে প্রচণ্ড মহাকর্ষে তার দোলা বেড়ে যাবে।’

‘দেহের আবেগের মাত্রা সাধারণভাবে একই বিধানের অধীন। ধরুন, হৃৎস্পন্দন কমতে কমতে প্রতি দু’শো সেকেণ্ডে একবারে এসে দাঁড়ালে মস্তিষ্কে যথেষ্ট রক্ত সঞ্চালিত হবে না এবং...’

এর্গ নওর গভীর চিন্তামগ্ন হয়ে পড়ল, যেন অন্যদের অস্তিত্ব ভুলেই গেছে। হঠাৎ সম্বিৎ ফিরে পেয়ে সে গভীর দীর্ঘশ্বাস ফেলল।

সঙ্গীরা ধৈর্য ধরে অপেক্ষায় থাকে।

‘আচ্ছা, ওকে অক্সিজেন-ভরা বাতাসে উচ্চ চাপে রাখলে

একটা সুরাহা হয় না ?' অধিনায়ক জিজ্ঞেস করে। লুমা লাস্‌ভি ও ইয়ন থালের মুখে অনুকূল হাসি ফুটে। সে বোঝে তার ধারণাটা ঠিক।

'ভাল কথা, উচ্চ চাপে রক্তটাকে গ্যাসে ভরে তুলতে হবে... অবশ্য থ্রম্বসিস সম্পর্কে সাবধান হতে হবে। দু'শো সেকেণ্ডে হৃৎস্পন্দন একবার হলেও ভয় নেই, সেটা পরে স্বাভাবিক হয়ে যাবে।'

ইয়নের হাসিতে তার কালো গোঁফের তলায় শাদা দাঁত দেখা গেল। তার গম্ভীর মুখটার ওপর যৌবনদীপ্ত বেপরোয়া আনন্দের ছাপ পড়ল।

'দেহটি শক্তিলোপের অবস্থায় থাকলেও তাতে প্রাণ থাকবে।' আশ্বস্তভাবে লুমা বলে। 'চলুন, কামরাটি গুছিয়ে রাখি। জিরদার জন্য আমরা যে সিলিকলোয়েডের বড় হুড নিয়েছিলাম সেই ধরনের জিনিসই ব্যবহার করতে চাই। মহাকাশযানটি ওপরে উঠার সময় তার বিছানার জন্য ভেতরে একটি ভাসমান আরাম কেদারার ব্যবস্থা আমরা করতে পারি। ত্বরণের পর উপযুক্ত বিছানার ব্যবস্থা করা যাবে।'

'আপনাদের সব ঠিক হয়ে গেলেই কণ্ট্রোল টাওয়ারে রিপোর্ট করবেন। প্রয়োজনের চাইতে এক মিনিটও বেশী এখানে থাকছি না... এই কালো জগতের অন্ধকার আর ওজনের ভারে আমরা যথেষ্টই ভুগেছি।'

অভিযাত্রীরা দ্রুত মহাকাশযানে নিজ নিজ বিভাগের দিকে চলল। প্রত্যেকেই দেহের অতিরিক্ত ভারের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে লাগল।

উড্ডয়নের সঙ্কেত-ধ্বনিটা শোনাল বিজয় সংগীতের মতো।

পরম স্বস্তির এক অপূর্ব অনুভূতিতে অভিযাত্রীরা আসনের কোমল বন্ধনে নিজেদের সমর্পণ করল। ভারী গ্রহ থেকে

উড্ডয়ন এক দুরূহ ও বিপজ্জনক ব্যাপার। তার মহাকর্ষ এড়ানোর উপযোগী ত্বরণে মানুষের সহ্যের সীমা অগ্নিপরীক্ষার মুখোমুখি হয়। এখানে পাইলটের সামান্যতম ভুলের মাশুল হল সকলের নিশ্চিত মৃত্যু।

এর্গ নওর মহাকাশযানটিকে দিগন্তের সঙ্গে স্পর্শক বরাবর চালালে গ্রহ-মোটরগুলি কানে তালা-লাগানো শব্দে গর্জন করে উঠল। ক্রমবর্ধমান ওজনের ফলে হাইড্রোলিক চেয়ারগুলির লেভার নীচের দিকে নেমে যেতে থাকল। মুহূর্তের মধ্যে লেভারগুলি শেষ সীমায় নেমে পড়লে তখন ত্বরণের চাপে মানুষের পলকা হাড়গুলোর গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে যাবার অবস্থা হবে। মহাকাশযানের নিয়ন্ত্রক বোতামের ওপর অধিনায়কের হাতদু'খানি অসহ্য ভারী ঠেকছে। কিন্তু তার শক্ত আঙ্গুলগুলি সচল। 'তন্ত্র' চাপ সৃষ্টির পর ঘন অন্ধকার ভেদ করে ক্রমশ উঁচু থেকে আরও উঁচুতে স্বচ্ছ মসীকৃষ্ণ অসীমে প্রবেশ করল। অনুভূমিক লেভেলারের লাল রেখার ওপর এর্গ নওরের দৃষ্টি নিবদ্ধ। ভারসাম্যের অস্থিরতায় সেটি দুলছে, বোঝা যাচ্ছে, মহাকাশযানের ঊর্ধ্বগতি বন্ধের ও নিম্নমুখী চাপে নেমে আসার লক্ষণ দেখা দিচ্ছে। ভারী গ্রহটি এখনও তার বন্দীকে অব্যাহতি দেয় নি। এর্গ নওর আনামেসন মোটরগুলির সুইচ চালু করার কথা ভাবল। এভাবে মহাকাশযান যেকোন গ্রহ ত্যাগ করতে পারে। মোটরগুলির সশব্দ স্পন্দনে সমস্ত মহাকাশযানটি কাঁপতে লাগল। শূন্যরেখার আধ-ইঞ্চি ওপরে লাল রেখাটি দেখা গেল। একটু যেন বেশী...

ওপরের পর্যবেক্ষণ পেরিস্কোপের মধ্য দিয়ে অধিনায়ক দেখল, 'তন্ত্র' যেন নীল শিখার পাতলা আস্তরণে ঢাকা এবং শিখাটি ক্রমশ মহাকাশযানের পেছনে বিস্তারমান। আবহমণ্ডল এখন অতিক্রান্ত! মহাশূন্যের অতিপরিবাহিতার নিয়মানুযায়ী

অদৃশ্যপ্রায় বৈদ্যুতিক প্রবাহ মহাকাশযানটির সারা কাঠামো জুড়ে প্রবাহিত হচ্ছে।

তারাগুলি আবার আলোর সূচের মতো হয়ে উঠল। 'তন্ত্র' সেই ভয়াবহ গ্রহ থেকে মুক্তি পেয়ে ক্রমশ দূর থেকে দূরান্তরে ছুটে চলল। প্রতি মুহূর্তে মহাকর্ষের টান কমে আসছে, শরীর ক্রমশ হালকা হয়ে উঠছে। এদিকে কৃত্রিম মহাকর্ষ যন্ত্রের গুঞ্জন শুরু হল। এতদিন কালো গ্রহটির মহাকর্ষের প্রবল চাপে থাকার পর পার্থিব মহাকর্ষকে যেন খুবই সামান্য মনে হল। চেয়ার ছেড়ে অভিযাত্রীরা লাফিয়ে উঠল। ইনগ্রিদ, লুমা ও ইয়ন একটা উদ্ভট নাচের কতকগুলি জটিল কৌশল প্রদর্শন শুরু করল। অবশ্য তখনই তার অবশ্যম্ভাবী প্রতিক্রিয়া দেখা দিল। অভিযাত্রীদের বেশীর ভাগই সাময়িক বিশ্রামের প্রয়োজনে কিছুক্ষণের জন্য ঘুমিয়ে পড়ল। শুধু এর্গ নওর, পেল লীন, পুর হিস্ ও লুমা লাস্‌ভি জেগে রইল। T-নক্ষত্রমণ্ডলের আবর্তন-ক্ষেত্রের সঙ্গে লম্বভাবে চাপ সৃষ্টি করে তুষার বলয় ও উল্কাপুঞ্জ এড়িয়ে মহাকাশযানের সাময়িক গতিপথ নির্ধারণ করতে হবে। এর পর মহাকাশযানটিকে স্বাভাবিক আলোর সমান গতিতে ফিরিয়ে আনা যাবে এবং তখন প্রকৃত গতিপথ নির্ধারণের গণনা শুরু হবে।

উড্ডয়নের পর থেকে স্বাভাবিক পার্থিব মহাকর্ষে ফিরে আসা পর্যন্ত নিসার প্রতি ডাক্তারের সতর্ক দৃষ্টি ছিল। জাগ্রতদের সে আশ্বস্ত করেছিল যে ওর নাড়ীর গতি প্রতি একশ' দশ সেকেন্ডে একবারে এসে স্থায়ী হয়েছে এবং অক্সিজেনের অতিরিক্ত সরবরাহের প্রেক্ষিতে তা মারাত্মক কিছু নয়। লুমা প্রস্তাব দিল, ইলেক্‌ট্রনিক হৃৎ-উত্তেজক—টিরাট্রন (২১) এবং স্নায়ুর সম্রাবী উদ্দীপক (২২) ব্যবহার করা হোক্।

আনামেসন মোটরের স্পন্দনে মহাকাশযানের দেয়ালগুলি পঞ্চান্ন ঘণ্টা আর্তনাদ করছিল। অবশেষে দ্রুতিমানযন্ত্রে গতির নিরাপদ সীমা, ঘণ্টায় ৯৭ কোটি কিলোমিটার গতিবেগ চিহ্নিত হল। পার্থিব চব্বিশ ঘণ্টায় লৌহ তারকা থেকে তাদের দূরত্ব বেড়েছে ২ হাজার কোটি কিলোমিটার। নিহত গ্রহ, 'আলগ্রাব'-এর বিনাশ ও ভয়ঙ্কর কালো সূর্য প্রভৃতি ভয়াবহ অভিজ্ঞতার পর অভিযাত্রীদলের তের জন সদস্যই মুক্তির বর্ণনাতীত আনন্দে আত্মহারা। মুক্তির আনন্দ অবশ্য অপূর্ণ রয়ে গেল। অভিযাত্রীদলের সদস্যা, নিসা ক্রিট বিশেষ রোগী-কক্ষে এখনও নিশ্চল, মূর্ছানিদ্রায় অর্ধমৃতা।

মহাকাশযানের পাঁচ জন নারীযাত্রী — ইর্নাগ্রিদ, লুমা, দ্বিতীয় ইলেক্‌ট্রনিক ইঞ্জিনিয়ার, ভূতাত্ত্বিক, ইয়োনে মার — ছান্দস শারীরচর্চার শিক্ষিকা (খাদ্যভাণ্ডারী, বেতার-চালিকা ও বৈজ্ঞানিক উপকরণাদির সংগ্রাহিকাও) যেন প্রাচীন কালের এক অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় মিলিত হল। নিসার নিরাবরণ দেহটিকে TM ও AS বিশেষ দ্রবে ধুইয়ে খুব নরম ভূমধ্যসাগরীয় স্পঞ্জের পুরু কার্পেটের ওপর শোয়ান হল। স্বচ্ছ, গোলাপী সিলিকলোয়েড গম্বুজের নীচে বায়ুস্ফীত চাদরের ওপর কার্পেটটি বিছান। একটি নিখুঁত শীতাতপ নিয়ন্ত্রক যন্ত্র সেখানকার বায়ুর তাপ, চাপ ও সংস্থিতি বহু বৎসর অপরিবর্তিত রাখবে। লুমার নির্দেশে রবারের টুকরো দিয়ে নিসাকে একই অবস্থানে শুইয়ে রাখা আর মাসে তা একবার বদলানোর ব্যবস্থা করা হল। শয্যাক্ষতের ব্যাপারেই তার দুশ্চিন্তা বেশী। বিছানায় নিশ্চল থাকলেই শয্যাক্ষত দেখা দেয়। লুমা নিসার শরীরের ওপর সতর্ক নজর রাখার ব্যবস্থা করল। আগামী এক বা দু' বছর সে নিজেই তার দীর্ঘ ঘুমের সময়টা ভোগ না করার সিদ্ধান্ত নিল। নিসার অর্ধমৃত, অর্ধঘুমন্ত অবস্থা অব্যাহত

রইল। শুধু একটু উন্নতির লক্ষণ লুমার নজরে এল — নাড়ীর স্পন্দন মিনিটে একবার দাঁড়াল। খুব সামান্য হলেও এতে তা ফুসফুসের পক্ষে ক্ষতিকর অক্সিজেন পরিপূর্তি বন্ধ করতে সাহায্য করল।

চার মাস কেটে গেল। উল্কাপিণ্ডের অবাধ পতনের বলয় এড়িয়ে মহাকাশযান তার নির্ধারিত গতিপথে প্রত্যাবর্তন করছে। অভিযান ও চরম শ্রমক্লান্ত চালকরা সাত মাস ব্যাপী ঘুমে আচ্ছন্ন। তিন জনের বদলে চার জন জেগে রয়েছে: এর্গ নওর ও পুর হিসের পালা। লুমা লাস্‌ভি আর ইয়ন থালও জেগে আছে।

পার্থিব মহাকাশযানের অধিনায়কের অভিজ্ঞতাতীত সংকট থেকে মুক্ত হয়ে এর্গ নওর অত্যন্ত নিঃসঙ্গ বোধ করল। পৃথিবী ফেরার এই চার বৎসরের ভ্রমণপথ তার কাছে সীমাহীন মনে হল। সে আত্মপ্রবঞ্চনা করে নি। তার কাছে পথটা সীমাহীন এজন্যই যে কেবল পৃথিবীতে পৌঁছানোর উপরই তার প্রিয়তমা নিসার বেঁচে উঠার সম্ভাবনা রয়েছে।

'পারুস' থেকে আনা ইলেক্‌ট্রনিক স্টিরিও চলচ্চিত্রগুলি দেখার কাজটা সে পিছিয়ে দিল। উড্ডয়নের প্রথম দিনেই সেগুলি দেখার কথা ছিল। নিসাকে নিয়ে একসঙ্গে সেই আশ্চর্য জগতের প্রথম সংবাদ, নীল নক্ষত্রের গ্রহাবলী, পার্থিব গ্রীষ্ম রাতগুলি দেখার কথাই সে ভেবেছিল। তার আশা ছিল নিসাও অতীত আর বর্তমানের দুঃসাহসিক রোমাণ্টিক স্বপ্নগুলির বাস্তবায়ন — নতুন নতুন নাক্ষত্রিক জগতের, মানবসভ্যতার ভবিষ্যৎ সুদূর দ্বীপপুঞ্জ আবিষ্কারের আনন্দভোগে তার শরিক হোক। শেষপর্যন্ত চলচ্চিত্রগুলি বের করতেই হল...

এগুলি আশি বছর আগে সূর্যের আট পারসেক দূর থেকে তোলা। T-নক্ষত্রের কালো গ্রহে উন্মুক্ত মহাকাশযানেও সেগুলি বেশ ভাল অবস্থাতেই রয়েছে। গোলার্ধ আকৃতির স্টিরিও পর্দায়

ছবি দেখতে দেখতে 'তন্ত্র'-এর চার জন দর্শক যেন অভিজিৎ আলোকিত আকাশের তলায় পেঁছিল।

দ্রুত দৃশ্যবদল শুরু হল। কখনো চোখ-ধাঁধানো নীল সূর্যের দৃশ্যে পর্দাটা ভরে উঠল। তারপরই দেখা গেল সেই মহাকাশযানটির ভেতরের খণ্ডিত জীবনের কিছু ছবি: ২৮ বছর বয়স্ক, অবিশ্বাস্য রকমের তরুণ অধিনায়ক কম্পিউটারে কর্মরত, আরও কমবয়সী জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা পর্যবেক্ষণে নিবিষ্ট, তাদের দৈনন্দিন বাধ্যতামূলক খেলা ও নাচ, ঠাট্টার স্বরে একটি ঘোষণা শোনা গেল যে অভিজিৎ পর্যন্ত সমস্ত পথটায় জীববিদই চ্যাম্পিয়ন, হালকা হলুদ রঙের খাটো চুল মেয়েটি তার সুন্দর সুডৌল দেহটিকে অবিশ্বাস্য রকমের ভঙ্গিতে দুমড়ে-মুচড়ে কঠিন ব্যায়ামরতা।

পর্দায় বর্ণাঢ্য জীবন্তপ্রায় এই প্রতিকৃতিগুলি দেখতে দেখতে তারা ভুলে গেল যে, কালো গ্রহটির ভয়াবহ দানবগুলি এই সুখী, প্রাণবন্ত তরুণ মহাকাশচারীদের অনেক আগেই গ্রাস করেছে।

অভিযাত্রী জীবনের সংক্ষিপ্ত বিবরণীটি তাড়াতাড়ি শেষ হয়ে গেল। প্রোজেক্টরের আলো-অ্যাম্প্লিফায়ারগুলি গুঞ্জন করতে থাকে। নীল সূর্যের প্রখর আলোর মুখোমুখি এই সামান্য প্রদর্শনীতেই দর্শকদের নিরাপত্তামূলক চশমা ব্যবহার করতে হল। তারাটির ব্যাস ও ভর সূর্যের প্রায় তিন গুণ। বিশাল, অনেকটা চ্যাপটা ধরনের তারাটি প্রতি সেকেণ্ডে তিনশ' কিলোমিটার নিরক্ষীয় গতিবেগে উন্মত্তভাবে আবর্তিত হচ্ছে। বর্ণনাতীত এক উজ্জ্বল গ্যাসের এই গোলকটির সমতলের তাপমাত্রা ১১ হাজার ডিগ্রী সেণ্টিগ্রেড। এর গোলাপী মুক্তোকল্প অগ্নিশিখার মুকুট চারিদিকের লক্ষ লক্ষ কিলোমিটার ব্যাপী বিস্তারমান। অভিজিতের লক্ষ লক্ষ কিলোমিটার দীর্ঘ

মহাশূন্যের গভীরে বিদ্ধ রশ্মিগুলি যেন সম্মুখবর্তী সবকিছু ধ্বংসের জন্যই উন্মুখ। সূর্যের কাছের গ্রহটি এই রশ্মির অন্তরালবর্তী। পৃথিবী বা মহাবৃত্তের অন্য কোন প্রতিবেশী গ্রহের কোন মহাকাশযান এই অগ্নিসমুদ্রে প্রবেশ করতে পারে নি। প্রত্যক্ষ ছবির পর পর্যবেক্ষণের মৌখিক বিবরণী শোনা গেল। স্টিরিওমেট্রিক আঁকজোখের আবছা রেখায় পর্দার ওপর অভিজিতের প্রথম ও দ্বিতীয় গ্রহের অবস্থান দেখা গেল। 'পারুস' আদৌ দ্বিতীয় গ্রহটির কাছে যেতে পারে নি। সেই গ্রহটির কক্ষ থেকে তারা দশ কোটি কিলোমিটার দূরে ছিল।

নক্ষত্রে আবহমণ্ডল, স্বচ্ছ বেগুনী শিখার এক সমুদ্রের ভেতর থেকে চারিদিকে সীমাহীন স্ফীতির ব্যাপ্তি মহাশূন্যে সর্বভুক বাহুর মতো উদ্যত হয়ে আছে। অভিজিতের শক্তি এত প্রচণ্ড যে তারাটি উচ্চতম কোয়াণ্টামের আলো, বর্ণালীর বেগুনী ও অদৃশ্য অংশ ছড়াচ্ছিল। চোখের ওপর তিনটি ফিল্টারের ঢাকনি সত্ত্বেও তা একটি অদৃশ্য কিন্তু মারাত্মক প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করল... তারা দেখল তারাটির মহাকর্ষ অতিক্রমকারী আলোকণাগুলির প্রচণ্ড ঝড় বয়ে চলেছে। সুদূর থেকে আসা এগুলির বহুল প্রতিধ্বনিতে 'পারুস' বিপজ্জনকভাবে দুলে উঠল। মহাজাগতিক রশ্মি-মিটার ও অস্থিতিস্থাপক বিকিরণমাপক যন্ত্রাদি অকেজো হয়ে পড়ল। অতি সুরক্ষিত মহাকাশযানের ভেতরেও মারাত্মক আয়ন সৃষ্টি শুরু হল। মহাশূন্যের অসীমে বিচ্ছুরিত শক্তির প্রচণ্ড প্রবাহের আভাসটুকু মাত্র তারা আঁচ করল।

'পারুস'-এর অধিনায়ক খুব সতর্কভাবে সেটিকে তৃতীয় গ্রহের দিকে চালিয়ে নিতে লাগল। গ্রহটি বৃহৎ, আবহের স্বচ্ছ পাতলা স্তরে বেষ্টিত। দেখে মনে হচ্ছে, যেন নীল তারাটির আগ্নেয় নিঃশ্বাসে হালকা গ্যাসের আবরণটি গ্রহটির অন্ধকার দিকে

পালিয়ে গিয়ে সেখানে এক স্তিমিত আলোর পুচ্ছের মতো ওটিকে অনুসরণ করছে। বিষাক্ত কার্বন মনোক্সাইড, ফ্লোরিনের বিনাশী বাষ্পীভবন ও জড় গ্যাসগুলির ঘনত্বের হিসাব তারা নিল। এই আবহমণ্ডলে পার্থিব কিছুর পক্ষে মুহূর্তকাল বাঁচাও সম্ভবপর নয়।

নীল সূর্যের প্রচণ্ড তাপ নিষ্ক্রিয় খনিজগুলিকে সক্রিয় করেছিল। গ্রহগর্ভ থেকে উত্থিত তীক্ষ্ম বর্শাফলক, শৈলশিরা, খাড়া পাথরের সচ্ছিদ্র প্রাচীরকে তাজা ক্ষতের মতো লাল বা গহ্বরের গভীরতার মতো কালো দেখাচ্ছিল। প্রবল বাত্যাতাড়িত লাভাময় মালভূমিতে লোহিত তপ্ত আগুনের শলাকাকার গলিত লাভানিঃসারী ফাটল ও গহ্বর ছিল।

ভস্মরাশির ঘন মেঘ ঊর্ধ্বাকাশে পাক খাচ্ছিল। এর আলোকিত অংশ চোখ-ধাঁধানো নীল আর অন্ধকার অংশটি নিরেট কালো। চতুর্দিকের হাজার হাজার কিলোমিটার দীর্ঘ বজ্রপাত যেন নিষ্প্রাণ আবহমণ্ডলের বৈদ্যুতিক পরিপূর্ত্তির সাক্ষ্য দিচ্ছিল।

বিশাল, ভয়ঙ্কর বেগুনী সূর্য, মুক্তোসদৃশ মুকুটে অর্ধাবৃত কালো আকাশ, নীচে গ্রহপৃষ্ঠে পাথরের চরম বিশৃংখল বিন্যাসের বিপরীতে গাঢ় লাল ছায়া, সবুজ বিজলীর নিরবচ্ছিন্ন চমক—সবকিছুই স্টিরিওটেলিস্কোপে ধরা পড়েছে এবং মানুষের সাধ্যাতীত নিখুঁত বিষয়গত বৈশিষ্ট্যে ইলেক্ট্রন চলচ্চিত্রে বিধৃত রয়েছে। এসব যন্ত্রাদির আড়ালে অবশ্য অভিযাত্রীদের মানবিক আবেগ সক্রিয় ছিল। নির্বিচার এই ধ্বংসাত্মক শক্তির বিরুদ্ধে, সঞ্চিত মৃত বস্তুপুঞ্জের বিরুদ্ধে, মহাজাগতিক প্রলয়ঙ্কর আগ্নেয় বৈরিতার বিরুদ্ধে বিচারবুদ্ধির প্রতিবাদ ধ্বনিত হয়েছিল। 'পারুস' চতুর্থ গ্রহের দিকে অগ্রসর হওয়ার ঘোষণা শুনে পূর্বোক্ত দৃশ্যাদির সামনে হতবাক চার দর্শক সম্মতিসূচক দৃষ্টি বিনিময় করল।

দৃশ্যাবলী মানুষের দ্বারা সুনির্বাচিত হওয়ায় অযথা কালক্ষেপ হল না। কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই মহাকাশযানটির টেলিস্কোপে অভিজিতের বহির্গ্রহটি দেখা গেল। আয়তনের দিক থেকে সেটি ছিল পৃথিবীর সমতুল্য। 'পারুস' সরাসরি তাতে নেমে পড়ল। স্বভাবতই অভিযাত্রীরা শেষ গ্রহটি অনুসন্ধান করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। তাদের আশা, তারা এক নতুন জগৎ আবিষ্কার করবে এবং সুন্দর না হলেও সেটি অন্তত প্রাণধারণের উপযোগী হবে।

'অন্তত' কথাটি এর্গ নওর মনে মনে উচ্চারণ করল। টেলিস্কোপে গ্রহটির সমতল লক্ষ্য করে 'পারুস'-এর চালকরাও সম্ভবত একই ধারণার বশবর্তী হয়েছিল।

সামনের চলচ্চিত্রে এর্গ নওর আবিষ্ট রইল। পর্দার গভীরে ফুটে ওঠা অবিশ্বাস্য দূরবর্তী গ্রহপৃষ্ঠের ছবিগুলির ওপর তার সমস্ত দৃষ্টি তখন নিবদ্ধ। মৃত ও জীবিত অভিযাত্রীদের পক্ষে ঘটনাটি অত্যন্ত দুঃখজনক, কারণ গ্রহটি আমাদের আশৈশব পরিচিত সৌরজগতের নিকটতম প্রতিবেশী মঙ্গল গ্রহের অনুরূপ: সেই স্থায়ী কাল্‌চে-সবুজ নির্মেঘ আকাশ, একই ধরনের গ্যাসের স্বচ্ছ পাতলা আবরণ, ক্ষয়িত পর্বতসংকুল নিষ্প্রাণ অভিন্ন ভূপৃষ্ঠ। পার্থক্য এই যে, মঙ্গল গ্রহের রাত প্রচণ্ড শীতার্ত আর দিন তাপমাত্রার দ্রুত পরিবর্তনে চিহ্নিত। মঙ্গল গ্রহ বিরাট কর্দমাক্ত ডোবার মতো জলাভূমিকীর্ণ, যেগুলি বাষ্পীভবনে শুষ্কপ্রায়, সেখানে বৃষ্টিপাত বা তুষারপাত সামান্য এবং প্রাণের স্পন্দন কেবল পচনশীল উদ্ভিদ ও বিবরবাসী উদ্ভট অনীহাগ্রস্ত প্রাণীকুলে সীমিত।

এখানে নীল সূর্যের প্রচণ্ড তাপে গ্রহটির তাপমাত্রা পৃথিবীর উত্তপ্ততম মরুভূমির পর্যায়ে পৌঁছয় এবং সবটুকু বাষ্প আবহমণ্ডলের উচ্চ স্তরে উঠে যায়। এদিকে সদাবিক্ষুব্ধ

আবহমণ্ডলের উত্তপ্ত ঘূর্ণিতে গ্রহটির বিশাল পৃষ্ঠদেশ আবৃত হয়ে থাকে। অন্যান্য গ্রহের মতো সেটিও প্রবল গতিতে আবর্তিত হয়। রাতের ঠাণ্ডা শিলাপাহাড়গুলিকে বালির সমুদ্রে পরিণত করেছে। গ্রহটির কোন কোন অঞ্চল নারাঙ্গী, বেগুনী, সবুজ, ফিকে-নীল ও চকচকে শাদা বালির আস্তরণে ঢাকা। দূর থেকে এসব অঞ্চলকে কাল্পনিক গাছগাছড়ার এক সীমাহীন বিস্তার মনে হয়। মঙ্গল গ্রহের চাইতেও এখানকার পর্বতমালা উচ্চতর, অনুরূপ প্রাণহীন, চকচকে কালো বা বাদামী ভূত্বকে ঢাকা। নীল সূর্যের প্রচণ্ড অতিবেগুনী বিকিরণে খনিজাদি ধ্বংস এবং নির্ভার উপাদানগুলি বাষ্পীভূত হয়ে গেছে।

মনে হচ্ছে, যেন হালকা বালুময় প্রান্তর থেকে অগ্নিঝলক বিকীর্ণ হচ্ছে। এর্গ নওরের মনে পড়ল, এককালে পৃথিবীর মানবসমাজের সামান্য ক'জন মানুষ যখন বিজ্ঞানে পারদর্শী ছিল তখন বহু শিল্পী ও লেখক গ্রহান্তরের মানুষকে উচ্চতাপসহিষ্ণু হিসেবেই কল্পনা করেছিল। ধারণাটা সুন্দর, কাব্যিক। এতে মানবজাতির শক্তি সম্পর্কে বিশ্বাস আরো বৃদ্ধি পায়, যেন নীল সূর্যের অগ্নিময় গ্রহের বাসিন্দারা তাদের পার্থিব ভাইদের সঙ্গে মিলিত হচ্ছে!.. অন্যান্য অনেকের মতো এর্গ নওরও মানব অধ্যুষিত দক্ষিণাঞ্চলের পূবদিকের যাদুঘরে একটি ছবি দেখে মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিল: আবছা দিগন্তে গোলাপী বালির এক প্রান্তর, ধূসর তপ্ত আকাশের নীচে তাপরোধী পোশাকে নির্মুখ মানুষের কালো-নীল ছায়া; অত্যুত্তপ্ত এক ধাতব কাঠামোর কোণে গতিশীল ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তারা বিস্ময় প্রকাশ করছে; কাঠামোটির পাশে নিরাভরণা এক নারীমূর্তি, তার অবিন্যস্ত লাল চুলগুলি যেন উড়ছে, ঝলসানো আলোয় তার হালকা রঙের চামড়া চকচকে বালির চাইতেও বেশী উজ্জ্বল, নীল ও সিঁদুরে ছায়ায় দীর্ঘাঙ্গী নারীর

সুষমামণ্ডিত দেহের প্রতিটি রেখা স্পষ্ট, যেন মহাজাগতিক শক্তির ওপর সে সুন্দর জীবনের বিজয় ঘোষণার প্রতীক।

স্বপ্নটি সাহসিক ও সম্পূর্ণ অবাস্তব। এতে জীববিদ্যার ক্রমবিকাশের বিধিবিধানের বিরোধিতা স্পষ্ট। ছবিটি যে সময় আঁকা হয়েছিল তখনকার তুলনায় মহাবৃত্ত যুগের একালে এসব বিধিবিধান অনেক বিশদভাবে জানা গেছে।

গ্রহটির সমতল তার দিকে ছুটে আসতেই এর্গ নওর চমকে ওঠে। 'পারুস'-এর অজ্ঞাত পাইলট মহাকাশযানটিকে নামাচ্ছে। বালির মোচক, কালো পাহাড়, উজ্জ্বল সবুজ স্ফটিকের খনি দ্রুত সরে গেল। এক মেরু থেকে অন্য মেরু পর্যন্ত নিয়মিত পাক খেয়ে খেয়ে মহাকাশযানটি উড়ছে। সেখানে জলের কোন চিহ্ন নেই, অন্তত আদিম উদ্ভিদ জীবনেরও কোন চিহ্ন দেখা গেল না। আবার সেই 'অন্তত'!.. মানুষের মন যে কতটা আপোসমুখী হতে পারে!

তারপর এল নিঃসঙ্গতার আকুলতা, যেন অগ্নিময় নীল সূর্যের কবলিত সুদূর এক মৃতলোকে মহাকাশযানটি পথ হারিয়েছে। যারা গ্রহটিকে পর্যবেক্ষণ করছিল, তার চলচ্চিত্র তুলছিল তাদের আশা এর্গ নওর অনুভব করল, তাদের আপনজন বলে মনে হল। অতীতের জীবনযাত্রার কোন ধ্বংসাবশেষও যদি সেখানে মিলত! জলহীন, আবহশূন্য কোন মৃত গ্রহে পেঁছানোর মনোভাব তার ভালভাবেই জানা। ফাটলের কোন অস্বাভাবিক আকৃতির মধ্যে, নিষ্প্রাণ শিলাস্তূপের স্তরে স্তরে, প্রাণের অস্পর্শিত গিরিকন্দরের গভীরে কোন শহর বা গৃহের নিদর্শন আবিষ্কারের জন্য সে কী অনুসন্ধান!

এই সুদূর জগতের দগ্ধভূমি প্রচণ্ড ঝড়ে দলিত। এখানে কোন কিছুর ছায়াটুকুও দেখা যায় না। পর্দায় দ্রুত দৃশ্যবদল ঘটল। এর্গ নওর বুঝতে পারল বহু কালের একটি স্বপ্নের

মৃত্যু হয়েছে। নীল সূর্যের গ্রহ সম্পর্কে এমন ভ্রান্ত ধারণা সৃষ্টির কারণগুলি সে ভাবতে লাগল।

'পৃথিবীবাসীরা কথাটি জানার পর হতাশ হবে।' অধিনায়কের কাছ ঘেঁষে জীববিদ বলল। 'হাজার হাজার বছর ধরে পৃথিবীর লক্ষ লক্ষ মানুষ অভিজিৎ নক্ষত্রের দিকে তাকিয়ে থেকেছে। গ্রীষ্মের সন্ধ্যায় পৃথিবীর উত্তরাঞ্চলের যেসব যুবক-যুবতীরা স্বপ্ন দেখে, ভালবাসে তারা আকাশের দিকে চোখ ফেরায়। গ্রীষ্মকালে উজ্জ্বল নীল অভিজিৎ থাকে সুবিন্দুতে। বহু শতাব্দী আগে নক্ষত্র সম্বন্ধে মানুষের প্রচুর জ্ঞান ছিল। কিন্তু চিন্তার দৈন্যের ফলে তারা প্রবল চৌম্বক ক্ষেত্রবিশিষ্ট ও ধীরগতি নক্ষত্রের নিজস্ব গ্রহ থাকার কথাটি ভাবতেই পারে নি। তারা এই প্রাকৃতিক নিয়মটি জানত না। নিঃসঙ্গতার মুহূর্তে তারা অন্য জগতের সাথীদের অস্তিত্ব, বিশেষত নীল সূর্য অভিজিতের বাসিন্দাদের কথা কল্পনা করত। প্রাচীন ভাষায় লেখা একটি অনুপম কবিতার অনুবাদ আমার মনে পড়ছে, নীল সূর্যের অধিবাসী দেবতাদের কাহিনী...'

ইয়ন থালের দিকে ফিরে এর্গ নওর নিজের ভুল স্বীকার করে বলল, ''পারুস' থেকে পাওয়া বিশেষ বার্তার ভিত্তিতে আমিও অভিজিৎ নক্ষত্র নিয়ে সে কথাই ভেবেছি এবং আমার স্বপ্ন সফল হবে এই আশায় সেই বার্তার মধ্যে নিজের মনোগত ব্যাখ্যাই খুঁজেছি। আজ স্পষ্ট হয়ে গেল যে, সুদূরের সেই সুন্দর জগতের স্বপ্নে বিভোর থাকায় আমার এবং আরও অনেক বুদ্ধিমান ও স্থিতধী মানুষের বুদ্ধিবিভ্রম ঘটেছিল।'

''পারুস' থেকে পাওয়া সেই বার্তার এখন কী ব্যাখ্যা করতে চান?'

'খুব সরল। 'অভিজিৎ নক্ষত্রের চারটি গ্রহই নিষ্প্রাণ। আমাদের

পৃথিবীর চাইতে সুন্দর আর কিছুই নেই। সেখানে ফিরে যাওয়ায় কত সুখ!''

বিস্মিত জীববিদ চেঁচিয়ে ওঠে, 'আপনি ঠিকই বলেছেন! একথা আমরা আগে ভাবি নি কেন?'

'কেউ হয়তো বা ভেবেছিল। কিন্তু আমরা — মহাকাশচারীরা ভাবি নি, আর ভাবে নি পরিষদ। এটা আমাদের সম্মানের কথা, কারণ হতাশ সন্দেহের বদলে সাহসিক স্বপ্নই জীবনকে বিজয়শিখরে উত্তীর্ণ করে।'

পর্দায় দেখান গ্রহ পরিক্রমা শেষ হল। এর পর শোনা গেল স্টেশন-রবোটের সংগৃহীত তথ্যাদির বিবরণী। গ্রহপৃষ্ঠের অবস্থা পর্যবেক্ষণের জন্য সেটিকে নামিয়ে দেয়া হয়। ভূতাত্ত্বিক বোমা (২৩) নিক্ষেপের সঙ্গে সঙ্গে এক প্রচণ্ড বিস্ফোরণের আওয়াজ শোনা গেল। বোমা বিস্ফোরণের ফলে উত্থিত খনিজ ধূলির মেঘরাশি মহাকাশযান অবধি পেঁছিয়। চোষণ-পাম্পের সাহায্যে মহাকাশযানটির পরিস্রাব্য পার্শ্বনলে তার নমুনা টেনে নেয়া হয়। দগ্ধ গ্রহটির পর্বত ও বালুকারাশি থেকে সংগৃহীত খনিজ ধূলি এবং আবহমণ্ডলের উচ্চস্তরের কতকগুলি নমুনা যথাক্রমে সিলিকলোয়েড টেস্ট-টিউব ও স্ফটিকাধারে রাখা হয়। শেষে পৃথিবীতে ফেরার জন্য 'পারুস' তার নিষ্ফল যাত্রা শুরু করল, যে পথ শেষপর্যন্ত আর ফুরল না। নিশ্চিহ্ন অভিযাত্রীদের ধৈর্যশীল প্রচেষ্টার ফলগুলি বয়ে নিয়ে 'পারুস'-এর পার্থিব ভগ্নী গৃহমুখে তার দীর্ঘ যাত্রা শুরু করল।

পর্যবেক্ষণলব্ধ ছ' রীল বোঝাই অন্যান্য তথ্যাদি বিশেষভাবে পরীক্ষা করবে পৃথিবীর জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা এবং সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাদি মহাবৃত্তের উদ্দেশে বেতারে ঘোষিত হবে।

'পারুস'-এর পরবর্তী ঘটনাবলীর চলচ্চিত্র কেউ আর দেখতে চাইল না। সে সব হচ্ছে ভাঙা মহাকাশযানটি মেরামত করার

কঠিন সংগ্রাম, T-নক্ষত্রের বিরুদ্ধে সংগ্রামের কথা। শব্দাবিধৃত শেষ স্পুলটিও কেউ শুনতে চাইল না, কারণ তাদের নিজেদের অভিজ্ঞতা তখনও খুবই তাজা। অভিযাত্রীদলের সবাই জেগে না উঠা পর্যন্ত বাকী সমস্ত পরীক্ষা তারা বন্ধ রাখল। অধিনায়ককে কণ্ট্রোল টাওয়ারে একলা রেখে অন্যেরা কিছুক্ষণ বিশ্রামের জন্য বেরিয়ে গেল।

এর্গ নওরের সমস্ত স্বপ্ন চুরমার হয়ে গেছে। কিন্তু সে আর তা ভাবছে না। বিরাট ত্যাগস্বীকারে মানবসমাজের জন্য তার ও 'পারুস'-এর দু'টি অভিযানে সংগৃহীত যৎসামান্য জ্ঞানের মূল্যায়নে সে সচেষ্ট হল।

এই প্রথমবারের মতো এর্গ নওর ভাবতে শুরু করল যে, পৃথিবীটা রুচিশীল সংস্কৃতিবান মানুষের এক অফুরন্ত সম্পদভাণ্ডার। প্রাকৃতিক ও আদিম সমাজের ভয়ঙ্কর দুশ্চিন্তা ও বিপদ থেকে মুক্ত হওয়ায় তাদের এখন জ্ঞানতৃষ্ণার অবধি নেই। মহাবৃত্তের যুগেও অতীতের দুঃখভোগ, অন্বেষণ ও বিফলতা, ভ্রান্তি ও নৈরাশ্য প্রভৃতি থেকে গেছে। কিন্তু সেগুলিকে বিজ্ঞান, কলা ও নির্মাণের সৃজনাত্মক কর্মপ্রচেষ্টার উচ্চতর পর্যায়ে উন্নীত করা হয়েছে। জ্ঞান ও সৃজনশীল শ্রম পৃথিবীকে ক্ষুধা থেকে, জনাধিক্য থেকে, সংক্রামক ব্যাধি ও মারাত্মক জন্তুদের কবল থেকে মুক্ত করেছে। জ্বালানি বা প্রয়োজনীয় রাসায়নিক উপাদানাদি নিঃশেষিত হওয়ার ভয় এখন আর পৃথিবীর নেই। অকাল মৃত্যু ও দৌর্বল্য নিশ্চিহ্ন করা হয়েছে। 'তন্ত্র' আহরিত জ্ঞানের এই যৎসামান্য তথ্যগুলি সমাজসংগঠনের নিরবচ্ছিন্ন অগ্রগতি সাধনে ও প্রকৃতি-গবেষণায় সংযোজিত হবে!

'তন্ত্র'-এর সংগৃহীত তথ্যবোঝাই সিন্দুকটি এর্গ নওর খুলল। কালো গ্রহে মণ্ডলাকৃতি মহাকাশযান থেকে পাওয়া ধাতুর

টুকরোটি রাখা বাক্স থেকে সে আসমানী রঙের ওই ভারী ধাতুখণ্ডটি হাতে নিল। এই মূল্যবান নমুনাটির বিশ্লেষণ পৃথিবীর সুবৃহৎ গবেষণাগারের জন্য রেখে দিলেও সে জানে যে পৃথিবীতে, সৌরমণ্ডলের অন্য কোন গ্রহে কিম্বা প্রতিবেশী কোন নক্ষত্রে এই ধরনের ধাতু মেলে না। অভিন্ন, সরল মৌলাবলীতে যে বিশ্ব গঠিত, দীর্ঘকাল আগেই মেন্দেলেয়েভের তালিকায় তা প্রণালীবদ্ধ হয়েছিল। সেজন্য আবিষ্কারযোগ্য কোন নতুন মৌল বা ধাতু আর নেই। কিন্তু স্বাভাবিক ও কৃত্রিম উপাদান-সৃষ্টির প্রক্রিয়ায় ভিন্নতর গুণসম্পন্ন বিচিত্র ধরনের অসংখ্য আইসোটোপ গঠিত হতে পারে। তাছাড়া নিয়ন্ত্রিত পুনর্কেলাসনের ফলে মৌলিক পদার্থের গুণাবলী প্রভূত পরিমাণে পরিবর্তিত হয়। এর্গ নওর স্থির সিদ্ধান্তে পৌঁছল যে সুদূর জগৎ থেকে আসা মহাকাশযানের কাঠামোর টুকরোটি পরমাণু পুনর্বিন্যস্ত একটি পার্থিব ধাতু। জিরদা ধ্বংসের খবরটির পর পৃথিবী ও মহাবৃত্তের কাছে বয়ে নিয়ে যাওয়া তার এই সংবাদটিই সম্ভবত সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠবে।

লৌহ তারকাটি পৃথিবীর খুবই কাছে। 'পারুস' ও 'তন্ত্র'-এর অভিজ্ঞতার পর সেই গ্রহে এখন কোন বিশেষ প্রস্তুতিপূর্ণ অভিযান আর এমন বিপজ্জনক হবে না, এবং সেই চির-অন্ধকার জগতে অঢেল কালো ক্রুশাকার জিনিস এবং জেলী-মাছ থাকলেও। মণ্ডলাকৃতি মহাকাশযানটি খোলার ব্যাপারটি তাদের কাছে দুর্ভাগ্যজনক। চিন্তা করার সময় থাকলে তারা বুঝতে পারত যে অতিকায় মণ্ডলাকার নলটি হচ্ছে মহাকাশযানের পরিচালন ব্যবস্থার অঙ্গবিশেষ।

তাদের শেষদিনের দুর্ঘটনাগুলি অধিনায়ক স্মরণ করতে থাকে। মনে পড়ে, দৈত্যটার কাছে অজ্ঞান হয়ে পড়লে নিসা

বর্মের মতো নিজ দেহ দিয়ে তাকে ঢেকে রেখেছিল। পৃথিবীর প্রাচীন নারীদের সাহসিক আনুগত্যলগ্ন যৌবনোচিত আবেগ এবং আধুনিক জগতের কুণ্ঠাহীনতা ও বিজ্ঞানোচিত সাহসিকতা তার মধ্যে পূর্ণ বিকশিত হয়ে ওঠার অবকাশ পায় নি...

তার পেছন থেকে নিঃশব্দে এগিয়ে এল পুর হিস্। অধিনায়ককে তার কাজ থেকে সে অব্যাহতি দিল। লাইব্রেরী-ল্যাবরেটরীর মাঝখান দিয়ে অধিনায়ক এগিয়ে গেল। কিন্তু কেন্দ্রীয় ডর্মিটোরী কেবিনে না গিয়ে তার বদলে সে খুলল রোগী-কক্ষের ভারী দরজা।

সেখানে বিভিন্ন ধরনের যন্ত্রপাতি ও ওষুধ বোঝাই সিলিকলোয়েড আলমারী থেকে, এক্স-রে যন্ত্র, শ্বসন ও রক্ত সঞ্চালক যন্ত্রপাতি থেকে পার্থিব দিনের মতো আবছা আলো প্রতিফলিত হচ্ছে। ছাদ অবধি উঁচু একটি ভারী পর্দা সরিয়ে সে রোগী-কক্ষের আধা-অন্ধকারে ঢুকল। সিলিকলোয়েডের গোলাপী স্ফটিকগুলির ওপর চাঁদের আলোর মতো ফিকে আলো পড়ায় সামান্য উষ্ণতা অনুভূত হল। হঠাৎ হৃৎস্পন্দন ক্রিয়া বন্ধ হয়ে মৃত্যু ঘটতে পারে এই আশংকায় দু'টি টাইরেট্রন উদ্দীপক সর্বক্ষণ চালু রাখা হয়েছে। অসাড় রোগীর শ্বাসক্রিয়া অব্যাহত রেখে উদ্দীপকগুলি নিঃশব্দে টিকটিক করে চলেছে। আচ্ছাদনের নীচে গোলাপী-রুপোলী আলোর মধ্যে অনড় নিসা যেন এক মধুর ঘুমের প্রশান্তিতে ডুবে আছে। পূর্বপুরুষদের বংশানুক্রমিক শতায়ু, তাদের নির্মল ও স্বাস্থ্যোজ্জ্বল জীবনযাপনের ফলে শিল্পীর চরম উৎকর্ষতার নিদর্শন হিসেবে, শক্তির প্রাচুর্যভরা পার্থিব জীবনের সুন্দরতম সৃষ্টি হিসেবে যেন তার নারীদেহের নিটোল ও নমনীয় এই রেখাগুলি সৃষ্টি হয়েছে।

সবকিছুর গতি ও ক্রমবিকাশের ধরন মণ্ডলাকৃত। জীবনযাত্রা

ও মানবসমাজে প্রযুক্ত এবং সামগ্রিক উত্তরণে যে সুবিশাল, মণ্ডলাকৃতি গতিপথ প্রচলিত, এর্গ নওর মানসচক্ষে তা একবার দেখে নিল। আশ্চর্য প্রাঞ্জলতার সঙ্গে সে এখন বুঝতে পারে যে জীববিদ্যাগত যন্ত্র হিসেবে জীবের প্রাণধারণ ও কর্মপ্রচেষ্টার অবস্থা যত দুরূহ হয়ে ওঠে, সামাজিক ক্রমবিকাশের পথ যত সুকঠিন হয়, মোড়ানো মণ্ডলাকার পথটি ততই নিবিড়তা পায় আর প্রতিটি বাঁকের ব্যবধান যায় কমে, প্রক্রিয়াটি শ্লথ, উদ্ভূত সত্তাগুলি আরও প্রমিত, অভিন্নতর হয়ে ওঠে। অবশ্য দ্বান্দ্বিকতার নিয়মানুযায়ী ঊর্ধ্বগতির সূক্ষ্ম নিরিখের উপরই ফলের স্থায়িত্ব নির্ভরশীল।

নীল সূর্যের অপূর্ব গ্রহগুলির সন্ধানে ঘোরাটা তার ভুল হয়েছে। নিসাকেও সে ভুল শিক্ষা দিয়েছে। আপতিক কারণে প্রাণধারণের সম্ভাব্য উপযোগী বসতিহীন গ্রহের সন্ধানে নতুন জগৎগুলিতে তাদের উড়ে যাওয়া উচিত নয়। মানুষকে এগোতে হবে সুপরিকল্পিত ধারায়, ছায়াপথের বাহুকে আঁকড়ে কদমে কদমে জীবনের সৌন্দর্য ও জ্ঞানের বিজয় অভিযানে। এই যেমন নিসা...

গভীর দুঃখে এর্গ নওর মহাকাশচারিনীর সিলিকলোয়েড আধারের সামনে নত হয়ে বসল। মেয়েটির শ্বাস-প্রশ্বাসের কোন লক্ষণ বাইরে স্পষ্ট নয়। চোখের পাতা থেকে গালের ওপর যেন নীল ছায়া পড়েছে, সামান্য ফাঁক করা ঠোঁটের মধ্য দিয়ে শাদা দাঁতগুলির আভাস দেখা যাচ্ছে। তার গলার গোড়ায়, বাঁ কাঁধে ও কনুইয়ের কাছে অস্পষ্ট নীলচে দাগ। এসব জায়গাতেই ক্ষতিকর বিজলীর আঘাত লেগেছে।

‘আমায় দেখতে পাচ্ছ? ঘুমের মধ্যে তোমার কি কিছু মনে পড়ছে?’ নিদারুণ দুঃখে বেদনার্ত কণ্ঠে এর্গ নওর জিজ্ঞেস করে। তার মনে হল নিজের ইচ্ছাশক্তি যেন ক্রমে মোমের চাইতেও

নরম হয়ে উঠছে, নিঃশ্বাস নিতে যেন কষ্ট হচ্ছে, আর তার গলায় কী যেন আটকে গেছে।

মনের কথাগুলি এবং বেঁচে থাকার ও সুখভোগের আবেগমথিত আহ্বান নিসাকে শোনাবার চেষ্টায় অধিনায়কের বদ্ধ হাতের আঙুলগুলি নীল হয়ে উঠল। কিন্তু পিঙ্গল-কেশী তেমনি স্থির, যেন এক জীবন্ত মডেলের অনুকরণে তৈরী গোলাপী মর্মরের কোন পাষাণপ্রতিমা।

খুব সন্তর্পণে ডাঃ লুমা লাস্‌ভি সেখানে এল এবং তখনই নিঃশব্দ কক্ষে সে অপর একজনের উপস্থিতি অনুভব করল। খুব সতর্কতার সঙ্গে পর্দাটি সরিয়ে সে দেখল অধিনায়কের নতজানু মূর্তি। প্রিয়জনহারা শোকবিহ্বল লক্ষ লক্ষ মানুষের প্রতি এ যেন এক অবিচল শ্রদ্ধার্ঘ। সে এর্গ নওরকে এখানে এই প্রথম দেখল না। তার জন্য মায়া হল। বিষণ্ণ অধিনায়ক উঠে দাঁড়ালে কাছে গিয়ে লুমা উদ্বিগ্নকণ্ঠে বলে:

'আপনার সঙ্গে কথা আছে।'

এর্গ নওর মাথা নেড়ে বাইরে গেল। রোগী-কক্ষের আলোকিত অংশে ঢুকেই সে চোখ মুছল। লুমার এগিয়ে দেয়া চেয়ারে না বসে সে ব্যাঙের ছাতার মতো খাড়া বিকিরণ-যন্ত্রে হেলান দিয়ে দাঁড়াল।

কিছুটা অনিশ্চিত সুরে সে বলল, 'আপনি জানেন যে মনের সচেতন ও অবচেতন অংশে প্রক্ষোভ সঞ্চারিত হবার প্রক্রিয়াটি আধুনিক স্নায়ুরোগবিদ্যায় আবিষ্কৃত হয়েছে। স্নায়ুতন্ত্র সহ দেহের সকল রাসায়নিক ক্রিয়া এবং অংশত উচ্চতর স্নায়বিক কর্মকাণ্ড নিয়ন্ত্রক মস্তিষ্কের প্রাচীন অংশের মাধ্যমে দেয়া নিবারক ওষুধের দ্বারা অবচেতনকে প্রভাবিত করা যায়...'

এর্গ নওরের ভুরু দু'টি কপালে উঠল। লুমা লাস্‌ভির মনে হল যেন সে বিস্তারিত, দীর্ঘ আলোচনা চালাচ্ছে।

'আমি বলছিলাম যে গভীর প্রক্ষোভ-নিয়ন্ত্রক মস্তিষ্কের কেন্দ্রগুলো ওষুধে আচ্ছন্ন করা যায়। আমি পারতাম...'

এর্গ নওরের চোখ দেখে বোঝা গেল ব্যাপারটা তার বোধগম্য হয়েছে। সে মৃদু হাসল।

'নিসার প্রতি আমার ভালবাসাকে প্রভাবিত করে যন্ত্রণার হাত থেকে আমায় মুক্তি দিতে চান?' সোজাসুজি সে প্রশ্ন করে।

ডাক্তার মাথা নেড়ে সায় দিল। তার সহানুভূতির কোমলতাটুকু এই ছক-বাঁধা কথায় উবে যেতে পারে ভেবে সে শঙ্কিত হল।

কৃতজ্ঞতায় এর্গ নওর হাতটা বাড়িয়ে দিল, কিন্তু মাথা নেড়ে অসম্মতি জানাল।

'যত যন্ত্রণাই আমাকে ভোগ করতে হোক না কেন আমার আবেগের ধন কিছুতেই ফেলতে পারব না। যন্ত্রণা সহ্যশক্তিকে অতিক্রম না করলে তাতে মনের মিল ঘটে, এই মিল থেকে ভালবাসা জন্মে, জীবনের চক্র পূর্ণতা পায়। আপনি খুব দয়ালু, লুমা। কিন্তু এর প্রয়োজন নেই!'

তার স্বাভাবিক দ্রুতির সঙ্গে অধিনায়ক দরজা দিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেল।

জরুরী পরিস্থিতির মতো ইলেক্‌ট্রনিক ইঞ্জিনিয়ার ও মেকানিকরা দ্রুত পার্থিব বার্তাগ্রহণের জন্য টেলিভিজফোন পর্দাটিকে টাঙিয়ে নিল। কেন্দ্রীয় কণ্ট্রোল টাওয়ারে ও লাইব্রেরীতে তের বছর পর পর্দাটি টাঙান হল। মহাকাশযানটি এখন এমন এক অঞ্চলে এসে পড়েছে যেখানে পৃথিবীর আবহমণ্ডল থেকে বিচ্ছুরিত বেতারতরঙ্গ গ্রাহকযন্ত্রে ধরা সম্ভবপর।

স্বদেশভূমি, পৃথিবী থেকে ভেসে আসা কণ্ঠস্বর, শব্দ, রূপ

ও রঙ অভিযাত্রীদের মনে প্রেরণা জাগাল এবং সঙ্গে সঙ্গে তাদের ধৈর্যের বাঁধও প্রায় ভাঙার উপক্রম হল, মহাজাগতিক ভ্রমণের দীর্ঘতা অসহ্য হয়ে উঠল।

সুদূর মহাজাগতিক অভিযানে ব্যবহৃত তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যে মহাকাশযান থেকে পৃথিবীর ৫৭ নং কৃত্রিম উপগ্রহে বার্তা পাঠান হল। পৃথিবী ও মহাজগতের সঙ্গে সংযোগকারী এই শক্তিশালী স্টেশন থেকে জবাবের আশায় তারা অধীর প্রতীক্ষায় রইল।

শেষপর্যন্ত মহাকাশযান থেকে বার্তাসঙ্কেত পৃথিবীতে পেঁছিল।

অভিযাত্রীরা তখন জেগে বসে রয়েছে। গ্রাহকযন্ত্রগুলি তাদের কাছ ছাড়া হয় নি। তেরটি পার্থিব বছর ও ন'টি আপেক্ষিক বছরের পর যেন আবার তারা নবজীবন লাভ করছে। এতদিন নিজ গ্রহটির সঙ্গে কোন যোগাযোগই ছিল না। পৃথিবীর সমস্ত বিবরণী তারা আগ্রহভরে শুনল এবং বিশ্বব্যাপ্ত বেতার-জালের মাধ্যমে উত্থাপিত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়াদির আলোচনায় তারা অংশ গ্রহণও করল।

হঠাৎ মৃৎবিজ্ঞানী হেব উরের একটা প্রস্তাব তারা বেতারে ধরে ফেলল এবং তাতে ছ' সপ্তাহের মতো আলোচনার ও জটিল আঁকজোখের বিষয়বস্তু পেল।

পৃথিবী থেকে আসা কণ্ঠস্বর ধ্বনিত হল: 'হেব উরের প্রস্তাবটি আলোচনা করুন! এ বিষয় নিয়ে কর্তব্যরত যে-কেউ প্রস্তাবটির সমর্থনে বা বিরুদ্ধে নিজস্ব অভিমত প্রকাশ করতে পারেন!'

এই অদ্ভুত সূত্রটি অভিযাত্রীদের কাছে খুব মধুর বিষয় হয়ে উঠল। হেব উর জ্যোতির্বিজ্ঞান পরিষদের কাছে প্রস্তাব করেছে যে নীল ও সবুজ নক্ষত্রের অধিগম্য গ্রহগুলিতে নিয়মিত সন্ধানী অভিযান চালান হোক। এগুলিকে সে বিশেষ ধরনের জগৎ

বলে মনে করেছে, যেখানে সৃষ্ট প্রচণ্ড শক্তি পার্থিব অবস্থায় এনট্রপির বিরুদ্ধে সংগ্রামে জড় হয়ে থাকা খনিজ যৌগগুলিকে উদ্দীপ্ত করছে, অর্থাৎ সেগুলিকে জীবন্ত করে তুলতে পারে! হেব উরের অভিমত হচ্ছে, লুব্ধক নক্ষত্র অভিযানে ব্যর্থতা, সেখানে কোন প্রাণী আবিষ্কারে ব্যর্থতার যথার্থ কারণ আছে। সেটি একটি দ্রুতগতি যুগ্মতারা, এবং তার কোন শক্তিশালী চৌম্বক ক্ষেত্র নেই। হেব উরের সঙ্গে কারও দ্বিমত নেই যে মহাশূন্যে গ্রহমণ্ডলের স্রষ্টা হিসেবে যুগ্মতারার কোন ভূমিকা নেই। কিন্তু প্রস্তাবটির সারমর্ম সম্পর্কে 'তন্ত্র'-এর অভিযাত্রীদল সোৎসাহে প্রতিবাদ জানাল।

এর্গ নওরের নেতৃত্বে জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের তৈরী একটি বিবরণী পৃথিবীতে পাঠান হল। 'পারুস'-এর তোলা চলচ্চিত্রের মাধ্যমে তারাই সর্বপ্রথম অভিজিতের অবস্থা পর্যবেক্ষণ করতে পেরেছে।

পৃথিবীর মানুষ সানন্দে ও সশ্রদ্ধভাবে এগিয়ে আসা মহাকাশযান থেকে অভিযাত্রীদের কণ্ঠস্বর শুনল।

'তন্ত্র' হেব উর প্রস্তাবিত অভিযানের বিরোধিতা করল। নীল তারাগুলি তাদের সমতলের প্রতি ইউনিটে সত্যিই এত শক্তি সঞ্চার করে যে তা ভারী যৌগিক পদার্থকে সক্রিয় করে তোলার পক্ষে যথেষ্ট। তবে যেকোন সক্রিয় জীব শক্তির ফিলটার ও প্রতিবন্ধে পরিণত হয়, সেটি আবার তাপগতিবিদ্যার দ্বিতীয় সূত্রের বিরুদ্ধে সংগ্রামে একটি যৌগিক পদার্থ সৃষ্টির মাধ্যমে সক্রিয় হয়, সাধারণ খনিজ ও গ্যাসের অণুসমূহের এক জটিল মিশ্রণে কার্যকরী হয়ে ওঠে। প্রবল ক্রমবিকাশের ধারার এক প্রক্রিয়ার মধ্যেই এই যৌগিক মিশ্রণ সম্ভবপর। অপরপক্ষে তাও আবার ভৌতিক অবস্থার এক দীর্ঘ স্থিতিশীলতার ওপর নির্ভরশীল। উচ্চতাপবিশিষ্ট তারাগুলির গ্রহসমূহের মধ্যে

স্থিতিশীল অবস্থা বজায় থাকা সম্ভব নয়, কারণ শক্তিশালী বিকিরণের আবর্তে সমস্ত জটিল যৌগিক পদার্থগুলি ধ্বংস হয়ে যায়। খনিজ পদার্থগুলি ত্রিঘাত আণবিক ধাঁচের স্থায়ী স্ফটিকের গঠন আয়ত্ত করা সত্ত্বেও সেখানে কিছুই দীর্ঘস্থায়ী হতে পারে না।

'তন্ত্র'-এর অভিমত এই যে অতীতের যেসব জ্যোতির্বিজ্ঞানী গ্রহসমূহের ক্রমবিকাশের গতিবিদ্যা সম্পর্কে অজ্ঞ ছিলেন, হেব উর এখন তাঁদের একদর্শী বক্তব্যই পুনরুচ্চারণ করেছে। সমস্ত গ্রহ থেকেই হালকা মৌলগুলি ধ্বংস হয়ে যায়, সেগুলি মহাশূন্যে ছত্রখান হয়ে পড়ে। যেখানে নীল সূর্যের প্রচণ্ড তাপ ও আলোকের চাপ পড়ে সেখানে হালকা মৌলগুলি ধ্বংস হয় আরও বেশী।

'তন্ত্র' অনেকগুলি দৃষ্টান্ত দিয়ে উপসংহারে জানাল যে, নীল তারাগুলির গ্রহসমূহে 'ভারবৃদ্ধির' প্রক্রিয়ায় সেখানে কোনরূপ প্রাণের অস্তিত্ব সম্ভবপর নয়।

৫৭ নং কৃত্রিম উপগ্রহের মাধ্যমে 'তন্ত্র'-এর প্রতিবাদী বক্তব্য সরাসরি পরিষদের মানমন্দিরে পৌঁছল।

অবশেষে সেই মুহূর্তটি এল। এর জন্যই অন্যান্য অভিযাত্রীদের মতো ইর্নাগ্রেদ দিত্রা ও কে বিয়ার অধীরভাবে অপেক্ষা করছিল। আলোর সমান গতিবেগ থেকে 'তন্ত্র'-এর গতি কমতে থাকল। সৌরমণ্ডলের তুষার বলয়টি পার হওয়া গেল। এখন সেটি ট্রাইটনের মহাকাশযান-স্টেশনের দিকে এগিয়ে চলেছে। উচ্চ গতিবেগের আর প্রয়োজন নেই। ঘণ্টায় ৯০ কোটি কিলোমিটার বেগে চললেই তারা নেপচুনের উপগ্রহ ট্রাইটন থেকে পৃথিবীতে পৌঁছতে পারবে ঘণ্টা পাঁচেকের মধ্যে। অবশ্য ট্রাইটন থেকে সেই গতিবেগে চললে তার ত্বরণ এত দীর্ঘ হত যে সে সূর্য পার হয়ে বহুদূর মহাশূন্যে চলে যেত।

মহামূল্য আনামেসন সাশ্রয় এবং প্রচন্ড ভারী যন্ত্রপাতির বহন এড়ানোর জন্য সৌরমন্ডলের মধ্যে আয়ন-গ্রহযানের মাধ্যমেই যাতায়াত করা হয়। অভ্যন্তরীণ গ্রহগুলির ক্ষেত্রে এগুলির গতিবেগ প্রতি ঘণ্টায় ৮ লক্ষ কিলোমিটার আর সুদূর বহির্গ্রহগুলির ক্ষেত্রে ২৫ লক্ষ কিলোমিটারের বেশী নয়। সাধারণ ভ্রমণব্যবস্থা অনুযায়ী নেপচুন থেকে পৃথিবীতে আসতে আড়াই থেকে তিন মাস লাগে।

ট্রাইটন একটি বড় উপগ্রহ। এটি বৃহস্পতির তৃতীয় ও চতুর্থ প্রকান্ড উপগ্রহ গ্যানিমেড ও কালিস্টো বা বুধ গ্রহের চাইতে সামান্য ছোট। সেজন্য এতে প্রধানত নাইট্রোজেন ও কার্বন মনোক্সাইড সমন্বিত এক হালকা আবহমন্ডলই আছে।

স্টেশন দালানগুলির প্রশস্ত গম্বুজ থেকে অনেক দূরে ট্রাইটনের মেরুদেশে এক নির্ধারিত স্থানে এর্গ নওর মহাকাশযানটিকে নামিয়ে আনল। ভূগর্ভস্থ গুহাকীর্ণ এক পাহাড়ের কাছে মালভূমির শৈলশিরার ওপর সঙ্গরোধ-স্বাস্থ্যনিবাসের চকচকে কাঁচের বাড়িটা দেখা যাচ্ছে। এখানে অন্যান্যদের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে অভিযাত্রীদের পাঁচ সপ্তাহ সম্পূর্ণ সঙ্গরোধ অবস্থায় কাটাতে হয়। এই সময় সুদক্ষ চিকিৎসকরা তাদের দেহে সম্ভাব্য সংক্রমণ পরীক্ষা করে। এই ভ্রমণের পর কোন ঝুঁকি নেওয়া চলে না। এইজন্য অন্যতর গ্রহ এবং তা নিষ্প্রাণ হলেও সেই গ্রহফেরত যেকোন মানুষকেই এই পরীক্ষাধীন হতে হয়। গ্রহ ত্যাগের পর দীর্ঘকাল মহাকাশযানে কাটালেও এ থেকে অব্যাহতি মেলে না। এই স্টেশন থেকে মহাকাশযানটিকে পৃথিবী যাত্রার অনুমতি দেবার আগে স্বাস্থ্যনিবাসের বিজ্ঞানীরা এটিও পরীক্ষা করে দেখে। শুক্র বা মঙ্গল গ্রহের মতো যে সমস্ত গ্রহ ও গ্রহাণুপুঞ্জ অনেক আগেই পরীক্ষা করে দেখা হয়েছে এবং মনুষ্য অধ্যুষিত হয়ে

গেছে সেগুলির নিজস্ব সঙ্গরোধ স্টেশন রয়েছে। সেখান থেকে মহাকাশযান প্রত্যাবর্তনের আগে যাত্রীদের পরীক্ষা করে দেখা হয়।

মহাকাশযানে আটক থাকার চাইতে স্বাস্থ্যনিবাসে থাকাটা অনেক সুখের। সেখানে কাজ করার মতো ল্যাবরেটরী, কনসার্ট হল, বৈদ্যুতিক প্রবাহ, সংগীত, জল আর তরঙ্গের প্রকম্পন সমন্বিত স্নানাগার রয়েছে। স্বাস্থ্যনিবাসের কাছাকাছি পাহাড়ে হালকা রক্ষা-স্পেস্-স্যুটে বেড়ান যায়। তাছাড়া রয়েছে পৃথিবীর সঙ্গে সংযোগ, এবং তা অনিয়মিত হলেও পৃথিবীর দূরত্ব তো মাত্র পাঁচ ঘণ্টার! খুব সতর্কতার সঙ্গে নিসার সিলিকলোয়েড আধারটি স্বাস্থ্যনিবাসে আনা হল। সবার শেষে 'তন্ত্র' ছেড়ে এল এর্গ নওর ও জীববিদ ইয়ন থাল। উপগ্রহটির স্বল্প মহাকর্ষে হঠাৎ লাফিয়ে উঠার প্রতিবন্ধ হিসেবে পরিহিত ভারী পোশাক নিয়েও তারা অনায়াসে চলতে পারছিল।

অবতরণ ক্ষেত্রের চারদিককার সার্চলাইট নিবিয়ে দেয়া হল। নেপচুনের দিবাভাগের দিকটা তখন ট্রাইটন অতিক্রম করছিল। নেপচুনের প্রতিফলিত ধূসর আলো ম্লান হওয়ায় ট্রাইটন থেকে মাত্র ৩ লক্ষ ৫০ হাজার কিলোমিটার দূরবর্তী গ্রহের বিরাট আয়নাটি অন্ধকার দূর করে পৃথিবীর উত্তর অক্ষাংশের বসন্ত ঋতুর সান্ধ্য গোধূলির আলোকে উপগ্রহটিকে উজ্জ্বল করে তুলল। নেপচুনের পরিক্রমণ পথের বিপরীত দিকে ট্রাইটন আবর্তিত হতে থাকে, অর্থাৎ এটি পার্থিব ছয় দিনে পূর্ব থেকে পশ্চিমে আবর্তিত হয়। ফলত, দিনের গোধূলি স্থায়ী হয় প্রায় সত্তর ঘণ্টা এবং সেই সময় নেপচুন তার নিজস্ব অক্ষের ওপর চারবার আবর্তিত হয়। অভিযাত্রীদল যখন সেখানে পৌঁছয় তখন নিহারিকাকল্প চাকতিটা পার হবার সময়কার উপগ্রহটির ছায়া তাদের চেখে পড়ে।

অধিনায়ক ও জীববিদ প্রায় একইসঙ্গে দেখল যে মালভূমির এক প্রান্তে একটি ছোট্ট মহাকাশযান দাঁড়িয়ে রয়েছে। সম্মুখের চেয়ে পেছনের অর্ধেক বেশী চওড়া ও উঁচু সুস্থিরক দণ্ডযুক্ত মহাকাশযান এটি নয়। ধারালো মুখ ও সরু কাঠামো দেখে মনে হয় সেটি একটি আন্তর্গ্রহযান। কিন্তু পেছনের মোটা বলয় ও ওপরকার কাটিমাকৃতি লম্বা কাঠামোর উচ্চাবচে এর ব্যতিক্রম সুস্পষ্ট।

'সঙ্গরোধের জায়গায় আরেকটি মহাকাশযান রয়েছে কি?' ইয়ন কিছুটা প্রশ্ন ও কিছুটা জবাবের মতো করে কথাটি বলে। 'পরিষদ কি এখন তার নিয়মাবলী পরিবর্তন করেছে?'

'আগেরটি ফেরার আগে অপর একটিকে নাক্ষত্রিক অভিযানে না পাঠাবার নিয়ম তো?' এবার এর্গ নওরের কথা বলার পালা। 'আমরা যথাসময়ে কাজ সম্পন্ন করেছি, কিন্তু জিরদা থেকে পৃথিবীতে যে সংবাদ পাঠান উচিত ছিল, তাতে দু' বছর দেরী হয়েছে।'

'হয়তো এটা নেপচুন অভিযানের জন্য?' জীববিদ মন্তব্য করে।

স্বাস্থ্যনিবাসে যাবার দু' কিলোমিটার পথ তারা অতিক্রম করল। লাল বাসাল্ট ছড়ান এক প্রশস্ত চত্বরে তারা উঠল। অনাবর্তিত উপগ্রহটির মেরু থেকে সূর্যের ছোট্ট চাকতিটা কালো আকাশে অন্য কোন তারার চাইতে উজ্জ্বল দেখাচ্ছিল। হিমাঙ্কের ১৭০ সেণ্টিগ্রেডের প্রবল তুষারে তারা স্পেস্-স্যুটের উষ্ণতায় পৃথিবীর উত্তরাঞ্চলের সাধারণ শীত অনুভব করছিল। নিথর আবহমণ্ডল থেকে স্তূপীকৃত তুষারে জমাট এমোনিয়া বা কার্বন মনোক্সাইড ঝরে পড়তে লাগল। এখানেও চারিদিকে তুষারপাতকালীন পৃথিবীই প্রশান্ত রূপ চোখে পড়ছে।

উত্তরাঞ্চলের প্রাচীন পূর্বপুরুষদের মতোই এর্গ নওর ও

ইয়ন থাল তুষারপাতের দিকে আচ্ছন্নভাবে তাকিয়ে রইল। সেই সব পূর্বপুরুষদের কাছে তুষারপাত বাৎসরিক খামার কাজের অবসান সূচনা করত। এদের কাছেও এই অস্বাভাবিক তুষারপাতের অর্থ যাত্রাশেষ ও শ্রমসমাপ্তি।

অর্ধচেতন এক প্রক্ষোভের প্রেরণায় জীববিদ অধিনায়কের দিকে হাতটা বাড়িয়ে দেয়।

'আমাদের অভিযান শেষ, আমরা এখনো বেঁচে আছি, এবং সেজন্য ধন্যবাদার্হ আপনিই!'

এর্গ নওর চকিত ভঙ্গিতে তার হাত সরিয়ে নিল।

'আমরা সব্বাই কি ভালো আছি? আর কার অনুগ্রহে আমি বেঁচে?'

ইয়ন থাল নিরস্ত হল না।

'আমি নিশ্চিত যে নিসাকে বাঁচিয়ে তোলা যাবে! এখানকার ডাক্তাররা অবিলম্বে চিকিৎসা শুরু করতে চায়। সাধারণ পক্ষাঘাত ল্যাবরেটরীর প্রধান গ্রিম শার স্বয়ং নির্দেশ পাঠিয়েছে।'

'ওর কী হয়েছে, তা তারা জানে?'

'এখনো না। কিন্তু এটা সুস্পষ্ট যে নিসা এমন কোন বিজলীতে আক্রান্ত যা স্বশাসিত স্নায়ুতন্ত্রের কেন্দ্রবিন্দুতে ঘনীভূত হয়। তার অস্বাভাবিক দীর্ঘস্থায়ী প্রভাব কাটিয়ে তোলার উপায় বের করতে পারলেই নিসাকে সারিয়ে তোলা যাবে। বহু শতাব্দী দুরারোগ্য হিসেবে বিবেচিত স্থায়ী মানসিক পক্ষাঘাত উপশমের পন্থা আমরা তো আবিষ্কার করেছি। করি নি? এটাও একই ধরনের, কিন্তু ঘটেছে বাইরের কোন উত্তেজকের প্রাদুর্ভাবে। আমার বন্দী—তারা জীবিতই থাকুক বা মৃতই হোক—তাদের ওপর আমরা পরীক্ষা চালাব এবং তারপর... আমার হাতও আবার সক্রিয় হয়ে উঠবে!'

অধিনায়ক কিছুটা লজ্জিত বোধ করল ও কপাল কোঁচকাল। গভীর দুঃখের আচ্ছন্নতায় সে এই জীববিদের অবদান ভুলেই গিয়েছিল। বয়স্কের পক্ষে এটা মোটেই শোভন নয়! জীববিদ হাতটা তুলে নিল, মানুষের বহু পুরনো দিনের করমর্দনের মধ্যে তারা গভীর বন্ধুত্ব প্রকাশ করল।

এর্গ নওর প্রশ্ন করে, 'আচ্ছা, আপনার কি মনে হয়, সেই কালো জেলী-মাছের মারাত্মক দেহ আর সেই ক্রুশাকৃতি জঘন্য বস্তুটি একই প্রকৃতির?'

'আমার তাতে সন্দেহ নেই। আমার হাতই তার প্রমাণ... প্রবল বৈদ্যুতিক শক্তিধর গ্রহটির অধিবাসী হিসেবে এই কালো জীবগুলি প্রাণধারণের উপযোগী হবাব প্রক্রিয়ায় বৈদ্যুতিক শক্তি সঞ্চয় ও রূপান্তরের রূপলাভ করেছে। স্পষ্টতই তারা শিকারী, কিন্তু তাদের শিকারগুলি আমরা এখনও জানি না।'

'কিন্তু আমাদের কী অবস্থা হয়েছিল আপনার মনে আছে? নিসা যখন...'

'সেটা আলাদা ব্যাপার। তা নিয়ে আমি ভেবেছি অনেক। সেই ভয়াবহ ক্রুশাকৃতিটি এসেই প্রচন্ড শক্তিধর শব্দেতর তরঙ্গ ছড়াল এবং তার প্রভাবে আমাদের ইচ্ছাশক্তি ভেঙে পড়ল। সেই কালো জগতের শব্দগুলিও কালো, আমরা তা শুনতে পাই না। এই দানবটি তার শব্দেতর তরঙ্গের প্রভাবে আমাদের চেতনাকে অবশ করে দেয় এবং অধুনালুপ্ত সেই পার্থিব বিরাট সর্প অ্যানাকোন্ডার চাইতেও বহুগুণ শক্তিশালী সম্মোহন ছড়ায়। আমাদের দফা এতেই প্রায় শেষ হয়ে এসেছিল, যদি না নিসা...'

এর্গ নওর দূরের সূর্যের দিকে তাকায়। পৃথিবীতেও এই সূর্যকিরণ এখন পেঁছুচ্ছে। প্রাগৈতিহাসিক কাল থেকে, নির্মম প্রাকৃতিক পরিবেশে কোনক্রমে অস্তিত্বটুকু টিকিয়ে রাখার

আপ্রাণ সংগ্রামের সময় থেকেই সূর্য মানুষের কাছে চির আশার প্রতীক হয়ে আছে। রাত্রির দানবীয়তা ও অন্ধকার বিদারী সূর্য যেন চেতনার উদ্ভাসিত শক্তির মূর্তরূপ। যাত্রাপথের অবশিষ্ট কালটুকুর জন্য তার মনে আশার এক আনন্দমূর্তি সঞ্চারিত হল।

ট্রাইটন স্টেশনের অধ্যক্ষ স্বাস্থ্যনিবাসে এর্গ নওরের সঙ্গে দেখা করে বলে গেল যে পৃথিবী তার সঙ্গে কথা বলতে চায়। সঙ্গরোধী দালানে অধ্যক্ষের আসায় বোঝা গেল যে তাদের বিচ্ছিন্নতার কাল শেষ হয়েছে এবং 'তন্ত্র' তার তের বছরের যাত্রা এখন শেষ করতে পারবে। এর্গ নওর ফিরে এলে তাকে আরও কর্তব্যনিষ্ঠ দেখাচ্ছিল।

'আমরা আজ রওনা হচ্ছি। 'আমাত্' আন্তগ্রহযানের ছ' জনকে আমাদের সঙ্গে নিয়ে যেতে বলা হয়েছে। প্লুটোতে আরও খনিজ আকর তোলার কাজ সংগঠনের জন্য আন্তগ্রহযানটি থাকবে এখানে। অভিযাত্রীদল ও প্লুটোর সংগ্রহ সবই যাবে আমাদের সঙ্গে।'

'এক বিরাট দুঃসাহসী কর্তব্যের উদ্দেশ্যে এই ছ'টি মানুষ একটি সাধারণ গ্রহযানকে নতুন যন্ত্রপাতি সজ্জিত করে। প্লুটোর নিওন ও মিথেন গ্যাসের পুরু আবহমণ্ডল ভেদ করে তারা এক নারকীয় গভীরতায় ঝাঁপ দেয়। এমোনিয়া তুষারের হিমঝঞ্ঝার মধ্য দিয়ে তারা উড়ে চলে। সেখানে বরফস্তূপগুলির বিশাল সূচিমুখ ইস্পাতের মতো শক্ত এবং এর সঙ্গে প্রতিমুহূর্তেই সংঘর্ষের আশঙ্কা। শেষপর্যন্ত তারা পর্বতময় একটা অঞ্চল আবিষ্কারে সক্ষম হয়।

'অবশেষে প্লুটোর রহস্য ভেদ করা গেছে। গ্রহটি আমাদের সৌরমণ্ডলভুক্ত নয়। ছায়াপথ পরিক্রমায় এটি সূর্যকবলিত হয়েছে। অন্য সুদূর গ্রহের চাইতে প্লুটোর ঘনত্ব বৃদ্ধির কারণও

তাই। এই অজ্ঞাত জগতে অভিযাত্রীরা অদ্ভুত সব খনিজ আবিষ্কার করেছে। কিন্তু এর চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা হল তারা একটি শৈলশিরার ওপর ধারণাতীত কালের এক প্রাচীন সভ্যতার নিদর্শন, বিধ্বস্ত কতকগুলি ইমারতস্তূপ খুঁজে পেয়েছে। অবশ্য আবিষ্কৃত এসব তথ্যাদি ভালভাবে পরীক্ষণীয়। ইমারত তৈরীর উপাদানগুলির সুচিন্তিত প্রয়োগ সপ্রমাণও প্রয়োজনীয়। তবুও, আশ্চর্য এক দুঃসাহসী কাজ সম্পন্ন হয়েছে। আমাদের মহাকাশযানে এই বীরদের পৃথিবীতে ফিরিয়ে নিয়ে যাচ্ছি বলে আমি গর্বিত। তাদের অভিযানের গল্প শোনার জন্য আমি অধীর হয়ে উঠেছি। দিন তিনেক আগে তাদের সঙ্গরোধ শেষ হয়েছে।'

দীর্ঘ বক্তৃতায় ক্লান্ত হয়ে এর্গ নওর থামল।

'কিন্তু এর মধ্যে এক গুরুত্বপূর্ণ স্ববিরোধিতা রয়েছে।' পুর হিস্ জোর দিয়ে বলে।

'স্ববিরোধিতাই সত্যের জন্মদাত্রী!' একটি প্রাচীন প্রবাদের পুনরুক্তি করে শান্তভাবে এর্গ নওর বলে। ''তন্ত্র'-কে যাত্রার জন্য প্রস্তুত করার সময় হয়েছে।'

বহুপরীক্ষিত মহাকাশযানটি খুব সহজেই ট্রাইটন ছেড়ে গেল। ক্রান্তিবৃত্ততলের সঙ্গে লম্বভাবে সেটি একটি বিরাট চাপের আকারে এগিয়ে চলল। সরাসরি পৃথিবীতে যাওয়া অসম্ভব। এতে গ্রহাণুপুঞ্জ ও উল্কাপুঞ্জের বিস্তৃত বলয়ের মধ্যে যেকোন মহাকাশযানই ধ্বংস হয়ে যাবে। সেই বলয়াঞ্চলটি বিস্ফোরিত ফেইটন গ্রহের ধ্বংসাবশেষে পরিপূর্ণ। গ্রহটি ছিল মঙ্গল ও বৃহস্পতির মাঝখানে। অতিকায় সৌরমণ্ডলের বৃহত্তম গ্রহের মহাকর্ষের ফলে সেটি বিস্ফোরিত হয়।

এর্গ নওর ত্বরণবেগ বাড়াল। সাধারণ বাহাত্তর ঘণ্টার পথে তার ফেরার ইচ্ছে নেই। সর্বনিম্ন আনামেসন খরচায়

মহাকাশযানটির প্রচণ্ড শক্তি কাজে লাগিয়ে মাত্র পঞ্চাশ ঘণ্টার মধ্যে সে পাড়ি দিতে ইচ্ছুক।

মহাশূন্য ভেদ করে পৃথিবী থেকে বেতারবার্তা 'তন্ত্র'-এ এসে পৌঁছল। লৌহ তারকার ও তুষারাচ্ছন্ন প্লুটোর অন্ধকারভেদী বিজয় অভিযানকে পৃথিবী অভিনন্দন জানাল। 'তন্ত্র' ও 'আমাত্'-এর সম্মানার্থে বিশেষভাবে রচিত সংগীত ও ঐকতান বাদনের অনুষ্ঠান হল।

বিজয়সংগীতের ধ্বনিতে মহাশূন্য মুখরিত। মঙ্গল ও শুক্র গ্রহ এবং গ্রহাণুপুঞ্জের স্টেশনগুলি থেকে 'তন্ত্র'-কে অভিনন্দন জানান হল। বীরদের জানান সাধারণ অভিনন্দন ধ্বনির সঙ্গে এগুলিও মিশে গেল।

''তন্ত্র'... 'তন্ত্র'...' অবশেষে পরিষদের কণ্ট্রোল-পোস্ট থেকে কণ্ঠস্বর শোনা গেল। 'তোমরা এল হোমরায় নামতে পার!'

উত্তর আফ্রিকার পূর্বতন মরুভূমির ওপর কেন্দ্রীয় মহাকাশযান-বন্দরটি অবস্থিত। পৃথিবীর সূর্যস্নাত আবহমণ্ডলের মধ্য দিয়ে মহাকাশযানটি সেদিকেই এগুতে লাগল।

সপ্তম অধ্যায়

এফ-মাইনরের সিম্ফোনি: বর্ণতরঙ্গ ৪·৭৫০ মিউ

দক্ষিণে, সমুদ্রের দিকে মুখ ফেরানো প্রশস্ত বারান্দার দেয়ালগুলি স্বচ্ছ প্লাস্টিকের চাদরে তৈরী। ছাদ থেকে বিচ্ছুরিত আবছা ম্লান আলো চাঁদের আলোর সঙ্গে পাল্লা না দিয়ে বরং পরস্পর পরিপূরক হয়ে দাঁড়িয়েছে। সামুদ্রিক অভিযাত্রীদলের প্রায় সকলেই বারান্দায় সমবেত। অল্পবয়সী অভিযাত্রীরাই শুধু চন্দ্রালোকিত সমুদ্রে সাঁতরে বেড়াচ্ছে। শিল্পী কার্ট সান তার মডেলসহ সেখানেই রয়েছে। মিইকোর পাওয়া ঘোড়ার মূর্তিটির কথা সবাইকে বলতে বলতে অভিযাত্রীদলের প্রধান ফ্রিৎ ডন নিজের মাথার সোনালী লম্বা চুলগুলি নাড়তে থাকে। ঘোড়াটির ওজনের হিসেব এবং এর নির্মাণোপকরণ পরীক্ষার সময় অপ্রত্যাশিত ফল পাওয়া গেল। দেখা গেল সঙ্কর ধাতুর আপাতদৃষ্ট পরতের নিচে এটি খাঁটি সোনায় তৈরী। মূর্তিটি নিরেট সোনার হলে জলের স্থানচ্যুতির হিসেবে তার ওজন দাঁড়াবে চার শ' টনের মতো। জলের তলা থেকে তোলার মতো শক্তিশালী গীয়ারসহ বিশেষ ধরনের জলযান আনাবার ব্যবস্থা করা হয়েছে।

কে যেন প্রশ্ন করল, নির্বোধের মতো এত মূল্যবান ধাতু কেন

ব্যবহার করা হল? প্রবীণ ইতিহাসবিদদের মধ্যে একজন ঐতিহাসিক তথ্যের মহাফেজখানায় আবিষ্কৃত এক উপকথার পুনরাবৃত্তি করলেন। সেই উপকথা হল কোন এক দেশের সমস্ত সঞ্চিত সোনা অদৃশ্য হওয়ার কাহিনী। সেখানে শ্রমমূল্যের আর্থিক মাপকাঠি ছিল সোনা। স্বৈরাচার ও জনসাধারণের নিঃস্বতার জন্য দায়ী এক অত্যাচারী শাসকদল দেশত্যাগে বাধ্য হয়। তখনকার দিনে বিভিন্ন দেশের মধ্যে যোগাযোগ বন্ধের জন্য সীমান্তে বাধানিষেধ ছিল। পলায়নের আগে সেই শাসকদল সেই দেশের সমস্ত মজুত সোনা দিয়ে একটি মূর্তি ঢালাই করে দেশের প্রধান নগরীর জনবহুল মুক্ত-উদ্যানে সেটি স্থাপন করে। ফলে কেউই আর সোনার হদিস পায় নি। ঐতিহাসিকের অভিমত এই যে তখনকার দিনে সস্তা সঙ্কর ধাতুর পরতের নিচে মূল্যবান ধাতুসন্ধান অজ্ঞাত ছিল।

কাহিনীটি খুবই কৌতূহল সঞ্চার করল। বিপুল পরিমাণ সোনা উদ্ধার মানবজাতির পক্ষে এক আকর্ষণীয় উপহার বিশেষ। মূল্যপ্রতীক হিসেবে ভারী ধাতুর প্রচলন বহুকাল যাবৎ বন্ধ হয়ে গেলেও বর্তমানে বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি নির্মাণে, ঔষধাদি প্রস্তুতে এবং বিশেষ করে আনামেসন উৎপাদনে তার প্রয়োজন খুবই বেশী।

বারান্দার বাইরে এক কোণে বেদা কঙ, দার ভেতের, শিল্পী, কারা নন্দী এবং এভ্‌দা নাহ্‌ল একটি ছোট্ট দল পাকিয়ে বসে আছে। ম্‌ভেন মাসকে খোঁজার ব্যর্থ চেষ্টার পর লজ্জিত রেন বোসও তাদের পাশে এসে বসল।

দার ভেতের বলে, 'আপনি ঠিকই বলেছেন যে সাধারণ জ্ঞান ও প্রয়োগকৌশলের দ্রুত অগ্রগতির তুলনায় শিল্পী বা সাধারণভাবে শিল্পকলাকে নিশ্চিতই পিছিয়ে পড়তে হবে।'

প্রতিবাদে কার্ট সান বলে, 'আমার কথা ঠিক ধরতে পারেন

নি। শিল্পকলা ইতিমধ্যেই তার ভুল শুধরে নিয়ে মানবজাতির প্রতি তার কর্তব্য উপলব্ধি করতে পেয়েছে। আধুনিক শিল্পকলায় প্রকান্ড শিল্পকৃতি সৃষ্টি অপ্রচলিত হয়ে গেছে। বাস্তবক্ষেত্রে যে বিরাটত্ব ও সৌন্দর্যের অস্তিত্ব নেই বা যা একান্তই আপাতমনোরম তাতে আর শিল্পসৃষ্টির প্রেরণা মেলে না। মানুষের আবেগদীপ্ত প্রকৃতিকে বিকশিত করাই শিল্পের প্রধান কর্তব্য। কারণ, শিল্পই মানুষের মনের মাধুর্য ফুটিয়ে তুলতে এবং অত্যন্ত জটিল অনুভূতিকে উপলব্ধিক্ষম করে তুলতে পারে। সংগীত, বর্ণবৈচিত্র্য ও আঙ্গিকের ধারায় অভ্যস্ত হলে যেকোন কিছুর তাৎপর্য উপলব্ধি খুবই সহজ হয়ে উঠে। কিন্তু জবরদস্তিমূলক অনুপ্রবেশের চেষ্টা মানসলোককে দুর্গমতর করে তুলে। ইতিহাসবেত্তা হিসেবে আপনারা ভালভাবেই জানেন যে মনের অনুভূতির দিকটা বিকশিত করে তোলা ও তাকে সুনিয়ন্ত্রিত করার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধির দৈন্যের ফলে মানবজাতিকে কত লাঞ্ছনাই না সহ্য করতে হয়েছে।'

বেদা কণ্ড বলল, 'অতীতে এক সময় শিল্পকলা বিমূর্ত রূপাশ্রয়ী ছিল।'

'সবকিছুর ওপর বুদ্ধিবৃত্তির প্রাধান্য লাভের প্রেক্ষিতে তার অনুকৃতিই শিল্পকলাকে বিমূর্ত রূপাশ্রয়ী করে তুলে। কিন্তু বিমূর্তনে শিল্পকলার পূর্ণপ্রকাশ ঘটে না, যদিও সংগীত এর ব্যতিক্রম। সংগীত বিশিষ্ট স্থানের অধিকারী এবং স্বকীয় বৈশিষ্ট্যেই মূর্ত। সেকালে শিল্পকলার পথ ছিল ভ্রান্ত।'

'সঠিক পথ বলতে কী বোঝেন?'

'আমি বিশ্বাস করি, শিল্পকলা মানুষের অনুভূতিতে জীবনের সংগ্রাম ও উদ্বেগের প্রতিফলন ঘটাবে, সাধারণ উদ্দেশ্যমুখিনতার আওতায় থেকে তা জীবনকেই রূপায়িত করবে। ভাষান্তরে এই উদ্দেশ্যমুখিনতাই হল সৌন্দর্য, তা ছাড়া আমি সুখ বা

জীবনের অর্থ খুঁজে পাই না। একে এড়িয়ে গেলে কল্পনাপ্রসূত অনাসৃষ্টিতে শিল্পের অধঃপতন ঘটবে, বিশেষভাবে যদি জীবন ও ইতিহাস সম্পর্কে শিল্পী খণ্ডিত জ্ঞানের অধিকারী হয়।'

'আমি চেয়েছি শিল্পকলা শুধু পৃথিবীর উপলব্ধিতেই নয়, একে পৃথিবী জয় করা ও তার রূপান্তরেও সামিল হবে।' দার ভেতের বলে।

কার্ট সান বলে, 'তার সঙ্গে আমিও একমত, তবে একটি শর্তে: শিল্পের জগৎ শুধু বহির্বিশ্বই হবে না, মানুষের অন্তর্জগৎ, তার আবেগ, শিক্ষাদীক্ষাও এর আওতাধীন হবে এবং এর সঙ্গে থাকবে সকল অসঙ্গতি সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা...'

এভ্‌দা নাহ্‌ল উষ্ণ সবল হাতখানি দার ভেতেরের হাতে রাখল।

'আজ কোন স্বপ্নটি আপনি ত্যাগ করলেন?'

প্রথমে দার ভেতের তার কথায় আমল দিল না। কিন্তু সে বুঝল যে এভ্‌দার সঙ্গে কোন দ্ব্যর্থপূর্ণ কথা বলা অসম্ভব। সে শিল্পালোচনায় মগ্ন থাকার ভাণ করল।

শিল্পী বলে চলল, 'অতীতে যারা গণশিল্পকলা—চলচ্চিত্র, থিয়েটারের দৃশ্যাদি রেকর্ডিং, চিত্রপ্রদর্শনী প্রভৃতি দেখেছে তারা জানে যে সেই তুলনায় আধুনিক কালের দৃশ্যাদি, নৃত্যকলা ও চিত্রপ্রদর্শনী কত উচ্চ রুচিসম্পন্ন, কত মার্জিত ও বাহুল্যহীন। আমি অবশ্য অবক্ষয়ের যুগগুলির সঙ্গে তুলনা করছি না।'

'লোকটা খুব বুদ্ধিমান, কিন্তু বড্ড বাগাড়ম্বরপ্রিয়।' চুপিচুপি বেদা কঙ বলে।

তার সমর্থনে কারা নন্দী বলে ওঠল, 'একজন শিল্পী তার পরিবেশ থেকে যাকিছু বেছে নেয়, কিম্বা সে যে সমস্ত দৃশ্যাদি

প্রত্যক্ষ করে সেগুলি কথায় বা সূত্রাকারে প্রকাশ করাটা তার পক্ষে দুরূহ।' এভ্‌দা নাহ্‌ল মাথা নেড়ে সমর্থন জানাল।

কার্ট সান বলে, 'যা আমি চাই তা হল—বহু মানুষে বিক্ষিপ্ত রূপ ও রঙের আশ্চর্য রেণুপুঞ্জকে সংগ্রহ করে একটি মূর্তি সৃষ্টি করতে। সুদূর অতীতের যেসব মানবগোষ্ঠী বর্তমান মানবসমাজের স্রষ্টা তাদের সৌন্দর্যের সর্বোত্তম অভিব্যক্তিকে আত্মসাৎ করে প্রাচীন মূর্তিতে আমি তা পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করতে চাই। 'গন্ডওয়ানার কন্যা' মূর্তিটি প্রকৃতির সঙ্গে ঐক্যের এক প্রতীক, উপাদান ও ঘটনা পরম্পরার এক অবচেতন জ্ঞানের প্রকাশ, সহজপ্রবৃত্তির সংমিশ্রণে চেতনা ও অনুভূতির এক জটিল প্রক্রিয়া।

''থেটিসের কন্যা', বা 'ভূমধ্যসাগরের কন্যা' ছবিতে সবল আবেগের ছাপ সুস্পষ্ট, তার ব্যাপ্তি দ্বিধাহীন আর প্রকাশভঙ্গি অজস্র। এখানে আবেগের মাধ্যমে, কন্দর্পের শক্তিতে প্রকৃতির সঙ্গে তার মিলন ঘটেছে অন্যতর মাত্রায়,—অর্থাৎ এভাবেই তাকে আমি এখন কল্পনা করছি। ভূমধ্যসাগরের ক্রীটীয়, ইট্রুস্‌কানীয়, হেলেনীয় ও আদি ভারতীয় প্রভৃতি প্রাচীন সভ্যতাগুলি এমন মানুষ সৃষ্টি করেছিল যারা নিজেরাই মাতৃতান্ত্রিক সমাজের শাখাজাত সভ্যতা প্রতিষ্ঠায় সক্ষম ছিল। কারার আবিষ্কার আমার জন্য খুবই সৌভাগ্যের নিদর্শন। সে হল অতীতের গ্রীস-ক্রীটীয় পূর্বপুরুষ এবং পরবর্তী যুগের মধ্যভারতীয় জনগণের আকৃতি-প্রকৃতির এক আকস্মিক মিশ্রণ।'

নিজের ধারণা সঠিক প্রমাণিত হওয়ায় বেদা হাসল। দার ভেতের ফিসফিস করে তাকে বলে যে এর চাইতে ভাল মডেল পাওয়া কঠিন।

'যদি আমার 'ভূমধ্যসাগরের কন্যা' চিত্রটি সফল হয় তবে

আমি পরিকল্পনার তৃতীয় পর্যায়টির কাজ শুরু করব। স্বর্ণকেশী উত্তর দেশীয় নারীমূর্তি আঁকব। আমি আঁকব তার শান্ত স্বচ্ছ চোখদু'টি, দীর্ঘাঙ্গ, মন্থর গতি, প্রাচীন রুশ, স্ক্যান্ডিনেভীয় বা ব্রিটিশ রমণীদের মতো তার অনাবিল দৃষ্টি। আঁকার কাজটি শেষ হলেই আমি সংশ্লেষণের কাজে মন দেব এবং অতীত কালের প্রতিটি পূর্বপুরুষদের নিকষিত লাবণ্যমণ্ডিত আধুনিক যুগের নারীর প্রতিকৃতি আঁকার কাজ শুরু করব।'

রহস্যময় এক হাসিতে বেদা জিজ্ঞেস করে, 'আপনি শুধু 'কন্যাদের' আঁকেন কেন, কোন 'পুত্র' নয় কেন?'

শিল্পী ভুরু কুঁচকে বলে, 'শারীরবৃত্তের বিধানে নারীদেহই যে সৌন্দর্যের পরিমার্জিত ও পরম বিকাশের ফল, তার কি ব্যাখ্যার প্রয়োজন আছে?'

'আপনি আপনার তৃতীয় চিত্র 'উত্তর দেশীয় কন্যা' আঁকার জন্য যখন তৈরী, তখন একবারটি বেদা কঙের দিকে তাকিয়ে দেখুন।' এভ্‌দা নাহ্‌ল বলতে থাকে। 'আপনি খুব কম...'

শিল্পী তৎক্ষণাৎ দাঁড়িয়ে পড়ে।

'আপনি কি ভাবেন যে আমি অন্ধ! অন্য ছবি আঁকার সময় কিছুতেই যাতে তার সুন্দর মূর্তিটি আমাকে আচ্ছন্ন না করে সেজন্য আমি রীতিমতো লড়াই করছি। কিন্তু বেদা...'

'সংগীতে স্বপ্নবিভোর।' বেদা বলতে থাকে। 'কিন্তু কী দুর্ভাগ্য! এখানকার এই পিয়ানোটি শুধুমাত্র সূর্যালোকেই চলে, রাতে সেটি নিস্তব্ধ!'

'এটি কি সেমিকণ্ডাক্টরলগ্ন পিয়ানো, যা সূর্যালোকে চালু হয়?' রেন বোস চেয়ারের হাতলের ওপর ঝুঁকে জিজ্ঞেস করে। 'তাহলে গ্রাহকযন্ত্রের বিজলীতরঙ্গ কাজে লাগিয়ে চালু করতে পারি।'

'কতক্ষণ লাগবে?' সুযোগ পাবার আনন্দে বেদা জিজ্ঞেস করে।

'তা ঘণ্টাখানেক।'

'তবে থাক। এক ঘণ্টার মধ্যেই বিশ্ববর্তনীতে বেতার-সংবাদ পরিবেশিত হবে। আমরা তা দেখতে ও শুনতে চাই। গত দু'সন্ধ্যে আমরা ব্যস্ত ছিলাম, সুইচ টেপার সময় পাই নি।'

'বেদা, একটা কিছু গান শোনাও।' দার ভেতের অনুরোধ করে। 'কার্ট সানের কাছে সেই চিরন্তন তারের যন্ত্র রয়েছে, অন্ধকার মধ্যযুগের সামন্ততান্ত্রিক সমাজ থেকেই যার সূচনা।'

'গিটার,' কারা নন্দী আঁচ করে।

'বাজাবে কে?.. আমি চেষ্টা করি, হয়তো পারব।'

'আমি বাজাই।' কারা নন্দী গিটারটি আনার জন্য এগিয়ে গেল।

'আসুন একসঙ্গে ছুটি,' ফ্রিৎ ডন প্রস্তাব করে।

কারা মাথা ঝাঁকিয়ে কালো চুলগুলো সামনে থেকে পেছনে ছড়িয়ে দিল। শেরলিস্ একটা লেভার টেনে বারান্দার পাশের দেয়ালটা সরিয়ে দিল যাতে তারা উপসাগরের পূর্ব কোণের দৃশ্য দেখতে পায়। ফ্রিৎ ডন জোর কদমে ছুটতে থাকে। মাথা পিছনে হেলিয়ে কারাও ছুটে চলেছে, কিন্তু সে পড়ল পিছিয়ে। শেষটায় তারা একই সাথে স্টুডিওতে পৌঁছল। আলোহীন প্রবেশপথে ঊর্ধ্বশ্বাসে ঢুকে মুহূর্তের মধ্যে অদম্য গতিতে তারা সমুদ্রতীরে এসে পড়ে। বারান্দায় প্রথম এল ফ্রিৎ ডন। কিন্তু খোলা দিকের হালকা দেয়াল টপকে কারাই প্রথম ঘরে ঢুকল।

বেদা করতালি দিয়ে অভিনন্দন জানায়।

'কিন্তু ফ্রিৎ ডন গত বছর ডিকাথলন বিজয়ী হয়!'

'আর কারা নন্দী নাচের উচ্চতর শিক্ষালয়ের আধুনিক ও

প্রাচীন উভয় বিভাগেরই স্নাতক।' কণ্ঠস্বর নকল করে কার্টসান একই ভঙ্গীতে জবাব দিল।

দীর্ঘশ্বাস ফেলে এভ্‌দা নাহ্‌ল বলে, 'বেদা আর আমিও নাচ শিখেছি, তবে মাত্র নিম্নতর স্তর পর্যন্ত।'

একটু খোঁচা দিয়ে শিল্পী বলে, 'আজকাল প্রত্যেকেই নিম্নতর স্তর অবধি পাশ করে নেয়।'

চিবুকটা একটু সামনে এগিয়ে কারা তারগুলির ওপর আলতোভাবে আঙ্গুল বুলিয়ে নেয়। একটা ভাবমগ্ন ধ্বনি গিটারে নীচু পর্দায় গুঞ্জরিত হতে থাকে। তরুণীর চড়া সুরে যেন কামনা ও বেপরোয়া ভাবের এক মিশ্রণ। একটি নতুন গানই সে গাইল। দক্ষিণ অঞ্চল থেকে সদ্য সংগৃহীত সেই গান, ব্যর্থস্বপ্নের গান। তার সঙ্গে খাদ সপ্তকে কণ্ঠ মিলাল বেদা এবং সেই সুরের আলোর চারপাশে কারার স্বর কম্পিত, শিহরিত হল। সে এক অপূর্ব দ্বৈত সংগীত। গায়িকারা সম্পূর্ণ বিপরীত মেজাজের হলেও এতে এক আশ্চর্য সমন্বয় ঘটল। দার ভেতের তাদের দিকেই তাকিয়ে রইল, কিন্তু গানটা কার স্বভাবসুলভ তা ঠিক করতে পারল না। বেদা কি? গ্রাহকযন্ত্রে রাখা কনুইয়ের ওপর ভর দিয়ে ঝুঁকে সে দাঁড়িয়ে আছে, চাঁদের আলোয় রুপোলী হয়ে-উঠা সোনালী চুলের ভারে তার মাথাটা নুয়ে পড়েছে। না কি কারা? অনাবৃত সুডৌল হাঁটুতে রাখা গিটারটির ওপর সে ঝুঁকে পড়েছে, ওর রোদপোড়া কালো মুখখানি এবং দাঁতের শুভ্রতা আর চোখের নীলাভ রঙের বৈসাদৃশ্য খুবই স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

গান শেষ হল। কারা অলসভাবে তারে টোকা দিয়ে চলে। বেদনাহত দার ভেতের দাঁতে দাঁত চেপে থাকে। বেদার সঙ্গে বিচ্ছেদের গানটির সুরই সে ভাঁজছে। গানটি বেদার কাছেও এখন বেদনাকর।

এমনিই তারগুলোর ওপর কারা আঙ্গুল চালাতে থাকে। একের পর একটি সুর বাজছে, কিন্তু সবকটি মেলার আগেই তা যাচ্ছে মিলিয়ে। এ যেন সংগীতের এক প্রবল উচ্ছ্বাস, সমুদ্রের কূলে এসে যেন ঢেউ ভেঙে পড়ছে, মুহূর্তকাল বালুতে ছড়িয়ে পড়ে আবার ফিরে যাচ্ছে গভীর কালো সমুদ্রে। কারা নিজের অজ্ঞাতে একটি গান গেয়ে ওঠে। তার স্বচ্ছ কণ্ঠে সঞ্জীবিত ভালবাসা মহাজগতের তুষারশূন্যতা পেরিয়ে নক্ষত্র থেকে নক্ষত্রে ছুটে চলল, যেন সে কোথায় তা দেখতে, বুঝতে, অনুভব করতে চাইছে, যে গেছে মহাশূন্যে বিরাট আবিষ্কারের নেশায়, হয়তো সে আর ফিরবেই না। আর তাহলে শুধু মুহূর্তের জন্য যদি জানা যেত সে কেমন আছে, যদি চুপি চুপি কথা বলে, সমবেদনার পরশ দিয়ে, অভিনন্দন জানিয়ে তাকে সঞ্জীবিত করা যেত!

বেদা নীরবে বসে থাকে। কারা একটা অসঙ্গতি আঁচ করে। গানটা হঠাৎ বন্ধ করে দিয়ে সে দাঁড়িয়ে পড়ে গিটারটা শিল্পীর দিকে ছুঁড়ে দিল। তারপর অপরাধীর মতো মাথা নিচু করে সে এগিয়ে গেল অচলভাবে দাঁড়িয়ে থাকা সুকেশী নারীর দিকে।

বেদা হাসল।

'কারা, একটু নাচুন!'

সে রাজী। কিন্তু ফ্রিৎ ডন বাধা দিল।

'নাচ পরে হতে পারবে, এক্ষুনি বেতারবার্তা শুরু হবে।'

ইমারতের ছাদে একটি টেলিস্কোপ পাইপ বসান হয়। তার ওপর সমকোণে লাগান হয় দু'খানি ধাতুর পাত এবং তার ওপর থাকে এক বৃত্তাকার কাঠামো, কাঠামোর পরিধি-রেখার চারপাশে থাকে আটটি গোলার্ধ। বিশ্ব-সংবাদ পরিবেশনের প্রচণ্ড আওয়াজে ঘরটি গমগম করে উঠে।

পর্দায় ভেসে ওঠা লোকটি বলে, ''প্রত্যক্ষ বিকিরণ

আকাদমি'-র প্রস্তাবিত পরিকল্পনার আলোচনা চলছে। পরিকল্পনাটি হচ্ছে রৈখিক বর্ণমালাকে ইলেক্ট্রনিক রেকর্ডিংয়ে প্রতিস্থাপনা। প্রকল্পটি সর্বজন সমর্থিত নয়। আপত্তির প্রধান কারণ হল পঠনযন্ত্রের জটিলতা। বই আর সর্বত্র মানুষের সঙ্গী হবে না। আপাতদৃষ্টিতে সুবিধাজনক হলেও পরিকল্পনাটি সম্ভবত পরিত্যক্ত হবে।'

'বিষয়টির আলোচনা অনেকদিন ধরেই চলেছে।' রেন বোস বলে।

'এতে এক বিরাট দ্বন্দ্ব রয়েছে। এর একদিকে আছে অতি সরল পদ্ধতিতে লেখার আকর্ষণ, আবার অন্যদিকে পড়ার অসুবিধে।' প্রত্যুত্তরে বলে দার ভেতের।

পর্দার লোকটি বলে চলেছে:

'গতকালের রিপোর্টের সত্যতা স্বীকৃত হয়েছে। ৩৭ নং মহাজাগতিক অভিযানের সংবাদ শোনা গেছে। তারা ফিরে আসছে...'

নিজের স্ববিরোধী আবেগের শক্তিতে দার ভেতের অবাক হল। চোখের কোণ দিয়ে সে দেখল বেদা ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়াচ্ছে, তার চোখ ক্রমে বিস্ফারিত হচ্ছে। প্রেমিকের উৎকর্ণতায় দার ভেতের শুনতে পায় তার দ্রুত শ্বাস-প্রশ্বাসের শব্দ।

'... চার শ' এক নম্বর বর্গের দিক থেকে মহাকাশযানটি নেপচুনের কক্ষ পেরিয়ে এক পারসেকের এক-শতাংশ গতিতে ঋণাত্মক-ক্ষেত্র থেকে এখনই বেরিয়ে এল। এক কালো সূর্যের সঙ্গে পাল্লা দিতে গিয়ে অভিযানের কালবিলম্ব ঘটে। অবশ্য কোন জীবনহানি হয় নি।' উপসংহারে ঘোষক জানায়, 'মহাকাশযানটির গতিবেগ হচ্ছে পরম এককের ছ' ভাগের পাঁচ ভাগ। এগার দিনের মধ্যে সেটি ট্রাইটনে পেঁছবে বলে আশা

করা যাচ্ছে... তাদের আশ্চর্য আবিষ্কার কাহিনীর জন্য অপেক্ষা করুন।'

বেতার ঘোষণা চলতে থাকে। আরও অনেক কিছু সংবাদ ছিল, কিন্তু সেসব শুনবার আগ্রহ কারও নেই। তারা বেদাকে ঘিরে অভিনন্দন জানাতে থাকে।

তার মুখে হাসি, গালদুটো লাল, কিন্তু চোখে গভীর দুশ্চিন্তার ছায়া। দার ভেতেরও এল এগিয়ে। তার হাতের চাপ অনুভব করল বেদা। তার দিকে সোজা আন্তরিকভাবে তাকাল। এভাবে সে বেশীক্ষণ তাকিয়ে থাকল না। দেবা তার প্রতি ভেতেরের আগেকার বিষণ্ন মনোভাবের অর্থ বুঝতে পারল। বেদা অনুভব করল তার দৃষ্টির মধ্যে আনন্দ ছাড়াও অন্যতর কিছু ওর নজরে পড়েছে।

দার ভেতের তার হাতটা ধীরে ধীরে মুক্ত করে দিল। একান্ত নিজস্ব এক মনখোলা হাসি তার মুখে ফুটল এবং সে বেরিয়ে গেল। অভিযাত্রীদলের অন্যান্যরা খবরটা নিয়ে উত্তেজিত আলোচনা চালাল। বেদা তাদের মাঝখানে। কিন্তু অপাঙ্গে সে লক্ষ্য করছে দার ভেতেরকে। সে দেখল এভ্‌দা নাহ্‌ল তার দিকে যাচ্ছে এগিয়ে। একটু পরেই রেন বোস যোগ দিল তাদের সঙ্গে।

'চলুন ম্‌ভেন মাসকে খুঁজে দেখি। খবরটা সে শোনে নি এখনো!' হঠাৎ যেন মনে পড়েছে এমনভাবে দার ভেতের চেঁচিয়ে ওঠে। 'এভ্‌দা, চলুন আমার সঙ্গে। রেন যাচ্ছেন কী?'

'আমিও যাব, যাব তো?' এগিয়ে আসতে আসতে বলে কারা নন্দী।

ধীরে ধীরে উপচে পড়া ঢেউগুলির দিকে তারা নামতে থাকে। যেতে যেতে দার ভেতের থেমে গেল। ঠাণ্ডা বাত্যার

দিকে মুখ ফিরিয়ে একটা গভীর দীর্ঘশ্বাস ফেলল সে। ঘুরে দাঁড়াতেই চোখাচোখি হল এভ্‌দা নাহ্‌লের সাথে।

'বাড়িতে না ফিরে আমি চলে যাব।' মেয়েটির নির্বাক প্রশ্নের জবাবেই সে বলে।

এভ্‌দা তাকে বাহুপাশে আবদ্ধ করল। কিছুক্ষণ তারা নীরবে পায়চারি করল।

এভ্‌দা চুপিচুপি বলে, 'আমি ভাবছিলাম... আপনাকে এইভাবে করতে হবে? কিন্তু মনে হয়, নিশ্চয়ই করা উচিত, আর আপনি ঠিকই ভেবেছেন। বেদা যদি...'

এভ্‌দা চুপ করল। দার ভেতের তার হাতটা নিষ্পেশিত করে গালে চেপে ধরল। রেন বোস চলছে তাদের পিছু পিছু। সে কারার কাছ থেকে একটু দূরেই রয়েছে। লম্বা লম্বা পা ফেলে তার পাশে যেতে যেতে কারা তার দেহটা যেন একটু বেশী দোলাচ্ছিল আর পরিহাসভরে ডাগর চোখে তার দিকে অপাঙ্গে তাকাচ্ছিল। অস্ফুট হেসে এভ্‌দা হঠাৎ পদার্থবিদের দিকে তার হাতটা বাড়িয়ে দিল। রেন বোস শিকারের মতো হাতটা ঝাপটে ধরলে এই লাজুক মানুষটিকে হাস্যকর দেখাল।

'আপনাদের বন্ধুটিকে কোথায় খুঁজব?' জলের ধারে দাঁড়িয়ে কারা জিজ্ঞেস করে।

দার ভেতের চারদিক দেখতে থাকে। উজ্জ্বল চন্দ্রালোকে ভিজে বালির ওপর পায়ের তাজা ছাপ। ছাপগুলি একই দূরত্বে আর গোড়ালিগুলি এতই নিখুঁতভাবে বাইরের দিকে ঘোরান যে দেখলে মনে হয় যেন মেশিনের কাজ।

'তিনি গেছেন ওদিকটায়।' পাথরের কতকগুলি বড় বড় টুকরোর দিকে আঙ্গুল দেখিয়ে দার ভেতের বলে।

'হ্যাঁ, পায়ের ছাপগুলি তাঁরই।' এভ্‌দা নাহ্‌ল তার কথায় সায় দেয়।

'অতটা নিঃসন্দেহ হচ্ছেন কি করে?' সন্দিগ্ধ কারা প্রশ্ন করে।

'পা ফেলায় কি সঙ্গতি দেখেছেন? প্রাগৈতিহাসিক শিকারীরা বা এই বৈশিষ্ট্যের উত্তরাধিকারীরা ঐভাবেই হাঁটত। আমার মনে হয়, অত বিদ্বান হওয়া সত্ত্বেও ম্‌ভেন মাস যেন আমাদের তুলনায় প্রকৃতির অনেক কাছাকাছি... অবশ্য... আপনার সম্পর্কে আমার জানা নেই, কারা।' চিন্তিত মেয়েটির উদ্দেশ্যে এভ্‌দা বলে।

'আমার সম্পর্কে? আরে না, না!' সামনের দিকে দেখিয়ে সে চেঁচিয়ে ওঠে, 'ঐ তো, ওখানটায় রয়েছেন।'

নিকটতম পাথরটার ওপর আফ্রিকার মানুষটির বিরাট মূর্তিটা দেখা গেল। মসৃণ কৃষ্ণ মর্মরের মতো চন্দ্রালোকে সে ঝলমল করছে। ম্‌ভেন মাস তার মুষ্টিবদ্ধ হাত বিপুল উৎসাহে নাড়াছিল, যেন কাউকে শাসাচ্ছে। তার শরীরের শক্ত পেশীগুলি ওঠা-নামা করছে, গায়ের চকচকে চামড়ার তলায় সেগুলি নড়ছে।

'তিনি যেন ছোটদের রূপকথার জগতের কোন নিশাচর প্রাণী!' প্রচন্ড আবেগে কারা ফিসফিস করে বলে।

ম্‌ভেন মাস দেখল তার দিকে কা'রা এগিয়ে আসছে। সে পাথর থেকে লাফিয়ে নীচে পড়ল এবং তারপর পোশাক পরে তাদের সামনে দাঁড়াল। দার ভেতের সংক্ষেপে কী ঘটেছে তাকে জানাল। ম্‌ভেন মাস তখনই বেদা কঙকে দেখতে চাইল।

'কারার সাথে ওখানে যান,' এভ্‌দা বলে। 'এখানে আমরা থাকব কিছুক্ষণ।'

দার ভেতের বিদায় সম্ভাষণ জানায়। ম্‌ভেন মাসের মুখ দেখে বোঝা গেল সবই তার বোধগম্য হয়েছে। এক ছেলেমানুষী উচ্ছ্বাসের তাড়নায় ম্‌ভেন মাস সেকেলে হয়ে যাওয়া কথায় ফিসফিস করে বিদায় জানাল। তার এই আচরণে দার ভেতের

অভিভূত হল। সে নীরবে চিন্তিতভাবে এভ্‌দার সাথে এগিয়ে চলল। রেন বোস সামান্য ইতস্তত করে ম্‌ভেন ও কারাকে অনুসরণ করল।

দার ভেতের ও এভ্‌দা অন্তরীপ পর্যন্ত অনেক দূর হেঁটে গেল। সেখান থেকে তারা সামুদ্রিক অভিযানের গোলাকার বিরাট ভেলাগুলির চারপাশের আলো দেখতে পেল।

বালির ওপর থেকে দার ভেতের স্বচ্ছ প্লাস্টিকের একখানা নৌকো ঠেলে দিয়ে জলের ধারে এভ্‌দার মুখোমুখি দাঁড়ায়। তাকে ম্‌ভেন মাসের চাইতেও বিশাল ও শক্তিমান দেখাচ্ছিল। বন্ধুকে বিদায় চুম্বন উপহার দেবার জন্য এভ্‌দা পায়ের আঙ্গুলের ওপর ভর দিয়ে দাঁড়াল।

যেন তার ভাবনার সূত্র ধরেই সে বলে, 'ভেতের, আমি থাকব বেদার কাছে। আমাদের অঞ্চলে একসঙ্গে ফিরে যাব আর অপেক্ষা করব। কোথায় কাজ করা স্থির করলেন তা জানাবেন। আপনাকে সাহায্য করতে পারলে খুশী হব।'

রুপোলী সমুদ্রে যতদূর চোখ যায় ততদূর সে তার নৌকোটির দিকে তাকিয়ে থাকে...

দার ভেতের দ্বিতীয় ভেলাটি পর্যন্ত এগিয়ে গেল। অ্যাকিমুলেটরগুলিকে বসাবার জন্য মেকানিকেরা তখনও দ্রুত কাজ করে যাচ্ছে। দার ভেতেরের অনুরোধে ত্রিকোণভাবে তারা তিনটি সবুজ আলো জ্বালল।

কিছুক্ষণ পর সেই পথে আসা প্রথম গোলাকার বিমানটি ভেলাটির ওপর ঝুলতে লাগল। নিদ্রালু সমুদ্রের ওপর প্রতিধ্বনিত হল ইঞ্জিনের গর্জন। সেটির নামিয়ে দেয়া লিফ্‌টে দার ভেতের ঢুকে পড়ে। মুহূর্তের মধ্যে তাকে দেখা গেল বিমানটির আলোকিত তলদেশে, তারপর প্রবেশপথে সে অদৃশ্য হল। সকালেই সে পৌঁছে গেল পরিষদ মানমন্দিরের কাছে

তার স্থায়ী আবাসে। এটি বদল করার সময় সে পায় নি। দার ভেতের দু'টো কামরাতেই বায়ুকল দিল খুলে। কয়েক মিনিটের মধ্যে সমস্ত ধুলো উবে গেল। সে দেয়ালের ভেতর থেকে বিছানাটা টেনে নিল। ইদানীং অভ্যস্ত সমুদ্রের গন্ধ ও শব্দের জন্য সে শয়নকক্ষটি টিউন করল। তারপরই সে গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন হয়ে পড়ল।

ঘুম যখন ভাঙল তখন তার মনে হল যেন পৃথিবীর সমস্ত সৌন্দর্য লোপ পেয়েছে। এখন বেদা অনেক দূরে। এখন থেকে সে অনেক দূরে থাকবে... যতদিন... কিন্তু তাকে তো সাহায্য করতে হবে, ব্যাপারটা জটিল করে তোলা চলবে না!

স্নানঘরের বিদ্যুৎপৃক্ত ঠান্ডা জলের ঝাপটা তার গায়ে এসে লাগল। কাঁপুনি না লাগা অবধি সে জলধারার নীচে দাঁড়িয়ে রইল। ক্লান্তি দূর হলে সে টেলিভিজফোনের কাছে গেল, ছোট্ট কাঁচের দরজা খুলল এবং নিকটতম কর্মখালি রেজিস্ট্রারকে ডাকল। পর্দায় রেজিস্ট্রার যুবকের মুখ ভেসে উঠল। সে দার ভেতেরকে জানে, তাই বিনীতভাবে তাকে নীরব শ্রদ্ধা জানায়।

'কুমেরু অঞ্চলের খনির কাজের মতো খুব শ্রমসাধ্য, কঠিন ও দীর্ঘস্থায়ী কাজ চাই আমি।' দার ভেতের জানাল।

'সেখানকার সমস্ত কাজই অন্যেরা নিয়ে নিয়েছে।' রেজিস্ট্রার আন্তরিক দুঃখ প্রকাশ করে। 'শুক্র গ্রহ, মঙ্গল গ্রহ, এমনকি বুধ গ্রহেও খনি-শ্রমিকের কোন কাজ খালি নেই। জানেনই তো, সবচেয়ে কঠিন কাজেই যুবকেরা আগ্রহ দেখায় বেশী।'

'সে ঠিক, আমি আর সেই সুন্দরদের দলভুক্ত হতে পারি না... এখন কী কাজ বাকী আছে? এখনি আমার একটা কাজ চাই।'

'মধ্য সাইবেরিয়ায় হীরের খনিতে কাজ চলছে,' দার ভেতেরের চোখের আড়ালে রাখা এক তালিকা দেখে রেজিস্ট্রার আস্তে আস্তে

বলে চলেছে, 'অবশ্য যদি আপনি খনির কাজ করতে চান। তিব্বতে সৌর পাম্পিং স্টেশনে, সামুদ্রিক খাদ্য প্যাকিং কারখানার ভেলাগুলিতে কিছু কাজ আছে। কিন্তু সে কাজ তো সোজা। তাছাড়া অন্য জায়গায়ও কাজ আছে। কিন্তু কোনটাই বিশেষ কঠিন নয়!'

দার ভেতের তাকে ধন্যবাদ জানাল। কিছুক্ষণ বিষয়টি ভেবে দেখার জন্য সে সময় চাইল, আর হীরের খনির কাজটা খালি রাখতে বলল।

স্টেশনের রেজিস্ট্রারের সুইচটি ছেড়ে দিয়ে সে 'সাইবেরিয়া ভবন'-এর সুইচটি টিপল। সেটিই দেশের ভৌগোলিক তথ্যকেন্দ্র। তার টেলিভিজফোনটিকে যুক্ত করে দেয়া হল এক স্মৃতিযন্ত্রের সাথে। এতে ছিল সাম্প্রতিক বিবরণাদি। তার চোখের সামনে বিশাল অরণ্যানীর চলচ্চিত্র ভেসে উঠল। অতীতের সেই চিরতুষারের দেশের অপর্যাপ্ত লার্চ গাছের বদলে দেখা গেল তৎকালে নিশ্চিহ্নপ্রায় চিরহরিৎ বিশাল সাইবেরীয় সীডার ও আমেরিকান সেকুয়া। সেসব গাছের লাল বিরাট গুঁড়িতে ঘেরা রয়েছে ফেরোকংক্রিটের আচ্ছাদন-দেয়া পাহাড়গুলি। তিরিশ ফুট চওড়া ইস্পাত-টিউবগুলি সেই আচ্ছাদন থেকে বেরিয়ে শৈলশিরা বেয়ে নেমেছে কাছের নদীতে। বিরাটাকৃতি পাম্পগুলির চাপা গুঞ্জন শোনা যাচ্ছে। হীরাখনিতে আগ্নেয়গিরির চিমনি দিয়ে কোটি কোটি গ্যালন জল ঢোকান হচ্ছে। আবর্জনা ধুয়ে জল আবর্ত সৃষ্টি করে আবার বেরিয়ে যাচ্ছে, আর ধৌতাগারের ঝাঁঝরিতে জমা হচ্ছে বহু টন হীরা। আলোকিত লম্বা ইমারতের মধ্যে হীরা বাছাইয়ের যন্ত্রগুলির ডায়েলের ওপর মানুষ সতর্ক নজর রাখছে। একটা নির্দিষ্ট ছিদ্রপথে উজ্জ্বল পাথরগুলো শস্যদানার মতো ঝরে পড়ে বাক্সবন্দী হচ্ছে। পাম্পিং স্টেশনের

অপারেটরেরা হিসাব-যন্ত্রটি সযত্নে দেখছে। যন্ত্রটিই হিসাব করছে শৈলশ্রেণীর ক্রমপরিবর্তনশীল প্রতিরোধ ক্ষমতার, জলের চাপ ও ব্যবহৃত জলের মাত্রা, খাদের গভীরতা ও নির্গত কঠিন পদার্থের পরিমাণ। দার ভেতের ভেবে দেখল যে সূর্যস্নাত বনানীর আনন্দময় পরিবেশ তার বর্তমান মানসিক অবস্থার সঙ্গে খুবই বেখাপ। 'সাইবেরিয়া ভবন'-এর সুইচটা সে বন্ধ করে দিল। পর মুহূর্তের সঙ্কেত বাজতেই তার সামনে রেজিস্ট্রারের মুখটি ভেসে উঠল।

'আরও চিন্তা করার জন্য আরেকটা বিষয় জানাচ্ছি। দক্ষিণ আমেরিকার পশ্চিম উপকূলের কাছাকাছি সামুদ্রিক টাইটেনিয়াম খনিতে একটা কাজ এখনই খালি হওয়ায় লোক দেবার অনুরোধ এসেছে। আজকের দিনে এটাই কঠিনতম কাজ। তবে আপনি যদি কাজটা নেন তো এক্ষুনি আপনাকে সেখানে যেতে হবে।'

শেষের ওইটুকু খবরই দার ভেতেরকে বিচলিত করল। সে বলল, 'কিন্তু 'শ্রম-সংক্রান্ত মনোশারীরবৃত্ত আকাদমি'-র নিকটস্থ কোন কেন্দ্রে কি শরীরপরীক্ষার সময়ও পাব না?'

'আগের কাজের বাধ্যতামূলক বার্ষিক পরীক্ষার বিবরণী পেশ করলেই আপনি নতুন পরীক্ষা থেকে অব্যাহতি পাবেন।'

'তাদের জানিয়ে দিন যে আমি আসছি। আমাকে স্থানাঙ্কগুলি দিন তো!' তৎক্ষণাৎ জবাব দেয় দার ভেতের।

'মণ্ডলাকৃতি পথের পশ্চিম বিভাগ, সপ্তদশ দক্ষিণাঞ্চলিক শাখা, স্টেশন ৬L, বিন্দু KM৪০। তাদের খবর দিচ্ছি।'

পর্দা থেকে গম্ভীর মুখটা সরে গেল। দার ভেতের তার ব্যক্তিগত টুকিটাকি জিনিসপত্র গুছিয়ে নিল। সে ঘনিষ্ঠ আত্মীয় ও বন্ধুদের ছবি ও কণ্ঠস্বরের চলচ্চিত্র ও তার নিজের চিন্তাপ্রবাহের গুরুত্বপূর্ণ রেকর্ডগুলি বাক্সবন্দী করল। এক প্রাচীন রুশ ছবির ক্রোমো রিফ্লেক্‌স্‌ অনুলিপি ও টেবিলের

ওপর থেকে অভিনেত্রী বেলো গালের একটি ছোট ব্রোঞ্জ মূর্তি নিল। বেদা কণ্ডের সাথে সাদৃশ্যের জন্য মূর্তিটা সে কাছে রাখত। এই জিনিসপত্র আর কিছু পোশাক একটি অ্যালুমিনিয়ম বাক্সে আটকে বাক্সের ডালার ওপর সে কয়েকটি অক্ষর আর সংখ্যা খোদাই করল। দেয়া স্থানাঙ্কগুলি ডায়েল করে, দেয়াল থেকে একটা পাটাতন খুলে সেখানে বাক্সটিকে সে ঠেলে দিল। একটি সীমাহীন বেল্‌টে বাক্সটি অদৃশ্য হল। তারপর সে ঘরগুলির দিকে ফিরল। মহাবৃত্ত যুগের বহু আগেই ঝাড়ুদার ও ঠিকা-ঝির রেওয়াজ উঠে যাওয়ায় এখন কাজটি প্রত্যেককেই করতে হয়। শৃঙ্খলাবোধ ও নিয়মানুবর্তিতার দরুন কাজটি আজ খুবই সহজসাধ্য। তাছাড়া সাধারণ বাড়িঘর ও আবাসগুলির নির্মাণ সুপরিকল্পিত হওয়ায় স্বয়ংক্রিয়ভাবে সেগুলিকে পরিষ্কার ও নির্মল বায়ুপৃক্ত করা যায়।

ঘরটা পরীক্ষা করে দেখার পর সে দরজার লেভার নামিয়ে দেয়। ঘরগুলি খালি হওয়ার সংবাদ তখনই গৃহবিভাগে পেঁছিল।

বাইরে দুধশাদা প্লাস্টিক চাদরের গ্যালারীর ওপর সূর্যের তাপ অনুভূত হল। কিন্তু ঘরের ছাদে ছিল সমুদ্রের বাতাস তেমনি শীতল। একটা দালান থেকে অন্যটিতে যাবার হাঁটা-পুলগুলি যেন বাতাসে উড়ছিল। এগুলির উপর পায়চারির প্রলোভন সত্ত্বেও দার ভেতের নিস্পৃহ, যেন তার নিজস্ব সত্তা লোপ পেয়েছে। স্বয়ংক্রিয় উৎরাইয়ের নলাকার সুরঙ্গ বেয়ে সে ভূগর্ভস্থ বিদ্যুৎ-চুম্বকীয় গাড়ি-সুড়ঙ্গে নামল। একটা ছোট্ট ট্রাক তাকে মণ্ডলাকৃতি পথের স্টেশনে পেঁছে দিল। দার ভেতের উত্তরমুখে বেরিং প্রণালীর দিকে গেল না। সেখানে সে মণ্ডলাকৃতি পথের আন্তর্মহাদেশীয় খিলান-পথটি অনুসরণ করতে পারত। এই পথে দক্ষিণ আমেরিকায়, বিশেষত

সপ্তদশ শাখার মতো সুদূর দক্ষিণে পেঁছতে চার দিন আর চার রাত লাগবে। উত্তর ও দক্ষিণের জনঅধ্যুষিত অঞ্চলে ভারী মালপত্র পরিবহণের জন্য গ্রহটিকে ঘিরে গোলাকার বিমান চলাচল করে। সেগুলি সমুদ্র পাড়ি দেয়, মণ্ডলাকৃতি পথের শাখাগুলিকে নিকট পাল্লার করে। দার ভেতের কেন্দ্রীয় শাখার মাধ্যমে দক্ষিণের বসতি অঞ্চল পর্যন্ত গেল। তার আশা সে পরিবহণ অধিকর্তাকে নিজের তাড়ার কথাটা বোঝাতে পারবে। এই পথে যেতে তার মাত্র তিরিশ ঘণ্টাই লাগবে না, ডিস কেনকেও সে দেখে যেতে পারবে। ডিস কেন্ জ্যোতির্বিজ্ঞান পরিষদের সভাপতি গ্রোম ওর্মের ছেলে, আর তিনি তাকেই ছেলের আচার্য নির্বাচন করেছেন।

ডিস কেনের বিদ্যালয়ের পাঠ শেষপর্বে। পরের বছরই সে দ্বাদশ 'হারকিউলিসের শ্রম' শুরু করবে। এখন সে পশ্চিম আফ্রিকার জলাভূমি প্রহরা বাহিনীর সঙ্গে যুক্ত রয়েছে।

প্রত্যেক যুবকই এই প্রহরাকর্মে আগ্রহী। এসব কর্মীরা সমুদ্রে হাঙর এবং উষ্ণদেশের জলাভূমিতে কীটপতঙ্গ, রক্তচোষা ও সাপ খোঁজে, বসতি অঞ্চলে রোগবীজাণু, তৃণভূমিতে পরাশ্রয়ী প্রাণী ও বনে দাবানল সন্ধান করে। পুরনো পৃথিবীর জের হিসেবে যেসব ক্ষতিকর প্রাণী রহস্যজনকভাবে এই গ্রহের দূরদূরান্তরে জন্মায় সেগুলির সন্ধান এবং ধ্বংসও তাদের কাজ। ক্ষতিকর জীবের বিরুদ্ধে সংগ্রাম মুহূর্তের জন্যও বন্ধ হয় নি। নতুন ও সর্বাধুনিক রাসায়নিক কীটনাশকের বিরুদ্ধে জীবাণু, কীটপতঙ্গ ও ছত্রাক প্রভৃতি ক্রমে সহিষ্ণু হয়ে উঠে। অনৈক্যের যুগের পরই কেবল স্থায়ী ও মারাত্মক জীবাণুসৃষ্টি এড়িয়ে জনসাধারণ অ্যাণ্টিবায়োটিক প্রয়োগের শিক্ষালাভ করেছে।

'ডিস কেন্ জলাভূমি প্রহরার কাজ পেয়েছে। সে খুবই দায়িত্বশীল বৈকি।' দার ভেতের ভাবে।

মহাবৃত্ত যুগের অন্যান্য শিশুদের মতো গ্রোম ওর্মের ছেলে ডিস কেন্‌ও পিতামাতা থেকে দূরে উত্তরাঞ্চলীয় সমুদ্রতীরের এক বিদ্যালয়ে মানুষ হয়েছে। সেখানেও 'শ্রম-সংক্রান্ত মনোশারীরবৃত্ত আকাদমি'-র স্থানীয় কেন্দ্রের পরীক্ষা সে পাশ করেছে।

তরুণদের কাজে নেবার সময় তাদের মনস্তাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য, এগিয়ে চলার ইচ্ছা, কর্তব্যবোধ সম্পর্কে অতিরঞ্জিত ধারণা এবং আত্মকেন্দ্রিকতা প্রভৃতি বিবেচনা করা হয়।

বিরাট গাড়িটা দ্রুত নিঃশব্দে এগিয়ে চলে। দার ভেতের ওপরের ডেকে গেল। সেখানে স্বচ্ছ ছাদ, মণ্ডলাকৃতি পথের অনেক নীচে ইমারত, খাল, বন ও পাহাড় দ্রুত সরে যাচ্ছে, চোখে পড়ে আলোকিত স্বচ্ছ গম্বুজের সারি—ক্ষেত ও বনাঞ্চলের মধ্যবর্তী স্বয়ংক্রিয় কারখানার অপ্রশস্ত বলয়।

কৃত্রিম চিনি উৎপাদনের সুলভ পদ্ধতির আবিষ্কর্তা ঝিন কাহ্‌দের স্মৃতিস্তম্ভটি দেখা দিয়েই মিলিয়ে গেল। তারপর এল গ্রীষ্মমণ্ডলের কৃষি-এলাকা পেরিয়ে যাওয়া মণ্ডলাকৃতি পথের খিলান। সীমাহীন বাগানে অসংখ্য ধরনের বৃক্ষাদির সমারোহে পাতা ও কাণ্ডের অজস্র বর্ণমিছিল, আকার ও উচ্চতার বিচিত্র সমাবেশ। ফসল কাটা, কৃত্রিম পরাগায়ন ও হিসেবের মেশিনগুলি বাগানের সরু পাকা রাস্তা দিয়ে গুড়ি মেরে চলছে। সর্বত্র তারের ছড়াছড়ি, যেন সারা অঞ্চলটিই মাকড়সার এক বিরাট জালে জড়িয়ে আছে। অতীতে পাকা, সোনালী ফসলভরা মাঠই ছিল প্রাচুর্যের প্রতীক। অবশ্য বিশ্ব-ঐক্যের যুগে বাৎসরিক ফসল উৎপাদনের অর্থনৈতিক অপূর্ণতার দিকটা বোঝা গিয়েছিল। অতঃপর গ্রীষ্মপ্রধান বলয়ে সমস্ত ক্ষেতজমি স্থানান্তরিত হলে বাৎসরিক ঔষধি ও গুল্ম চাষের আনুষঙ্গিকে কঠিন পরিশ্রমের আর প্রয়োজন রইল না।

যেসব বহুবর্ষজীবী বৃক্ষাদি মাটি থেকে যথেষ্ট সার শোষণ করে না এবং যারা আবহবদলে অভ্যস্ত, সেগুলিই মহাবৃত্ত যুগের প্রধান ফসলী উদ্ভিদ।

গম, জাম ও বাদাম জাতীয় প্রোটিনসমৃদ্ধ হাজার হাজার রকমের ফলের গাছগুলির প্রত্যেকটিতেই একশ' কিলোগ্রাম ফসল ফলে। এরূপ দু'টি বলয়ের লক্ষ লক্ষ একর জমি গ্রহটিকে ঘিরে আছে গ্রীকলক্ষ্মী সিয়ারঈজের দু'টি কটিবন্ধের মতো। বলয় দু'টির মাঝখানে নিরক্ষীয় বনাঞ্চল। গ্রীষ্মমণ্ডলের এই আর্দ্র সীমাহীন বনানীই সারা পৃথিবীর কাঠের যোগানদার। এসব কাঠের কোনটি রেশমের মতো মসৃণ তন্তুধর শাদা, কালো, বেগুনী, গোলাপী, সোনালী কিম্বা ধূসর রঙের, কোনটি হাড়ের মতো শক্ত কিম্বা আপেলের মতো নরম, পাথরের মতো ভারী কিম্বা সোলার মতো হালকা। এই বনভূমির বহু রকমের রজন মূল্যবান ভেষজের কিম্বা কৃৎকৌশলের উপাদান হিসেবে ব্যবহৃত হয়। সমতুল্য সংশ্লেষিত দ্রব্যাদির চাইতে এই রজন সস্তা।

অরণ্যের মহীরুহশীর্ষের সমতলে মণ্ডলাকৃতি পথটির অবস্থান। এখন সেটির দু'পাশে সবুজ সমুদ্রের তরঙ্গ। অরণ্যভূমির অন্ধকার গভীরে উঁচু ধাতুভিতের ওপর অনেকগুলি সুন্দর বাড়ি। ওগুলির পাশে দাঁড়ানো মাকড়সার মতো যান্ত্রিক দানবরা ৮০ মিটার বেড়ের গাছগুলিকে অক্লেশে খণ্ড করে ফেলে ও তক্তা বানায়।

বাঁদিকে প্রসিদ্ধ নিরক্ষীয় পর্বতমালার গোলাকার চূড়া। এগুলির অন্যতম কেনিয়াতেই মহাবৃত্তের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষার ব্যবস্থাদি ছিল। অরণ্যানী বাঁদিকে সরে গেল, দেখা দিল পাথুরে মালভূমি আর দু'ধারে ঘনাকৃতি নীল ইমারতের সারি।

ট্রেন থামল। নিরক্ষীয় স্টেশনের সবুজ কাঁচের বিরাট প্রাঙ্গণে দার ভেতের নেমে পড়ল। দেওদার গাছের মাথার ওপর দিয়ে

চলে যাওয়া পায়ে-হাঁটা পুলটার কাছে পোর্সেলিনতুল্য জিনিসে একটি শাদা কাটা-মাথা পিড়ামিড, চূড়ায় দূর অতীতের এক শ্রমিকমূর্তি। দক্ষিণ আফ্রিকীয় তরুশ্রেণীর উচ্ছ্বল রুপোলী পাতায় ঘিরে-থাকা এই বেদিটি সূর্যের উজ্জ্বল আলোয় জ্বলছে। মূর্তিটির ডানহাতে একটি উজ্জ্বল গোলক, তা থেকে চারটি উৎক্ষিপ্ত বার্তাপ্রেরক অ্যাণ্টিনা; তার বাঁ হাতখানি প্রসারিত বিবর্ণ নিরক্ষীয় আকাশে। মূর্তির পিছু হেলানো শরীরটা উদ্দীপ্ত কর্মচাঞ্চল্যে অধীর, যেন সে গোলকটি মহাকাশে ছুড়ছে। বেদির চারদিকের অদ্ভুত পোশাক-পরা মূর্তিগুলি এই প্রচেষ্টাকে যেন আরও ব্যঞ্জনাময় করেছে। এটি পৃথিবীর প্রথম কৃত্রিম উপগ্রহের আবিষ্কর্তা ও নির্মাতাদের স্মৃতিস্তম্ভ, যাদের বিস্ময়কর আবিষ্কার, শ্রম ও সাহস একে বাস্তবায়িত করেছে।

দার ভেতের এই মূর্তিগুলির মুখ দেখলেই উত্তেজিত হয়ে ওঠে। সে জানে রুশীরাই পৃথিবীর কৃত্রিম উপগ্রহগুলি প্রথম নির্মাণ করে ও মহাজগতের সীমানায় পেঁছয়। সেই আশ্চর্য মানুষের সে উত্তরাধিকারী। সেই দেশের মানুষই নতুন সমাজব্যবস্থার প্রথম প্রতিষ্ঠাতা ও মহাজগৎ বিজয়ের প্রথম অভিযাত্রী...

যথারীতি দার ভেতের সেদিনই স্মৃতিস্তম্ভটির দিকে গেল। অতীতের বীরমূর্তিগুলি দেখাই ইচ্ছে, বর্তমান মানুষের সঙ্গে, তার নিজের সঙ্গে মূর্তিগুলির মিল ও অমিল সে আরেকবার খুঁজে দেখতে চায়।

তরুবীথি পেরিয়ে লম্বা গড়নের দু'টি তরুণ বেরিয়ে এল। এদের একজন ছুটে এল দার ভেতেরের কাছে। সে দার ভেতেরের গলা জড়িয়ে ধরে ওর মুখের পরিচিত বৈশিষ্ট্যগুলির দিকে অপাঙ্গে তাকায়: বড় নাক, প্রশস্ত চিবুক এবং ঠোঁটদু'টিতে

অভাবনীয় আমুদে ছাপের সঙ্গে বেমানান ভুরুর নিচের ইস্পাত-ধূসর চোখদু'টির গম্ভীর ব্যঞ্জনা।

খ্যাতিমানের পুত্রের প্রতি সাগ্রহে দার ভেতের তাকাল। এর পিতাই মহিষাসুর মণ্ডলের গ্রহগুলির ঘাঁটি-প্রতিষ্ঠাতা এবং জ্যোতির্বিজ্ঞান পরিষদের ত্রিবর্ষ কার্যকালে পাঁচ বার পর্যায়ক্রমে নির্বাচিত সভাপতি। গ্রোম ওর্মের বয়স এখন নিশ্চয়ই ১৩০ বছর, দার ভেতেরের বয়সের তিন গুণ। কিন্তু তাঁর ছেলেটি খুবই তরুণ।

ডিস কেন্ কালো-চুল বন্ধুটিকে কাছে ডাকল।

'আমার প্রিয়তম বন্ধু থর আহ্ন। সংগীতকার জিগ জোরের পুত্র। জলাভূমিতে আমরা কাজ করছি, 'হারকিউলিসের শ্রম' একইসঙ্গে করতে চাই। তারপরও আমরা সহকর্মী থাকতে ইচ্ছুক।'

'বংশগতির সাইবারনেটিকস্ সম্পর্কে এখনও কি তুমি আগ্রহী?' দার ভেতের জিজ্ঞেস করে।

'অবশ্যই! এই ব্যাপারে থর আমার আগ্রহ আরও বাড়িয়ে দিয়েছে। সে বাবার মতোই সংগীতজ্ঞ। সে ও তার বান্ধবী... তারা এমন বিষয়ে একসঙ্গে কাজে ইচ্ছুক যেখানে সংগীত প্রাণীসত্তার ক্রমবিকাশের ধারাসন্ধানের সহায়ক হবে—অর্থাৎ তাদের সংস্থিতির সিম্ফোনি তারা অনুশীলন করতে চায়।'

'তোমার বক্তব্য খুবই অস্পষ্ট।' দার ভেতের ভ্রূ কুঁচকায়।

'এখনও বিষয়টি তেমন রপ্ত করতে পারি নি। থর বোধ হয় ভাল বোঝাতে পারবে।' ডিস কেন্ বিভ্রান্ত হয়ে বলে।

অন্য ছেলেটি সলজ্জভাবে হাসল, পরীক্ষা দিতে দার ভেতেরের অন্তর্ভেদী দৃষ্টির মুখোমুখি হল।

'বংশগতি প্রক্রিয়ার স্পন্দন সম্পর্কে ডিস আপনাকে বলতে চেয়েছে। মৌলকোষ থেকে প্রাণীসত্তা বিকশিত হওয়ার সময়

এটি নিজেই অণুপুঞ্জের তারে সুর মেলায়। আদিম সর্পিল যুগল সিম্ফোনির মতোই বিকশিত হয়, কিম্বা বলা যায়, এটি ইলেক্ট্রনিক কম্পিউটারের যুক্তিসিদ্ধ বিকাশের পথানুসরণ করে।'

'সত্যিই!' বিপুল বিস্ময়ে দার ভেতের চিৎকার করে ওঠে। 'তোমরা তো জীবন ও জড়ের সমগ্র ক্রমবিকাশকেই একটি বিশাল সিম্ফোনি বানিয়ে ফেলবে?'

'পরিকল্পনা ও অভ্যন্তরীণ স্পন্দন মৌলিক ভৌত নিয়মেই নির্ধারিত। এই প্রোগ্রাম তৈরী প্রকরণ এবং সংগীত-সাইবারনেটিক তথ্যাদির উৎসটিই এখন শুধু আমাদের জানতে হবে।' যৌবনের দুর্জয় আত্মবিশ্বাসে থর আহ্ন জোর দিয়ে বলে।

'ধারণাটি কার?'

'আমার বাবা জিগ জোরের। সম্প্রতি তিনি এফ-মাইনরে, বর্ণতরঙ্গ ৪·৭৫০ মিউতে তাঁর ত্রয়োদশ মহাজাগতিক সিম্ফোনিটি প্রকাশ করেছেন।'

'নিশ্চয়ই সেটা শুনব। নীল তরঙ্গ আমার পছন্দ... এখন আশু পরিকল্পনা 'হারকিউলিস শ্রম'-বিষয়ে আসা যাক। তোমাদের কী কাজ দেয়া হয়েছে জানো?'

'শুধু প্রথম ছ'টি কাজ।'

'হ্যাঁ, অর্ধেকটা কাজ শেষ করলেই বাকীটা জানা যাবে।' দার ভেতেরের মনে পড়ল।

'পর্যটকদের জন্য মধ্য এশিয়ার কন-ই-গুট গুহার নীচের স্তরটি সাফ করতে হবে।' থর আহ্ন শুরু করে।

'খাড়া শৈলশিরার ওপর দিয়ে মেণ্টাল হ্রদ অবধি একটি রাস্তা তৈরী করতে হবে, আর্জেণ্টিনার পুরনো কাঁঠাল ঝোপগুলি পুনরুজ্জীবিত করতে হবে, ত্রিনিদাদের কাছে সম্প্রতি ধরা-পড়া

বড় বড় অক্টোপাস প্রাদুর্ভাবের হেতু নির্ধারণ...' বাকীটা বলে ডিস কেন্।

'আর সেগুলো মারাও!'

'সেটা পঞ্চম, আর ষষ্ঠ কাজটি কী?'

ছেলেদু'টি সলজ্জভাবে মুখ ঘোরাল।

'আমরা দু'জনেই সংগীতজ্ঞ,' বিনীত ডিস কেন্ বলে চলল। 'সেজন্যই আমাদের বালি দ্বীপের প্রাচীন নৃত্যকলার তথ্যাদি সংগ্রহ করতে এবং সংগীত ও নৃত্যে সেগুলিকে পুনরুজ্জীবিত করতে বলা হয়েছে।'

'অর্থাৎ নাচের জন্য মেয়েদের নিয়ে একটা দল তৈরী করতে হবে?' হাসতে হাসতে দার ভেতের জিজ্ঞেস করে।

'হ্যাঁ,' যেন অনিচ্ছায় থর আহ্ন স্বীকার করে।

'বেশ কাজ! কিন্তু সেটা যৌথকাজ, ঠিক হ্রদ পর্যন্ত রাস্তা তৈরীর মতো। তাই না?'

'হ্যাঁ, আমাদের দলটা খুব ভাল। শুধু... আপনাকেও তারা আচার্যরূপে পেতে চায়। আপনি রাজী হলে চমৎকার হত!'

শেষ ও ষষ্ঠ কাজটির বিষয়ে নিজের ক্ষমতায় দার ভেতের সন্দেহ প্রকাশ করল। কিন্তু ছেলেদু'টির মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। আনন্দে লাফাতে লাফাতে তারা আশ্বাস দিল যে জিগ জোর 'স্বয়ং' ষষ্ঠ কাজটি পরিচালনা করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন।

'এক বছর চার মাসের মধ্যে আমি মধ্য এশিয়ায় কোন কাজে যোগ দেব।' ছেলেদের সন্তুষ্ট মুখ দেখে দার ভেতের আনন্দিত হল।

'আপনি যে আর বহির্জাগতিক স্টেশনগুলির অধ্যক্ষ নন, সেটা ভালই হয়েছে! এমন একজন আচার্যের অধীনে কাজ করার সৌভাগ্য আমার কল্পনাতীত ছিল...' ডিস কেন্ সোৎসাহে বলে ফেলল। হঠাৎ ছেলেটি লজ্জায় এমন লাল হয়ে

উঠল যে তার কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম দেখা দিল। নিঃশব্দ ভর্ৎসনায় থর তার কাছ থেকে দূরে সরে গেল। গ্রেম ওর্মের অপ্রস্তুত ছেলেটিকে সাহায্যের জন্য দার ভেতের এগিয়ে এল।

'তোমাদের হাতে সময় আছে?'

'না, মাত্র তিন ঘণ্টার ছুটি পেয়েছি। জলাভূমিতে একজনের জ্বর হওয়ায় তাকে এখানে নিয়ে আসতে হয়েছে।'

'এখানে কি এখনও জ্বর হয়? আমি ভেবেছিলাম...'

'কদাচিৎ হয়, আর তা জলাভূমিতেই। সেজন্যই তো আমাদের এখানে আসা!' ডিস রুদ্ধশ্বাসে বলে।

'এখনও ঘণ্টা দুয়েক সময় আছে। চল শহরে যাই। 'সংবাদ-ভবন'-এ তোমরাও হয়তো যেতে ইচ্ছুক।'

'না-না! আপনার কাছ থেকে... কটি প্রশ্নের জবাব চাই আমরা। প্রশ্নগুলি তৈরীই আছে। জীবনের কাজ বেছে নেবার সময়ে প্রশ্নগুলির গুরুত্ব তো আপনি বোঝেন।'

দার ভেতের রাজী হল। তারা তিন জন অতিথি-ভবনে গেল। কৃত্রিম সামুদ্রিক বাত্যাশীতল একটি ঘরে তারা বসল।

দু'ঘণ্টা পর আরেকটি গাড়ি দার ভেতেরকে তার গন্তব্যমুখে এগিয়ে নিয়ে চলল। নীচের ডেকে একটা সোফায় সে ক্লান্তিতে ঢুলতে থাকে। রাসায়নিকদের শহরে গাড়ি থামলে তার ঘুম ভাঙ্গল। দশ রশ্মির নক্ষত্রাকৃতি একটি বিরাট কাঠামো দেখা গেল। কাঁচের এই রশ্মি-ইমারতগুলি বিশাল কয়লাখনির উপর ছড়ান। এখান থেকে তোলা কয়লা ওষুধ, ভিটামিন, হরমোন, কৃত্রিম রেশম ও পশমে রূপান্তরিত হয়, বর্জ্যগুলি চিনি তৈরীর কাজে লাগে। সেই নক্ষত্রের একটি রশ্মির ইমারতে কয়লা থেকে দুর্লভ ধাতু জার্মেনিয়াম ও ভানাডিয়াম নিষ্কাশিত হয়। এই মূল্যবান কৃষ্ণ খনিজজাত উৎপন্নের সীমাসংখ্যা নেই।

পশম তৈরীর রশ্মি-ইমারতে কর্মরত একজন রাসায়নিক দার ভেতেরের পুরনো বন্ধু। সে এল স্টেশনে দেখা করতে। অনেক দিন আগে তিন জন উচ্ছল যুবক মেকানিক ইন্দোনেশিয়াতে ফল আহরণের যন্ত্রে কাজ করত... তাদের একজন এখন একটি বড় ল্যাবরেটরীর ভারপ্রাপ্ত রাসায়নিক, দ্বিতীয় জন ফল-চাষীই থেকে গেছে এবং পরাগায়নের একটি নতুন প্রক্রিয়া উদ্ভাবন করেছে। আর তৃতীয় ব্যক্তিটি দার ভেতের। সে আবার মাতা-বসুন্ধরার কাছে ফিরে যাচ্ছে, এবার আরও গভীরে, খনির অতলে। দুই বন্ধু মিনিট দশেক একসঙ্গে কাটাল। টেলিভিজফোনে যোগাযোগের চেয়ে এই সামান্য কালের দেখাও অনেক বেশী আনন্দের।

তার আর বেশী দূর যেতে হল না। অক্ষাংশাভিমুখী বিমানপথের প্রধান মহাবৃত্ত যুগের রীতি অনুযায়ী বন্ধুর সহানুভূতিতে তার বক্তব্য শুনল। বিমানপথে সমুদ্র পাড়ি দিয়ে দার ভেতের সপ্তদশ শাখার দক্ষিণে মণ্ডলাকৃতি পথের পশ্চিম বিভাগে পৌঁছল এবং শেষে এক জলবিমানে উড়ে চলল।

উঁচু পর্বত সোজা সমুদ্রে নেমে গেছে। ক্রমান্বয়ী ঢালুগুলিকে বালু আটকানোর জন্য নীচে শাদা পাথরের চত্বরে পরিণত করে সেগুলিতে পালাক্রমে দক্ষিণী পাইন ও উইড্রিংটোনিয়ার বীথিকা রোপিত হয়েছে। উপরে, নগ্ন পাথরের ফাটলে জলপ্রপাত জলকণার মেঘ ছড়াচ্ছে। চত্বর বরাবর নীলাভ-ধূসর ছাদওয়ালা উজ্জ্বল নারাঙ্গী বা হলদে রঙের বিভিন্ন ধরনের বাড়ি দেখা যাচ্ছে।

সমুদ্রের মধ্যে একটা কৃত্রিম বালুতট, তার শেষপ্রান্তে মহীসোপানের ওপর তরঙ্গধৌত একটি স্তম্ভ। মহীসোপানটি কয়েক হাজার মিটার গভীরে সাগরতলের একটি শৈলমালায় পরিণত হয়েছে। স্তম্ভটি থেকে সমুদ্রের চাপসহিষ্ণু একটি পুরু

কংক্রীট-নল খাড়া সমুদ্রের নীচে নেমে গেছে। নলটি সমুদ্রতলের এক নির্ভেজাল রুটাইল বা টাইটেনিয়াম ডাইঅক্সাইডময় পাহাড়ের চূড়ায় যুক্ত। এর সাহায্যে ওপরে উঠেছে শুধু খাঁটি টাইটেনিয়াম ফলক, আর বর্জ্যগুলি যাচ্ছে সাগরে মিলিয়ে, জলটা সেখানে হলদে রঙে ঘোলাটে হয়ে উঠছে। স্তম্ভটির দক্ষিণ দিকের অবতরণমঞ্চের সামনে হলুদ ঢেউগুলির ওপর জলবিমানটি আন্দোলিত হতে থাকে। সুযোগ বুঝে ভেজা মঞ্চটির ওপর লাফ দেয় দার ভেতের। ওপরে রেলিং-দেয়া গ্যালারিতে সে উঠে যায়। সেখানে নবাগতকে অভ্যর্থনা জানাবার জন্য কয়েকজন জড় হয়েছিল। দার ভেতের খনিটাকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন এক জগৎ ভেবেছিল। কিন্তু তার অভ্যর্থকদের মুখ দেখে তাদের মোটেই বিরাগী বলে মনে হল না। এসব মুখ সুখী মানুষের, যদিও তাতে শ্রমসাধ্য কাজের ক্লান্তির ছাপ ছিল। আগতদের মধ্যে পাঁচ জন পুরুষ আর তিন জন নারী। মেয়েরাও তবে এখানে কাজ করে!

দশ দিন পেরোবার আগেই দার ভেতের তার নতুন কাজে অভ্যস্ত হয়ে গেল।

খনিটির নিজস্ব শক্তি-উৎপাদন কেন্দ্র আছে। মূল ভূখণ্ডের অভ্যন্তরে পরিত্যক্ত কর্মশালায় E বা ২ নং মার্কা পুরনো একটি পারমাণবিক শক্তি-উৎপাদন স্টেশনের ক্ষতিজনক তেজস্ক্রিয়তা না থাকায় সেটি স্থানীয় উৎপাদন স্টেশনগুলির পক্ষে ব্যবহার্য ছিল।

সাগরতলের পর্বতস্থ শিলাগহ্বরে বিচিত্র যন্ত্রপাতির এক জটিল সমাহার রয়েছে। চূর্ণ্য লালচে-বাদামী খনিজ কাটার জন্য সেগুলি সামনে এগোয়। এই যন্ত্রসমাহারের তলায় যেখানে খনিজ স্বয়ংক্রিয়ভাবে আহরিত ও চূর্ণিত হয় সেখানকার কাজটাই সবচেয়ে কঠিন। ওপরতলার কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণকেন্দ্র

থেকে মেশিনে সঙ্কেত আসছে, সংগৃহীত হচ্ছে ছেদন ও চূর্ণন যন্ত্রাদির কাজের, নিষ্কাশিত পাথরের পরিবর্তনশীল কাঠিন্য ও সান্দ্রতার সমস্ত তথ্যাদি এবং প্লবমান সারণীর বিবরণী। আকরিকে ধাতুর পরিমাণের নিরিখে চূর্ণন ও ধৌত ব্যবস্থা ত্বরিত ও মন্দীভূত করা হয়। কাজটা মেকানিকদের, কারণ সমুদ্র থেকে সুরক্ষিত এলাকাটার আয়তন ক্ষুদ্র হওয়ায় সমস্ত নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাটি সাইবারনেটিক যন্ত্রাদির ওপর ছেড়ে দেয়া যায় নি।

মেকানিকের কাজ দেয়া হল দার ভেতেরকে। নীচের যন্ত্রপাতি পরীক্ষা ও যথাযথভাবে চালু রাখতে তাকে দৈনিক কাজের সময়টা আধা-অন্ধকার ঘরেই কাটাতে হয়। ঘরটি নির্দেশক ডায়েলে ভর্তি। সেখানে সংনমিত বায়ুর অনুপ্রবেশ চাপ বৃদ্ধি ঘটায় এবং এর ফলে যে প্রচণ্ড তাপ উদ্‌গীর্ণ হয় তার সঙ্গে শীতাতপ নিয়ন্ত্রণ পাম্পটি এঁটে উঠতে পারে না।

কাজশেষে দার ভেতের তার তরুণ সহকারীর সঙ্গে ওপরে উঠে আসে ও সেখানে অনেকক্ষণ বারান্দায় দাঁড়িয়ে নির্মল বায়ু সেবন করে। স্নানের পর খাওয়া সেরে তারা খনিমুখের বাড়ির নিজ নিজ কামরায় চলে যায়। দার ভেতের নতুনভাবে আবার কোহলিয়ার অঙ্ক অনুশীলনের চেষ্টা করে। কিন্তু ক্রমেই তাড়াতাড়ি ঘুমিয়ে পড়া তার অভ্যাসে দাঁড়িয়ে গেল। শুধু কাজে যাবার সময়ই তার ঘুম ভাঙত। কয়েক মাস পর সে কিছুটা স্বস্তি বোধ করে, মনে হয় সে যেন মহাজগতের সঙ্গে তার আগের যোগাযোগের কথাও ভুলে গেছে। টাইটেনিয়াম খনির অন্যান্য শ্রমিকদের মতোই এখন টাইটেনিয়ামের পিণ্ডবাহী ভেলাগুলিকে বিদায় দিতে সে আনন্দ পায়। মেরুদেশের তুষার আচ্ছাদন কমে যাওয়ায় সমস্ত গ্রহব্যাপী ঝড়ের তাণ্ডবও গেছে কমে। এখন স্বয়ংক্রিয়ভাবে বা অন্য পোতে

বেঁধে সমুদ্রগামী ভেলায় বহু জিনিস চালান দেয়া যায়। খনির কর্মীদল বদলের সময় এল। কিন্তু দার ভেতের দু'জন উৎসাহী সঙ্গী নিয়ে আরেক দফা কাজ করতে চাইল।

পরিবর্তনশীল বিশ্বে কিছুই অবিনশ্বর নয়। একদিন খনির আকরাদি গুঁড়ো করার ও ধোয়ার যন্ত্রপাতি মেরামতে প্রয়োজন দেখা দিল। দার ভেতের তখনই সুরঙ্গপথের নিরাপত্তা ফলকের ওপারের খনিকক্ষটি দেখার সুযোগ পেল। ওখানে যেতে তাপ ও চাপ আর পাথরের ফাটল দিয়ে অকস্মাৎ বেরিয়ে আসা বিষাক্ত গ্যাস থেকে আত্মরক্ষার জন্য বিশেষ পোশাক পরতে হয়। অত্যুজ্জবল আলোয় বাদামী রঙের রুটাইল প্রাচীরগুলি যেন হীরকমণ্ডিত। খনিজের মধ্যে যেন গুপ্ত রক্তচক্ষুর মতো মাঝে মাঝে লাল আলো ঝলক দিচ্ছিল। কক্ষটি একেবারে নিঝুম। জলবিদ্যুৎচালিত খননযন্ত্র ও অতিক্ষুদ্র তরঙ্গ বিকিরণকারী বিরাট বিরাট চাকতিগুলি অনেক মাস পর গতিহীন হয়েছে। কাজ বন্ধ হবার সুযোগে মজুদ খনিজের দেহরেখা পরীক্ষার জন্য সদ্যাগত ভূ-পদার্থবিদরা রক্ষাবর্মের আড়ালে যন্ত্রপাতি স্থাপনে ব্যস্ত।

ওপরে, পৃথিবীতে তখন শরৎকাল। দক্ষিণে সে সময়ে প্রকৃতি শান্ত, দিনগুলি গরম। দার ভেতের চলে গেল পর্বতে। সমুদ্র আর আকাশের মাঝখানে হাজার হাজার বছর ধরে পড়ে থাকা শৈলস্তূপের নিঃসঙ্গতা তার অনুভূতিকে গভীরভাবে নাড়া দেয়। সে শুকনো ঘাসের মর্মর শোনে। অনেক নীচ থেকে আবছা শব্দ ভেসে আসছে, সমুদ্রের ফেনা তীরে আছাড় খাচ্ছে। তার ক্লান্ত শরীরে বিশ্রামের আকাঙ্ক্ষা, কিন্তু মস্তিষ্ক আলোড়িত এক নতুন জগতের অনুভূতিতে।

বহির্জাগতিক স্টেশনগুলির ভূতপূর্ব অধ্যক্ষ তপ্ত পাথর আর মরুতৃণের গন্ধে বুকভরা নিঃশ্বাস নিল। সুদূর সমুদ্রের একটি

ছোট্ট দ্বীপের কথা তার মনে পড়ল, যেখানে লুকোনো ছিল সেই সোনালী ঘোড়াটি। ভবিষ্যতের অনেক শুভ সম্ভাবনা যে তার সামনে অপেক্ষিত এবং সে নিজে যত মহৎ ও দৃঢ়চিত্ত হবে মঙ্গলের সম্ভাবনা ততই বৃদ্ধি পাবে — এমন সব স্বজ্ঞাত উপলব্ধিতে তার বিশ্বাস জন্মাল।

পুরনো দিনের কথায় বলে:

'দোষত্রুটি দাঁড়ায় অভ্যেসে,
অভ্যেস দাঁড়ায় চরিত্রে
আর চরিত্রের পরিণতি ভাগ্যে...'

আপন মনে সে ভাবে, সত্যিই মানুষকে সবচাইতে কঠিন সংগ্রাম করতে হয় অহমিকার বিরুদ্ধে! ভাবাবেগের ধারাবাঁধা পথে বা শ্রুতিমধুর অথচ অকেজো নীতিবাক্য দিয়ে এই সংগ্রাম চালান যায় না। সমস্যাটি দ্বান্দ্বিকভাবে উপলব্ধি করতে হয়। অহমিকা কতকগুলি অশুভ শক্তির পরিণতি নয়, সেটি আদিম মানুষের স্বাভাবিক প্রবৃত্তি। অসভ্য মানুষের জীবনে এটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে, তার আত্মরক্ষার উপায় হিসেবে কার্যকরী থেকেছে। সেজন্য প্রায়ই শক্তিমান, প্রখ্যাত ব্যক্তির অহমিকা চরম পরিণতি লাভ করে, তার বিরুদ্ধে সংগ্রাম কঠিন হয়ে উঠে। আধুনিক সমাজে অহমিকা জয় এক জরুরী কর্তব্য, সম্ভবত সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। সেজন্যই তরুণদের গড়ে তোলার কাজে এত সময় ব্যয় ও প্রচেষ্টা চালাতে হয়, প্রত্যেকটি মানুষের বংশগতির প্রক্রিয়া এত যত্নসহকারে পরীক্ষা করে দেখতে হয়। মানুষের গোষ্ঠী ও জাতির মহামিশ্রণের ফলে আমাদের গ্রহে যে একটিমাত্র মানব পরিবারের সৃষ্টি হয়েছে তাতে আকস্মিকভাবে বংশগতির অতীত ধারা থেকে প্রাচীন পূর্বপুরুষদের অভাবনীয় চারিত্রিক বৈশিষ্ঠ্যগুলির

পুনরাবির্ভাব ঘটে। অনৈক্যের যুগে মহাবিপর্যয়ের সময় প্রচণ্ড মনোবিকৃতি দেখা দেয়। তখন পারমাণবিক শক্তির প্রয়োগে ইঞ্জিনিয়াররা যথেষ্ট সাবধানতা অবলম্বন না করায় বহু মানুষের বংশগতির মারাত্মক ক্ষতি ঘটে। এমন এক সময় ছিল যখন লুণ্ঠনকারী বিজয়ীদের কুলুজী লেখা হত, তারা নিজেদের উচ্চবংশজাত ও বহু গুণসম্পন্ন মনে করত। কাজটি করা হত এজন্য যাতে তারা নিজেদের ও তাদের পরিবারবর্গকে সবার ওপরে প্রতিষ্ঠিত করতে পারে। বর্তমান জীবনে আমরা বৃত্তি নির্বাচনের জন্য, ডাক্তারী চিকিৎসা প্রভৃতিতে বংশতালিকার গুরুত্ব খুবই উপলব্ধি করি।

আগে দার ভেতেরের কাছে তার নিজের দীর্ঘ বংশতালিকা ছিল। কিন্তু এখন এসব অপ্রয়োজনীয়। পূর্বপুরুষদের নিয়ে গবেষণা করার বদলে এখন শুরু হয়েছে বংশগতি প্রক্রিয়ার সরাসরি পর্যালোচনা। মানুষের পরমায়ু বৃদ্ধি পাওয়ায় তার গুরুত্ব আরও বেড়ে গেছে। সাধারণ শ্রমের যুগের পর এখন মানুষের পরমায়ু ১৭০ বছরে দাঁড়িয়েছে। এখন স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে যে মানুষের ৩০০ বছর পরমায়ুও শেষসীমা নয়...

পাথরের শব্দে দার ভেতেরের জটিল ও অস্পষ্ট ভাবাচ্ছন্নতা কেটে গেল। উপত্যকা বেয়ে ওপর থেকে নামছে দু'টি মানুষ: একজন বৈদ্যুতিক ধাতুগলান বিভাগের অপারেটর — পিয়ানোবাদিকা, স্বল্পভাষিণী, নম্রস্বভাবের এক তরুণী, অপরজন খাটো, প্রাণবন্ত ইঞ্জিনিয়ার, মাটির ওপরকার যন্ত্রাদি নিয়ে তার কাজ। দ্রুত হেঁটে আসায় তাদের মুখ লাল হয়ে উঠেছে। তারা চলেই যেত। কিন্তু হঠাৎ কিছু মনে পড়ায় সে তাদের থামাল।

'অনেক দিন থেকেই একটা কথা জিজ্ঞেস করব ভাবছিলাম,' তরুণীর দিকে ফিরে সে বলতে থাকে। 'একটা বাজনা আমায়

শোনাতে পারেন? এফ-মাইনরে ত্রয়োদশ নীল মহাজাগতিক সিম্ফোনি। আপনি অনেক গানই তো আমাদের শুনিয়েছেন। কিন্তু এটি একবারও শুনি নি।'

'জিগ জোরের মহাজাগতিক?' তরুণী জিজ্ঞেস করে। দার ভেতের মাথা নেড়ে সম্মতি জানালে মেয়েটি হাসিতে ফেটে পড়ে।

'এই গ্রহের খুব কম লোকই সংগীতটি আপনাকে শোনাতে পারবেন। তিন কী-বোর্ডওয়ালা সৌর পিয়ানো এজন্য যথেষ্ট নয়, এটির স্বরপরিবর্তনও করা হয় নি... হয়তো কোনকালে হবেও না। একটা রেকর্ড বাজিয়ে শোনাবার জন্য 'উচ্চাঙ্গ সংগীত ভবন'-কে জানান না? আমাদের রিসিভারটি যথেষ্ট শক্তিশালী, এর বার্তাগ্রহণ ক্ষমতা বহুমুখী।'

'জানি না কিভাবে, ইতিপূর্বে আমি কখনো...' দার ভেতের বিড়বিড় করে।

'আজ সন্ধ্যেয় আপনার হয়ে সেটি করে দেব।' মেয়েটি বলে। তারপর সে সঙ্গীটির দিকে হাত বাড়িয়ে দিয়ে উপত্যকা বেয়ে আবার নীচে নামতে লাগল।

গুরুত্বপূর্ণ কিছু একটা ঘটতে যাচ্ছে—বাকী দিনটা দার ভেতের এই অনুভূতি থেকে নিজেকে মুক্ত করতে পারল না। হয়তো এটি সেই একই ধরনের অনুভূতি যা ম্‌ভেন মাসকে আচ্ছন্ন করেছিল মানমন্দিরে কাজ করার প্রথম রাতে। একটা অদ্ভুত ধরনের অধৈর্য নিয়ে সে এগারটা অবধি প্রতীক্ষায় রইল। সিম্ফোনিটি বেতারে প্রচার করার উদ্দেশ্যে 'উচ্চাঙ্গ সংগীত ভবন' এই সময়টাই নির্ধারিত করে দিয়েছে।

বৈদ্যুতিক ধাতুগলান বিভাগের অপারেটর বিশেষ অনুষ্ঠান পরিচালনার ভার নিল। দার ভেতের ও অন্যান্য সংগীত রসিকদের ভূগোলার্ধ আকৃতি বিশিষ্ট পর্দার মুখোমুখি সে

বসিয়ে দিল। তাদের উল্টোদিকে ধ্বনি-উৎপাদক যন্ত্রটি রাখা। সিম্ফোনির বর্ণবৈচিত্র্যের অপূর্ব ব্যঞ্জনা উপলব্ধির সম্ভাব্য অসুবিধার প্রেক্ষিতে বাতি নিভিয়ে দেয়া হল। এই ধরনের সিম্ফোনি শোনার জন্য বিশেষ ধরনের প্রেক্ষাগৃহের প্রয়োজন হয়। কিন্তু উপায়ান্তর না থাকায় পরিবেশিত সংগীতটি পর্দার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকবে।

অন্ধকারে পর্দাটা ঈষৎ আলোকিত হল। সমুদ্রের গর্জন শোনা যেতে লাগল। কোথাও, অভাবনীয় বহুদূর থেকে খাদে একটি সংগীত ধ্বনি বেজে উঠল। তার সুর এত পূর্ণ যেন এটি স্পর্শনকল্প। সুর আরও জোরালো হল, ঘরটি যেন খান্‌খান্‌ হবার, শ্রোতাদের হৃদয়ও ফেটে পড়ার উপক্রম হল। তারপর হঠাৎ সেই সুর যেন কোমল হয়ে এসে আবার উচ্চগ্রামে উঠতে লাগল, শেষে ভেঙে গিয়ে যেন লক্ষ লক্ষ স্ফটিককণার মতো ছড়িয়ে পড়তে লাগল। অন্ধকার পটভূমিকায় নারাঙ্গী রঙের আলোর মৃদু ঝলক দেখা গেল, যেন সেই আদিকালের বিদ্যুৎ স্ফুলিঙ্গ যা পৃথিবীতে লক্ষ লক্ষ শতাব্দী আগে সরল কার্বন-যৌগগুলি থেকে প্রাণ ও জৈব উপাদানের ভিত্তিস্বরূপ জটিল অণু সৃষ্টি করেছিল।

ভয়দ বেসুর ধ্বনির তরঙ্গে ঘর ভরে উঠল। ইচ্ছাশক্তি, প্রতীক্ষা ও নিরাশার দ্যোতক হাজার কণ্ঠের এক ঐকতান শোনা গেল। এই সঙ্গে তাল মেলাতে বেগুনী-লাল, সিঁদুরে-লাল ছায়া এল দ্রুত ঝলকে, পরক্ষণেই গেল মিলিয়ে।

সংক্ষিপ্ত এবং জোরালো সংগীত ধ্বনির মধ্যে বৃত্তাকার প্রক্রিয়া অনুভূত হচ্ছিল। সেসঙ্গে দেখা গেল ঊর্ধ্বে আবর্তিত ধূসর আলোর অনিয়মিত সর্পিল গতি। ধ্বনির আবর্তিত ঐকতান যেন স্তব্ধ হয়ে টানা সংগীতে রূপান্তরিত হল, যেন এতে আত্মপ্রত্যয় ও প্রবল শক্তির অনুরণন ঘটল।

মহাশূন্যের অস্পষ্ট অগ্নিময় রূপরেখাটি আগুনের সুস্পষ্ট নীল তীরে বিদ্ধ হল। তীরগুলি উড়ে গেল সীমাহীন শূন্যতার অতলে মণ্ডলাকার প্রান্তভাগ ছাড়িয়ে, বিভীষিকার অন্ধকার ও নৈঃশব্দের অতলে।

অন্ধকার ও নিস্তব্ধতা—এই সংগীতের ওপরই সিম্ফোনির প্রথম স্তরটি শেষ হল।

বিস্ময়ের ভাব কাটিয়ে উঠার আগেই আবার সংগীত শুরু হল। প্রবল সুরবৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে বর্ণালীজুড়া চোখ ধাঁধানো শুভ্র আলো জ্বলে উঠল। ধ্বনি ক্রমে মৃদু হয়ে এল, বিষণ্ণ ছন্দের সাথে সাথে উজ্জ্বল আলোও গেল মিলিয়ে। নির্ঝরিত জলধারার মধ্য দিয়ে যেন সূক্ষ্ম ও প্রবল কিছুর অভ্যুদয় ঘটল এবং তারপরই শুরু হল নীল আলোর স্পন্দিত, নৃত্যশীল উল্লম্ফন।

বিস্মিত দার ভেতের নীল ধ্বনির মধ্যে জটিলতর স্পন্দন ও রূপের তৃষ্ণা খুঁজে পেল। তার মনে হল, এটিই এনট্রপির বিরুদ্ধে প্রাণের আদিম সংগ্রামের শ্রেষ্ঠতম অভিব্যক্তি। শক্তির অধস্তন পর্যায়ে পতনশীল প্রপাতকে রোধ করার জন্য কত ধাপ, বাঁধ ও পরিস্রাবক... সেই প্রপাতকে মুহূর্তের জন্য রোধ করা এবং সেই মুহূর্তটিতে বেঁচে থাকা যে কী অপূর্ব! বস্তুর জটিল কাঠামো তৈরীর সেই তো প্রথম প্রপাত।

নীল তীরগুলি জ্যামিতিক চিত্রাবলীর বৃত্তাকার, স্ফটিকাকার ও ঝালরাকৃতি নৃত্যে মিলিত হল এবং সেগুলি যেন বিভিন্ন সংগীতের সংমিশ্রণে আরও দুর্বোধ্য হয়ে উঠল, ছড়িয়ে পড়ল, আবার মিলিত হল এবং পরে অকস্মাৎ ধূসর প্রদোষে হারিয়ে গেল।

সিম্ফোনির তৃতীয় ধাপ শুরু হল খাদের মাপা ধ্বনিতে। তার সঙ্গে তাল মিলিয়ে জ্বলে উঠল নীল আলোগুলি। স্থান

ও কালের সীমাহীন শূন্যতায় প্রবেশ করে সেগুলি নিভে গেল। খাদের সে সুর ক্রমে বলিষ্ঠ হয়ে উঠল, তার ছন্দ দ্রুততর হল, পরে হঠাৎ যেন ভেঙে খান্‌খান্‌ হয়ে গেল, নীল আলোগুলি আগুনের সরু কাণ্ডের ওপর ফুলের মতো দুলে উঠল। চাপা স্বর, গর্জন ও বিস্ফোরণের মধ্যে আলোগুলি স্তিমিত থেকে হঠাৎ সুদূরে মিলাল। কিন্তু সেই আলোর রেখাগুলিকে আরও ঘন এবং কাণ্ডগুলিকে আরও চওড়া দেখাল। তারপরই সেই সীমাহীন অন্ধকারে চলমান দু'টি আগুনে ফালির মতো পথ দেখা গেল, শোনা গেল মহাবিশ্বের অসীমতায় জীবনের মহাসংগীতের অনুরণিত সুরধ্বনি। বিষাদমগ্ন, নিস্পৃহ ও সদাবহমান বস্তুপুঞ্জ যেন এক উষ্ণ মহান স্পর্শে প্রাণবন্ত হয়ে উঠল, অন্ধকার পথ নীল শিখার সুবিশাল জলস্রোতের মতো একটি নদীতে রূপান্তরিত হল, তার মধ্যে বহুবর্ণ আগুনের ফুলকি, সেগুলি প্রতিনিয়ত রূপান্তরশীল ও জটিলতর এক সমাবন্ধ সৃষ্টি করল।

দার ভেতেরের মাথা ঘুরতে লাগল। সংগীত ও আলোর সমস্ত বৈচিত্র্য যেন তার বুদ্ধির অগম্য হয়ে উঠছে। বিশাল পরিকল্পনার সাধারণ রূপরেখাটিই শুধু সে আঁচ করতে পারছে। স্ফটিকের মতো শুদ্ধ উচ্চগ্রামের সংগীতে নীল সমুদ্রের উচ্ছ্বাস যেন অসীম আনন্দ ও উজ্জ্বল বর্ণাঢ্যতায় উদ্ভাসিত। ধ্বনিতরঙ্গ ক্রমশ উচ্চ থেকে উচ্চতর গ্রামে উঠে এবং রাগিনীটি এক সর্পিল আরোহণের দ্রুত লয়ে প্রচণ্ডভাবে আলোড়িত হতে থাকে। শেষে চোখ ধাঁধানো আগুনের ঝলকের সঙ্গে সেই সঙ্গীতধ্বনি অকস্মাৎ মধ্যপথে বিলীন হয়ে গেল।

সিম্ফোনি শেষ হল। দার ভেতের বুঝতে পারে দীর্ঘ একটি মাস সে এক পরমাকাঙ্ক্ষা থেকে বঞ্চিত ছিল। মহাজগৎলগ্ন কাজই তার প্রয়োজন। ভবিষ্যৎমুখী মানব-কর্মকাণ্ডের সম্ভাব্য

অক্লান্ত সর্পিল গতির সঙ্গে তাকে জড়িত থাকতেই হবে। সংগীতকক্ষ থেকে সে তখনই গেল টেলিফোন ঘরে, উত্তরাঞ্চলের আবাসিক এলাকার কেন্দ্রীয় কর্মনিযুক্তি স্টেশনের সঙ্গে যোগাযোগ করল। যে তরুণটি তাকে খনির কাজে পাঠিয়েছিল তাকে চিনতে পেরে সে ভারী খুশী হল।

'আজ সকালে জ্যোতির্বিজ্ঞান পরিষদ আপনাকে চেয়েছিল। কিন্তু আপনার সঙ্গে কোন যোগাযোগ করতে পারি নি। এখনই দিচ্ছি।'

পর্দাটি শূন্য হয়ে আবার আলোকিত হয়ে উঠল। পরিষদের চার জন সম্পাদকের অন্যতম মীর ওমকে দেখা গেল। তার মুখখানা খুব গম্ভীর, যেন দুঃখভারাক্রান্ত।

'এক মহাবিপর্যয় ঘটে গেছে। কৃত্রিম উপগ্রহ-৫৭ ধ্বংস হয়েছে! দুরূহ একটি কাজের জন্য পরিষদ আপনাকে চাইছে। আপনার জন্য আয়নচালিত গ্রহযান পাঠাচ্ছি। তৈরী থাকুন।'

ফাঁকা পর্দার সামনে অবাক বিস্ময়ে নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে রইল দার ভেতের।

অষ্টম অধ্যায়

লাল তরঙ্গ

মানমন্দিরের প্রশস্ত বারান্দার ওপর দিয়ে বাতাস বয়ে যাচ্ছে। সেই বাতাস বয়ে আনছে সমুদ্রের ওপারের আফ্রিকার উষ্ণ উপকূলের ফুলের গন্ধ যাতে মানুষের মনে আকাঙ্ক্ষার আলোড়ন লাগে। সমস্ত অনিশ্চয়তার শেষে জায়মান স্বচ্ছতা ও দৃঢ়তাকে ম্‌ভেন মাস চূড়ান্ত বৈজ্ঞানিক পরীক্ষার মুখেও আয়ত্ত করতে পারে না। রেন বোস তিব্বত থেকে খবর দিয়েছে যে কোর ইয়ুলের সংস্থাটি পুনর্নির্মিত হয়েছে এবং তা যেকোন পরীক্ষাকার্যের জন্য প্রস্তুত। ৫৭ নং কৃত্রিম উপগ্রহের চার জন পর্যবেক্ষক-বিজ্ঞানী পরীক্ষাকার্যে স্বেচ্ছায় জীবন বিপন্ন করতে রাজী হয়েছে, যদি তাদের দিয়ে পৃথিবীতে অশ্রুতপূর্ব কোন বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা চালান হয়।

পরীক্ষাটি অবশ্য পরিষদের অনুমতি ব্যতিরেকেই করা হচ্ছে। সমস্ত সম্ভাব্য প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে বিশদ কোন প্রাথমিক আলোচনাও করা হয় নি, যেন এটি মানবেতিহাসের অন্ধকার মধ্যযুগের গোপন অস্ত্রনির্মাণ। বর্তমানে অপ্রচলিত কাপুরুষোচিত গোপনীয়তার আমেজ এতে সুস্পষ্ট।

তাদের ঈপ্সিত মহান লক্ষ্যের কথা বিচার করলে তাদের

কর্মপদ্ধতিতে যৌক্তিকতা সত্যিই খুঁজে পাওয়া যায়। কিন্তু... তাদের মনোভাব তো পুরোদস্তুর খাঁটি থাকতে হবে। লক্ষ্য ও লক্ষ্যপূরণের পদ্ধতির মধ্যেকার প্রাচীন মানবিক দ্বন্দ্ব মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে। হাজার হাজার পুরুষের সঞ্চিত অভিজ্ঞতার শিক্ষা: লক্ষ্যে পৌঁছবার কর্মপদ্ধতিকে সুনির্দিষ্ট রাখার সীমারেখাটি অনতিক্রম্য।

বেথ লোনের কান্ড আফ্রিকার মানুষটিকে কোন বিশ্রাম নিতে দেয় না। ৩২ বছর আগে পৃথিবীর অন্যতম গণিতজ্ঞ বেথ লোন আবিষ্কার করে যে শক্তিশালী বৈদ্যুতিক ক্ষেত্রের মিথষ্ক্রিয়ায় অভিক্রান্তির কতকগুলি লক্ষণ সমান্তরাল মাত্রার অস্তিত্বের দ্বারা ব্যাখ্যেয়। সে কতকগুলি অত্যাকর্ষী পরীক্ষা চালায়, তাতে বস্তুপুঞ্জ অদৃশ্য হয়ে যেতে থাকে। 'জ্ঞানাঞ্চল আকাদমি' তার হিসাবে একটি ভুল খুঁজে পায় এবং দৃশ্যমান ঘটনার এমন এক ব্যাখ্যা দেয় যাতে নীতিগতভাবে তার বক্তব্যের সঙ্গে মতানৈক্য ঘোষিত হয়। নৈতিক মূল্যবোধের অর্ধবিকশিত চেতনা এবং অনিস্তেজক কামনার মূল্যে দৃঢ়চিত্ত বেথ লোন এক পরম শক্তিশালী ও চরম আত্মকেন্দ্রিক মানুষ হয়ে উঠেছিল। নিজের ইচ্ছামতো পরীক্ষা চালিয়ে যাবার সিদ্ধান্ত সে নেয়। অকাট্য প্রমাণসিদ্ধতার বলে তরুণ সাহসী স্বেচ্ছাসেবকদের সে কাজে টানে। তারা বিজ্ঞানের সেবায় আত্মত্যাগে প্রস্তুত ছিল। বেথ লোনের পরীক্ষার এই শরিকরা একেবারে অদৃশ্য হয়ে গেল। নির্মম গণিতজ্ঞের আশাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে অপর এক মাত্রার 'অন্য দিক থেকে' তাদের একজনও অস্তিত্বের সংবাদ দিল না। বার জন লোককে 'অস্তিত্বহীনতায়' পাঠাবার বা এক কথায় তাদের হত্যার দরুন তাকে বিচারালয়ে সোপর্দ করা হয়। সে প্রমাণ করতে সফল হয় যে, তার লোকগুলি বেঁচে আছে অপর এক মাত্রায়, আর

তাদের সম্মতি নিয়েই সে পরীক্ষাটি চালিয়েছিল। তার নির্বাসন দণ্ড হয়েছিল। বুধ গ্রহে তাকে কাটাতে হয় দশ বছর। তারপর পৃথিবীতে ফিরে আসার পর সে চলে গেল 'বিস্মরণ-দ্বীপে'। পৃথিবীর প্রতি তখন সে বীতরাগ। ম্‌ভেন মাসের মনে হল বেথ লোনের ঘটনাটি অনেকটা তারই মতো। সে ক্ষেত্রেও বিজ্ঞানের দ্বারা নাকচ করা একটি লক্ষ্যে পেঁাছবার জন্য গোপন পরীক্ষামূলক অভিযান নিষিদ্ধ করা হয়েছিল। তুলনাটি ম্‌ভেন মাসের পছন্দ হল না।

দু'দিনের মধ্যে মহাবৃত্ত জুড়ে বেতারবার্তা পাঠান হবে। তারপর পরীক্ষা চালাবার জন্য সে আট দিনের পূর্ণ ছুটি পাবে।

আকাশের দিকে তাকানোর জন্য ম্‌ভেন মাস মাথাটা পেছনে হেলিয়ে দিল। আগের চাইতে নক্ষত্রগুলিকে যেন আরও উজ্জ্বল, নিকটতর মনে হচ্ছে। এদের অনেকগুলিকে সে তাদের প্রাচীন নামে—যেন পুরনো বন্ধু হিসেবেই জানে। মানুষের বন্ধুর মতো সেগুলিই কি তাকে পথ দেখায় নি? তাকে উচ্চ আদর্শে উদ্বুদ্ধ করতে এবং স্বপ্ন দেখতে উদ্দীপ্ত করে নি?

উত্তর দিগন্তের আনত অনুজ্জ্বল তারাটিই ধ্রুবতারা বা গামা সিফেই। অনৈক্যের যুগে ধ্রুবতারাটি ছিল লঘু সপ্তর্ষিতে, শিশুমারে। কিন্তু ছায়াপথের প্রান্ত এবং আনুষঙ্গিক সৌরমণ্ডলের আবর্তনের ফলে সেটি সিফিয়াসের দিকে সরে যায়। এটি সিগ্‌নাস বা বকমণ্ডল ছায়াপথ অবধি বিস্তৃত উত্তর আকাশের নক্ষত্রমণ্ডলের এক অত্যাকর্ষী নক্ষত্র, এর লম্বা গ্রীবাটি দক্ষিণে ফেরানো। এই নক্ষত্রমণ্ডলে ছিল আশ্চর্য সুন্দর একটি যুগ্মতারা, প্রাচীন আরব বাসীরা তাকে বলত আলবিরিও। পরে সেখানে তিনটি তারার অস্তিত্ব আবিষ্কৃত হয়: যুগ্মতারা—আলবিরিও-১, ও আলবিরিও-২ এবং ব্যাপক

গ্রহমণ্ডল সমন্বিত একটি নীল তারা। এগুলি আর বকমণ্ডলের পুচ্ছবর্তী আমাদের সূর্যের চেয়ে ৪,৮০০ গুণ উজ্জ্বলতর উত্তর ফাল্গুনী পৃথিবী থেকে প্রায় সমদূরত্বে অবস্থিত। মহাবৃত্ত যুগের দ্বিতীয় বর্ষে সেখানে প্রেরিত বেতারবার্তার সরাসরি জবাব পাওয়া গেছে মাত্র ৮ বছর আগে, উত্তর ফাল্গুনির প্রাণী-অধ্যুষিত জগৎগুলি থেকে। গত শেষ বেতারবার্তা প্রেরণের সময় আমাদের বিশ্বস্ত বন্ধু ৬১ সিগ্‌নাস আলবিরিও-২ থেকে একটি সতর্কবাণী পায়। বার্তা পাঠাবার ৪০০ বছর পরে এসে পৌঁছলেও তা যথেষ্ট মূল্যবান ছিল। আলবিরিও-২-এর এক বিখ্যাত মহাজাগতিক অভিযাত্রী, যার নাম পার্থিব শব্দে অনেকটা ভিন্নহ ওজ দ্দিজ শোনায়, লীরা নক্ষত্রমণ্ডলের কাছাকাছি তার প্রাণহানি ঘটেছে। মহাজগতের বৃহত্তম বিপদের সে সম্মুখীন হয়, সে একটি ওকর নক্ষত্রের সংস্পর্শে আসে। প্রাচীন কালের বিখ্যাত পদার্থবিদ আইনস্টাইনের সম্মানার্থে এই ধরনের তারাগুলিকে E-শ্রেণীভুক্ত করা হয়। তিনি সেগুলির সম্ভাব্য অস্তিত্ব ঘোষণা করেছিলেন। পরে এ সম্পর্কে দীর্ঘকাল বিতর্ক চলে, একটি তারার ভরের সীমানাও নির্ধারণ করা হয় এবং তার নাম দেয়া হয় চন্দ্রশেখর সীমানা। কিন্তু এই প্রাচীন জ্যোতির্বিদের হিসাব ছিল মহাকর্ষ ও তাপবলবিদ্যার প্রক্রিয়াভিত্তিক এবং তিনি বিশাল তারাগুলির জটিল বিদ্যুৎ-চুম্বকীয় সংযুতি হিসেবে ধরেন নি। বিশেষভাবে এই শক্তির শর্তেই আয়তনের দিক থেকে সুবিশাল আর্দ্রা বা জ্যেষ্ঠার মতো লাল বিরাট M-শ্রেণীর নক্ষত্রগুলির সমতুল্য এই E-তারাগুলির অস্তিত্ব সম্ভবপর ছিল। কিন্তু তাদের ঘনত্ব অনেক বেশী, কিছুটা আমাদের সূর্যের মতন। নক্ষত্রগুলির প্রচণ্ড মহাকর্ষের ফলে তেজবিকিরণ বন্ধ থাকে, সেজন্য নক্ষত্রের বিচ্ছুরিত আলো মহাশূন্যে পরিব্যাপ্ত হতে পারে না। অনন্ত

কাল জুড়ে মহাশূন্যে অবিশ্বাস্য বিশাল ও রহস্যময় এই পদার্থপুঞ্জের অস্তিত্ব ছিল, যারা অভিকর্ষের দুর্নিবার কর্ষিকার আওতাধীন সবকিছুই তাদের জড়সমুদ্রে পুঞ্জীভূত করে।

মহাশূন্যে সম্পূর্ণ অন্ধকার E-শ্রেণীর তারাগুলির অস্তিত্ব শুধুমাত্র তাদের মহাকর্ষের দ্বারাই অনুমিত হত। মহাকাশযানের গতিপথ এই দানবের আওতায় পড়লে তার আর নিস্তার ছিল না। T-শ্রেণীর অদৃশ্য অবলোহিত তারকাগুলি এবং বৃহদাকার বস্তুকণার কালো মেঘরাশি বা TT-শ্রেণীর সম্পূর্ণ শীতল গ্রহাণুপুঞ্জও মহাকাশযানের পক্ষে সমান বিপজ্জনক।

ম্ভেন মাস ভাবতে থাকে, মহাবৃত্ত প্রতিষ্ঠার ফলে বুদ্ধিমান প্রাণী-অধ্যুষিত জগৎসমূহের মধ্যে সৃষ্ট সংযোগ সারা পৃথিবী, তথা প্রাণী-অধ্যুষিত সমস্ত গ্রহগুলির পক্ষে এক শ্রেষ্ঠ বিপ্লব বৈকি। প্রথমত এটি কালকে, মানুষের ক্ষণজীবিতাকে জয় করেছে, ইতিপূর্বে যেজন্য আমরা ও অন্যান্য জগতের চিন্তাশীলরা ইচ্ছামতো মহাশূন্যের আরও গভীরে প্রবেশ করতে পারে নি। মহাবৃত্তকে ঘিরে প্রেরিত বেতারবার্তা অনিশ্চিত এক ভবিষ্যতের উদ্দেশ্যে বার্তাপ্রেরণেরই নামান্তর। এভাবে বেতারবার্তার আকারে প্রেরিত আমাদের ভাবনাগুলি অতি দূর প্রান্তসীমায় না পৌঁছান পর্যন্ত মহাশূন্য পরিক্রমা করে। এজন্যই অত্যন্ত দূরের তারাগুলি সম্পর্কে বিশেষ অনুসন্ধান এখন সম্ভব হয়ে উঠেছে। মহাবৃত্তের মর্মার্থ বোঝে এমন গ্রহসমূহের যেকোন স্থান থেকে সংবাদ পাওয়াটা এখন শুধু সময়ের ব্যাপার মাত্র। অতিসম্প্রতি সদূরবর্তী বিশাল তারকা, গামা সিগ্নি থেকে পৃথিবীতে এক বার্তা এসে পৌঁছেছে, তারকাটি আমাদের থেকে ২,৮০০ পারসেক দূরে এবং বার্তাটি আসতে সময় লেগেছে ৯,০০০ বছর। কিন্তু প্রেরিত বার্তাটি বোধগম্য হয়েছে এবং চিন্তার সমপ্রক্রিয়ার দরুন মহাবৃত্তের

সদস্যেরা তার মর্ম উদ্ধার করতে পেরেছে। আমাদের 'ফ্ল্যাট' নক্ষত্রমণ্ডলের চাইতেও প্রাচীনতর গুচ্ছস্তবক থেকে বার্তাটি এলে ভিন্ন কথা ছিল।

ছায়াপথের কেন্দ্র সম্পর্কেও একথাই প্রযোজ্য। তার অক্ষবর্তী নক্ষত্র-মেঘপুঞ্জের লক্ষ লক্ষ গ্রহমণ্ডলে প্রাণময় এক সুবিশাল অঞ্চল রয়েছে। সেখানে নেই রাতের আঁধার, ছায়াপথের কেন্দ্রীয় বিকিরণে সেগুলি চিরালোকিত। দুর্বোধ্য সব বার্তা এসে পেঁছছে সেখান থেকে, আমাদের ধারণাতীত সব জটিল গড়নের প্রতিকৃতি পাওয়া গেছে। সেগুলির মর্মোদ্ধারে 'জ্ঞানাঞ্চল আকাদমি' আটশ' বছরের চেষ্টায়ও সফল হতে পারে নি। তবুও, হয়তো বা... আফ্রিকার মানুষটির হৃৎস্পন্দন একটি চিন্তার আকস্মিকতায় যেন হঠাৎ থেমে গেল—মহাবৃত্তের নিকটবর্তী গ্রহমণ্ডলের তথ্যগুলির বিষয়বস্তু জীব-অধ্যুষিত গ্রহের **অভ্যন্তরীণ** জীবনের কথা, তার বিজ্ঞান, প্রয়োগবিদ্যা, শিল্পকর্মাদির কথা, আর অতি দূর ছায়াপথের প্রাচীন জগৎগুলি থেকে আসে **বাহ্যিক** তাদের বিজ্ঞান ও জীবনধারার মহাজাগতিক প্রক্রিয়ার রূপ। কিভাবে নিজেদের প্রয়োজনের মতো তারা গ্রহমণ্ডলগুলির পুনর্বিন্যাস সম্ভব করে তুলেছে, কিভাবে মহাকাশযানগুলির পথের বাধা উল্কাপিণ্ডগুলিকে মহাশূন্য থেকে ঝেঁটিয়ে দিয়ে সেগুলিকে প্রাণধারণের অনুপযুক্ত ঠাণ্ডা গ্রহগুলির সঙ্গে কেন্দ্রীয় সূর্যের জঠরে স্তূপীকৃত করে সূর্যের বিকিরণের বা তার তাপনাক্রিয়ার কাল বৃদ্ধি করেছে এবং হয়তো তারা প্রতিবেশী গ্রহমণ্ডলের পুনর্বিন্যাসক্রমে সুবিশাল সভ্যতা বিকাশের সর্বাধিক অনুকূল পরিস্থিতির উদ্ভব ঘটিয়েছে।

কিছুটা পরিহাস, কিছুটা গুরুত্বের সঙ্গে ম্‌ভেন মাস মহাবৃত্তের বিবরণী শালার সঙ্গে যোগাযোগ করল এবং দূরাগত

বার্তার তালিকার নম্বরগুলি বেছে নিল। তার চোখের সামনের পর্দায় অদ্ভুত সব ছবি ফুটে উঠল। সেগুলি পৃথিবীতে এসে পৌঁছেছে গুচ্ছস্তবকের ওমেগা মহিষাসুর থেকে। সৌরমণ্ডলের নিকটতম দ্বিতীয় স্থানে অবস্থিত এই স্তবকের দূরত্ব সৌরজগৎ থেকে ৬,৮০০ পারসেক। পৃথিবীর মানুষের চোখে পড়ার আগে তার উজ্জ্বল নক্ষত্রগুলির বিচ্ছুরিত আলোক মহাশূন্যে ২২ হাজার বছর অতিক্রম করেছে।

স্তরে স্তরে বিস্তৃত ঘন নীল কুয়াশাকে দ্রুত ঘূর্ণায়মান কালো খাড়া সব সিলিন্ডার যেন ভেদ করে যাচ্ছে। এগুলির কাঠামো অস্পষ্ট, কখনো তাদের প্রান্তদেশ সঙ্কুচিত হয়ে মোচাকার হচ্ছে।

এর বোধগম্যগুলি হৃদয়ঙ্গম করার চেষ্টায় মুভেন মাস কপাল রগড়াতে থাকে।

পর্দায় দেখা গেল তীক্ষ্নমুখ সবুজ ফলাগুলি শাদা স্তম্ভের চার পাশে সর্পিল গতিতে এঁকেবেঁকে ঘুরছে। হঠাৎ সেগুলি চকচকে ধাতুর গোলকের মতো ঝরে পড়ল।

একটু হেসে মুভেন মাস সুইচ বন্ধ করল। আগের চিন্তায় আবার সে মগ্ন হল।

'ছায়াপথের উচ্চতর অক্ষাংশে প্রাণী-অধ্যুষিত জগতের অবর্তমানে কিম্বা তাদের সাথে যোগাযোগের অভাবে পৃথিবীর মানুষ ছায়াপথের নিরক্ষীয় বলয় থেকে মুক্ত হতে পারে নি। সেখানকার মহাকাশ বস্তুরেণু আর ধূলিকণায় আচ্ছন্ন। আমাদের সূর্য আর তার প্রতিবেশীরা যে আলো-আঁধারিতে ডুবে রয়েছে আমরা তা থেকে মুক্ত হতে পারি নি। সেজন্যই মহাবৃত্তের সহায়তা সত্ত্বেও বিশ্বপ্রকৃতি সম্পর্কে সম্যক জ্ঞানলাভ আমাদের পক্ষে দুরূহ হয়ে দাঁড়িয়েছে।'

দিগন্তের প্রতি মুভেন মাস দৃষ্টি প্রসারিত করল। বৃহৎ সপ্তর্ষির নীচে ও সারমেয় যুগলের তলায় অবস্থিত কমা

বেরেনিসেস নক্ষত্রমণ্ডল তার চোখে পড়ল। এটি ছায়াপথের 'উত্তর' মেরু। এদিকেই ছায়াপথবহিস্থ মহাশূন্য বিস্তৃত। আকাশের অপর প্রান্তে দক্ষিণ মীন নক্ষত্রমণ্ডলে, বিখ্যাত নক্ষত্র ফোমালহট্-এর নিকটেই রয়েছে ছায়াপথের 'দক্ষিণ' মেরু। ছায়াপথের বহির্মণ্ডলে, যেখানে আমাদের সূর্যের অবস্থান সেখানে ছায়াপথ কুণ্ডলের বিস্তার ৬০০ পারসেকের বেশী নয়। ছায়াপথের নিরক্ষরেখার সমতল থেকে লম্বভাবে তিন-চার শ' পারসেক দূরত্ব অতিক্রম করলেই ছায়াপথের বিশাল নাক্ষত্রিক চক্রের ঊর্ধ্বে ওঠা যায়। কোন মহাকাশযানই এই পথ অতিক্রম করতে পারে নি, অথচ তা মহাবৃত্তের বেতার সংযোগের পরিধির মধ্যেই রয়েছে... তবু... এতকাল সেই অঞ্চলের নক্ষত্রাদির কোন গ্রহই মহাবৃত্তে যোগ দেয় নি।

এ সব অনন্ত রহস্য আর নিরুত্তর প্রশ্নাদির সমস্যা খুবই সহজে মিটে যেত যদি বিজ্ঞানে আরেকটি প্রচণ্ড বিপ্লব ঘটত—যদি সময়কে জয় করা যেত, যদি যেকোন সময়ে আমরা যেকোন দূরত্ব অতিক্রম করা শিখতে পারতাম আর প্রভু হিসেবে মহাজগতের অসীমে প্রবেশ করতে পারতাম। তখন আর আমাদের ছায়াপথ ও অন্যান্য নাক্ষত্রিক দ্বীপপুঞ্জগুলিকে রাতের অন্ধকারে ভূমধ্যসাগরের তরঙ্গতাড়িত ক্ষুদ্র দ্বীপগুলির চাইতে বেশী দূরের মনে হত না। এটাই রেন বোসের দুঃসাহসিক পরীক্ষার যুক্তি, আর বহির্জাগতিক স্টেশনগুলির অধ্যক্ষ হিসেবে ম্‌ভেন মাস স্বয়ং তা কার্যকরী করবে। যদি তারা পরীক্ষাটির বৈজ্ঞানিক ভিত্তি আরও প্রাঞ্জলভাবে উপস্থাপিত করতে এবং পরিষদের অনুমোদন লাভে সমর্থ হত...

মণ্ডলাকৃতি পথের আলো কমলা থেকে সাদাটে হয়ে উঠতে থাকে। রাত দু'টো। পরিবহণে এখন সবচাইতে ভিড়। ম্‌ভেন মাসের মনে পড়ল, কাল অগ্নি-পাত্রের উৎসব। সেই উৎসবে তার

জন্য কারা নন্দীর সাদর আমন্ত্রণ অপেক্ষিত। বহির্জাগতিক স্টেশনগুলির অধ্যক্ষ ভুলতে পারে নি সমুদ্রের তীরে দেখা সেই তামাটে রঙের মেয়েটিকে, তার মরাল গতিকে। সে যেন একনিষ্ঠতা ও তন্ময়তার এক প্রস্ফুটিত কুসুম। যে-কালে সকল অনুভূতি সুনিয়ন্ত্রিত তখন এর অস্তিত্ব দুর্লভ।

ম্‌ভেন মাস নিজের পাঠকক্ষে ফিরে গেল। রাত্রিতে কর্মরত 'ছায়াপথ-পারের ইনস্টিটিউট'-এর লোকদের ডেকে পরের দিন বিকেলে কতকগুলি ছায়াপথের স্টিরিওটেলিফিল্‌ম্‌ পাঠাতে বলল। তাদের সম্মতি পেয়ে সে উঠল অন্দর দালানের ছাদে, তার দূরলম্ফন যন্ত্রপাতি রয়েছে সেখানে। খেলাটি ম্‌ভেন মাসের খুবই প্রিয়, এতে তার দক্ষতাও যথেষ্ট। হিলিয়াম গ্যাস-ভর্তি আধারটি সে নিজের শরীরে বেঁধে নিয়ে অনায়াসে শূন্যে লাফ দিল ও হালকা অ্যাকিউমুলেটর চালিত প্রপেলারের সুইচটা টিপল। ছয় শ' মিটারের একটি চাপ সৃষ্টি করে সে 'ভোজনালয়'-এর অলিন্দে নেমে আবার ঝাঁপ দিল। এভাবে বার পাঁচেক লাফ দেবার পর সে পৌঁছল খড়ি পাহাড়ে নীচে এক বাগানের কাছে। সেখানে একটি অ্যালুমিনিয়ম গম্বুজের ওপর নেমে যন্ত্রপাতি খুলল। তারপর সে খুঁটি বেয়ে নামল নীচে, যেখানে এক বিশাল গাছের নীচে তার শক্ত বিছানাটা পাতা। মহীরুহের পাতার স্বননে আফ্রিকার মানুষটি পড়ল ঘুমিয়ে।

অগ্নি-পাত্র উৎসবের নামটি কবি-ঐতিহাসিক জ্ঞান সেনের বিখ্যাত কবিতা থেকে নীত। এতে ভারতীয় পুরাকাহিনী বিধৃত। ভারতীয় প্রাচীন রীতি অনুসারে মহান কর্তব্যব্রতী বীরদের বিদায় সম্বর্ধনার জন্য সেরা সুন্দরীদেরই নির্বাচিত করা হত। তারা বয়ে নিয়ে যেত তরবারি আর ধূপসুরভিত ধুনাচি। তরবারি আর ধুনাচি এখন অচল হলেও এগুলি বীরত্বের প্রতীক হয়ে গেছে। এই গ্রহের অসংখ্য মানুষ

সাহসিকতা ও উদ্দীপ্ত কর্মপ্রেরণায় আজ বীরের সম্মানে ভূষিত। অতীতে সামান্য সংখ্যক প্রতিভাধর মানুষই প্রচন্ড কর্মক্ষমতা অর্জন করত, আর তা ছিল মূলত তাদের দৈহিক শক্তি ও হর্মোন প্রাচুর্যের ওপরই নির্ভরশীল। হাজার হাজার বছরের সঠিক ব্যায়াম শিক্ষা আজ এই গ্রহের সাধারণ মানুষকেও প্রাচীন বীরদের সমান করে তুলেছে, তাদের অন্তর এখন অসমসাহসিক অভিযানের, ভালবাসার, জ্ঞানার্জনের অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষায় ভরপুর।

অগ্নি-পাত্রের উৎসব মূলত মেয়েদের বসন্তোৎসব। প্রতি বছর দক্ষিণায়নান্ত চতুর্থ মাসে বা পুরনো পঞ্জিকা অনুসারে এপ্রিল মাসে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠা সুন্দরীরা নৃত্য, গীত ও ক্রীড়া উৎসবে মেতে উঠে। এই সঙ্কর মানবসমাজের বিভিন্ন জাতির সৌন্দর্যের নিকষিত আভা তখন অন্তহীন বৈচিত্রে উদ্ভাসিত হয়ে উঠে, যেন মূল্যবান পাথরের সমুজ্জ্বল মূর্তির মেলা। রূপছন্দের মাধুর্যে আনন্দাপ্লুত এসব দর্শকদের মধ্যে থাকে বিজ্ঞানী ও ইঞ্জিনিয়ার, যারা অতি সতর্ক কাজের পরিশ্রমে অবসন্ন, থাকে উদ্বুদ্ধ শিল্পীগণ এবং তৃতীয় চক্র বিদ্যালয়ের তরুণ শিক্ষার্থীরা।

হারকিউলিস উৎসবটিও সমান মনোরম। পুরুষদের এই শারদ উৎসবটি বছরের নবম মাসে অনুষ্ঠিত হত এবং সেখানে যুবকেরা হারকিউলিসের মতো প্রচন্ড শক্তিসামর্থ্যের সুকঠিন কাজগুলির বিবরণ দিত। পরবর্তীকালে সারা বছরে উল্লেখযোগ্য কাজ ও ঘটনাবলী বিশ্লেষণ এই উৎসবের রীতি হয়ে উঠে এবং এটি সাধারণ উৎসবে পরিণত হয়। এতে এখন নারী ও পুরুষরা সমান অংশ নেয়। তিন দিনের এই উৎসবের প্রথম দিন প্রয়োজন-পরমোৎকর্ষতা দিবস, দ্বিতীয় দিন উচ্চতর শিল্পকলা দিবস, তৃতীয় দিন বৈজ্ঞানিক দুঃসাহসিকতা ও কল্পনা দিবস।

এক বছর ম্‌ভেন মাস প্রথম ও তৃতীয় দিনের উৎসবে শ্রেষ্ঠ বীর উপাধিতে সম্মানিত হয়েছিল।

বেশ কয়েকটি গান গাইল বেদা কঙ। এই গানের সময় টিরেনিয়ান স্টেডিয়ামের বিশাল সৌরভবনে ম্‌ভেন মাস এসে পেঁাছয়। এভ্‌দা নাহ্‌ল ও কারা নন্দীর আসনের কাছে দাঁড়িয়ে সে বেদার গান শুনতে থাকে। বেদার পরনে শুভ্রবাস, স্বর্ণাভ মাথাটি পেছনে হেলান, ওপরের গ্যালারীর প্রতি তার দৃষ্টি, কণ্ঠে আনন্দগীত। সেই গানে আফ্রিকার মানুষটির কাছে বসন্ত মূর্ত হয়ে উঠে।

শ্রোতাদের প্রত্যেকে সামনের চারটি বোতামের মধ্যে একটি টিপে ধরল। সোনালী, নীল, পান্না ও লাল রঙে উদ্ভাসিত হল মাথার ওপরটা। শ্রোতারা কতখানি উপভোগ করেছে এটি তারই রঙীন স্বীকৃতি, আগেকার দিনের সরব হাততালির স্থলবর্তী।

বেদার গান শেষ হল। উজ্জ্বল সোনালী ও নীল আলোকমালায় সে অভিনন্দিত হল। সবুজ আলোর কয়েকটি রেখা তার মধ্যে অদৃশ্য হয়ে রইল। স্বাভাবিক উত্তেজনায় তার মুখ রক্তিম হয়ে উঠল। সে দৌড়ে গেল বন্ধুদের কাছে। এমন সময় সেখানে এল ম্‌ভেন মাস, সবাই সাদরে তাকে ডেকে নিল।

আফ্রিকার মানুষটি চারদিকে তাকিয়ে খুঁজতে লাগল তার শিক্ষক ও পূর্বসূরীকে, কিন্তু দার ভেতেরকে কোথাও দেখা গেল না।

'কোথায় লুকিয়ে রেখেছেন দার ভেতেরকে?' তিন নারীকে ঠাট্টার সুরে জিজ্ঞেস করে সে।

'আর আপনিই বা রেন বোসকে লুকিয়েছেন কোথায়?' জিজ্ঞেস করে এভ্‌দা নাহ্‌ল। তার তীক্ষ্ন দৃষ্টি আফ্রিকার মানুষটি এড়িয়ে গেল।

'ভেতের দক্ষিণ আমেরিকায় সুরঙ খুঁড়ছেন,' সহৃদয় বেদা বলে, তার মুখের ওপর যেন কালো ছায়া পড়েছে। সান্ত্বনা দেবার জন্যই কারা নন্দী টেনে নিল বেদাকে, নিজের গাল চেপে ধরল বেদার গালে। দু'টি নারীর মুখের আদলে পার্থক্য অনেকখানি, কিন্তু কোমলতায় তারা অভিন্ন।

কারার উঁচু কপালের নীচে টানা চোখের সঙ্গে সুসমঞ্জস ঋজু ও নমিত ভ্রূদু'টি যেন উড়ন্ত পাখীর দেহরেখা। কিন্তু বেদার ভ্রূ উপরের দিকে বাঁকানো।

'একটি পাখী যেন ডানা ঝাপটাচ্ছে।' ভাবছে আফ্রিকার মানুষটি।

কারার মাথার ঘন কৃষ্ণ উজ্জ্বল কেশরাশি ছড়িয়ে পড়ছে তার গলা আর কাঁধে, অন্যদিকে বেদার সুন্দর কেশ মাথার ওপর চূড়ো বাঁধা।

গম্বুজময় ছাদের ঘড়িটি দেখল কারা, তারপরই সে উঠে পড়ল।

মেয়েটির পোশাক দেখে আফ্রিকার মানুষটি অবাক হল। ওর মসৃণ গলায় প্লাটিনামের হার। সূক্ষ্ম যন্ত্রখোদাই প্রশস্ত বাটির মতো তার উন্নত স্তনযুগল উন্মুক্তপ্রায়, এগুলির মাঝখান নিয়ে হারের বন্ধনী থেকে কোমরবন্ধনী অবধি বেগুনী-লাল ভেলভেটের একটি ফিতে আঁটা। প্রতিটি স্তন অতিক্রান্ত একই ধরনের ফিতা উন্মুক্ত পিঠের ওপর যুক্ত। তার ক্ষীণ কটিতে কালো তারাখচিত একটি শাদা বন্ধনী অর্ধচন্দ্রাকৃতি প্লাটিনাম বকলেসে আঁটা আর সেখান থেকে হাঁটু অবধি ঝুলছে ঘন বেগুনী-লাল ভেলভেট। তার পরনের পুরু শাদা রেশমের খাটো স্কার্টটিও কালো তারকাকীর্ণ। নর্তকীর দেহে মণিমুক্তোর কোন আভরণ নাই। তার ছোট্ট কালো চটিগুলিতে শুধু কটি উজ্জ্বল বকলেস।

'এবার আমার পালা।' দরজার দিকে যেতে যেতে শান্তকণ্ঠে বলল কারা। সে একবার ফিরে তাকাল ম্ভেন মাসের দিকে। হাজার হাজার কৌতূহলী দৃষ্টি ও অস্পষ্ট চাপা প্রশ্নের মধ্যে সে অদৃশ্য হল।

মঞ্চের ওপর ব্যায়ামরতা আঠারো বছরের সুন্দরী, সুদেহী একটি মেয়ে। সোনালী আলোবিচ্ছুরণে গানের তালে তালে সে দুলছে। আশ্চর্য তার দেহভঙ্গি, অবিশ্বাস্য তার ভারসাম্য রক্ষার কৌশল। সোনালী আলোর উপহারে দর্শকরা তাকে অভিনন্দন জানাল। এমন সফল একটি অনুষ্ঠানের পর কারা নন্দীর নৃত্য মোটেই সহজ হবে না, ভাবল ম্ভেন মাস। উদ্বিগ্ন হয়ে সামনের অস্পষ্ট মুখগুলির দিকে সে তাকায়। হঠাৎ তৃতীয় অঞ্চলে সে দেখল শিল্পী কার্ট সানকে। তার উষ্ণ অভিবাদনে আফ্রিকার মানুষটি যেন বিবর্ণ হয়ে গেল। এই শিল্পীই তো 'ভূমধ্যসাগরের কন্যা' রূপে কারার ছবি এঁকেছে। কারার নৃত্যের সাফল্য নিয়ে সে তো ভাববেই।

পরীক্ষামূলক গবেষণার কাজটি শেষ করেই সে যাবে 'ভূমধ্যসাগরের কন্যা' ছবিটি দেখতে। কথাটা ভাবতে ভাবতেই আলো গেল নিভে। গনগনে লোহার লাল আলোয় উদ্ভাসিত হল কাঁচের স্বচ্ছ মেঝেটি। মঞ্চের চারপাশের নীচু পাদপ্রদীপ লাল আলোক ছড়াল। বেহালা ও অন্যান্য তারযন্ত্রের সুরেলা সংগীতের ঝঙ্কারের তালে আলো দিকবদল করতে থাকে। উদ্দাম সংগীতের তোড়ে ম্ভেন মাস কিছুটা হতভম্ব হয়ে পড়ে। সেই অগ্নিময় মঞ্চে কারার আবির্ভাব বা ছন্দময় উদ্দাম নৃত্যের শুরু — কিছুই তার চোখে পড়ল না।

সংগীতের লয় দ্রুততর হয়ে উঠলে এবং আরও দ্রুত তালে নাচতে হলে কী হবে এই ভেবে ম্ভেন মাস আতঙ্কিত হল। নাচের তালে তালে শুধু তার হাত ও পাদু'টিই নয়, সমগ্র

দেহটিও মুখর সংগীত আর উদ্দাম জীবননৃত্যের মিলিত উল্লাসে আন্দোলিত হচ্ছে। আফ্রিকার মানুষটি ভাবল, প্রাচীন ভারতীয় নারীরা কারার মতো হলে কবি যথার্থই তাদের অগ্নি-পাত্রের সঙ্গে তুলনা করেছেন। আর উৎসবটির নামকরণও সার্থক হয়েছে।

মঞ্চ ও মেঝের আলোয় কারার রোদেপোড়া দেহবর্ণে তামার উজ্জ্বলতা দেখা দেয়। মুভেন মাসের হৃৎস্পন্দন উদ্দাম হয়ে উঠে। মনে পড়ে, এপ্‌সিলোন তুকানা গ্রহে দেখা মেয়েটির যেন এমনি গায়ের রঙ ছিল। সেই সময় সে জানতে পেরেছিল যে দেহের অন্তর্লীন এক উন্মাদনাশক্তি দেহের গতিবিন্যাসকে, তার মনোহর ভঙ্গিমার কোমল রূপান্তরকে কামনা-বাসনা, গভীর আবেগ ও কল্পনা প্রকাশের মাধ্যম করে তুলতে পারে।

তখন থেকেই দুরতিক্রম্য সেই সুদীর্ঘ নব্বই পারসেক দূরত্ব অতিক্রম তার একমাত্র ধ্যান হয়ে উঠেছিল। কিন্তু এখন তার ধারণা বদলাল। সে পার্থিব সৌন্দর্যের অফুরান সম্পদভাণ্ডারে সুদূর গ্রহান্তরের সযত্নরক্ষিত প্রতিকৃতির সন্ধান পেল। তবু অসম্ভব স্বপ্নকে সত্য করে তোলার অদম্য আকাঙ্ক্ষা সহজে তাকে ত্যাগ করল না। এপ্‌সিলোন তুকানার লোহিতাঙ্গীর সঙ্গে কারার দেহবর্ণের সাদৃশ্য বহির্জাগতিক স্টেশনগুলির অধ্যক্ষের সংকল্পকে আরও দৃঢ় করে তুলল।

এভ্‌দা নাহ্‌ল ও বেদা কঙ নিজেরা নৃত্যপটীয়সী। তারাও কারার প্রথম নাচগুলি দেখে হতবাক হয়ে গেল। প্রাচীন মানবগোষ্ঠীর ইতিহাস বিশেষজ্ঞ ও নৃতাত্ত্বিক হিসেবে বেদা এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছে যে প্রাচীন কালের গন্ডওয়ানার বা দক্ষিণ দেশীয় নারীর সংখ্যা ছিল পুরুষের চেয়ে বেশী। ভয়ানক বন্য জন্তু শিকারে প্রায়ই পুরুষেরা মারা পড়ত। পরবর্তী কালে সুপ্রাচীন প্রাচ্যদেশে স্বৈরতান্ত্রিক রাষ্ট্রসমূহের পত্তনের

পর ধর্মান্ধ, স্বেচ্ছাচারী শাসকদের খেয়ালে পুরুষেরা বিপুল সংখ্যায় যুদ্ধে প্রাণ হারাত। উত্তর দেশে তখন জনসংখ্যা ছিল বিরল, প্রকৃতি ছিল অনুদার। অন্ধকার মধ্যযুগের মতো সেখানে কোন স্বৈরতন্ত্রের অস্তিত্ব ছিল না। পুরুষেরা সেখানে বাঁচত বেশী দিন, নারীদেরও মর্যাদা ছিল, জীবনে রুচি ছিল।

কারার প্রত্যেকটি অঙ্গভঙ্গির প্রতি বেদার তীক্ষ্ন দৃষ্টিতে এক আশ্চর্য দ্বৈতভাব ধরা পড়ল—কমনীয়তা ও শিকারীসুলভ ক্ষিপ্রতার সহবাস। এই কমনীয়তা মাধুর গতিভঙ্গি ও দেহের আশ্চর্য নমনীয়তার সৃষ্টি। বন্য জন্তুর মতো ছলনাময় ক্ষিপ্রতার সঙ্গে তার গতি পরিবর্তন, পার্শ্বত্যাগ ও ভঙ্গিতে রূপায়িত হয় শিকারী জীবনের ছাপ। দক্ষিণ মহাদেশীয় নির্যাতিতা ও পরাধীনা নারীদের হাজার হাজার বছরের আত্মরক্ষার সংগ্রামের ফলেই গণ্ডওয়ানার কৃষ্ণাঙ্গ নারীরা মার্জারসুলভ এই নমনীয়তার অধিকারিণী... কিন্তু কারার মুখের ক্রীটো-হেলেনীয় ছাঁদের সঙ্গে তা চমৎকার মিশে গেছে।

বাদ্যযন্ত্রের বিচিত্র সুরগুলি ক্রমশ মৃদু হয়ে আসে। নৃত্যের গতিতে মানুষের নিবিড়তম আবেগের উত্থান-পতনের ছন্দও প্রকাশ পেয়েছে। নর্তকী নিশ্চল মূর্তির মতো স্তব্ধ হয়ে গেলে তখনই আবেগরুদ্ধ সত্তার ছবিটি ফুটে উঠল। সুরে নিদ্রালস আবেশ সঞ্চারিত হবার পরই উদ্দাম ঝড়ের উন্মাদনা দেখা দিল এবং শেষে ক্লান্তির মূর্ছনায় তার বিলুপ্তি ঘটল। এভ্‌দা নাহ্‌ল ভাবল, এই নাচের মনস্তাত্ত্বিক ভিত্তি যেন তারই ধ্যানের মূর্ত প্রকাশ। তার শ্বাস-প্রশ্বাস ত্বরিত, কপোল রক্তিম হল...

ম্‌ভেন মাস জানত না যে নৃত্যটির রচয়িতা কারা নন্দীর উপযোগী করেই এটি রচনা করেছেন, তবুও সংগীতের প্রচণ্ড উদ্দামতায় সে আর শঙ্কিত হল না। কারা এতে অনায়াসে খাপ

খাইয়ে নিতে পেরেছে, তার আম্রাভ দেহ উজ্জ্বল লাল আলোয় উদ্ভাসিত, সুঠাম পাদু'খানি থেকে রক্তিম ঝলক বিচ্ছুরিত, গাঢ় রঙের ভেলভেটের আবর্তনে তা মিলিয়ে যাচ্ছে, আর শাদা রেশমী কাপড়ে লেগেছে ভোরের আলার গোলাপী আভা। পেছনে উত্তোলিত তার বাহুদু'টি মাথার ওপর আচম্বিতে নিশ্চল হল, আর সংগীতের শেষধ্বনির আগেই অকস্মাৎ উচ্চ ঝঙ্কার চারদিকে ছড়িয়ে পড়ল, লাল আলো স্থির হয়ে নিভে গেল। প্রাসাদের উচ্চ গম্বুজে স্বাভাবিক আলো দেখা দিল। নতমস্তক ক্লান্ত শিল্পীর ঘন কেশরাজি তার মুখ ঢাকল। হাজার হাজার সোনালী আলোবর্ষণ শুরু হল এবং তারপরই শোনা গেল চাপা কোলাহল। দর্শকরা কারাকে শ্রেষ্ঠ সম্মান দিল, দাঁড়িয়ে ধন্যবাদ জানাল আর দৃঢ়বদ্ধ জোড়া-হাত মাথার ওপর প্রসারিত করল। নাচের আগে যে কারা বিন্দুমাত্র চাঞ্চল্য প্রকাশ করে নি, এখন সে আত্মবিশ্বাস হারাল। মুখের ওপর থেকে চুল সরিয়ে সে দৌড়ে চলে গেল। ম্‌ভেন মাস এখন শিল্পীর প্রশান্তির কারণটি বুঝতে পারল—শিল্পী তার মডেলকে ভাল করেই চেনে।

অনুষ্ঠানের পরিচালক সাময়িক বিরতি ঘোষণা করল। ম্‌ভেন মাস কারাকে খুঁজতে ব্যস্ত হয়ে উঠল। বেদা কঙ ও এভ্‌দা নাহ্‌ল হাজার মিটার প্রশস্ত অনচ্ছ কাঁচের সিঁড়ি বেয়ে স্টেডিয়াম থেকে সোজাসুজি সমুদ্রের দিকে চলল। নির্মল সান্ধ্য উষ্ণতায় দু'টি নারীর সমুদ্রস্নানের ইচ্ছা হল।

'সত্যি, কারাকে দেখার মুহূর্ত থেকেই আমি ওর প্রতি আকৃষ্ট হই,' এভ্‌দা নাহ্‌ল বলে। 'সে এক অসামান্য শিল্পী। আজ আমরা দেখলাম 'প্রাণশক্তির নৃত্য'। প্রাচীনদের আদিরসাত্মক নৃত্যগুলির কিছু জের নিশ্চয়ই এতে মিশে আছে।'

'এখন আমি কার্টেসানের কথাগুলি বুঝতে পারছি। আমাদের ধারণার চেয়ে সৌন্দর্য আরও অর্থবহ। তিনি যথার্থই বলেছিলেন সৌন্দর্যই সুখ, জীবনার্থ।' বেদা সমর্থন জানায়। জুতো খুলে সিঁড়িতে আছড়ে পড়া উষ্ণ জলে সে পা ডুবিয়ে দিল।

এভ্‌দা নাহ্‌ল পোশাক খুলতে খুলতে বেদার কথা শুধরে বলল, 'মানসিক শক্তি যদি প্রাণোচ্ছল, দেহজাত হয় তবেই কথাগুলি সত্যি।' তারপরই সে ঝাঁপ দিল স্বচ্ছ জলে।

বেদাও তার পিছু পিছু সাঁতরে চলে। দু'জন গিয়ে উঠল এক রাবার দ্বীপে। স্টেডিয়াম থেকে দেড় কিলোমিটার দূরে রুপোলী আভায় উদ্ভাসিত দ্বীপটির সমতল উপরিভাগ জললগ্ন ও ঝিনুক-খোলকের মতো আশ্রয়ের বলয়বেষ্টিত। রোদ, বাতাস এবং প্রতিবেশীর আড়াল হিসেবে এগুলিতে তিন-চার জনের স্থানসঙ্কুলান হত।

দুই নারী একটি 'খোলকের' নরম ও আন্দোলিত মেঝেতে শুয়ে পড়ে সমুদ্রের চিরন্তন তাজা গন্ধে বুক ভরে নিঃশ্বাস নিল।

সঙ্গিনীর দিকে তাকিয়ে বেদা বলে, 'গতবার সাগরতীরে দেখা হবার পর কিন্তু আপনার গায়ের রঙ সুন্দর তামাটে হয়ে গেছে। আপনি কি সাগরতীরে ছিলেন, না 'রোদ-পোড়া'-র বড়ি খেয়েছেন?'

'হুঁ, 'রোদ-পোড়া'-র বড়িই,' এভ্‌দা স্বীকার করে, 'আমি তো শুধু কাল আর আজই রোদে ছিলাম। কারা নন্দীর মতো আশ্চর্য গায়ের রঙ আমার নেই।'

'আচ্ছা, সত্যি কি আপনি জানেন না রেন বোস কোথায়?' বেদা জিজ্ঞেস করে।

'মোটামুটি জানি, আর তাই আমাকে চিন্তায় ফেলেছে।' ধীরে ধীরে এভ্‌দা নাহ্‌ল জবাব দিল।

'আপনি কি সত্যি চান যে...' বলতে বলতে বেদা থেমে গেল। এভ্‌দা তার আধ-বোজা চোখের পাতা খুলে সোজা বেদার দিকে তাকায়।

কিছুটা ইতস্তত করে বেদা বলে, 'আমার যেন মনে হয় রেন বোস কতকটা অসহায়ের মতো... যেন ঠিক শিশুর মতো। অথচ আপনি কত শক্ত ধাঁচের, আপনার বুদ্ধিবৃত্তি পুরুষদের সমতুল্য। মনে হয়, আপনার ইচ্ছাশক্তি যেন ইস্পাতের মতো কঠিন।'

'রেন বোসও আমাকে একই কথা বলেছিলেন। কিন্তু তাঁর সম্বন্ধে আপনার ধারণাটি ভুল, রেন বোসের মতো সেটিও একতরফা। তিনি তীক্ষ্ণবুদ্ধি, বিপুল কর্মক্ষম মানুষ। অদ্যাবধি আমাদের গ্রহে তাঁর জুড়ির সংখ্যা সামান্যই। তাঁর অসাধারণ প্রতিভার মুখোমুখি অন্যান্য গুণাবলীকে সাধারণ, এমন কি তুচ্ছই মনে হয়। রেনকে শিশু আখ্যা দিয়ে আপনি ঠিকই করেছেন, কিন্তু তিনি বীরও বটে। দার ভেতেরের কথাই ধরুন। তাঁর মধ্যেও শিশুসুলভ মনোভাব রয়েছে। কিন্তু সেটা তাঁর অফুরন্ত দৈহিক শক্তির প্রমাণ, রেন বোসের মতো তা শক্তিদৈন্যের লক্ষণ নয়।'

'ম্‌ভেন সম্পর্কে আপনার ধারণা কী? এখন তো তাঁকে আরো ভালভাবে জেনেছেন?' বেদা প্রশ্ন করে।

'ম্‌ভেন মাস যেন সেকেলে উদ্দাম কামনা ও বুদ্ধিদীপ্ত প্রশান্তির এক অপূর্ব মিশ্রণ। তিনি উচ্চশিক্ষিত ও অসাধারণ কর্মক্ষম, কিন্তু সেইসঙ্গে প্রকৃতির প্রাথমিক প্রবণতাগুলিরও প্রধান হোতা!'

হাসিতে ফেটে পড়ল বেদা।

'এমন যথার্থ চরিত্র বিশ্লেষণ আমিও কি আয়ত্ত করতে পারি?'

'মনস্তত্ত্ব নিয়েই আমার কাজ,' কাঁধ ঝাঁকিয়ে এভ্‌দা বলে। 'কিন্তু

আপনাকে একটা কথা জিজ্ঞেস করি। আপনি কি জানেন, দার ভেতেরকেই আমার সবচেয়ে ভাল লাগে?..'

লজ্জায় আরক্তিম বেদা বলল, 'অস্থির সিদ্ধান্তকেই তো আপনার ভয়? না, সিদ্ধান্ত নিতে এবার আর অস্থিরতা দেখাব না, বা একাগ্রতার অভাবও হবে না। সবই এখন স্পষ্ট স্ফটিকের মতোই...' মনস্তাত্ত্বিকের অন্তর্ভেদী দৃষ্টির প্রভাবে বেদা বলে চলেছে। 'ধরুন এর্গ নওরের কথা... অনেক দিন আগেই পথ আমাদের আলাদা হয়ে গেছে। কিন্তু যতদিন তিনি মহাকাশে ছিলেন ততদিন নতুন কোন অনুভূতি আমাকে প্রভাবিত করতে পারে নি। নিজেকে আমি সরিয়ে নিতে পারি নি, তাঁর ফিরে আসা সম্পর্কে আমার আস্থাকে দুর্বল হতে দিই নি। এখন সেটি নির্ভুল অঙ্ক আর বিশ্বাসের একটা ব্যাপার মাত্র। এর্গ নওর জানে সবই, কিন্তু সে নিজের ভাবের ঘোরেই আছে।'

'তাহলে দার ভেতেরই?' বেদার গলা জড়িয়ে এভ্‌দা নাহ্‌ল শুধোয়।

'হ্যাঁ!' স্পষ্ট জবাব বেদার।

'তিনি জানেন তো?'

'না। পরে, যখন 'তন্ত্র' আবার ফিরে আসবে... আচ্ছা, ফেরার সময় হল না আমাদের?'

'উৎসব ছেড়ে চলে যেতে হচ্ছে আমায়,' এভ্‌দা নাহ্‌ল বলে। 'ছুটি আমার ফুরিয়েছে। 'সুখ-দুঃখ আকাদমি'-তে আমার বড় দায়িত্ব রয়েছে। সেখানে যাবার আগে আমার মেয়েটিকে দেখে যাব।'

'সে কি বড় হয়েছে?'

'সতেরো। ছেলেটি তার বড়। স্বাভাবিক বংশানুসৃতির স্বাস্থ্যবতী নারীর কর্তব্যই আমি করেছি। দু'টি সন্তান—তার কম নয়! এখন আমার কামনা তৃতীয় সন্তানের, কিন্তু

চাই সে আরও বলিষ্ঠ হবে।' এভ্‌দা নাহ্‌লের মুখে হাসি ফুটে উঠল, তার কঠিন মুখ স্নেহের কোমলতায় উদ্ভাসিত হয়ে উঠল।

দুষ্টুমিভরা চোখে সোজা তার দিকে তাকিয়ে বেদা বলে, 'বোধ করি, ছেলেটা হবে সুন্দর, ডাগর ডাগর হবে তার দু'টি চোখ... মুখখানা হবে চিরবিস্মিত আর এমনি মমতা মাখানো... রোদেপোড়া, তিলকিত আর একটু চ্যাপটা নাক!'

'হাতে কি এখন কোন নতুন কাজ আছে?' সঙ্গিনী শুধোয়।

'না, আমি আছি 'তন্ত্র'-এর অপেক্ষায়। তারপরই চলবে এক বিরাট আবিষ্কার অভিযান।'

'তা হলে চলুন আমার মেয়েকে দেখে আসবেন।'

সানন্দে রাজী হল বেদা।

শক্তিশালী দূরবিনে তোলা আলোকচিত্র ও চলচ্চিত্র দেখানোর জন্য মানমন্দিরের সম্পূর্ণ দেয়ালজোড়া গোলার্ধাকৃতি সাত মিটার লম্বা একটি পর্দা। বৃহৎ সপ্তর্ষি থেকে করভাস ও মহিষাসুর অবধি মধ্যরেখায় অবস্থিত নক্ষত্রপুঞ্জকীর্ণ ছায়াপথের উত্তর মেরুলগ্ন আকাশের একটি অংশবিশেষের সাধারণ দৃশ্য দেখার জন্য ম্‌ভেন মাস সুইচ টিপল। এই অঞ্চলে সারমেয় যুগল, কমা বেরেনিসেস ও কন্যা নক্ষত্রে বহু ছায়াপথ—চ্যাপটা চাকা বা চাকতির আকারে তারার দ্বীপপুঞ্জ ছিল। কমা বেরেনিসেসের মধ্যে বিশেষ করে বিপুল সংখ্যক ছায়াপথ আবিষ্কৃত হয়েছে। এই বিচ্ছিন্ন ছায়াপথগুলির কোনটি সমাঙ্গ আবার কোনটি অসমাঙ্গ, এগুলির আবর্তন ও অভিক্ষেপের মাত্রার তারতম্য রয়েছে। তাদের কতকগুলির দূরত্ব ধারণাতীত। সেগুলি লক্ষ লক্ষ ছায়াপথের 'মেঘপুঞ্জ' গঠন করে লক্ষ লক্ষ পারসেক দূরে আছে। বৃহত্তম ছায়াপথগুলির ব্যাস প্রায় বিশ

হাজার থেকে পঞ্চাশ হাজার পারসেক, এক নাক্ষত্রিক দ্বীপপুঞ্জ বা ছায়াপথ NN ৮৯১০৫+SB২৩-এর মতো যা প্রাচীনকালে পরিচিত ছিল M-৩১ বা এণ্ড্রোমিডা নীহারিকা নামে। আবছা উজ্জ্বল এই নীহারিকা-মেঘপুঞ্জ সাদা চোখে পৃথিবী থেকে দেখা যায়। সেই মেঘের রহস্য মানুষ অনেক আগেই আবিষ্কার করেছে। এই নীহারিকা সুবিশাল, আমাদের বিরাট ছায়াপথের দেড় গুণ এবং চক্রাকার নক্ষত্রপুঞ্জে গঠিত। পার্থিব পর্যবেক্ষকদের কাছ থেকে ৪,৫০,০০০ পারসেক দূরবর্তী হওয়া সত্ত্বেও এণ্ড্রোমিডা নীহারিকা থেকে সংগৃহীত তথ্যাদি আমাদের নিজস্ব ছায়াপথ সম্পর্কে জ্ঞানার্জনের পথ অনেকটা সুগম করেছে।

বিভিন্ন ছায়াপথের চমৎকার ছবিগুলির কথা শৈশব থেকেই মুভেন মাসের মনে আছে। এগুলো তোলা হয়েছিল ইলেক্‌ট্রনিক উল্টো-ছবি দ্বারা কিম্বা বিশাল পামীর ও প্যাটাগোনিয়া কেন্দ্রের বেতারদূরবিনের সাহায্যে। সেগুলির ব্যাস প্রায় ৪০০ কিলোমিটার এবং মহাবিশ্বের গভীরে প্রভেদ্য। লক্ষ লক্ষ পারসেক দূরত্বে বিচ্ছিন্ন ছায়াপথগুলি, কোটি কোটি গাগনিক পদার্থপুঞ্জের সুবিশাল বিস্তৃতি তার মনে এক অদম্য জিজ্ঞাসা জাগায়: এগুলির গঠনের নিয়ম, তাদের সূচনা ও ক্রমবিকাশের কাহিনী। মহাবিশ্বের এই দ্বীপপুঞ্জের অসংখ্য গ্রহমণ্ডলে কোন জীবনের সম্ভাব্য অস্তিত্ব, মহাজগতের অসীম দূরত্বে এই মহাশূন্যে মানব সভ্যতার সম্ভাবনা, তাদের চিন্তা ও জ্ঞানের পরিধির প্রশ্নগুলি এই জগতের মানুষকে আকুল করে তোলে।

পর্দার ওপর তিনটি নক্ষত্র দেখা গেল। প্রাচীন নামে এগুলি: অল্‌ফরাজ বা ভাদ্রপদ, মিরাখ্‌ ও অলমাখ্‌ (আলফা, বিটা ও গামা এণ্ড্রোমিডা)। সেগুলি ঊর্ধ্বগ সরল রেখায় বিন্যস্ত। এই

রেখাটির উভয় পার্শ্বে ঘনিষ্ঠ দু'টি ছায়াপথ—এণ্ড্রোমিডা নীহারিকা বা M৩১ এবং ত্রিকোণ নক্ষত্রমণ্ডলের M৩৩-এর সুন্দর, কুণ্ডলিত ছায়াপথ। ধাতব চলচ্চিত্রটি পাল্টে নিল মুভেন মাস।

তার দৃষ্টি এখন লক্ষ লক্ষ পারসেক দূরের সারমেয় যুগলের সুপরিচিত M৫১ ছায়াপথে স্থির। এটি আমাদের দেখা অল্পক'টি 'সমতল' ছায়াপথের অন্যতম এবং আমাদের দৃষ্টিরেখা 'চাকা'টির তলের সঙ্গে লম্বভাবে থাকার জন্যই এমনটি ঘটে। ছায়াপথটি অত্যুজ্জ্বল। এর ঘনীভূত লক্ষ লক্ষ নক্ষত্রপুঞ্জিত অংশ থেকে প্রসারিত দু'টি সর্পিল বাহু আছে। সেই বাহুমূলও ঘন নক্ষত্রপুঞ্জিত। ক্রমশ আবছা হয়ে উঠা ও নীহারিকাময় তাদের দীর্ঘ প্রান্ত পরস্পরের বিপরীত দিকে প্রসারিত হয়ে লক্ষ লক্ষ পারসেক দূরত্বে মহাশূন্যের অন্ধকারে মিলিয়ে গেছে। বাহুদু'টির মধ্যে বা মূল শাখাগুলিতে নক্ষত্রপুঞ্জের ক্ষীণ স্রোত এবং পর্যায়িক উজ্জ্বল গ্যাসের মেঘ ও কৃষ্ণ পদার্থপুঞ্জের এক অন্ধকার 'শূন্যতা'। এই উজ্জ্বল বাহুগুলি যেন টার্বাইন ব্লেডের মতো বাঁকা।

কমা বেরেনিসেস নক্ষত্রপুঞ্জের বিশাল ছায়াপথ NGK৪৫৬৫ আশ্চর্য সুন্দর। দশ লক্ষ পারসেক দূর থেকে সেটির প্রান্তভাগ মাত্র দেখা যায়। উড়ন্ত পাখীর মতো একপেশে ছায়াপথটি বিশাল অঞ্চল জুড়ে যেন কুণ্ডলিত প্রশাখার হালকা চক্রফলক বিস্তার করেছে। এর কেন্দ্র একটি আলোকোজ্জ্বল চ্যাপটা উপগোলকের মতো, যেন প্রদীপ্ত এক কঠিন পিণ্ড। নক্ষত্রের দ্বীপপুঞ্জগুলি এত চ্যাপটা যে সেগুলি ঘড়ির যন্ত্রাংশের চাকার সঙ্গে তুলনীয়। চাকার প্রান্তদু'টি অস্পষ্ট, অতল শূন্যে বিলুপ্ত। পৃথিবী নামক অতি ক্ষুদ্র ধূলিকণা সমন্বিত ছায়াপথের এমন এক প্রান্তভাগেই আমাদের সূর্যের অবস্থিতি। সেই পৃথিবীই

জীবাধ্যুষিত বহু জগতের সঙ্গে জ্ঞানশক্তিতে যুক্ত হয়ে মহা-জগতের অসীমে মানবভাবনাকে ছড়িয়ে দিচ্ছে।

কন্যা নক্ষত্রপুঞ্জের ছায়াপথ NGK৪৫৯৫-এর চলচ্চিত্রের ওপর প্রোজেক্টরের সুইচ টিপল মুভেন মাস। নিরক্ষীয় তলে দৃশ্যমান ছায়াপথটি তাকে আকৃষ্ট করে সব সময়। সেটির দূরত্ব পৃথিবী থেকে এক কোটি পারসেক। সেটি দেখতে গ্যাসে মোড়া জ্বলন্ত নক্ষত্রবস্তুর একটি মোটা মসুরের মতো। একটি পুরু কালো রেখা, ঘনীভূত কালো পদার্থ সেই মসুরটিকে নিরক্ষরেখায় ছেদ করে গেছে। ছায়াপথটিকে সুবিস্তৃত এক অতলে রহস্যময় লণ্ঠনের আলোর মতো দেখায়। যে ছায়াপথটির মোট বিকিরণ অন্যান্য ছায়াপথের বিকিরণের চেয়ে উজ্জ্বল এবং গড়ে F-শ্রেণীর নক্ষত্রের বিকিরণের সমান, সেখানে কত না জগৎ লুকানো রয়েছে? সেখানে প্রাণী-অধ্যুষিত কোন বিশাল গ্রহের সন্ধান মিলবে কি? প্রকৃতির রহস্য উদ্‌ঘাটনে সেখানেও কি ভাবনার অন্ত নেই?

এই বিরাট নক্ষত্রপুঞ্জ থেকে এর কোন উত্তর না মেলায় মুভেন মাসের হাতদুটি মুষ্টিবদ্ধ হল। এতে প্রচণ্ড দূরত্বের আনুষঙ্গিক প্রশ্নটি সে উপলব্ধি করল। যে ছায়াপথটির দিকে তার দৃষ্টি, সেখান থেকে পৃথিবীতে আলো পৌঁছতে লাগবে ৩ কোটি ২০ লক্ষ বছর আর পরস্পর বার্তা বিনিময়ে ৬ কোটি ৪০ লক্ষ বছর!

মুভেন মাস আরেকটি রীল বেছে নেয়। পর্দায় দেখা গেল বিক্ষিপ্ত অনুজ্জ্বল নক্ষত্ররাশির মধ্যে বিরাট গোলাকার উজ্জ্বল এক আলোকপিণ্ড। অসমাঙ্গ একটি সরু ফালিতে এটি দ্বিধাবিভক্ত এবং সেজন্য বৈসাদৃশ্যের ফলে উভয় পার্শ্বের উজ্জ্বল অগ্নিপিণ্ডদুটিকে আরও উজ্জ্বল, প্রান্তভাগকে আরও গাঢ় দেখাচ্ছে আর উজ্জ্বল পিণ্ডবেষ্টিত জ্বলন্ত গ্যাসের

বলয়সৃষ্ট বিশাল ক্ষেত্রটিও অনেকটা ঢাকা পড়েছে। এটি বকমন্ডল নক্ষত্রপুঞ্জে ছায়াপথসমূহের সংঘর্ষের দৃশ্য, যার ছবি উদ্ভাবনী প্রয়োগবিদ্যার মাধ্যমে তোলা হয়েছে। যে সুবিস্তৃত ছায়াপথগুলির সংঘর্ষের কথা বলা হল সেগুলির প্রত্যেকটি আকারে আমাদের ছায়াপথ বা এন্ড্রোমিডা নীহারিকার সমান এবং তেজবিকিরণের উৎস হিসেবে দীর্ঘকাল যাবৎ পরিচিত। আমাদের আবিষ্কৃত মহাবিশ্বের মধ্যে সম্ভবত এটিই সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী বিকিরণ। দ্রুত ধাবমান গ্যাসের বিশাল স্রোতরাশি এমন অকল্পনীয় শক্তি এক বিদ্যুৎ-চুম্বকীয় ক্ষেত্র সৃষ্টি করেছে যা থেকে এই মহাবিপর্যয়ের সংবাদ মহাবিশ্বের সর্বত্র ছড়িয়ে গেছে। খোদ জড়পদার্থই কুইন্টিলিয়ন মেগাওয়াট শক্তির এক রেডিও স্টেশন থেকে বিপদসংকেতটি স্বয়ংক্রিয়ভাবেই পাঠিয়েছে। অবশ্য ছায়াপথগুলির সীমাহীন দূরত্বের জন্য পর্দার দৃশ্যে দশ লক্ষ বছর আগেকার অবস্থাই দেখা যাচ্ছে। এই দুটি ছায়াপথের বর্তমান অবস্থা, অর্থাৎ একটির মধ্য দিয়ে অন্যটির ধাবিত হবার ঘটনাটি পৃথিবীতে পৌঁছান অবধি এতোকাল জানা পার্থিব মানুষের অস্তিত্বই বজায় থাকবে কি না আমরা বলতে পারি না।

লাফিয়ে উঠে মভেন মাস টেবিলের ওপর ঝুঁকে পড়ল। তার হাতদুটোয় এমন চাপ পড়ল যে তাতে গ্রন্থিগুলো মট্‌মট্ করে উঠল।

লক্ষ লক্ষ বছরের পুরনো বার্তা যা পৌঁছতে হাজার হাজার প্রজন্ম অতিক্রান্ত হবে, যা বৈজ্ঞানিক চিন্তানাশী সেই 'অসম্ভব' তুল্য, একটি যাদুদণ্ডের ছোঁয়ায় যেন তা উবে যাবে — রেন বোসের আবিষ্কার ও তাদের পরীক্ষা।

মহাবিশ্বের অসীম দূরত্বের বিন্দুগুলি নাগালের মধ্যে এসে যেতে পারে!

জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা প্রাচীন কালে মনে করতেন যে ছায়াপথগুলি দূরে সরে যাচ্ছে। সুদূরের নক্ষত্রদ্বীপপুঞ্জ থেকে পার্থিব দূরবিনের মধ্যে আসা আলোকের পরিবর্তন ঘটেছে, আলোকের দোলন দীর্ঘায়িত হয়ে লাল তরঙ্গের রূপ নিয়েছে এবং এতেই ছায়াপথগুলির অপসৃতির প্রমাণ মিলছে। বস্তু সম্পর্কে অতীতের ধারণা ছিল প্রত্যক্ষ ও একদর্শী এবং এই তত্ত্বটি তখন সৃষ্টি হয় যে মহাবিশ্ব সম্প্রসারিত কিম্বা বিস্ফোরিত হচ্ছে। সেকালের মানুষ বুঝতে পারে নি যে ধ্বংস ও সৃষ্টির বিপুল প্রক্রিয়ার শুধু একটি অংশই তারা লক্ষ্য করছে, যা হল বিসরণ ও বিনষ্টি, অর্থাৎ তাপগতিবিদ্যার দ্বিতীয় সূত্রানুযায়ী শক্তির নিম্নস্তরে রূপান্তর। সেটুকুই ছিল মানুষের বোধগম্য এবং আমাদের অনুভূতি তীক্ষ্ন করার যন্ত্রপাতিতেও সেটিই বিধৃত। কিন্তু অন্যদিক—অর্থাৎ পুঞ্জীভবন, ঘনীভবন ও সৃষ্টির বিষয়টি ছিল মানুষের ধারণাতীত। নক্ষত্ররাজি, সূর্যসমূহ থেকে বিকীর্ণ শক্তি থেকেই জীবনীশক্তি সংগৃহীত হওয়ায় এবং এরই ভিত্তিতে মহাবিশ্ব সম্পর্কে আমাদের জ্ঞান গড়ে উঠার জন্যই এমনটি ঘটেছে। অবশ্য মানুষের শক্তিধর মস্তিষ্ক আমাদের মহাবিশ্বের জগৎগুলির সৃষ্টি প্রক্রিয়ার গভীর রহস্যও ভেদ করতে পেরেছে। কিন্তু সুদূর অতীতে এই ধারণা পোষণ করা হত যে পার্থিব দর্শকের কাছ থেকে একটি ছায়াপথের দূরত্ব যত বেশী, সেটির অপসৃতির গতিবেগও ততই দ্রুত। ক্রমাগত মহাশূন্যের রহস্য আবিষ্কারের ফলে দেখা গেল যে ছায়াপথগুলির গতিবেগ আলোকের গতিবেগের কাছাকাছি। মহাবিশ্বের দৃশ্যমান প্রান্তই সেই বিন্দু যেখানে ছায়াপথগুলি সম্ভবত এই গতিবেগ পেয়েছে, যদিও সেখান থেকে কোন আলোকরশ্মি আমাদের কাছে পেঁছয় নি এবং আমাদের চোখেও পড়ে নি...

সেই সুদূর ছায়াপথগুলির লাল আলোর কারণ এখন আমরা জানি। বিজ্ঞানের নিয়ম অনুসারে তার কারণ একাধিক। আমাদের কাছ থেকে দূরে সরে যাওয়ার জন্যই শুধু এটি ঘটছে না। সুদূর নক্ষত্রদ্বীপপুঞ্জের উজ্জ্বলতম কেন্দ্র থেকে বিকীর্ণ আলোকই শুধু আমাদের কাছে পেঁছয়। এই সুবিশাল পদার্থপুঞ্জবেষ্টক বলয়াকার বিদ্যুৎ-চৌম্বক ক্ষেত্রগুলি প্রবলভাবে আলোকরশ্মিকে প্রভাবিত করে এবং তা কেবল তীব্রতা দ্বারাই নয়, প্রাবরিত অঞ্চল দ্বারাও। এগুলি আলোক-তরঙ্গকে ক্রমে মন্দীভূত করে দীর্ঘ লাল তরঙ্গে এগুলির রূপান্তর ঘটায়। অতি প্রাচীন কালে জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা জানতেন যে অত্যন্ত ঘনীভূত নক্ষত্রের আলো লাল হয়ে ওঠে, এর বর্ণালী রেখাগুলি লাল প্রান্তে সরে যায়, মনে হয় যেন তারাই সরে যাচ্ছে, যেমন লুব্ধকের দ্বিতীয় অংশ, শাদা বামন লুব্ধক B। ছায়াপথটি যত দূরে হবে, তার বিকিরণ ততই কেন্দ্রীভূতভাবে আমাদের কাছে পেঁছবে, প্রবল ঘনীভবন ঘটবে বর্ণালীর লাল প্রান্তে।

অপর দিকে মহাশূন্যের দীর্ঘ পথ পরিক্রমায় আলোক-তরঙ্গগুলি প্রচন্ডভাবে 'আন্দোলিত' হয় এবং তার শক্তিক্ষয় ঘটে। ঘটনাটি এখন পরীক্ষিত হয়েছে। লাল তরঙ্গ কিন্তু আবার সাধারণ আলোকের শ্রান্ত 'পুরনো' তরঙ্গও হতে পারে। এমন কি সর্বত্রগামী আলোক-তরঙ্গও দীর্ঘকাল পথ পরিক্রমায় 'জীর্ণ' হয়ে উঠতে পারে। এই সীমাহীন দূরত্ব অতিক্রমের আশা কি মানুষ করতে পারে, যদি রেন বোসের হিসাব অনুযায়ী এক বিরুদ্ধ শক্তি দিয়ে খোদ মহাকর্ষকে আক্রমণ করা না যায়?

তার উদ্বেগ উবে যাচ্ছে! অভূতপূর্ব এই পরীক্ষা চালিয়ে সঠিক কাজই সে করছে!

যথানিয়মে ম্‌ভেন মাস মানমন্দিরের বারান্দায় দ্রুত পায়চারি

করতে থাকে। সুদূরের ছায়াপথগুলি তখনও তার চোখের ওপর উদ্ভাসিত। সাহায্য-প্রার্থীর সঙ্কেত বার্তার মতো যেন ছায়াপথগুলি পৃথিবীতে লাল আলোক-তরঙ্গ পাঠিয়ে সর্বজয়ী মানব ভাবনার কাছে আবেদন রেখে গেছে। তার মুখে আত্মবিশ্বাসের হাসি ফুটল। অগ্নি-পাত্রের উৎসবে জীবনের প্রতীক লাল আলোয় ঢাকা কারা নন্দীর দেহের মতোই একদিন এই লাল আলোক মানুষের কাছে পরিচিত হয়ে উঠবে।

রেন বোস উদ্ভাবিত পরীক্ষাটি সে এপ্সিলোন তুকানা লক্ষ্য করেই চালাবে এবং শুধুমাত্র সেই আশ্চর্য জগৎটি দেখার আশায়ই নয়, ওই জগতের প্রতীক সেই পার্থিব মেয়েটির সম্মানেও।

নবম অধ্যায়

তৃতীয় চক্র বিদ্যালয়

দক্ষিণ আয়র্ল্যাণ্ডে ৪১০ নং তৃতীয় চক্র বিদ্যালয় অবস্থিত। সবুজ পাহাড়ের ঢালু বেয়ে বিস্তীর্ণ শস্যখেত, দ্রাক্ষা ও ওক-কুঞ্জ সাগর পর্যন্ত বিস্তৃত। বেদা কণ্ড ও এভ্‌দা নাহ্‌ল যখন পেঁীছল, ছাত্ররা তখনও ক্লাশে। একটি বৃত্তাকার দালানের পরিসীমার ক্লাশ-ঘরগুলি ঘেরা বারান্দাটি দিয়ে তারা হেঁটে এল। গুঁড়িগুঁড়ি বিষণ্ন বৃষ্টির জন্য স্বাভাবিক রীতি অনুসারে মুক্তাঙ্গনের বদলে ঘরেই ক্লাশ হচ্ছে।

ক্লাশ-ঘরের দরজায় কান পেতে বেদা কণ্ডের মনে হল যেন নিজেই সে স্কুল ছাত্রী হয়ে গেছে। বেশীর ভাগ স্কুলেরই ক্লাশ-ঘরের কোন দরজা নেই, শুধু অভিক্ষিপ্ত প্রাচীরের প্রাবরণে ঢাকা। এভ্‌দা নাহ্‌লও সেই খেলায় যোগ দিল। লুকিয়ে এভ্‌দার মেয়েকে দেখার চেষ্টা করে তারা একের পর এক ক্লাশে উঁকি দিতে লাগল।

প্রথম ক্লাশ-ঘরে তারা দেখল সারা দেয়াল জুড়ে নীল চকের একটা চিত্রাঙ্কন: একটি ভেক্টর পাক-খোলা সর্পিল রেখা দ্বারা বৃত্তাকারে বেষ্টিত, সর্পিল রেখার দু'টি অংশ তির্যক উপবৃত্তের দ্বারা বেষ্টিত, তার ওপর উৎকীর্ণ আয়তক্ষেত্রীয় স্থানাঙ্ক।

'দ্বিমেরু গণিত।' আতঙ্কের ভাণ করে বেদা চেঁচিয়ে বলে।

'তার চাইতেও জটিল কিছু। একটু রোসুন।' এভ্‌দা বলল।

উজ্জ্বল, গভীর চোখের প্রবীণ শিক্ষক চক দিয়ে একটি রেখা পুরু করে বলে চলেছে, 'আমরা এখন ভেক্টর বরাবর সচল কোহলিয়ারের ছায়ার কার্যবিধি বা অগ্রমুখী সর্পিল গতি সম্পর্কে কিছু জানতে পেরেছি এবং সেজন্য রেপাগুলার ক্যালকুলাস বুঝতে চলেছি। ক্যালকুলাসের এই নামটি এসেছে প্রাচীন লাতিন শব্দ 'রেপাগুলাম'—বাধা বা প্রতিবন্ধ থেকে। দু'দিক থেকে দেখতে গেলে এটি একটি গুণ থেকে অন্যতর গুণে রূপান্তরণ।' সর্পিল রেখা ভেদ করে এক বড় রকমের তির্যক উপবৃত্তের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে শিক্ষক জানাল, 'ভাষান্তরে এটা হচ্ছে পারস্পরিক পরিবৃত্তিমূলক ঘটনাবলীর গাণিতিক বিশ্লেষণ...'

সঙ্গিনীকে টেনে নিয়ে বেদা কণ্ড অভিক্ষিপ্ত প্রাচীরের আড়ালে অদৃশ্য হল।

'অভিনব কিছু বটে! সমুদ্রতীরে আপনার রেন বোস আমাদের যা বলছিলেন এটা অংকশাস্ত্রের সেই শাখাভুক্ত।'

'স্কুলে ছাত্রদের সবকিছুর সর্বাধুনিক বিষয় শেখানো এবং পুরনোগুলি বাদ দেয়া হয়। নতুন প্রজন্ম পুরনো ধ্যান-ধারণারই জাবর কাটলে দ্রুত অগ্রগতি নিশ্চিত করা আর কিভাবে সম্ভব হবে? এমনিতেই, জ্ঞানার্জনের রিলে দৌড়ে একটি শিশুর যথাযথ স্থান নিতে অবিশ্বাস্য রকমের দেরী হয়ে যায়। সম্পূর্ণ শিক্ষিত হয়ে উঠে বিরাট কর্তব্য গ্রহণে প্রস্তুত হতে শৈশব থেকে একজনকে কয়েক ডজন বছরই তো কাটিয়ে দিতে হয়। প্রজন্মগুলির এই উল্লম্ফনই মানুষের জৈবিক বিধানের দুরূহতম অধ্যায়। এই বিধান মৃত্যু ও নবজীবনের, একটি অগ্রপদক্ষেপের সঙ্গে দশভাগের নয় ভাগ পশ্চাৎপদক্ষেপ যুক্ত।

গণিত, পদার্থবিদ্যা ও জীববিদ্যার যাকিছু আমরা শিখেছি তার অধিকাংশই বর্তমানে অচল। আপনার ইতিহাস এক্ষেত্রে অবশ্য ব্যতিক্রমী। বিষয়টাই প্রাচীন বলে সেটা পুরনো হয় আস্তে আস্তে।' তারা অন্য একটা ঘরে উঁকি দিল। শিক্ষিকা দাঁড়িয়ে রয়েছেন তাদের দিকে পিছন ফিরে এবং মনোযোগী ছাত্ররাও তাদের লক্ষ্য করে নি। ছাত্র-ছাত্রীদের একাগ্র মুখ ও উজ্জ্বল কপোলগুলিতেই পাঠের সঙ্গে তাদের নিবিড় একাত্মতার ছাপ সুস্পষ্ট। এই সতেরো বছর বয়সীরা তৃতীয় চক্র বিদ্যালয়ের উচ্চতর শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রী।

উদ্দীপ্ত কণ্ঠে শিক্ষিকা বলে চলেছেন, 'আমাদের মানবজাতি বহু অগ্নিপরীক্ষা পার হয়ে এসেছে। তোমাদের ইতিহাস পাঠের সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে—মানুষের কৃত ঐতিহাসিক ভুলগুলি এবং তার ফলাফলের বিষয়ে বিশদ শিক্ষা লাভ। আমরা জীবনযাত্রার ও ব্যবহৃত উপকরণাদির এক জটিল অসহনীয় স্তর অতিক্রম করে এখন এক চরম সরল স্তরে পৌঁছেছি। জীবনের জটিলতার দ্বন্দ্বমূলক পরিণতিই হল আত্মিক সংস্কৃতির সারল্য। মানুষকে আবদ্ধ রাখার মতো অপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্রাদি বাহুল্যমাত্র। সরল জীবনযাপনে অভ্যস্ত হলে মানুষের অভিজ্ঞতা ও উপলব্ধি অনেক সূক্ষ্মতা লাভ করে। গুরুত্বপূর্ণ বৈজ্ঞানিক সমস্যাদি সমাধানের উপযুক্ত সেরা মাথাওয়ালারাই এখন প্রাত্যহিক জীবনের দিকগুলি নিয়ে গবেষণারত। পশুরাজত্বের ক্রমবিকাশের সাধারণ পন্থা আমরা লক্ষ্য করেছি। সেই ক্রমবিকাশের উদ্দেশ্য ছিল গতিবিধিকে স্বয়ংক্রিয় করে এবং স্নায়ুতন্ত্রের কার্যকলাপের প্রতিবর্তগুলি সৃষ্টি করে মনোযোগকে স্বতস্ফূর্ত করে তোলা। সমাজের উৎপাদন শক্তিগুলির স্বয়ংক্রিয়তা উৎপাদন অর্থনীতি নিয়ন্ত্রণে অনুরূপ প্রতিবর্তী ধারার সৃষ্টি করেছে এবং বৈজ্ঞানিক

গবেষণার মতো প্রধান বিষয়ে যথেষ্ট সংখ্যক মানুষের পক্ষে আত্মনিয়োগ সম্ভবপর হয়েছে। প্রকৃতি আমাদের বৈজ্ঞানিক গবেষণার উপযুক্ত বড় মস্তিষ্ক দিয়েছে। অবশ্য প্রথমে মস্তিষ্কের একমাত্র কাজ ছিল খাদ্যসন্ধান এবং সেটি ভক্ষ্য কি না তা পরীক্ষা করা।'

'বেশ কথা!' চুপিচুপি এভ্‌দা নাহ্‌ল বলে। সেই মুহূর্তেই তার মেয়েকে সে দেখতে পেল। মেয়েটি কিছুরই আঁচ পায় নি। ক্লাশ-ঘরের বাইরের ঘটনাবলী আড়াল করার জন্য যে ঢেউতোলা কাঁচের বেড়া রয়েছে সেদিকে চিন্তিত মেয়েটি তাকিয়ে আছে।

মায়ের সঙ্গে তার তুলনার জন্য বেদা কঙের কৌতূহল জাগল। দু'জনের লম্বা চুল, নীল ফিতে দিয়ে মেয়েটির চুল দু'টি বিনুনীতে বাঁধা। দু'জনের মুখই ডিম্বাকৃতি, চিবুকটা সরু, বেশ উঁচু কপাল আর গালের উঁচু হাড় থাকায় কিছুটা শিশুসুলভ দেখায়। কৃত্রিম পশমের তুষার-শাদা সোয়েটার পরার জন্য মেয়েটির গায়ের রঙ একটু ম্লান দেখাচ্ছে, তার চোখ, ভুরু ও চোখের পাতার গভীর কালোর রঙটা আরও ফুটে উঠেছে। লাল প্রবালের হারটি রূপবতী কন্যার উপযুক্তই হয়েছে।

অন্যান্য ছাত্র-ছাত্রীদের মতো এভ্‌দার মেয়েটি ঢিলে শর্ট পরা। সামান্যই তফাৎ—শর্টের প্রান্তে একটি লাল পাড় সেলাই করা।

বান্ধবীর জিজ্ঞাসু দৃষ্টির বিনিময়ে এভ্‌দা নাহ্‌ল ফিসফিস করে বলে, 'একটি মার্কিন-ভারতীয় অলঙ্কার।'

এভ্‌দা ও ভেদা সবে বারান্দায় পা বাড়িয়েছে তখনই এভ্‌দার মেয়েসহ ছাত্রীদের নিয়ে শিক্ষিকা কক্ষত্যাগ করল। মাকে দেখতে পেয়েই মেয়েটি দাঁড়িয়ে পড়ল। তার মা—তার গর্ব ও অনুকরণীয় আদর্শ। এভ্‌দা জানত না যে স্কুলে তার গুণমুগ্ধ একদল ছাত্র-ছাত্রী আছে, যারা জীবনে তার অনুসৃত পথেই এগিয়ে যাবার সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

'মা!' মেয়েটি ফিসফিস করে ডাকল। মাকে আঁকড়ে ধরে মায়ের বান্ধবীর প্রতি সলজ্জভাবে তাকাল।

শিক্ষিকা দাঁড়িয়ে পড়ল। তাদের কাছে এসে অভ্যর্থনা জানিয়ে মাথা নোয়াল।

এভ্‌দার আপত্তিসূচক ইঙ্গিত এড়িয়ে সে বলল, 'স্কুল পরিষদকে খবরটা দিতেই হবে। আপনার কাছ থেকে আমরা কিছু জানতে চাই।'

বেদা কঙের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়ে এভ্‌দা বলল, 'তার চাইতে বরং এ'র আসার সুযোগটাই সদ্ব্যবহার করুন।'

সহজ ভাব বজায় রেখে শিক্ষিকা বলল, 'সে তো খুবই ভাল! স্কুলের জ্যেষ্ঠ দলগুলি শিগগিরই স্নাতক হতে চলেছে। এভ্‌দা নাহ্‌লের কাছ থেকে বিদায়ী সম্ভাষণ আর বেদা কঙের কাছ থেকে প্রাচীন সংস্কৃতি ও জাতিগুলি সম্পর্কে পর্যালোচনা শোনা আমাদের যুবক-যুবতীদের পক্ষে এক স্মরণীয় ঘটনা! সত্যি নয়, রেয়া?'

এভ্‌দার মেয়ে হাততালি দিয়ে ওঠে। খেলোয়াড়ের ক্ষিপ্রতায় শিক্ষিকা সোজা লম্বা দালানে চলে গেল।

'রেয়া, আজ পলিটেকনিকের ক্লাশ বাদ দিয়ে একটু বেড়াতে আসতে পার?' এভ্‌দা তার মেয়েকে বলে। 'তোমার প্রবেশিকা পাঠ্যসূচী নির্বাচনের আগে আর তোমার সঙ্গে দেখা করতে পারব না। গতবার আমরা কোনকিছু ঠিক করতে পারি নি।'

রেয়া উত্তর দিল না, কিন্তু মায়ের হাত ধরল। প্রত্যেকটি চক্র-বিদ্যালয়ে সাধারণ পড়াশুনার সঙ্গে পলিটেকনিক শিক্ষা দেয়া হয়। তখন রেয়ার প্রিয়তম পেশা—বীক্ষণ-কাঁচ ঘষার কাজ শিক্ষা চলছিল। কিন্তু মায়ের চেয়ে জরুরী ও মজার ব্যাপার আর কী হতে পারে?

মা ও মেয়েকে একা রেখে বেদা দূরে একটি ছোট মানমন্দির

দেখতে গেল। শিশুর মতো মায়ের শক্ত বাহু আঁকড়ে ধরে চিন্তিত রেয়া পাশে পাশে হাঁটতে লাগল।

'তোমার ছোট্ট কাই কোথায়?' এভ্‌দা প্রশ্ন করে। মেয়েটি বেশ বিষণ্ন হয়ে উঠে।

কাই ছিল তার তত্ত্বাবধানে। বয়স্ক ছাত্র-ছাত্রীরা তাদের পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের প্রথম ও দ্বিতীয় চক্র স্কুলে নিয়মিতভাবে যাতায়াত করত। তারা সেখানে স্বনির্বাচিত নাবালক ছেলে-মেয়েদের শিক্ষাদান ও লালন-পালনে সাহায্য করে থাকে। শিক্ষকদের সুপরিকল্পিত সাহায্যদান নিখুঁত শিক্ষার অপরিহার্য অঙ্গ।

'দ্বিতীয় চক্রে কাই উন্নীত হয়ে এখান থেকে অনেক দূরে চলে গেছে। কী আপসোসের কথা!.. পরবর্তী চক্রে উন্নীত হলে প্রত্যেক চার বছর অন্তর আমাদের যে কেন এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় বদলী করে?'

'মনের ওপর একঘেয়েমির ছাপ পড়তে পড়তে মনে ক্লান্তি দেখা দেয়, সংবেদনা ম্লান হয়ে উঠে। শিক্ষাদান ও লালন-পালনের কাজে দক্ষতা বছরের পর বছর কমতে থাকে। সেজন্য বার বছরের স্কুল-শিক্ষাকে তিনটি চতুর্বর্ষ-চক্রে ভাগ করে নেয়া হয়েছে। প্রত্যেক চক্রের পাঠ শেষ করার পর এই গ্রহের বিভিন্ন প্রান্তে অন্য একটি স্কুলে তোমাদের পড়তে যেতে হয়। কেবলমাত্র শূন্য-চক্রে এক থেকে চার বছরে ক্লাশে শিশুদের স্থান পরিবর্তন বা লালন-পালনের পরিবেশ বদলের প্রয়োজন হয় না।'

'প্রত্যেক চক্রের পৃথক পৃথক স্কুল ও পৃথক বাসস্থান কেন?'

'তোমরা ছোটরা যখন বড় হতে থাকো ও শিক্ষা পেতে থাকো তখন গুণগতভাবে অন্য রকমের হয়ে যাও। ভিন্ন বয়েসীর দল একসঙ্গে থাকলে তাদের শিক্ষাদানের ব্যাপারটা কঠিন হয়ে পড়ে এবং ছোটদের নিজেদের পক্ষেও তা বিরক্তিজনক হয়ে

উঠে। ছেলেমেয়েদের বয়স অনুযায়ী তিনটি দলে ভাগ করে আমরা ব্যবধানটা কমিয়ে এনেছি। কিন্তু এই ব্যবস্থাটাও এখনো নিখুঁত হয় নি। যেমন, প্রথম চক্রের শিশুদের দু'দলে ভাগ করা উচিত এবং শিগগিরই তা করা হবে। কিন্তু চল, আমরা তোমার নিজস্ব ব্যাপার নিয়ে, তোমার ভবিষ্যতের স্বপ্ন নিয়ে আলোচনা করি। তোমাদের সবার কাছে আমাকে একটি বক্তৃতা দিতে হবে। আশা করি তাতে তোমাদের সব প্রশ্নেরই জবাব দিতে পারব।'

মহাবৃত্ত যুগের শিশুদের উপযোগী খোলা মন নিয়ে রেয়া তার মনের গভীরের চিন্তাগুলি মায়ের কাছে অকপটে প্রকাশ করল। এই যুগের ছেলেমেয়েরা বেদনাদায়ক কোন ব্যঙ্গ বা মিথ্যে ভুল বোঝাবুঝির অভিশাপমুক্ত। মেয়েটি যৌবনের মূর্ত প্রতীক। তার কাছে জীবন এখনো সম্পূর্ণ অজানা, কিন্তু সে ভবিষ্যতের এক একাগ্র প্রত্যাশায় পরিপূর্ণ। সতেরো বছর বয়সে মেয়েটি স্কুলের পাঠ শেষ করে প্রবেশিকার ত্রিবার্ষিক কর্তব্য পালনের জন্য বয়স্কদের মধ্যে কাজ করে যাচ্ছে। এই কর্তব্য শেষে তার আগ্রহ ও দক্ষতা যথাযথ নির্ধারিত হবে। তারপর সে পাবে দু'বছরের উচ্চশিক্ষা এবং শেষে স্বনির্বাচিত ক্ষেত্রে স্বাধীনভাবে কাজ করার অধিকার। দীর্ঘ জীবন কোন পুরুষ বা নারী সময়ে সময়ে কাজ বদল করে পাঁচটি থেকে ছ'টি বিভিন্ন বিষয়ে উচ্চতর শিক্ষা গ্রহণের সময় পায়। কিন্তু এটি প্রথমবারের কঠিন কর্তব্যকর্মের ওপর—'হারকিউলিসের শ্রম' বা প্রবেশিকা কর্তব্যের ওপর অনেকখানি নির্ভরশীল। বিস্তৃত আলোচনার পর তাদের বাছাই করা হয় এবং তারা সর্বদাই প্রবীণদের উপদেশ অনুসারে চলে।

'স্নাতককালীন মনস্তাত্ত্বিক পরীক্ষাগুলি তোমার পাশ করা হয়েছে কি?' এভ্‌দা জিজ্ঞেস করে।

'হ্যাঁ, প্রথম আটটি দলে আমি পাই ২০ ও ২৪ নম্বর, দশম ও ত্রয়োদশ দলে ১৮ ও ১৯, সপ্তদশ দলেও পেয়েছি ১৭!' সগর্বে রেয়া বলে ওঠে।

'সবই এখন তোমার কাছে খোলা।' উচ্ছল আনন্দে এভ্‌দা বলে। 'প্রথম যে কাজ বেছে নিয়েছিলে তাতেই কি লেগে আছো?' 'হ্যাঁ, 'বিস্মরণ-দ্বীপ'-এ আমি নার্সের কাজ নিতে যাচ্ছি। তারপর আমাদের সমস্ত দলটিই যাচ্ছে জাটল্যান্ড মনস্তাত্ত্বিক হাসপাতালে কাজ করতে।'

রেয়া তার মাকে তার 'শিষ্য'দলের কথা বলে। এসব উৎসাহী মনস্তাত্ত্বিকদের সম্বন্ধে এভ্‌দা খুব কিছু নির্দোষ ঠাট্টা-তামাসা করতে চেয়েছিল। কিন্তু রেয়া তার মাকে গ্রুপটার আচার্য হতে রাজী করাল আর তারাও সে সময় তাদের কর্তব্য নির্বাচনে ব্যস্ত ছিল।

এভ্‌দা হেসে বলে, 'আমাকে দেখছি ছুটি শেষ না হওয়া পর্যন্ত এখানেই থাকতে হবে? কিন্তু বেদা কঙ কী করবেন?'

মেয়েটির তখন মায়ের বান্ধবীর কথা মনে পড়ে।

'তিনি খুব ভালমানুষ,' রেয়া গাম্ভীর্যে বলে। 'আর তোমারই মতোই সুন্দরী!'

'তিনি আমার চাইতে অনেক বেশী সুন্দরী!'

'না, আমি জানি... আর তুমি আমার মা, সে কথা নয়।' লজ্জিতভাবে মেয়েটি বলে। 'হয়তো প্রথম দৃষ্টিতে তাঁকে বেশী সুন্দরই দেখায়। কিন্তু তোমার আত্মিক শুচিতার লাবণ্য যেন বেদা কঙের নেই। বলছি না যে তেমনি রূপ তাঁর হবে না, তবে এটি আয়ত্ত করায় তিনি বিশেষ মনোযোগী এখনও হন নি। অবশ্য এই লাবণ্য তাঁর হবেই এবং তারপর...'

'তারপর রূপে তোমার মাকে যাবে ছাড়িয়ে। যেমন চাঁদ তারাদের হার মানায়?'

রেয়া মাথা নাড়ল।

'আর তুমি কি একই অবস্থায় থাকবে? তুমিও যাবে তাঁকে ছাড়িয়ে!'

এভ্‌দা মেয়ের মসৃণ চুলের ওপর হাত বুলোতে থাকে। মেয়ের ওপরে চেয়ে থাকা মুখখানার দিকে তার দৃষ্টি নামল।

'মেয়ের প্রশংসা শোন। সময়টা আমরা বাজে নষ্ট করছি!..'

বড় রাস্তা ধরে হাঁটতে হাঁটতে বেদা কও প্রশস্তপত্রী মেপ্‌ল গাছের কুঞ্জে ঢুকে পড়ল। ভেজা ভেজা ভারী পাতার ঝিরঝির শব্দ শোনা যাচ্ছে, কাছের মাঠে সান্ধ্য কুয়াশা জমে ওঠার সঙ্গে সঙ্গেই বাতাসে তা ছড়িয়ে দিচ্ছে। প্রকৃতি চলমান প্রশান্তি নিয়ে, বিদ্যালয়ের চমৎকার পরিবেশ নিয়ে ভাবছিল বেদা কও। প্রকৃতি পর্যবেক্ষণ, শক্তির বিকাশ ও প্রকৃতির সাথে সুবেদী সান্নিধ্য—শিশুশিক্ষায় এক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। প্রকৃতির বিষয়ে নিরুৎসাহ বস্তুত মানুষের বুদ্ধিবিকাশের পক্ষে অন্তরায়। যে ব্যক্তি পর্যবেক্ষণ পদ্ধতি বিস্মৃত হয় সে কোন সাধারণ সিদ্ধান্তে আসার ক্ষমতা হারায়। শিক্ষণ ক্ষমতার বিষয়ে বেদা ভাবতে থাকে। এই যুগে সেটিই সর্বোত্তম যোগ্যতা। জানা গেছে শৈশব-প্রস্তুতি শিক্ষার চেয়েও অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ, শিশুকে প্রকৃত মানুষ করে তোলার এটিই একমাত্র পন্থা। সহজাত ক্ষমতা তার ভিত্তি রচনা করলেও শিক্ষকরা যদি মানব-মনকে যথাযথ বিকশিত করে না তোলেন তবে সহজাত ক্ষমতাগুলি উপেক্ষিতই থাকতে পারে।

অতীত দিনগুলি মনে পড়ল বেদার, যখন সে ছিল তৃতীয় চক্র বিদ্যালয়ের ছাত্রী, অন্তর্দ্বন্দ্বে বোঝাই এক পুলিন্দাবিশেষ, আত্মত্যাগের আকাঙ্ক্ষায় উদ্বেল, অথচ সেইসঙ্গে সে বলিষ্ঠ তরুণীসুলভ আত্মকেন্দ্রীকতায় পৃথিবীটাকে একান্ত নিজের মনগড়া ভাবেই বিচার করত। তার জন্য শিক্ষকেরা কত চেষ্টাই

না করেছেন। বস্তুত, শিক্ষকতার মতো আমাদের গ্রহে মহত্তর আর কোন বৃত্তি নেই!

মানবজাতির ভবিষ্যৎ শিক্ষকদের হাতে। একমাত্র তাদের প্রচেষ্টাতেই মানুষ ক্রমাগত উন্নতির সোপানে উঠছে এবং ক্রমশ আরো শক্তিশালী হচ্ছে, মানুষ তার লুব্ধ স্বার্থপরতা ও উচ্ছৃঙ্খল কামনাগুলিকে জয় করার মতো কঠিনতম কাজও নিষ্পন্ন করতে পারে।

পাইন ঘেরা একটা ছোট্ট উপকূলের দিকে বেদা এগিয়ে গেল। সেখানে কিশোরকণ্ঠের কাকলি শোনা যাচ্ছে। কিছুক্ষণ পরই সে দেখতে পেল প্লাস্টিক পোশাক-পরা একদল ছেলে প্রস্তরযুগের কুড়াল দিয়ে একটি ওক গাছ কাট-ছাঁট করছে। তরুণ নির্মাতারা ইতিহাসবিদকে সসম্মানে অভ্যর্থনা জানায়। তাকে বুঝিয়ে দিল যে স্বয়ংক্রিয় করাত ও অন্যান্য যন্ত্রাদি ছাড়াই তারা প্রাচীন কালের বীরদের মতো একটি জাহাজ নির্মাণ করতে চায়। জাহাজটি তৈরী হলে এতে ছুটির সময় ভূগোল, ইতিহাস ও পলিটেকনিকের শিক্ষকদের নিয়ে তারা যাবে কার্থেজের ধ্বংসাবশেষ দেখতে।

তাদের প্রচেষ্টায় সাফল্য কামনা করে বেদা এগিয়ে যেতে চাইল। মাথায় হলদে চুল, লম্বা, পাতলা ধরনের একটা ছেলে এগিয়ে এসে দাঁড়াল।

'আপনি তো এখানে এসেছেন এভ্‌দা নাহ্‌লের সাথে। তাই না? তা হলে আপনাকে দু'-একটা প্রশ্ন করতে পারি?'

বেদা হেসে সম্মতি জানাল।

'এভ্‌দা নাহ্‌ল কাজ করেন 'সুখ-দুঃখ আকাদমি'-তে। আমি আমাদের ও অন্যান্য কয়েকটি জগতের সামাজিক বিন্যাস নিয়ে পড়াশুনা করেছি। কিন্তু সেই আকাদমির তাৎপর্য সম্পর্কে আমাদের জানানো হয় নি।'

বেদা তাদের জানায় যে আকাদমি সমাজ জীবনে ব্যাপক সন্ধান চালিয়ে মানুষের ব্যক্তিগত জীবনের সুখ ও দুঃখের হিসেব নিয়েছে এবং বয়োবর্গের ভিত্তিতে দুঃখ নিয়ে অনুসন্ধান চালান হয়েছে। তারপর তারা মানবসমাজের ঐতিহাসিক ক্রমবিকাশের সমস্ত স্তরের সুখ ও দুঃখের বিশ্লেষণ করেছে। আবেগের ক্ষেত্রে গুণগত পার্থক্য যাই থাকুক না কেন, বড় সংখ্যার—স্টোক্যাস্টিক (২৪) পদ্ধতিতে অনুসন্ধানের ফলে গড়পড়তা কতকগুলি গুরুত্বপূর্ণ নিয়মিত ঘটনা দেখা গেছে। সমাজবিকাশের দায়িত্বপ্রাপ্ত পরিষদ অবস্থার সম্ভাব্য অবনতি রোধে সদাসতর্ক থাকে এবং এর অগ্রগতিকে সুনিশ্চিত করে। আনন্দের পরিমাণ বৃদ্ধি পেলে বা অন্তত দুঃখের পরিমাণের সমতুল্য হলে তখনই সমাজের অগ্রগতির সাফল্য চিহ্নিত হয়।

'তাহলে কি 'সুখ-দুঃখ আকাদমি' খুবই গুরুত্বপূর্ণ সংস্থা?' বেপরোয়া চেহারার আরেকটি কিশোর জিজ্ঞেস করে।

অন্যেরা হেসে ওঠে। প্রথম যে ছেলেটি বেদার সঙ্গে কথা বলেছিল সেই বিষয়টি বুঝিয়ে বলে।

'অল, সব সময় সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের সন্ধানে থাকে। অতীত কালের মহাপুরুষদের নিয়ে সে স্বপ্ন দেখে...'

'সেটা খুব বিপজ্জনক,' হেসে বেদা বলে। 'ইতিহাসবিদ হিসেবে আমি বলতে পারি যে মহাপুরুষদের নিজেদেরই হাত-পা ছিল বাঁধা, এবং তাঁরা ছিলেন অত্যন্ত পরনির্ভর।'

'নিজ ক্রিয়াকলাপের সনাতনী ধারায় বন্দী ছিলেন?' পাটকিলে চুল ছেলেটি বলে।

'ঠিক তাই। কিন্তু তোমরা একথা মনে রেখো যে তখন ছিল অনৈক্যের যুগ বা তারও পূর্বেকার কাল, অসম ও স্বতস্ফূর্ত বিকাশমান প্রাচীন সমাজব্যবস্থা। আজ নেতৃত্বের ভার প্রত্যেক পরিষদের ওপর এবং এতে এই বাস্তব সত্য প্রকটিত যে সেটিকে

বাদ দিয়ে অন্য কারও কাজ চালাবার উপায় নেই।'

'অর্থনৈতিক পরিষদের ব্যাপারটা কী? সে পরিষদ এড়িয়ে কেউ কোন বৃহৎ কর্মে লিপ্ত হতে পারে না।' অল সতর্কভাবে প্রশ্ন করে, যেন সে কিছুটা লজ্জিত তবে বিভ্রান্ত নয়।

'তা বটে, কারণ অর্থনীতিই আমাদের অস্তিত্বের একমাত্র প্রকৃত ভিত্তি। কিন্তু আমার মনে হচ্ছে, নেতৃত্ব বলতে কী বোঝায় সে বিষয়ে সঠিক ধারণা তোমাদের নেই... তোমরা মানুষের মস্তিষ্কের সাইটো আর্কিটেক্টনিকস্ (২৫) পড়েছো?'

ছেলেরা জানাল, তারা পড়েছে।

বেদা একজনের কাছ থেকে একটা কাঠি টেনে নিয়ে বালিতে কতকগুলি বৃত্ত আঁকল। সেগুলি প্রশাসনিক সংস্থাসমূহের চিত্র।

'এখানে কেন্দ্রে রয়েছে অর্থনৈতিক পরিষদ। সেখান থেকে সরাসরি যোগসূত্র টানছি উপদেষ্টা সংস্থাগুলির সাথে: 'সুখ-দুঃখের আকাদমি', 'উৎপাদন-শক্তি আকাদমি', 'স্টোক্যাস্টিকস্ ও পূর্বাভাসদান আকাদমি', 'শ্রম-সংক্রান্ত মনশারীরবৃত্ত আকাদমি'। এসঙ্গে পার্শ্বিক যোগসূত্র রয়েছে জ্যোতির্বিজ্ঞান পরিষদের। এই পরিষদ স্বাধীনভাবে কাজ চালায়। তার সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ আছে 'প্রত্যক্ষ বিকিরণ আকাদমি' ও মহাবৃত্তের বহির্জাগতিক স্টেশনসমূহের। তাছাড়া...'

বেদা বালিতে একটি জটিল নকশা আঁকে, তারপর বলতে থাকে।

'এটা হুবহু মানুষের মস্তিষ্কের মতো নয় কি? গবেষণা ও রেজিস্ট্রেশন কেন্দ্রগুলি হচ্ছে সংবেদী স্নায়ুকেন্দ্র, পরিষদগুলি অনুষঙ্গকেন্দ্র। তোমরা জানো যে জীবন হচ্ছে আকর্ষণ ও বিকর্ষণের দ্বন্দ্ব-বিজ্ঞান, বিসরণ ও সঞ্চয়, উত্তেজনা ও প্রশমনের ছন্দ। প্রধান প্রশমন কেন্দ্র হল অর্থনৈতিক পরিষদ। এটি

সামাজিক সংগঠনের সত্যিকার সম্ভাবনা ও এর বিষয়গত নিয়মাবলীকে মূর্ত করে তোলে। আমাদের মস্তিষ্ক ও সমাজ— উভয়েই ক্রমবিকাশশীল এবং উভয়েই বিরুদ্ধশক্তির দ্বন্দ্বমূলক সংগ্রামের মধ্য দিয়ে সমন্বিত কর্মপ্রবাহে পরিণতি লাভ করছে। দীর্ঘকাল আগে প্রক্রিয়াটিকে ভ্রান্তভাবে সাইবারনেটিকস্ বা নিয়ন্ত্রক-বিজ্ঞান বলা হত। এভাবে প্রশমকগুলির জটিল মিথষ্ক্রিয়াকে একটি যন্ত্রের সাধারণ কার্যক্রমে পর্যবসানের চেষ্টা চলে। অবশ্য চেষ্টাটি ছিল অজ্ঞানতাপ্রসূত। আমাদের জ্ঞানের পরিধি যত বিস্তৃত হয়েছে ততই আমরা জানতে পেরেছি যে ঘটনাবলী এবং তাপগতিবিদ্যার, জীববিদ্যার ও অর্থনীতির নিয়মাবলী আরও জটিল। প্রকৃতি বা সমাজবিকাশের প্রক্রিয়া সম্পর্কিত সরল ধারণাবলী চিরকালের জন্য দূর হয়েছে।'

মুগ্ধ ছেলেরা বেদার কথাগুলি শুনছিল।

'এই সমাজব্যবস্থার মূল বিষয়টি কী?' 'প্রধান'প্রেমী ও 'নেতা'ভক্ত ছেলেটিকে বেদা জিজ্ঞেস করে।

বিচলিত ছেলেটি কোন উত্তরই দিতে পারল না। প্রথম ছেলেটি তার হয়ে জবাব দিল।

'সেটি হচ্ছে এগিয়ে যাওয়া!' সাহসের সঙ্গে সে বলল।

'এমন চমৎকার উত্তরের জন্য পুরস্কার পাওয়া উচিত!' সপ্রশংস, আনন্দিত কণ্ঠে বেদা বলে উঠল। নিজের পোশাকের দিকে তাকিয়ে সে বাঁ কাধের ওপর থেকে নীল সাগরের ওপর অ্যালবাট্রসের মূর্তি খোদিত একটি এনামেল ব্রোচ্ খুলে নিল। সেটি সে ছেলেটির দিকে এগিয়ে দিল। সলজ্জভাবে ছেলেটি একটু ইতস্তত করল।

'আজকের আলোচনার এবং... অগ্রগতির স্মারক হিসেবে!' বেদার অনুরোধে ব্রোচ্‌টি সে নিল।

কাঁধ থেকে সরে যাওয়া ব্লাউজটি চেপে ধরে বেদা পার্কের

মধ্য দিয়ে ফিরে চলল। ব্রোচ্‌টি তাকে উপহার দিয়েছিল এর্গ নওর। সেটি হঠাৎ দিয়ে দেবার আগ্রহের মধ্যে অনেক অর্থই রয়েছে। অতীত থেকে দ্রুত নিষ্কৃতির, যা পেছনে ফেলে আসা হয়েছে বা হচ্ছে তা থেকে মুক্তির এক অদ্ভুত ইচ্ছাই যেন তার মধ্যে জেগে উঠেছে...

স্কুল-বাড়ির কেন্দ্রের গোল হলঘরের মধ্যে স্কুল-শহরের সকল অধিবাসীই উপস্থিত। আলোকিত মঞ্চের ওপর দাঁড়িয়ে কালো পোশাক পরিহিতা এভ্‌দা নাহ্‌ল শান্তভাবে শ্রোতাদের ওপর চোখ বুলিয়ে নিল। সম্পূর্ণ নিঃশব্দে শ্রোতৃবর্গ তার অনুচ্চ অথচ স্পষ্ট কথাগুলি শুনতে থাকে। শুধু সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসেবে স্বরবর্ধক ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। স্টিরিওস্কোপিক টেলিভিজফোন সাধারণ্যে চালু হবার পর বড় হলের প্রয়োজন ফুরিয়েছে।

'সতেরো বছর বয়স হচ্ছে জীবনের সন্ধিক্ষণ। শিগগিরই আইরিশ শিক্ষা বিভাগের এক সভায় ঐতিহ্যবাহী কথাগুলি উচ্চারণ করতে হবে:

''আমার প্রবীণ অগ্রজগণ, যাঁরা আমাকে কর্মজীবনে আহ্বান করেছেন, আপনারা আমার কর্মক্ষমতা, আমার আগ্রহ ও আমার শ্রমশীলতা গ্রহণ করে দিবারাত্র আমাকে শিক্ষাদান করুন। আমার প্রতি সাহায্যের হস্ত প্রসারিত করে দিন, কারণ পথ অত্যন্ত দুরূহ, আর আমি করব আপনাদের অনুসরণ।'

'প্রাচীন এই সূত্রের তাৎপর্য অনেকখানি উহ্য আছে, এবং সে সম্পর্কেই আজ আমি বলতে যাচ্ছি।

'ছোটবেলা থেকেই তোমাদের দ্বন্দ্ব-বিজ্ঞানের দর্শন শেখান হয়েছে। অনেক কাল আগে প্রাচীন গুপ্ত বইতে তাকে বলা হত 'দ্বিত্বের রহস্য'। তখন এই বিশ্বাস চালু ছিল যে যারা এতে

অভ্যস্ত, যারা মানসিক ও নৈতিক দিক থেকে সর্বোত্তম ও শক্তিমান ব্যক্তি শুধু তারাই পারে সেই ক্ষমতা অর্জন করতে। শৈশব থেকেই তোমরা দ্বন্দ্ব-বিজ্ঞানের নিয়মের মাধ্যমে বিশ্বকে দেখেছ, তার প্রবল শক্তি এখন প্রত্যেকের নাগালের মধ্যে। তোমাদের জন্ম হয়েছে এক সুশৃঙ্খল সমাজে। অজানা শ্রমজীবীরা অসংখ্য পুরুষানুক্রমে সৃষ্টি করেছে এই সমাজ। নির্মমতা ও নিপীড়নের অন্ধকার মধ্যযুগে উন্নত জীবনের জন্য কত লোকই না সংগ্রাম করেছে। শ্রমবিভাগ প্রচলিত প্রথম সমাজ গঠনের পর পাঁচ শ' পুরুষ অতিক্রান্ত হয়েছে। এই কাল-প্রবাহের মধ্যে পৃথিবীর বহু জাতি ও গোষ্ঠী পরস্পর মিশ্রিত হয়ে গেছে। আমাদের প্রত্যেকের মধ্যে রয়েছে এসব জাতির বিন্দু বিন্দু রক্ত বা আজকের দিনের ভাষায় বংশগতি প্রক্রিয়া। তেজস্ক্রিয় দ্রব্যাদির অসতর্ক ব্যবহারের পরিণতি থেকে ও পূর্বে প্রাদুর্ভূত ব্যাধির কবল থেকে বংশগতিকে মুক্ত রাখার জন্য প্রচুর কাজ চলছে।

'নতুন মানুষ গড়ে তোলা এক জটিল কর্তব্য। এতে প্রয়োজন ব্যক্তিক বিশ্লেষণের ও ব্যষ্টির প্রতি সতর্ক দৃষ্টির। সেসব কালের কথা আর স্মরণেও নেই যখন অযত্নে গড়ে তোলা মানুষ নিয়ে সমাজ সন্তুষ্ট থাকত, তাদের অক্ষমতাকে বংশগতিজ বা মানুষের স্বাভাবিক প্রকৃতি মনে করে ক্ষমা করা হত। নিকৃষ্টভাবে গড়ে তোলা প্রত্যেকটি লোকই সমগ্র সমাজের পক্ষে অভিশাপ, সমষ্টির পক্ষে ভুলের এক মারাত্মক মাশুল।

'তোমরা, যারা এখনও যুবসুলভ আত্মকেন্দ্রিকতা বা অহংকারের বাড়াবাড়ি থেকে মুক্ত হতে পারো নি, তোমাদের স্পষ্ট ধারণা থাকা উচিত তা কতখানি নির্ভর করে নিজেদের ওপর। নিজস্ব স্বাধীনতার স্রষ্টা হিসেবে জীবনের প্রতি অনুরাগ সৃষ্টিতে নিজস্ব অবদানের পরিমাণটুকু তোমাদের

উপলব্ধি করা কর্তব্য। এখন তোমাদের প্রত্যেকের সামনে অনেকগুলি রাস্তা খোলা, কিন্তু এই বৃত্তি নির্বাচনের স্বাধীনতার সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে রয়েছে সেই নির্বাচনের দায়িত্বভার। সেসব স্বপ্নবিলাস চিরকালের মতো গুঁড়িয়ে গেছে, যেসব স্বপ্নে ছিল অসংস্কৃত মানুষের প্রকৃতি প্রত্যাবর্তনের, আদিম সমাজের ও আদিম সম্পর্কের স্বেচ্ছাচারিতার মোহ। বিশাল জনসাধারণের সম্মিলন—মানবসমাজকে এক চূড়ান্ত নির্বাচনের সম্মুখীন হতে হয়: সামাজিক নিয়মশৃঙ্খলা মেনে নিয়ে দীর্ঘ অধ্যয়ন ও অনুশীলন অথবা ধ্বংস। প্রকৃতির দাক্ষিণ্যে আমাদের গ্রহে এছাড়া বাঁচার অন্যতর কোন পথ ছিল না। প্রকৃতির স্বপ্নে বিভোর ক্ষীণবুদ্ধি দার্শনিকেরা প্রকৃতিকে যথাযথ বুঝে উঠতে পারে নি বা তাকে সঠিকভাবে ভালবাসতে পারে নি। এটি বুঝলে তার নির্মম নৃশংসতার দিকটাও তারা জানত।

'নতুন সমাজের মানুষকে তার নিজের কামনা, ইচ্ছা ও চিন্তাধারাকে সুবিন্যস্ত করার নিয়তির সম্মুখীন হতে হয়। মানুষের মারাত্মক দুশমন 'আমি'-র বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালানোটা সমাজ-মঙ্গলের জন্য এবং নিজেদের বুদ্ধিবৃত্তির চরম বিকাশের জন্য খুবই জরুরী। শরীরচর্চার মতো আমাদের সকলের পক্ষে মন ও ইচ্ছাশক্তির উপযুক্ত প্রশিক্ষণ আজকের দিনে বাধ্যতামূলক। প্রকৃতির নিয়ম ও অর্থনীতিসহ সমাজসম্পর্কের বিষয়ে জ্ঞানলাভ করার ফলে জ্ঞান এখন কামনার স্থলবর্তী। যখন আমরা এখন বলি, 'আমি চাই যে', তখন আমরা এ কথাই বোঝাতে চাই যে 'আমি জানি যে কাজটি করা যায়'।

'তোমাদের মধ্যে আরেকটি দুশমন আছে। সেই দুশমনের বিরুদ্ধে সংগ্রাম শুরু হয় শিশু ভূমিষ্ঠ হবার পরক্ষণ থেকেই। সেটা স্থূল উপলব্ধি, যাকে কখনো কখনো আদিম স্বভাব মনে করা হয়। স্থূলতার অর্থ হল পরিমাপ ও উপলব্ধির মানদণ্ড,

তথা ভালবাসার মানদণ্ডও হারান, কারণ ভালবাসার মাত্রাই উপলব্ধির পরিমাপ। হাজার হাজার বছর আগে গ্রীকবাসীরা বলত 'মেট্রোন অ্যারিস্টন', উচ্চতমই মানদণ্ড। আজকালও আমরা বলি যে, সবকিছুর মানদণ্ড উপলব্ধিই সংস্কৃতির ভিত্তি।

'সাংস্কৃতিক স্তর উন্নত হবার সাথে সাথেই সম্পত্তির স্থূল আনন্দভোগের নেশা গেল কমে। ব্যক্তিগত সম্পত্তির পরিমাণ বৃদ্ধির জন্য আকুলতা হ্রাস পেল, যে সম্পত্তি একবার অর্জিত হলে ক্রমে তাতে ক্লান্তি আসে এবং মালিকের অতৃপ্তি ঘুচে না।

'আমরা তোমাদের দিয়েছি কৃচ্ছ্রতা থেকে, পরস্পরকে সাহায্য থেকে আনন্দলাভের শিক্ষা, কাজের প্রকৃত আনন্দ যা হৃদয়কে উদ্দীপ্ত করে। ছোটখাট কাজ, ছোটখাট জিনিসের আকর্ষণ থেকে তোমাদের নিজেদের মুক্ত করতে, আমরা সহায়তা করেছি। তোমাদের আনন্দ ও ব্যর্থতাকে উচ্চস্তরে, সৃজনাত্মক কর্মপ্রচেষ্টার স্তরে উন্নীত করতে সাহায্য করেছি।

'উত্তম শরীরচর্চা, বহুজন্মের অনাবিল ও সুনিয়মিত জীবনযাপনের ফলে তোমরা মানবমনের তৃতীয় দুশমন—উদাসীনতা থেকে নিষ্কৃতি পেয়েছ। দেহের কর্মশক্তির অস্বাস্থ্যকর ঘাটতি থেকেই শূন্যতা ও আলস্যের মনোভাব সৃষ্টি হয়। প্রয়োজনীয় কর্মশক্তি নিয়ে, সুস্থির ও সবল মন নিয়ে তোমরা পৃথিবীর আঙ্গিনায় কাজ করতে নামছ। আবেগগুলির স্বাভাবিক অনুপাতের কল্যাণে তোমাদের মনে অশুভের তুলনায় শুভের মাত্রা বেশী। তোমরা যত ভাল হবে, সমাজও ততই ভাল হয়ে উঠবে, উন্নতি লাভ করবে। এই দু'টি বাস্তবতা পরস্পরজড়িত। সমাজের অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে তোমরা সৃষ্টি করবে অত্যুন্নত আত্মিক পরিবেশ, আর সমাজও তেমনি তোমাদের উন্নতির শিখরে তুলবে। কোন ব্যক্তির শিক্ষালাভ ও প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রে সামাজিক পরিবেশই সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ

ভিত্তি। আজকের দিনের মানুষ তাই সারা জীবনভোর জ্ঞানলাভ ও প্রশিক্ষণ গ্রহণে উদগ্রীব, এবং এভাবেই সমাজের নিরবচ্ছিন্ন প্রগতি সম্ভব হয়।'

এভ্‌দা নাহ্‌ল থেমে মাথার চুল ঠিক করে নিল।

'একদিন ছিল যখন মানুষ বাস্তবকে উপলব্ধি করার আগ্রহকে স্বপ্নমাত্র মনে করত।' এভ্‌দা আবার বলতে শুরু করে। 'সারা জীবন তোমরা সেভাবেই স্বপ্ন দেখে যাবে। তা হলে তোমরা জ্ঞানের আনন্দ, গতির আনন্দ, সংগ্রাম ও শ্রমের আনন্দ উপভোগ করতে পারবে। প্রাণচাঞ্চল্যের পরবর্তী ক্লান্তি নিয়ে মাথা ঘামিও না, এটি বস্তুর সর্পিল গতিবেগের নিয়মিত মোড় ফেরা। স্বাধীনতার বাস্তবতা সুকঠোর। কিন্তু শিক্ষা ও চরিত্র গঠনের শৃঙ্খলার মধ্য দিয়ে তার সম্মুখীন হতে তোমরা প্রস্তুত হয়েছ। সুখের সম্ভাবনাময় সমস্ত ধরনের কর্মপ্রবাহে যোগ দেবার অধিকার তোমরা পেলে, কারণ তোমাদের দায়িত্ব সম্পর্কে তোমরা সচেতন। কর্মহীন প্রশান্তির স্বপ্ন ইতিহাস অগ্রাহ্য করেছে, কারণ তা সংগ্রামশীল মানুষের প্রকৃতিবিরুদ্ধ। প্রত্যেকটি যুগেই কতকগুলি বিশেষ বাধাবিঘ্ন ছিল এবং এখনও রয়েছে। কিন্তু জ্ঞানের ও আবেগের, বিজ্ঞানের ও কলাবিদ্যার শিখরে দ্রুত নিরবচ্ছিন্ন অগ্রগতি মানবসমাজের কাছে এক অপূর্ব আশীর্বাদ রূপে দেখা দিয়েছে!'

এভ্‌দা নাহ্‌ল বক্তৃতা শেষ করল। প্রথম সারির আসনগুলির দিকে সে নেমে গেল। উৎসবে কারাকে তারা যেভাবে সম্বর্ধনা জানিয়েছে সেভাবেই বেদা কঙ তাকে সম্বর্ধনা জানাল। সবাই দাঁড়িয়ে পড়ল এবং একইভাবে এক অতুলনীয় শিল্পের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করল।

দশম অধ্যায়

তিব্বতের পরীক্ষা

উচ্চ পর্বতশৃঙ্গের হাজার মিটার উঁচুতে অবস্থিত কোর ইয়ুল ঘাঁটিটি জ্যোতির্বিজ্ঞান পরিষদের তিব্বতী মানমন্দির থেকে এক হাজার মিটারের বেশী দূরে নয়। সেখানে শুধু রয়েছে মঙ্গল গ্রহ থেকে আনা নিষ্পত্র গাঢ় হরিৎ রঙের গাছ। সেগুলির শাখাগুলি ভিতরে মাথার দিকে ঘুরানো। উপত্যকার ফিকে হলদে ঘাসগুলি বাতাসে আন্দোলিত হলেও গ্রহান্তরের এই অনমনীয় লৌহদেহী আগন্তুকেরা নিশ্চল। পর্বতের ঢালুতে অসংখ্য পাথরের টুকরো আর ক্ষয়ে খাওয়া শিলাখণ্ড। সমগ্র প্রান্তর আর তুষাররেখাগুলি নির্মল আকাশের নীচের তুষারাবৃত পর্বতের মতোই শুভ্র।

এত উঁচুতে দুঃসাহসিক নির্মাণের দৃষ্টান্ত, ধ্বংসপ্রাপ্ত একটি মঠের ভাঙা ডাইওরাইট প্রাচীর দেখা যায়। তার পেছনে ইস্পাতের নলের তৈরী একটি মিনারের ওপর ভর দিয়ে দাঁড়ান দু'টি ধনুকাকৃতি খিলান। খিলানগুলির ওপর আনতভাবে রয়েছে আকাশের দিকে উন্মুক্ত বেরিলিয়াম ব্রোঞ্জের এক সর্পিল অধিবৃত্ত, রেনিয়াম সংযুক্তির উজ্জ্বল শাদা দাগে তিলকিত। খুব কাছেই দ্বিতীয় সর্পিল অধিবৃত্ত, তার উন্মুক্ত

প্রান্ত ভূমিমুখী। এই পরীক্ষাগারে ছ'মিটার ব্যাসের মূল পাইপের শাখার মাধ্যমে শক্তি প্রবাহিত হচ্ছে। উপত্যকার মাঝখান দিয়ে চলে গেছে নির্দেশক বলয়সমন্বিত পাইলনের একটি লাইন, মানমন্দিরের মূল লাইনের একটি অস্থায়ী সংযোগ। পৃথিবীর সমস্ত স্টেশন থেকে শক্তিপ্রেরণের প্রয়োজন হলে লাইনটি ব্যবহৃত হয়। পূর্বেকার পরীক্ষাগারটির রদবদলগুলি রেন বোস মাথা চুলকে সানন্দে পর্যবেক্ষণ করে। অবিশ্বাস্য স্বল্পকালের মধ্যে স্বেচ্ছাসেবীরা এসব কাজ সম্পন্ন করেছে। শক্ত পাথুরে পাহাড়ে কোন বড় খননযন্ত্র ছাড়া খোলা গভীর ট্রেঞ্চ খোঁড়াটাই ছিল সর্বাপেক্ষা কঠিন কাজ। কিন্তু সে কাজও সমাধা হয়েছে। পরিশ্রমের পুরস্কার হিসেবে এই বিরাট পরীক্ষাকান্ড দেখার অধিকারী স্বেচ্ছাকর্মীরা পরীক্ষাগার থেকে বেশ কিছুটা দূরে অপেক্ষা করছে। তারা তাঁবু গেড়েছে মানমন্দিরের উত্তরে পর্বতের ঢালুতে।

মহাজগতের সংযোগ-অধিকর্তা ম্ভেন মাস পদার্থবিদের মুখোমুখী একটা ঠাণ্ডা পাথরের ওপর বসে শীতে সামান্য কাঁপছে। সে মহাবৃত্তের সর্বশেষ বার্তা তাকে জানিয়ে বলল যে ৫৭ নং কৃত্রিম উপগ্রহকে এখন মহাকাশযান ও আন্তর্গ্রহযানগুলির সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষার কাজে লাগান হয়েছে এবং মহাবৃত্তের কোন কাজে সেটিকে আর লাগান হচ্ছে না। E-নক্ষত্রটির কাছে ভিল্লহ ওজ শ্দিজের মৃত্যুসংবাদটি ম্ভেন মাস জানাবার পর ক্লান্ত পদার্থবিদের আগ্রহ যেন বেড়ে গেল।

'E-নক্ষত্রের মহাকর্ষের উচ্চ প্রেষ এটির বিবর্তন আরও ত্বরিত করবে। প্রচন্ড মহাকর্ষ অতিক্রম করে সেটি ক্রমশ সুবিপুল শক্তি ও বেগুনী রঙের এক অতিকায় আকৃতি পাচ্ছে। তার বর্ণালীর লোহিত প্রান্তভাগ একরকম অদৃশ্য এবং মহাকর্ষ

ক্ষেত্রের আকর্ষণ সত্ত্বেও তার মৃদু রশ্মিতরঙ্গ প্রলম্বিত হয় নি, বরং আরও সংক্ষিপ্ত হয়েছে।'

'সেগুলি হয় মৃদু বেগুনী বা অতিবেগুনী হয়ে থাকে।' সায় দিল ম্‌ভেন মাস।

'শুধু তাই নয়। প্রক্রিয়াটি আরও এগিয়ে চলে। কোয়াণ্টা বড় হতে হতে শেষপর্যন্ত ঘটে পরিবৃত্তি—দেখা দেয় শূন্য-ক্ষেত্র এবং প্রতি-স্থান। এ হচ্ছে পদার্থের গতির উল্টোপিঠ—যা পৃথিবীর সর্বৈব সামান্য পরিসরের জন্য আমাদের অজ্ঞাত ছিল। পৃথিবীর সমস্ত জলরাশির হাইড্রোজেন পুড়িয়েও আমরা এধরনের কিছু সৃষ্টি করতে পারতাম না।'

ম্‌ভেন মাস দ্রুত মনে মনে গুণে ফেলল।

'ভর-শক্তির আপেক্ষিকতার নীতিতে আমরা যদি পনের হাজার ট্রিলিয়ন টন জলকে হাইড্রোজেন চক্রের শক্তিতে পরিণত করি তবে আমরা পেতে পারি মোটামুটি এক ট্রিলিয়ন টন শক্তি। সূর্য থেকে প্রতি মিনিটে ২৪০ মিলিয়ন টন শক্তি বিচ্ছুরিত হয়। এটি দশ বছর ব্যাপী সূর্যের তাপ বিকিরণের সমান।'

রেন বোসের মুখে সন্তুষ্টির হাসি।

'আর একটি নীল অতিকায় দৈত্যের বিকিরণ?'

'এক্ষুনি তার হিসেব দিতে পারছি না। তবে আপনি নিজে বুঝে নিতে পারবেন। বৃহত্তর মেগালানিক মেঘপুঞ্জে তারানতুলা নীহারিকার কাছে NGK ১৯১০ নামে একটি নক্ষত্রপুঞ্জ রয়েছে... পুরনো নামেই বলছি বলে মাপ চাইছি। মহাজাগতিক বস্তুগুলির পুরনো নাম ও নম্বর বলতেই আমি অভ্যস্ত।'

'কিছুমাত্র যায় আসে না তাতে।'

'১৯১০ নক্ষত্রপুঞ্জ ব্যাসে মাত্র ৭০ পারসেক। কিন্তু তাতে আছে অন্তত একশ'টি অতিকায় নক্ষত্র। তারানতুলা নীহারিকাটি

এত উজ্জ্বল যে সেটিকে অতি পরিচিত কালপুরুষ নীহারিকার মতো আমাদের নিকটে আনতে পারলে তাকে আমাদের চাঁদের মতো উজ্জ্বল দেখাত। সেই পরিমণ্ডলে সুবর্ণাশ্রম-মণ্ডলের মধ্যে নীল অতিকায় যুগ্মতারা রয়েছে। তার বর্ণালীতে হাইড্রোজেন রেখা এবং বেগুনী প্রান্তে কৃষ্ণ রেখা সুস্পষ্ট। ব্যাসে সেটি পৃথিবীর কক্ষপথের চাইতে বড় এবং দীপ্তি আমাদের ৫ লক্ষ সূর্যের সমান। আপনি কি সেই ধরনের নক্ষত্রের কথাই বলছেন? সেই নক্ষত্রপুঞ্জে আরও বৃহত্তর আকারের নক্ষত্র রয়েছে। তাদের ব্যাস বৃহস্পতি গ্রহের কক্ষপথের সমান। কিন্তু সেগুলি সবেমাত্র উষ্ণতা লাভ করছে।'

'অতিকায় নক্ষত্রগুলি কথা ছেড়ে দিন। হাজার হাজার বছর ধরে মানুষ কুম্ভ, বৃহৎ সপ্তর্ষি এবং বীণাতে বলয়াকার নীহারিকা লক্ষ্য করেছে। কিন্তু তারা একথা উপলব্ধি করে নি যে সেগুলির সামনে রয়েছে শূন্য-মহাকর্ষের নিরপেক্ষ ক্ষেত্র, যা রেপাগুলাম বিধি অনুসারে মহাকর্ষ থেকে প্রতি-মহাকর্ষে এক রূপান্তরবিশেষ। সেখানেই শূন্য-স্থানের গুপ্ত রহস্য নিহিত।'

রেন বোস কণ্ট্রোল-রুমের চৌকাটে তার বসার জায়গাটি ছেড়ে দিল। এটি ঢালাই পাথরের বড় বড় চাঁই দিয়ে তৈরী।

'যথেষ্ট বিশ্রাম নিয়েছি। আমরা এখন শুরু করতে পারি!'

ম্ভেন মাসের হৃৎপিণ্ডের গতি ত্বরিত হয়, উত্তেজনায় সে অধীর হয়ে ওঠে, শ্বাস-প্রশ্বাসে বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়। রেন বোস অত্যন্ত শান্ত। কিন্তু তার তীক্ষ্ন চোখে ফুটে উঠেছে চিন্তার একাগ্রতা ও ইচ্ছাশক্তি।

রেন বোসের ছোট্ট হাতখানা ম্ভেন মাস তার বিরাট মুঠোয় চেপে ধরে। মাথাটা একটু ঝাঁকিয়ে দীর্ঘদেহী ম্ভেন মাস মানমন্দিরের পথে ঢালু বেয়ে এগিয়ে যায়। রাস্তার ধারে প্রহরীকল্প তুষারঢাকা পাহাড় থেকে সশব্দে ঠাণ্ডা হাওয়া

বইছে। কাঁপতে কাঁপতে ম্ভেন মাস হাঁটার গতি বাড়িয়ে দেয়, যদিও তাড়ার কিছু ছিল না। পরীক্ষা শুরু হবে সেই সূর্যাস্তের সময়।

চান্দ্রতরঙ্গ দৈর্ঘ্যে ম্ভেন মাস ৫৭ নং কৃত্রিম উপগ্রহের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করে। এপ্সিলোন তুকানা লক্ষ্য করে স্টেশনটির প্রতিফলক ও নির্দেশক যন্ত্রগুলি স্থাপন করা হয়েছে। সেগুলির কাজ হবে মাত্র কয়েক মিনিটের জন্য, যখন ৩৩ ডিগ্রী উত্তর অক্ষাংশ থেকে দক্ষিণ মেরুর দিকে আবর্তনের সময় নক্ষত্রটি দেখা যাবে।

ভূগর্ভস্থ একটি কক্ষের কণ্ট্রোল-রুমে ম্ভেন মাস বসে। কক্ষটি দেখতে ভূমধ্যসাগরীয় মানমন্দিরের মতো।

এপ্সিলোন তুকানা নক্ষত্রের গ্রহসম্পর্কিত তথ্যতালিকাটি সে সহস্রতম বারের মতো দেখে নেয়। গ্রহটির কক্ষপথের নিখুঁত পরীক্ষা শেষে সে আবার ৫৭ নং কৃত্রিম উপগ্রহের সঙ্গে সংযোগ করে। সে এই নির্দেশ দেয় যে, ক্ষেত্রটি চালু করা মাত্র তারা যেন নক্ষত্রটির লম্বনের চার গুণ বড় এক চাপ বরাবর ধীরে ধীরে দিক পরিবর্তন করতে থাকে।

ক্রমে সময় কাটতে লাগল। অপরাধী গণিতজ্ঞ বেথ লোনের চিন্তাটা তার মাথা থেকে যাচ্ছে না। নিজস্ব ঘাঁটিতে কণ্ট্রোল-ডেস্কে আসীন রেন বোসকে টেলিভিজফোন পর্দায় দেখা গেল। তার উস্ক চুলগুলি যেন খাড়া হয়ে গেছে।

শক্তি কেন্দ্রের প্রেরকদের সতর্ক করে প্রস্তুত থাকতে বলা হয়েছে। ডেস্কের ওপর সুইচগুলির দিকে ম্ভেন মাস হাত বাড়ান মাত্র পর্দার ওপর রেন বোসের ইঙ্গিতে সে থেমে গেল।

'কুমেরুর রিজার্ভ Q-স্টেশনকে হুঁশিয়ার রাখতে হবে। আমাদের যথেষ্ট পরিমাণে শক্তি মজুত নেই।'

'তা আমি করে রেখেছি। তারা প্রস্তুত।'

আরও কয়েক মুহূর্ত চিন্তা করল পদার্থবিদ।

'চুকোৎস্কি উপদ্বীপ ও লাব্রাদরে F-শক্তি স্টেশনগুলি রয়েছে। ক্ষেত্র পরিবর্তনের সময় শক্তিপ্রবাহ চালু করে দেবার কথা যদি তাদের একটু বলে রাখতে... কিন্তু তাদের তেমন যন্ত্রপাতি বোধ হয় নেই...'

'তাও আমি করেছি।'

হাসিমুখে রেন বোস হাত নাড়ল।

প্রবল তেজস্তম্ভ ৫৭ নং উপগ্রহে পৌঁছল। মানমন্দিরের গোলার্ধাকৃতি পর্দায় ভেসে উঠে উত্তেজিত তরুণ পর্যবেক্ষকদের মুখগুলি।

সাহসী যুবকদের ম্‌ভেন মাস অভিনন্দন জানায়। সে তেজস্তম্ভের কৃত্রিম উপগ্রহে সঠিকভাবে পৌঁছান ও তাকে অনুসরণের নিশ্চয়তা পরীক্ষা করে। তারপর সে সবটুকু শক্তি রেন বোসের কাছে পাঠিয়ে দিল। পদার্থবিদের মুখ পর্দা থেকে অদৃশ্য হল।

তেজগ্রাহক যন্ত্রের সূচকগুলির কাঁটার মুখ ডান দিকে সরে গেছে। বোঝা যাচ্ছে, তেজ ঘনীভূত হচ্ছে। সঙ্কেতগুলি শাদা আলোকে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। রেন বোস একের পর এক বিকিরণ-যন্ত্রগুলির সুইচ টিপে দেয়, তীব্রতাজ্ঞাপক সূচকগুলি লাফিয়ে শূন্য-স্থানে নেমে এল। পরীক্ষাগার থেকে এক চাপা ঘণ্টাধ্বনিতে আফ্রিকার মানুষটি চকিত হয়ে ওঠে। কিন্তু সে তার কর্তব্য জানে। লেভারের এক চাপে সে Q-স্টেশনের শক্তিরাশি টেনে আনে, তার তেজ নির্দেশক যন্ত্রগুলিতে প্রাণের সাড়া জাগে এবং পড়ন্ত কাঁটাগুলি আবার জীবন্ত হয়ে উঠে। কিন্তু আবার রেন বোস সাধারণ ইন্‌ভারটরটির সুইচ্‌ টিপে দিতেই কাঁটাগুলি নেমে যায় শূন্য-স্থানে। তখনই সহজাত প্রবণতায় ম্‌ভেন মাস F-স্টেশনগুলির সুইচ চালু করে দেয়।

তার মনে হল যেন কম্পিউটারগুলির নিষ্প্রভ, এক অদ্ভুত ফ্যাকাশে আলোয় ভরে গেছে ঘরটা। সবকিছু যেন স্তব্ধ। মুহূর্তের মধ্যে বহির্জাগতিক স্টেশনগুলির অধ্যক্ষ সংজ্ঞা হারাতে থাকে, মৃত্যুর ছায়ায় আচ্ছন্ন হয় তার চেতনা। দু'হাতে ডেস্কের প্রান্তভাগ চেপে ধরে সে বমনেচ্ছার ঝিম্‌ঝিম্‌ ভাবটা কাটাতে চেষ্টা করে। মেরুদণ্ডে একটা ভীষণ ব্যথা অনুভব করে তার কান্না পেল। ভূগর্ভস্থ কক্ষটির এক দিক থেকে নিষ্প্রভ আলোটি যেন ক্রমে উজ্জ্বলতর হতে থাকে। কিন্তু আলোর দিকটি সে ঠিক করতে পারে না, কিম্বা ভুলে যায়, হয়তো সেটা আসছে পর্দা থেকে কিম্বা রেন বোসের ঘাঁটির দিক থেকে...

হঠাৎ তার মনে হল একটা ঢেউ-খেলানো যবনিকা যেন ফেটে গেল, মুভেন মাস উচ্ছ্বসিত তরঙ্গের স্পষ্ট শব্দ শোনে, বিস্মৃতপ্রায় এক অবর্ণনীয় সুগন্ধ সে অনুভব করে। যবনিকাটি সরে গেল বাঁ দিকে, আর কোণের সেই ধূসর বর্ণের ঝুলন্ত পর্দাগুলি তখনো কাঁপছিল। তার চোখের সামনে স্পষ্ট ভেসে উঠল নীলাভ তরুবেষ্টিত তামার উঁচু পাহাড়, আর সমুদ্রের বেগুনী ঢেউগুলি আছড়ে পড়ছে মুভেন মাসের পায়ের কাছে। যবনিকাটি সরে গেল আরও বাঁ দিকে, এবং তখন তার স্বপ্নই যেন রূপায়িত হল: সিঁড়ির ওপরের ধাপে বসে আছে লোহিতাঙ্গী এক রমণী, শাদা পাথরের একটি মসৃণ সিঁড়িতে সে সমুদ্রের দিকে তাকিয়ে আছে; হঠাৎ কিছু দেখে তার চোখদু'টিতে যেন বিস্ময় আর আনন্দ ফুটে উঠেছে, কোমল ভঙ্গীতে সেই রমণী উঠে দাঁড়ায় এবং আফ্রিকার মানুষটির প্রতি তার বাহু প্রসারিত করে, নিঃশ্বাসের স্পন্দন প্রবল হয়ে উঠে। সেই বিকারের মুহূর্তে কারা নন্দীর কথাই মুভেন মাসের মনে পড়ে।

'ওফা আলি কর।' তার মৃদু সংগীতময় ঋজু স্বর মুভেন

মাসের মরমে প্রবেশ করে। তার কথার জবাব দেবার জন্য ম্‌ভেন মাস ম্‌খটা হাঁ করতেই দেখতে পেল সেই ম্‌র্তির জায়গা ছেয়ে গেছে সব্‌জ আলোয় এবং ঘর প্রচণ্ড কর্কশ ধ্বনিতে আলোড়িত হচ্ছে। সংজ্ঞা হারাতে হারাতে আফ্রিকার মান্‌ষটির মনে হল যেন কোমল কোন অজেয় শক্তি তাকে তিন ভাগে ভাঁজ করছে, টারবাইনের ব্লেডের মতো তাকে পাক দিচ্ছে এবং তারপর শক্ত কিছ্‌ একটার ওপর তাকে চ্যাপটা করে ফেলে দিল... ম্‌ভেন মাসের শেষ ভাবনা ছিল ৫৭ নং কৃত্রিম উপগ্রহের ভবিষ্যৎ, স্টেশন আর রেন বোস...

কিছ্‌টা দ্‌রের মানমন্দির কর্মী ও নির্মাতারা বিশেষ কিছ্‌ই দেখল না। তিব্বতের বিশাল আকাশ জ্‌ড়ে কী যেন চমকাল, ফলে নক্ষত্রগ্‌লির ঔজ্জ্বল্য যেন নিষ্প্রভ হয়ে গেল। পরীক্ষাগারের পাহাড়ের ওপর যেন কী এক অদৃশ্য শক্তি ভেঙ্গে পড়ল। তারপর ঘ্‌র্ণি এসে পাথরের চাঁইগ্‌লোকে উড়িয়ে নিল। অতিকায় এক হাইড্রোলিক কামান থেকে ছোঁড়া প্রায় পাঁচ শ' মিটার ব্যাসের এক কালো স্রোতরাশি ছ্‌টে চলে সেই মানমন্দিরের দিকে এবং তা ওপরে উঠে আবার পিছিয়ে গিয়ে পর্বতের ওপর আছড়ে পড়ে সমস্ত ঘাঁটিটিকে চার দিকে টুকরো টুকরো করে ছড়িয়ে দিল। ক্ষণিক পরে আবার সব শান্ত, ধ্‌লিময় বাতাসে গরম পাথর আর দহনের অদ্ভুত স্‌গন্ধি, যেন গ্রীষ্মমণ্ডলের কুস্‌মিত সম্‌দ্রতীরের স্‌রভি।

মান্‌ষ দেখতে পেল যে দ্‌র্ঘটনাস্থলের সমস্ত উপত্যকা জ্‌ড়ে গলান ধাতুর একটা খাত সৃষ্টি হয়েছে, সামনের পর্বতটির একটি ধার নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। মানমন্দিরটির কোন ক্ষতি হয় নি। খাতটি বিস্তৃত হয়েছে দক্ষিণ-প্‌র্ব দিকের প্রাচীর পর্যন্ত, সেখানে নির্মিত ট্রান্সফর্মার কক্ষটি ধ্বংস হয়েছে এবং গলান বেসাল্টের চার মিটার প্‌র্‌ আস্তরণে তৈরী ভূগর্ভস্থ

কক্ষের গম্বুজ পর্যন্ত এসে সেটা থেমে গেছে। বেসাল্ট এত মসৃণ দেখাচ্ছে যেন শান-দেয়া যন্ত্র দিয়ে এর ওপর কাজ করা হয়েছে। এর একাংশ অক্ষত থাকায় ম্ভেন মাস বেঁচে গেছে এবং ভূগর্ভস্থ কক্ষটি সম্পূর্ণ ধ্বংস থেকে রক্ষা পেয়েছে।

গলান রুপোর স্রোত একটি গহ্বরে শক্ত হয়ে জমে রয়েছে। সেগুলি শক্তিগ্রাহক যন্ত্রের গলান ফিউজ।

জরুরী আলোর তারগুলি তাড়াতাড়ি জুড়ে দেয়া হল। বড় রাস্তার ওপরকার আলোকস্তম্ভ থেকে সার্চলাইট ফেললে সবার চোখে এক মর্মন্তুদ দৃশ্য উন্মোচিত হল। পরীক্ষা ঘাঁটির ধাতব কাঠামোগুলি পড়ে আছে সমস্ত খাত জুড়ে। একটা পাতলা আস্তরণে খাতটা চকচক করছে যেন জায়গাটি ক্রোমিয়ামে ঢেকে দেয়া হয়েছে। পাহাড়ের কাটা অংশটির খাড়া গায়ে ব্রোঞ্জের মোড়ানো কাঠামোর একাংশ বসে গেছে। গলে যাওয়া পাথরগুলোকে কাঁচের গুড়োর মতো দেখাচ্ছে, যেন গরম সীলমোহরের চাপে গলানো গালা।

ভূগর্ভস্থ কক্ষের দরজার সামনের পাথরগুলোর সরিয়ে ফেলার পর উদ্ধারকারীদল দেখল, ম্ভেন মাস নীচের সিঁড়িতে মাথা রেখে হাঁটু গেড়ে বসে আছে। বোঝা যাচ্ছে, জ্ঞান ফেরার পরই বহির্জাগতিক স্টেশনগুলির অধ্যক্ষ ওখান থেকে বেরুবার চেষ্টা করেছে। কর্মরত সেই স্বেচ্ছাসেবীদের মধ্যে ডাক্তারও ছিল। আফ্রিকার মানুষটির বলিষ্ঠ দেহ তাদের শক্তিশালী ওষুধে তাড়াতাড়ি সেরে উঠল। ম্ভেন মাস উঠে দাঁড়ায়। কিন্তু তখনো সে কাঁপছে, টলছে।

'রেন বোস?..'

লোকগুলির মুখ কালো হয়ে গেল। মানমন্দিরের অধ্যক্ষ কর্কশ কণ্ঠে বলে: 'রেন বোস ভয়ানক বিকৃত হয়ে গেছেন। তাঁর বাঁচার আশা কম...'

‘কোথায় তিনি?’

‘পর্বতের পূর্ব দিকের ঢালুর তলায় তাঁকে পাওয়া গেছে। পরীক্ষাগার থেকে তিনি ছিটকে পড়েছিলেন। সেই পর্বতের চূড়ায় আর কিছুই নেই... এমন কি ধ্বংসাবশেষও নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে।’

‘এখনও কি তিনি সেখানেই পড়ে আছেন?’

‘তাঁকে ছোঁয়া যাবে না। তাঁর কতকগুলো হাড় গুড়ো হয়ে গেছে, অনেকগুলি পাঁজর গেছে ভেঙে আর পাকস্থলীও জখম হয়েছে।’

‘কী রকম জখম?’

‘তাঁর পাকস্থলী ফেঁড়ে গেছে, অন্ত্রগুলি বেরিয়ে গেছে।’

মৃভেন মাসের পাদুটো টলে যায়। তাকে যারা ধরেছিল বিকারগ্রস্তভাবে সে তাদের গলা জড়িয়ে ধরে। কিন্তু তখনও তার মন ও ইচ্ছাশক্তি পুরোপুরি সক্রিয় রয়েছে।

‘যেকোন উপায়ে রেন বোসকে বাঁচাতে হবে! তিনি বিজ্ঞানীদের রত্ন...’

‘আমরা তা জানি। পাঁচ জন ডাক্তার চিকিৎসা শুরু করেছে। তাঁর ওপর অস্ত্রোপচারের একটি নির্বীজিত তাঁবু টাঙান হয়েছে। রক্তদাতা দুজন স্বেচ্ছাসেবী তার পাশে শুয়ে আছে। কৃত্রিম হৃৎপিণ্ড, যকৃৎ ও টিরাট্রন ইতিমধ্যেই কাজ শুরু করেছে।’

‘আমাকে একটু টেলিফোন ঘরে নিয়ে চলুন। সমস্ত পৃথিবী সংযোগকারী সুইচটি টিপে দেন। উত্তর অঞ্চলের তথ্যকেন্দ্রকে ডাকুন। ৫৭ নং কৃত্রিম উপগ্রহের অবস্থা কী?’

‘কৃত্রিম উপগ্রহটিকে ডেকে কোন উত্তর পাই নি।’

‘দূরবীনগুলি কি ঠিকমতো কাজ করছে?’

‘হ্যাঁ, করছে।’

'দূরবীন দিয়ে কৃত্রিম উপগ্রহটিকে খুঁজে নিন এবং ইলেক্‌ট্রনিক ইনভারটর দিয়ে সর্বাপেক্ষা পরিবর্ধিত আকারে কৃত্রিম উপগ্রহটিকে ভাল করে পরীক্ষা করে দেখুন।'

উত্তরাঞ্চলীয় তথ্যকেন্দ্রের রাতের অপারেটর পর্দার দিকে তাকায়। তার চোখে পড়ে রক্তমাখা একটি মুখ, চোখদু'টি ছলছল করছে। ম্‌ভেন মাসকে চিনতে বেশ কিছুক্ষণ লাগল তার, যদিও বহির্জাগতিক স্টেশনগুলির অধ্যক্ষ হিসেবে সমগ্র গ্রহে সে সুপরিচিত।

'আমি চাই জ্যোতির্বিজ্ঞান পরিষদের সভাপতি গ্রোম ওর্ম আর মনোবিদ এভ্‌দা নাহ্‌লকে।'

অপারেটর মাথা নেড়ে সুইচ টিপে আর স্মৃতিযন্ত্রের ভার্ণিয়েরের স্কেল নিয়ে কাজ করতে থাকে। এক মিনিটের মধ্যে উত্তর এল।

'গ্রোম ওর্ম লেখাপড়ায় ব্যস্ত। তিনি পরিষদেই রাত কাটাচ্ছেন। পরিষদকেই ডাকব কি?'

'হ্যাঁ, তাদের ডাকুন, আর এভ্‌দা নাহ্‌ল?'

'তিনি আয়র্ল্যাণ্ডে ৪১০ নং স্কুলে আছেন। তাঁকে দরকার হলে ডাকতে পারি, টেলিফোন স্টেশন নম্বর...' একটুখানি থেমে অপারেটর অনুচিত্র দেখে বলে, 'টেলিফোন স্টেশন নং ৫৬৫৪ SP!'

'তাঁকে খুবই প্রয়োজন! এটা জীবনমৃত্যুর প্রশ্ন!'

অপারেটর তার সামনের অনুচিত্র থেকে মুখ তুলে তাকাল।

'কোন দুর্ঘটনা ঘটেছে কী?'

'অত্যন্ত মারাত্মক ধরনের দুর্ঘটনা!'

'তা হলে আমার সব কাজ সহকারীকে দিচ্ছি। আমি নিজে আপনার কাজেই লেগে থাকব। একটু অপেক্ষা করুন!'

নিজের দৈহিক ও চিন্তাশক্তিকে পুনরুজ্জীবিত করার জন্য

ম্ভেন মাস একটা আরাম কেদারায় বসে। মানমন্দিরের অধ্যক্ষ ছুটতে ছুটতে ঘরে এল।

‘৫৭ নং কৃত্রিম উপগ্রহের অবস্থা জানা গেছে। সেটির কোন অস্তিত্ব নেই!’

ম্ভেন মাস লাফিয়ে উঠল, যেন তার কোন আঘাতই লাগে নি।

‘মহাকাশযানগুলি অবতরণের জন্য জেটির মতো যে জায়গাটি ছিল তারই একটি অংশ সেই কক্ষপথে আছে। হয়তো বা আরও কয়েকটি ছোট টুকরো রয়েছে, কিন্তু সেগুলি এখনও আবিষ্কৃত হয় নি।’

‘তা হলে সেখানকার পর্যবেক্ষকেরা...’

‘নিশ্চয়ই মারা গেছে!’

ম্ভেন মাস মুষ্টিবদ্ধ হাতে চেয়ারের মধ্যে এলিয়ে পড়ল। কয়েক মিনিটের বেদনাময় স্তব্ধতার পর আবার পর্দাটি আলোকিত হয়ে ওঠে।

‘পরিষদের ট্রান্সমিটারে এসেছেন গ্রোম ওর্ম।’ এই বলে অপারেটর একটি হাতল দিল ঘুরিয়ে।

পর্দায় ভেসে উঠল মৃদু আলোয় উদ্ভাসিত একটি বিরাট হল। তার পরই দেখা গেল জ্যোতির্বিজ্ঞান পরিষদের সভাপতি গ্রোম ওর্মের সুপরিচিত মুখ। সভাপতির মুখখানা ধারাল, নাকটি ঈগলের ঠোঁটের মতো বাঁকান, সংশয়-ভরা ভুরুর তলায় গভীর দু'টি চোখ, চাপা ওষ্ঠে প্রশ্ন।

গ্রোম ওর্মের সামনে ম্ভেন মাস দুষ্টু ছেলের মতো মাথা নত করল।

‘এক্ষুনি ৫৭ নং কৃত্রিম উপগ্রহটি ধ্বংস হয়ে গেছে!’ জলে ঝাঁপ দেবার মতো নিজের দোষ স্বীকারের জন্য ম্ভেন মাস কথাটি বলে ফেলে।

সভাপতি চমকে উঠলেন। মুখখানা যেন আরও লম্বা হয়ে উঠল।

'কিভাবে?'

সংক্ষেপে কিন্তু বিশদভাবে সবই তাঁকে জানাল ম্‌ভেন মাস। বেআইনী পরীক্ষার কথা না লুকিয়ে বা নিজেকে কোনক্রমে অব্যাহতি না দিয়ে সে সবই বলল। সভাপতির ভ্রূ কুঞ্চিত হয়ে উঠল, ঠোঁটের কোণে গভীর বলিরেখা দেখা দিল, কিন্তু দৃষ্টি তখনও প্রশান্ত।

'একটু রোসুন। রেন বোসের চিকিৎসার ব্যবস্থাটা আমি দেখছি। আপনার কি মনে হয় আফ্‌ নুট...'

'হ্যাঁ, আফ্‌ নুটকে যদি পেতেন!'

পর্দাটি অন্ধকার হয়ে গেল। অনেকক্ষণ কেটে গেল। ম্‌ভেন মাস শেষ শক্তি সঞ্চয় করে নিজেকে সংযত করে রাখে। শিগগিরই সে ভাল হয়ে উঠবে... হ্যাঁ, গ্রোম ওর্ম এসে যাচ্ছেন!

'আফ্‌ নুটকে পেয়েছি, তাঁকে একটি আন্তর্গ্রহযান দিয়েছি। তাঁর যন্ত্রপাতি আর সহকারীদের ঠিক করতে ঘণ্টাখানেক লাগবে। দু'ঘণ্টার মধ্যে তিনি আপনাদের মানমন্দিরে পৌঁছে যাবেন। ভারী মালপত্র পিরবহনের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাগুলি সেরে রাখুন। এবার আপনার কথায় আসা যাক—পরীক্ষা কি সফল হয়েছে?'

এই প্রশ্নে ম্‌ভেন মাস অবাক হয়ে গেল। সন্দেহ নেই সে এপ্‌সিলোন তুকানা প্রত্যক্ষ করেছে। কিন্তু এক দুরধিগম্য সুদূর জগতের সঙ্গে এটা কি প্রকৃত কোন সংযোগ স্থাপন কিম্বা তার দেহের ওপরে এই পরীক্ষার কোন মারাত্মক ফলের সঙ্গে কোন কিছু দেখার উদগ্র বাসনার সমাবদ্ধজাত মায়া? সে কি সমস্ত পৃথিবীর সামনে এ কথা ঘোষণা করতে পারে

যে এই পরীক্ষা সফল হয়েছে এবং আবার সেই পরীক্ষা চালাবার জন্য নতুন প্রচেষ্টা, নতুন আত্মত্যাগ এবং আরও অর্থব্যয়ের সিদ্ধান্ত ন্যায্য হবে! সে কি বলতে পারে যে রেন বোসের আবিষ্কৃত পদ্ধতিটি পূর্বসূরীদের অনুসৃত পদ্ধতির চাইতে বেশী সাফল্যজনক? অন্য কারও জীবনের ঝুঁকি নেবার আশঙ্কায় তারা দু'জনেই বোকার মতো একান্তে এই পরীক্ষা চালিয়েছে, মাত্র দু'জনেই! কিন্তু কি দেখেছে রেন? সে কি বলতে পারে সবাইকে?.. যদি সে কিছু দেখেও থাকে?.. যদি বাকশক্তি ফিরে পায়?..

আরও সোজা হয়ে দাঁড়ায় ম্ভেন মাস।

'পরীক্ষা যে সফল হয়েছে তার কোন প্রমাণ নেই আমার কাছে। রেন বোস কি দেখেছেন আমি জানি না...'

গ্রোম ওর্মের মুখে দুঃখের ভাব ফুটে উঠল। মিনিটখানেক আগে তিনি শুধু মনোযোগ দিয়ে শুনছিলেন, এখন কঠোর হয়ে উঠলেন।

'কী করতে বলেন আপনি?'

'স্টেশনগুলির ভার জুনিয়াস আন্তাসের হাতে দেবার জন্য আমাকে এক্ষুনি অনুমতি দিন। সেগুলির পরিচালনার উপযুক্ত আমি আর নই। তারপর আমি রেন বোসের সঙ্গে শেষপর্যন্ত থাকতে চাই...' একটু আমতা-আমতা করে সে বলে, 'যতদিন তাঁর অস্ত্রোপচার না হচ্ছে। তারপর... তারপর 'বিস্মরণ-দ্বীপ'-এ গিয়ে বিচারের অপেক্ষা করব। আমি নিজেই নিজেকে দোষী সাব্যস্ত করেছি!'

'সম্ভবত আপনি ঠিক বলেছেন। কতকগুলি পরিস্থিতি আমার কাছে খুব স্পষ্ট নয়, সেজন্য আমার রায় আমি এখন দিচ্ছি না। জ্যোতির্বিজ্ঞান পরিষদের পরবর্তী সম্মেলনে আপনার কৃতকার্যের বিচার হবে। আপনার পদের জন্য কাকে

সবচাইতে যোগ্য মনে করেন আপনি—বিশেষ করে কৃত্রিম উপগ্রহটি পুনর্নির্মাণের সর্বপ্রথম কাজের জন্য?'

'দার ভেতেরের চাইতে অন্য কেউ উপযুক্ত হবে বলে আমার জানা নেই!'

পরিষদ সভাপতি মাথা নেড়ে সায় দিলেন। কিছুক্ষণ তিনি আফ্রিকার মানুষটির প্রতি এমনভাবে তাকিয়ে রইলেন যেন কিছু বলবেন, কিন্তু শেষে বিদায় সম্ভাষণ জানালেন। পর্দাটি ঠিক সময়েই অন্ধকার হয়ে গেল, কারণ তখনই ম্‌ভেন মাসের চোখে সবকিছু আবছা হয়ে আসছিল।

'আপনি নিজেই এভ্‌দা নাহ্‌লকে বলবেন।' পাশে দাঁড়ান মানমন্দিরের অধ্যক্ষকে ফিসফিস করে কথা কটি বলে সে পড়ে গেল। কয়েকবার ওঠার ব্যর্থ চেষ্টা করে সে সংজ্ঞা হারাল।

তিব্বতী মানমন্দিরে সমস্ত আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দু এখন মঙ্গোলীয় আকৃতির বেঁটে খাটো একটি আমুদে মানুষ। তার প্রত্যেকটি কথা ও কাজ যেন অনুজ্ঞামূলক। তার সঙ্গে যেসব সহকারী এসেছে তারা স্বেচ্ছায়, সানন্দে তার আদেশ পালন করছে, অতীত দিনের সৈন্যেদের মতো। অবশ্য শিক্ষকের এই কর্তৃত্ব কখনই তাদের নিজস্ব চিন্তাধারা ও উদ্যমকে দমিত করে রাখে নি। তারা দৃঢ়চিত্ত অভিন্নমত মানুষের একটি দল, যারা মানুষের সবচাইতে মারাত্মক ও দুর্নিবার শত্রু—মৃত্যুর সঙ্গে লড়তে সক্ষম।

রেন বোসের বংশগতির বিবরণী এখনও পাওয়া যায় নি শুনে আফ্‌ নুট উষ্মা প্রকাশ করল। কিন্তু এভ্‌দা নাহ্‌ল সেটা তৈরী করে নিজেই নিয়ে আসছে শুনে তক্ষুণি আবার শান্ত হয়ে গেল।

বিবরণীটি কেন দরকার এবং রেন বোসের পূর্বপুরুষেরা

কিভাবে এই ব্যাপারে সাহায্য করতে পারে সেকথা জানতে চাইল মানমন্দিরের অধ্যক্ষ। আফ্ নুট ধূর্তের মতো চোখদু'টি তুলল, যেন অত্যন্ত গোপনীয় কিছু প্রকাশ করতে যাচ্ছে।

'প্রত্যেক মানুষের বংশগতির গঠন সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান থাকলে তার মনস্তাত্ত্বিক গঠন সম্পর্কে ধারণা করা যায় এবং সেক্ষেত্রে ভবিষ্যদ্বাণীও সম্ভবপর হয়। তাছাড়া তার স্নায়বিক শারীরবৃত্তীয় বিশেষত্ব, দেহকোষগুলির প্রতিরোধ-ক্ষমতা, ঘাতের সূক্ষ্ম অনুভূতি, কোন ওষুধের প্রতি এলার্জি ও রোগের অনাক্রম্যতা প্রভৃতি সম্পর্কেও জরুরী তথ্যাদি তাতে পাওয়া যায়। বংশগতির গঠন সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান না থাকলে এবং পূর্বপুরুষদের বসবাসের পরিবেশে জানা না থাকলে সঠিক চিকিৎসা পদ্ধতি নিরূপণ করা যায় না।'

অধ্যক্ষ আরও প্রশ্ন জিজ্ঞেস করতে যাচ্ছিল। আফ্ নুট তাতে বাধা দিল।

'স্বাধীন চিন্তার খোরাকের মতো যথেষ্ট উত্তর দিয়েছি। এখন আর আমার সময় নেই!'

অধ্যক্ষ ক্ষমা চেয়ে কী যেন বিড়বিড় করল। সেকথা শোনার জন্য সার্জন দাঁড়াল না।

পর্বতের পাদদেশে একটি সুবহ অস্ত্রোপচার-কক্ষ তৈরী হল। এতে জল, বিদ্যুৎ, চাপপিষ্ট বায়ুর ব্যবস্থা থাকল। সাহায্য করতে এগিয়ে এল বহু কর্মী। এটি নির্মিত হয়ে গেল ঘণ্টা তিনেকের মধ্যে। আফ্ নুটের সহকর্মীরা স্বেচ্ছাকর্মীদের মধ্য থেকে পনের জন ডাক্তারকে বেছে নিল। দ্রুত নির্মিত সার্জিকাল ক্লিনিকের কাজ চালাবে তারা। সম্পূর্ণ নির্বীজিত প্লাস্টিকের স্বচ্ছ গম্বুজের মধ্যে রেন বোসকে নিয়ে আসা হল। বিশেষ পরিস্রুতের সাহায্যে আচ্ছাদনের মধ্যে নির্বীজিত বায়ু প্রবেশ করান হল। আফ্ নুট ও তার চার জন সহকর্মী অস্ত্রোপচার-

কক্ষের প্রথম অংশে প্রবেশ করে কয়েক ঘণ্টা অপেক্ষা করে। শ্বাস-প্রশ্বাসও নির্বীজিত না হওয়া পর্যন্ত সেখানে জীবাণুনাশক তরঙ্গ ও ওষুধ মিশ্রিত বায়ুতে তাদের থাকতে হয়। ইতোমধ্যে রেন বোসের দেহটা ঠাণ্ডায় জমিয়ে নেয়া হয়েছে। এবার গভীর আস্থার সঙ্গে তারা দ্রুত কাজ শুরু করল।

ভেঙে যাওয়া হাড় ও ছেড়া ধমনীগুলিকে ট্যানটেলাম হুক ও পাত দিয়ে জোড়া দেয়া হল। এতে কোষকলা উত্তেজিত হয় না। ক্ষতবিক্ষত অন্ত্র ও পাকস্থলী আফ্ নুট বেছে ফেলে, পচন ধরা অংশগুলি তাড়াতাড়ি সরিয়ে বাকীগুলি সেলাই করে নিরাময়-দ্রবণ B৩১৪-তে সেগুলি ডুবিয়ে রাখা হয়। দ্রবণটি মানুষের দেহবস্তুর সঙ্গে সঙ্গতি রক্ষাক্রমে তৈরী। তারপর দুরূহতম কাজটি শুরু হয়। সে পাঁজরগুলোর নীচ থেকে কালো হয়ে উঠা যকৃৎটি বের করে, পাঁজরের হাড়ের ভাঙা টুকরোয় সেটি ছেঁদা হয়ে গেছে। তার সহকারীরা সেটিকে যথাস্থানে তুলে ধরলে সে অনুবেদী ও পার্শ্ব-অনুবেদী স্নায়ুতন্ত্রের স্বশাসিত সূক্ষ্ম কৈশিক স্নায়ুগুলি চিকিৎসার পর সেগুলি পেছনের সঠিক জায়গায় টেনে বসায়। এই সূক্ষ্ম স্নায়ুশাখার সামান্যতম ক্ষতিও খুবই মারাত্মক। বিদ্যুৎগতিতে সার্জন যকৃৎ শিরাটি কেটে ফেলে তার দুই প্রান্তে কৃত্রিম রক্তনালী যুক্ত করে দেয়। ধমনীটির ক্ষেত্রেও এরই পুনরাবৃত্তি করা হয় এবং পৃথক করা যকৃৎটিকে সে B৩১৪ দ্রবণের পাত্রে রাখে। পাঁচ ঘণ্টা অস্ত্রোপচারের পর রেন বোসের সবক'টি আহত প্রত্যঙ্গ বিভিন্ন পাত্রে রাখা হয়। রোগীর নিজের হৃৎপিণ্ডের দ্বারা পাম্প-করা কৃত্রিম রক্ত সারা শরীরে সঞ্চালিত হতে থাকে। তাছাড়া একটি ছোট্ট পাম্পও কৃত্রিম অতিরিক্ত হৃৎপিণ্ডের কাজ করে চলে। এই বিচ্ছিন্ন প্রত্যঙ্গগুলি সেরে না ওঠা অবধি এবার তাদের অপেক্ষা করতে হবে। গ্রহের

সার্জিক্যাল ভাণ্ডার থেকে অপর একটি যকৃৎ সহজেই আফ্‌নুট বসিয়ে দিতে পারে না। কাজটি আরও অনুসন্ধান সাপেক্ষ এবং রোগীর এই অবস্থায় অত দেরীও সম্ভব নয়।

দেহটিকে তখন ব্যবচ্ছিন্ন লাসের মতোই দেখাচ্ছিল।

অস্ত্রোপচার-কক্ষের দরজাটি সশব্দে খুলে গেল। ঘুম ভাঙা শিকারী পশুর মতো আফ্‌ নুট তার শরীরটাকে খাড়া করল। রক্তমাখা শরীরে সহকারীদের সঙ্গে সে এগিয়ে এল। ক্লান্ত ও বিবর্ণ এভ্‌দা নাহ্‌ল এসেছে। সে রেন বোসের বংশগতির বিবরণী এনেছে। ছোঁ মেরে নিয়ে সেটি দেখতে থাকে আফ্‌নুট। স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বলে:

'মনে হয় সব ঠিক হয়ে যাবে। এসো একটু বিশ্রাম নেওয়া যাক।'

'কিন্তু... যদি তিনি জেগে উঠেন?'

'এসো তো দেখি! জাগতে তিনি পারেন না। তুমি কি ভাবো আমরা এত গর্দভ যে সেই ব্যবস্থাটাও করি নি?'

'ক'দিন অপেক্ষা করতে হবে আমাদের?'

'চার কি পাঁচ দিন। জীববিদ্যাগত অনুসন্ধান এবং হিসেব নির্ভুল হয়ে থাকলে দেহের সমস্ত অংশগুলি যথাস্থানে রেখে আমরা আরেকটি অস্ত্রোপচার করতে পারব। তারপরই... আসবে জ্ঞান ফিরে...'

'আপনি কতদিন এখানে থাকতে পারবেন?'

'প্রায় দিন দশেক। সৌভাগ্য যে আমার অধ্যাপনার কাজে যখন বিরতি চলছে ঠিক তখনই বিপর্যয়টি ঘটল। এই সুযোগে তিব্বতটা দেখে নেব, আগে এখানে কখনো আসি নি। আমার বরাতই এই যে সবচাইতে জনবহুল অঞ্চলেই আমাকে থাকতে হয়।'

এভ্‌দা নাহ্‌ল শ্রদ্ধার সঙ্গে সার্জনের দিকে তাকায়। আফ্‌নুটের মুখে বিষণ্ন হাসি।

'দেবমূর্তির দিকে আগেকার মানুষ যেভাবে তাকাত তুমিও যেন প্রায় সেভাবে দেখছো আমাকে। আমার কোন বুদ্ধিমতী শিষ্যার পক্ষে এটা শোভন নয়।'

'সত্যিই, একটু অসামান্য রূপেই আপনাকে দেখছি। আমার প্রিয়জনকে জীবনে এই প্রথম একজন সার্জনের হাতে সঁপে দিতে হয়েছে। আপনার জ্ঞান ও অতুলনীয় দক্ষতা সংশ্লেষিত কলাকৌশলের পরিচয় যারা পেয়েছে তাদের অনুভূতি আমি বেশ বুঝতে পারি।'

'ভাল কথা! তারিফ যদি করতেই হয়, করো। তোমার পদার্থবিদের ওপর শুধু দ্বিতীয় নয়, তৃতীয় অস্ত্রোপচারেরও সময় আমি পাব...'

'তৃতীয় অস্ত্রোপচার! সে আবার কী?' সতর্ক এভ্‌দা নাহ্‌ল প্রশ্ন করে। অবশ্য তখনই আফ্‌ নুট মানমন্দিরের পথের দিকে তার দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

জবুথবু ম্‌ভেন মাস মাথা নীচু করে নেমে আসছে।

'এই যে, আমার বিদ্যার আরেকজন অনিচ্ছুক সমঝদার। যদি একান্তই ঘুম আপনার না আসে তবে ওঁর সঙ্গে কথা বলুন। আমাকে ঘুমুতেই হবে।'

একটা পাহাড় ঘুরে ডাক্তারদের অস্থায়ী আবাসের দিকে সার্জন অদৃশ্য হয়ে গেল। দূর থেকে ম্‌ভেন মাসকে খুবই বিশ্রী দেখাচ্ছিল... সে যেন আরও বুড়িয়ে গেছে। আফ্‌ নুটের কাছ থেকে জানা সবই এভ্‌দা তাকে বলে। আফ্রিকার মানুষটি স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে।

'তাহলে দশ দিনের মধ্যে আমি চলে যাব!'

'এটা কি আপনি সঠিক কাজ করছেন, ম্‌ভেন? গভীর

আঘাতের জন্য আমার বুদ্ধিসুদ্ধি এখন ঠিক নেই, তবুও আমার মনে হচ্ছে না যে এমন শাস্তি পাবার মতো গুরুতর অপরাধ আপনি করেছেন।'

দুঃখে ভ্রূ কুঁচকাল ম্‌ভেন মাস।

'রেন বোসের চমৎকার তত্ত্বটি আমাকে দারুণ প্রভাবিত করেছিল। কিন্তু প্রথম পরীক্ষায় সারা পৃথিবীর সমস্ত শক্তি ব্যবহার করার অধিকার আমার ছিল না।'

বাধা দিয়ে এভ্‌দা বলে, 'রেন বোসের মতে এর চাইতে কম শক্তিতে চেষ্টাটি সফল হওয়ার সম্ভাবনা ছিল না।'

'সে কথা সত্যি। তবে প্রথমটায় আমাদের পরোক্ষ পরীক্ষার কাজ চালান উচিত ছিল। অধৈর্যে আমি উন্মত্ত হয়ে উঠেছিলাম, অনেক বছর অপেক্ষার সবুর সয় নি। বাক্য ব্যয় বৃথা। পরিষদ আমার সিদ্ধান্ত সমর্থন করবে এবং 'সম্মান ও ন্যায় সংস্থা' তা বাতিল করবে না।'

'আমি নিজেও 'সম্মান ও ন্যায় সংস্থা'-র একজন সদস্যা!'

'আপনি ছাড়া সেখানে আরও দশ জন আছেন। তাছাড়া আমার ঘটনাটি সমগ্র গ্রহেরই আলোচ্য বিষয়। 'উত্তর ও দক্ষিণ সংস্থা'-র যুক্ত বৈঠকে এ সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত নেয়া হবে। অর্থাৎ আপনি ছাড়া আরও একুশ জন থাকছেন...'

আফ্রিকার মানুষটির কাঁধে এভ্‌দা নাহ্‌ল তার হাত রাখে।

'চলুন, ম্‌ভেন, একটু বসি। আপনি দুর্বল, দাঁড়াতে পারছেন না। এটা জানেন, রেন বোসকে যখন ডাক্তাররা প্রথম দেখে তখন তারা মৃত্যু ঘোষণার জন্য একটি আলোচনা বৈঠক ডাকতে চেয়েছিল?'

'জানি। সেখানে কম সদস্যই উপস্থিত ছিলেন। সব ডাক্তারই

রক্ষণশীল। তদ্যাবধি অপরিবর্তিত একটি প্রাচীন বিধি অনুসারে একটি রোগীকে সহজে মৃত বলে ঘোষণা করতে বাইশ জন লোককে সিদ্ধান্ত নিতে হয়।'

'কিছুকাল আগে পর্যন্ত মৃত্যু ঘোষণা করতে ষাট জন চিকিৎসককে সিদ্ধান্ত নিতে হত!'

'এটা সেই অতীত কালের জের, যখন একজন রোগীকে যন্ত্রণা থেকে অব্যাহতি দেবার অধিকার অপব্যবহারের ভয় ছিল। তখন ডাক্তারেরা রোগীকে দীর্ঘকাল অহেতুক যন্ত্রণা ভোগ করাত, আত্মীয়দের অযথা মানসিক যন্ত্রণার মধ্যে রাখত। যদিও সে সব ক্ষেত্রে রোগীর বাঁচার বিন্দুমাত্র আশা থাকত না এবং মৃত্যুই পরিত্রাণের দ্রুত সহজ পথ হত। কিন্তু সেই চিরাচরিত প্রথাও কিন্তু এক্ষেত্রে খুবই কাজে লেগেছে। ওরা দু'জন কম থাকায় আমি আফ্ নুটকে আনতে পেরেছি। সেজন্য ধন্যবাদ গ্রোম ওর্মকে।'

'সে কথাটিই আপনাকে স্মরণ করাতে চেয়েছি। আপনার নিজের সামাজিক মৃত্যুর সিদ্ধান্ত কিন্তু নিয়েছে একটি মাত্র লোক!'

এভ্দার হাতখানা তুলে ঠোঁটের কাছে নিল ম্ভেন মাস। আন্তরিক বন্ধুত্ব প্রকাশের এই মনোভাবে সে সম্মতি দিল। নৈতিক দায়িত্ববোধপীড়িত শক্তিশালী মানুষটির কাছে এই মুহূর্তে এভ্দাই একমাত্র বান্ধবী। একমাত্র কি?.. যদি কারা থাকত? না, কারাকে অভ্যর্থনার জন্য আফ্রিকার মানুষটির প্রয়োজন হত প্রচণ্ড নৈতিক শক্তির। এখনও এই শক্তি সে ফিরে পায় নি। রেন বোসের রোগমুক্তি ও জ্যোতির্বিজ্ঞান পরিষদের বৈঠক পর্যন্ত এমনই চলুক!

প্রসঙ্গ বদলের জন্য এভ্দা বলে:

'রেন বোসের তৃতীয় অস্ত্রোপচার সম্পর্কে জানেন কি?'

ম্ভেন এক মুহূর্ত ভাবল, আফ্ নুটের সঙ্গে আলোচনার কথাটা মনে এল।

'রেন বোসের দেহটি অস্ত্রোপচারের ফলে উন্মুক্ত হবার পর এনট্রপিপৃক্ত অঙ্গগুলি শোধনের সুযোগ আফ্ নুট নিতে চান। সাধারণত কাজটি করা হয় ভৌত-রাসায়নিক চিকিৎসা পদ্ধতিতে এবং সময় লাগে প্রচুর। কিন্তু এই ধরনের বিস্তৃত অস্ত্রোপচারে কাজটি অতি দ্রুত ও নিখুঁতভাবে শেষ করা যায়।'

দেহের এনট্রপি শোধন — মানুষের দীর্ঘ পরমায়ুর ভিত্তি সম্পর্কে তার জানা সবকিছু নিয়েই ভেবে দেখল এভ্দা নাহ্ল। মাছ থেকে বৃক্ষবাসী প্রাণী পর্যন্ত মানুষের অতীত পূর্বপুরুষেরা প্রাচীন শারীরবৃত্তীয় গঠনের কতকগুলি দ্বান্দ্বিক চিহ্ন তার দেহে রেখে গেছে। সেগুলির প্রত্যেকটিরই এনট্রপির জের-সৃষ্টির কতকগুলি বিশেষ পদ্ধতি রয়েছে। বার্ধক্য ও রোগের উৎসস্বরূপ এনট্রপি সঞ্চয়ের প্রাচীন কেন্দ্রগুলি সম্পর্কে হাজার হাজার বছর ধরে গবেষণা চলে। ফলত, রাসায়নিক ও রশ্মি চিকিৎসার সাহায্যে বিস্তৃত শোধন এবং তরঙ্গস্নানে জরাগ্রস্ত উদ্দীপনা সঞ্জীবনের পদ্ধতি উদ্ভাবিত হয়েছে।

ভিন্ন স্থান থেকে আসা এবং ভিন্ন বংশগতিবাহী পিতামাতা দ্বারা জনিত হওয়ার ফলেই প্রকৃতির মধ্যে জীব সঞ্চিত এনট্রপি থেকে মুক্ত থাকে। এনট্রপির বিরুদ্ধে বংশগতি নিয়ে এই খেলা ও পারিপার্শ্বিক জগৎ থেকে নতুন শক্তি আত্তীকরণের কাজটি বিজ্ঞানের এক দুরূহ রহস্য। এই রহস্যভেদের জন্য হাজার হাজার বছর ধরে জীববিদ, পদার্থবিদ, প্রত্নতাত্ত্বিক এবং গণিতজ্ঞরা সংগ্রাম চালিয়ে যাচ্ছে এবং কিছুটা সাফল্য অর্জিত হয়েছে। আজ মানুষের পরমায়ু বেড়েছে প্রায় দু'শো বছর এবং আরও বড় কথা জরা নিশ্চিহ্ন করা গেছে।

মনস্তাত্ত্বিকের চিন্তার ধারা ম্ভেন মাস অনুমান করে বলে,

'আমি ভাবছি আমাদের জীবনের নতুন ও প্রচণ্ড দ্বন্দ্বের কথা। বলছিলাম, জীববিদ্যার অবদান দেহকে নতুন শক্তিতে সঞ্জীবিত করে তোলে আর মস্তিষ্কের ক্রমবর্ধমান সৃষ্টিশীল ক্রিয়া মানুষকে দ্রুত ক্ষয় করে ফেলে। পৃথিবীর বিধানে সবকিছুই কেমন জটিল!'

এভ্‌দা নাহ্‌ল সায় দিয়ে বলে, 'কথাটা ঠিক। মানুষের তৃতীয় সাঙ্কেতিক তন্ত্রের (২৬) ক্রমবিকাশে পেছিয়ে থাকার কারণটাও তাতে ব্যাখ্যা করা যায়। অন্যের চিন্তা বুঝতে পারা মানুষের পারস্পরিক যোগাযোগের পক্ষে অত্যন্ত সহায়ক। কিন্তু এতে বিপুল শক্তিব্যয় হয়, নিবারক স্নায়ুকেন্দ্রগুলিও দুর্বল হয়ে পড়ে। এই শেষোক্তটি অত্যন্ত বিপজ্জনক।'

'স্নায়ুর ওপর প্রচণ্ড চাপের দরুন বেশীর ভাগ মানুষ, প্রকৃত কর্মীরা পরমায়ুর মাত্র অর্ধেক সময় বাঁচে। যত দূর মনে হয়, মানুষকে কাজ করতে নিষেধ না করে, শুধু চিকিৎসায় এটা বন্ধ করা যাবে না। কিন্তু কয়েকটা বাড়তি বছরের পরমায়ুর জন্য কে আর কাজ ছেড়ে দেবে?'

'কেউই না। এটাই তো স্বাভাবিক। সে সব মানুষই মৃত্যুকে ভয় করে, জীবনকে আঁকড়ে থাকতে চায়, যাদের জীবন কেটেছে নিঃসঙ্গতায় এবং অনাস্বাদিত আনন্দের বেদনাময় প্রত্যাশায়।' বলে এভ্‌দা নাহ্‌ল। অনিচ্ছা সত্ত্বেও কথাটি তার মনে হল যে, 'বিস্মরণ-দ্বীপ'-এ মানুষ অপেক্ষাকৃত দীর্ঘকাল বাঁচে।

ওর অব্যক্ত চিন্তার রেশ আবার ধরে ফেলে ম্‌ভেন মাস। মানমন্দিরে ফিরে বিশ্রাম নেবার জরুরী প্রস্তাব দেয় সে। সম্মত হয় এভ্‌দা।

...মাস দুয়েক পর 'তথ্য-ভবন'-এর ওপরকার হলে কারা নন্দীকে দেখতে পায় এভ্‌দা নাহ্‌ল। লম্বা লম্বা থামওয়ালা 'তথ্য-ভবনটি' অনেকটা গথিক গির্জার মতো। উঁচু জানলা দিয়ে

সূর্যের তীর্যক রশ্মি হলের ওপর দিকটা আলো করেছে, তাই সেখানে উষ্ণ উজ্জ্বলতা আর নীচে গোধূলির আবছা আঁধার।

সে দু'খানি হাত পেছনে রেখে থামে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে, পাদু'টি আড়াআড়িভাবে রাখা। তার সাদাসিধে পোশাক চমৎকার, নীল পাড়ের ধূসর স্কার্ট আর আঁটসাঁট কাঁচুলি।

এভ্‌দা এগিয়ে আসতে কারা ঘাড় ফেরায়, বিষণ্ণ চোখদু'টি প্রাণবন্ত হয়ে উঠে।

'এখানে করছেন কি, কারা? ভাবলাম বুঝি আমাদের অবাক করে দেবার মতো কোন নাচের মহলা দিচ্ছেন।'

গম্ভীরভাবে বলে কারা, 'নাচ—সে অতীতের কথা। অভ্যস্ত একটি কাজই খুঁজছি। সেলিবিসের কাছে দক্ষিণ মহাসাগরে কৃত্রিম চামড়ার কারখানায় একটি পদ খালি আছে। প্রাচীন আটাকামা মরুভূমিতে বারমেসে ফসল চাষের কেন্দ্রেও আরও একটি কাজ আছে। আগে আট্‌লাণ্টিকে কাজ করে বড় আনন্দ পেয়েছি। সমুদ্রের শক্তি আর আনুষঙ্গিক অভাবনীয় যোগাযোগ—সবকিছুই ছিল স্বচ্ছ, উজ্জ্বল ও আনন্দের। সমুদ্রের ঢেউয়ের সঙ্গে পাল্লা দেবার খেলায় কী আনন্দই না ছিল। প্রকাণ্ড সব ঢেউ যেন হাতছানি দিত—আর কাজটা সেরেই...'

'নিউ জিল্যাণ্ডে মনস্তাত্ত্বিক স্বাস্থ্যনিবাসে প্রথম কাজের কথা মনে এলে আমারও মনটা ভারী হয়ে উঠে। সেখানে এক সাধারণ নার্সের কাজ করতাম আমি। আর রেন বোস, তাঁর এই মারাত্মক দুর্ঘটনার পরও বলছেন যে, হেলিকপ্টার চলাচল নিয়ন্ত্রণের কাজে থাকার সময়ই নাকি তিনি ছিলেন সবচাইতে সুখী। কিন্তু এসব যে দুর্বলতা, কারা, আপনি নিশ্চয় তা স্বীকার করবেন। প্রচণ্ড কাজের চাপজনিত ক্লান্তির পরই আপনি শিল্পের উচ্চ স্তরে ওঠার তাগিদ অনুভব করেছিলেন।

আপনার প্রচণ্ড প্রাণশক্তিতে টান পড়লে অবস্থার আরও অবনতি ঘটবে। কিন্তু যতদিন তা বজায় থাকছে ততদিন আপনার সৌন্দর্য ও কলানৈপুণ্যের তারিফ করার আনন্দ থেকে আমরা যেন বঞ্চিত না হই।'

'ব্যাপারটা যে আমার কাছে কী তা আপনি জানেন না, এভ্‌দা। আমার প্রত্যেকটি নাচের প্রস্তুতিই এক আনন্দের গবেষণা। আমি খুব বুঝতে পারি যে আবার আমি উপহার দেব এমন কিছু যার উৎকর্ষ তাদের আনন্দে আপ্লুত করবে, তাদের আবেগের অন্তর্লোকে পেঁছিবে, আমার সমগ্র সত্তা ধন্য হবে। এই প্রকল্প রূপ দেয়ার মহেন্দ্রক্ষণে আবেগে সমগ্র সত্তাকে বিলিয়ে দিই, মেতে উঠি উদ্দাম উচ্ছল যৌবনোল্লাসে... আমার সেই উল্লাস সঞ্চারিত হয় দর্শকদের মধ্যে।'

'তারপর কী হয়? প্রপাত ধরণীতলে?'

'হ্যাঁ! আমি যেন হাওয়ায় মিলিয়ে যাওয়া একটি গানের মতো। সবার পরিত্যক্ত অদৃশ্য পৃথিবী থেকে দেশান্তরী হই আমি, কেবল যৌবনবন্দনা ভিন্ন প্রাপ্য আমার কিছুই থাকে না। বুদ্ধিদীপ্ত অমন কিছুই আমি সৃষ্টি করি না।'

'আপনি করেন তার চাইতেও বেশী। মানুষের হৃদয়ে আপনি আশ্চর্য কিছু রেখে যান।'

'এ সবই অবাস্তব, অস্থায়ী। আমি ভাবছিলাম নিজের কথাই।'

'কারা, কখনও কি প্রেমে পড়েছেন?'

ওর চোখের পাতা নেমে এল, চিবুকটি নিথর হল।

পাল্টা প্রশ্ন করে সে, 'আমাকে দেখলে কী মনে হয়?'

'বলছিলাম, কী প্রচণ্ড আবেগ আপনার, কিন্তু সবাই এর যোগ্য নয়।'

'জানি, কী বলতে চান আপনি। বুদ্ধির দৈন্যই আমার এই প্রবল আবেগের স্রষ্টা।'

'মূলত তাই। তবে আমার ব্যাখ্যা অন্য রকম। আপনার মধ্যে আবেগের প্রবল প্রাচুর্য আছে বলেই যে অন্য দিকগুলো খাটো হবে এটা কোন কথা নয়। অবশ্য দ্বন্দ্বের বিধানে স্বাভাবিকভাবেই সেগুলি একটু দুর্বল হবে। আমাদের কথাগুলো যেন একটু বিমূর্ত... আমাদের বাস্তব কিছু আলোচ্য আছে। ম্‌ভেন মাস...'

কারা একটু সঙ্কুচিত হল। এভ্‌দা নাহ্‌লের মনে হল যেন সে সাবধানতার আড়ালে আত্মগোপন করছে। কারাকে হাত ধরে সে নিয়ে গেল হলের এক পাশে যেখানে জানলার নীল-সোনালী রঙের সঙ্গে কালো কাঠের প্যানেলগুলি চমৎকার মানিয়েছে।

'সখি কারা, শুনুন। আপনি পার্থিব এক সূর্যমুখী, এক যুগ্মতারার গ্রহে রোপিতা। সেই আকাশে দু'টি সূর্য: একটি নীল অন্যটি লাল। কিন্তু ফুল জানে না সে কোনমুখী হবে। লাল সূর্যের কন্যা আপনি, দৃষ্টি আপনার নীলের দিকে কেন?'

তাকে সবলে কাঁধের কাছে টানে এভ্‌দা। কারাও হঠাৎ তার কাছ ঘেঁষে আসে। বিখ্যাত মনোবিদ ঘন চুলে হাত বুলিয়ে ভাবে হাজার হাজার বছরের প্রশিক্ষণে মানুষের সামান্য ব্যক্তিগত আনন্দ কিভাবে সাধারণের মহত্তর সম্পদে রূপান্তরিত হয়ে গেছে। কিন্তু মনের নিঃসঙ্গতাকে জয় করা এখনো কত দূরে, বিশেষত আবেগ ও অনুভূতি স্পন্দিত প্রাণোচ্ছল মানুষের ক্ষেত্রে। কিন্তু শুনিয়ে বলল, 'ম্‌ভেন মাস, জানেন তো তাঁর কী হয়েছে?'

'অবশ্যই জানি, তাঁর ব্যর্থ পরীক্ষার কথা নিয়ে সারা গ্রহেই তো আলোচনা চলছে।'

'আর আপনার মতটা কী?'

'সঠিক কাজই তিনি করেছেন!'

'আমারও তাই। আর সেজন্য তাঁকে 'বিস্মরণ-দ্বীপ' থেকে

মুক্ত করতে হবে। আজ থেকে এক মাস পর জ্যোতির্বিজ্ঞান পরিষদের বার্ষিক সভা। তাঁর অপরাধ আলোচনার পর পরিষদ সিদ্ধান্ত নেবে। তারপর সেটি যাবে 'সম্মান ও ন্যায় সংস্থা'-র কাছে। সংস্থাটি এই গ্রহের প্রত্যেকের স্বার্থের অভিভাবক। রায় উদার হবে, আমার এই ধারণার পক্ষে যথেষ্ট যুক্তি আছে। কিন্তু ম্ভেন মাসকে সেখানে উপস্থিত থাকতে হবে। যে মানুষটির আবেগ আপনারই মতো প্রচন্ড, সেই দ্বীপে তার দীর্ঘকাল থাকা উচিত নয়—বিশেষত যখন সে একা।'

'সত্যি, আমি যেন সেই সেকেলে মেয়েদের মতোই? একটা মানুষ কী করছে তার ওপরই আমার জীবনের সমস্ত পরিকল্পনা খাড়া করে ফেলেছি? হোক না সে আমারই পছন্দ করা!'

'না, কারা, ও কথা বলবেন না। আপনাদের দু'জনকেই দেখেছি একসাথে। এবং পরস্পরের কাছে আপনারা দু'জনে কী তাও জানি আমি। আপনার কাছ থেকে পালিয়ে থাকার জন্য, আপনার সঙ্গে দেখা না করার জন্য তাঁকে দোষ দেবেন না। কারা, সে আপনারই মতো, আপনাকে ভালবাসে বলেই তার পক্ষে আপনার কাছে আসা এত কঠিন। আজ যখন সে হেরে গেছে, বিচারের অপেক্ষা করছে, দ্বীপান্তরে যাবার কথা ভাবছে তখন আপনার মতো বিশ্ববন্দিত সুন্দরীর কাছে আসাটা তার পক্ষে কি সহজ?'

'সে কথা ভাবছি না, এভ্দা। সে ক্লান্ত এবং পরাজিত। আমার প্রয়োজন কি সে এখন অনুভব করে না? আমার আশঙ্কা, যে ভালবাসার জন্য আমরা উভয়েই উপযোগী সেজন্য বুদ্ধিগত নয়, আবেগগত আত্মিক উত্তরণের প্রয়োজনীয় ক্ষমতা সে এখন হারাতে পারে। সেই শক্তি যদি সে না পায় তবে দ্বিতীয় বারের মতো সে নিজের ওপর আস্থা হারাবে

এবং সেটিই হবে তার পক্ষে মারাত্মক। সেজন্যই আমি স্থির করেছি যে আটাকামা মরুভূমিতে যাওয়াটাই আমার পক্ষে ভাল।'

'আপনার কথাই ঠিক, কারা। কিন্তু সেটা একপেশে। আপনি ভুলে যাচ্ছেন তার নিঃসঙ্গতার কথা, ভুলে যাচ্ছেন আবেগবান মহৎ মানুষটির কথা, যে অকারণে মাথা পেতে আত্মদণ্ড গ্রহণ করেছে এবং যে এই পৃথিবী ত্যাগ করার পর আর কোন অবলম্বনই পাবে না। নিজেই আমি যেতাম সেখানে। কিন্তু রেন বোসের ভার রয়েছে আমার হাতে, এবং সে সবে সেরে উঠছে। গুরুতর আহত সে। তাকেই দেখতে হবে প্রথম। নতুন কৃত্রিম উপগ্রহ নির্মাণের ভার দেয়া হয়েছে দার ভেতেরকে। সে ম্‌ভেন মাসকে সেটুকু সাহায্য করবে। তার কাছে যাবার জন্য বলে আমি কোন ভুল করি নি। তার কাছ থেকে একটি শান্ত চাহনি, ভবিষ্যতের কোন পরিকল্পনা, ভালবাসা, কিছুই চাইবেন না। তাকে শুধু আপনার আশ্রয়টুকুই দেবেন। তার অপরাধবোধ থেকে তাকে মুক্ত করুন, তারপর তাকে ফিরিয়ে নিয়ে আসুন আমাদের পৃথিবীতে। সে কাজ করার মতো ক্ষমতা আপনার আছে, কারা। যাবেন আপনি?'

মেয়েটির হৃৎস্পন্দন ত্বরিত হল, জ্যেষ্ঠা নারীর প্রতি গভীর আস্থা জাগল, চোখ জলে ভরে উঠল।

'আজই যাব আমি!'

আবেগভরে কারাকে চুম্বন করল এভ্‌দা।

'ঠিক বুঝেছেন। ছুটে যেতে হবে আপনাকে। মণ্ডলাকৃতি পথে আমরা দু'জনেই যাব এশিয়া মাইনর। রোডস্‌ দ্বীপের এক স্বাস্থ্যনিবাসে আছে রেন বোস। আপনাকে পাঠাব দেইর-এস-সোহর-এ। সেখানে অস্ট্রেলিয়া-নিউজিল্যান্ড পথের কারিগরী ও প্রাথমিক চিকিৎসা সংস্থার জন্য একটি বিমান

ঘাঁটি রয়েছে। বেশ কল্পনা করতে পারি, নৃত্যশিল্পী কারাকে (হায় জীববিদ কারাকে নয়!) মনোমত যেকোন গন্তব্যে নিয়ে যেতে পাইলটের যে কী আনন্দ হবে।'

কেন্দ্রীয় কণ্ট্রোল রুম দেখার জন্য ১১৬/৭ নং ট্রেনের প্রধান অপারেটর এভ্‌দা নাহ্‌ল ও তার সঙ্গিনীকে আমন্ত্রণ জানায়। গাড়িগুলির ছাদ বরাবর সিলিকলোয়েড ঢাকা একটি বারান্দা ট্রেনের এক মাথা থেকে অপর মাথা পর্যন্ত ছড়ানো। সেখানে মেকানিকেরা অক্ষদণ্ডের তাপমাপক যন্ত্র, প্রত্যেকটি গাড়ির স্প্রীং ও কাঠামোর চাপ প্রভৃতি পরীক্ষা করে একপ্রান্ত থেকে অন্যপ্রান্তে ছুটছে। গাইজার কাউণ্টার পিচ্ছিলতা ও ব্রেকের কার্যকারিতার ওপর সতর্ক দৃষ্টি রাখছে। সর্পিল সিঁড়ি বেয়ে মহিলা দু'জন ওপরে উঠে বারান্দা দিয়ে প্রথম গাড়ির ডগার একটি বড় কেবিনে এল। রেল লাইনের বাইশ ফিট উঁচুতে একটি দীর্ঘবৃত্ত স্ফটিকাধারে ইলেকট্রনিক রবোট-ড্রাইভারের পিরামিডাকৃতি টুপির পাশে বসে আছে দু'জন মেকানিক। গাড়ির পাশের ও পেছনের সবকিছু অধিবৃত্তাকৃতি পর্দার ওপর তারা দেখছে। ছাতের ওপর বেতারের কম্পমান এরিয়াল। এগুলি এমন এক যন্ত্রের সঙ্গে সংযুক্ত যা মণ্ডলাকৃতি পথের পঞ্চাশ কিলোমিটার সামনে লাইনের ওপরকার যেকোন কিছুর অস্তিত্ব সম্পর্কে সতর্ক করে দেয়, যদিও এমন দুর্ঘটনার সম্ভাবনা অত্যন্ত অস্বাভাবিক।

মেকানিকদের আসনের আধ-মিটার উঁচুতে কেবিনের দেয়ালের একটি সোফায় এভ্‌দা ও কারা বসে পড়ে। তারা নিজেদের দিকে দ্রুত ধাবমান পথের দৃশ্য দেখে মুগ্ধ হয়ে যায়। বিশাল রেলপথটি চলেছে পর্বত অতিক্রম করে, সমভূমির বিরাট বাঁধের ওপর দিয়ে এবং গভীর সুড়ঙ্গপথে নদনদী ও উপসাগর পার

হয়ে। ঘণ্টায় দু'শো কিলোমিটার গতির এই ট্রেন থেকে পাহাড়ী পথ ও বাঁধের পাশে মানুষের তৈরী অরণ্যকে অন্তহীন এক কার্পেটের মতো দেখাচ্ছে। আঞ্চলিক গাছ — পাইন, ইউক্যালিপ্টাস বা জলপাইয়ের রঙের নিরিখে কার্পেটটির রঙ কখনও লালচে, কচি-কলাপাতা বা গাঢ় সবুজ হয়ে উঠছে। দশ মিটার প্রশস্ত ট্রেনটির গতিবেগে বিক্ষিপ্ত বায়ু দ্বীপবহুল সমুদ্রের শান্ত জলরাশিকে আলোড়িত করছে, ঢেউগুলির আবর্তে নীল জলের স্বচ্ছতা আবিল হয়ে উঠছে।

পথের দিকে অনিমিখে তাকিয়ে দুই নারী নিজেদের ভাবনার অতলে ডুবে গেল। এভাবে কেটে গেল চার ঘণ্টা। তারা আরও চার ঘণ্টা কাটাল দু'তলায় সেলুনে যাত্রীদের সঙ্গে আরাম কেদারায় বসে। এশিয়া মাইনরের উপকূলের কাছে তাদের হল ছাড়াছাড়ি। এভ্দা উঠল ইলেক্ট্রোবাসে। সে যাবে কাছের বন্দরে। কারা চলল প্রথম ভূমধ্যরেখা শাখার জংশন — পূর্ব তারাস স্টেশন পর্যন্ত। ঘণ্টা দুয়েক পর কারা শুকনো গরম বাতাস-ভরা উষ্ণ সমতলভূমিতে পৌঁছল। এখানে পূর্বতন সিরীয় মরুভূমির প্রান্তেই দেইর-এস-সোহ্র বিমানঘাঁটি। বসতি অঞ্চলের পক্ষে বিপজ্জনক মণ্ডলাকার বিমান এখানে ওঠা-নামা করে।

এই বিমানঘাঁটিতে বিমানের অপেক্ষায় পড়ে থাকা ক্লান্তিকর ঘণ্টাগুলির কথা কারা কখনও ভুলবে না। কল্পনায় ম্ভেন মাসের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে সে বারবার নিজের কথা ও ব্যবহারগুলি পরখ করতে থাকে। 'বিস্মরণ-দ্বীপ'-এ তাকে অনুসন্ধানের পরিকল্পনা নিয়েও সে মাথা ঘামায়।

শেষপর্যন্ত আবার যাত্রা শুরু হয়। নীচে দিগন্ত প্রসারিত নিফাদ ও রাব-এল-হালি মরুভূমিতে তাপ-মৌল উৎপাদন ক্ষেত্র। সূর্য রশ্মিকে বিদ্যুৎ-শক্তিতে রূপান্তরিত করার বিরাট বিরাট

কেন্দ্রগুলি সেখানে। সোজা, সারিবন্দী, এবং রাতের আঁধার ও ধুলোর ঢাকনিযুক্ত এই কেন্দ্রগুলি জমাট-বালির পাহাড়ের ওপর, দক্ষিণে ঢালু করে কাটা মালভূমির ওপর তৈরী, যেন শক্তি-উৎপাদনে মানুষের প্রচণ্ড সংগ্রামের কীর্তিস্তম্ভ। এই সংগ্রাম শুরু হয়েছিল প্রাচীন কালে কয়লা ও তৈল সম্পদ নিঃশেষিত হলে, পারমাণবিক শক্তি প্রথমবার ব্যর্থ হলে। মানবসমাজ তখন এই সিদ্ধান্তে পেঁছিয় যে সূর্য শক্তির উৎসরূপে দু'ভাবে ব্যবহৃত হবে: একটি জলবিদ্যুৎ স্টেশন, অন্যটি—সৌর স্টেশন। নতুন ধরনের পারমাণবিক শক্তি—P, Q, F শক্তি আবিষ্কৃত হবার পর কঠোর নিয়ন্ত্রণের প্রয়োজনীয়তা দূর হয়। উত্তরের বসতি অঞ্চলের জন্য সংরক্ষিত আরেকটি শক্তিকেন্দ্র — আরব উপদ্বীপের দক্ষিণ উপকূল জুড়ে বায়ু চালিত মোটরগুলির ঝাঁক নিশ্চল হয়ে রয়েছে। মুহূর্তের মধ্যে বিমানটি উপকূল ভাগের সূক্ষ্ম তটরেখা অতিক্রম করে ভারত মহাসাগরের ওপর দিয়ে উড়ে চলল। এই দ্রুতগামী বিমানের পক্ষে পাঁচ হাজার কিলোমিটার দূরত্ব অতি সামান্য। কিছুক্ষণ পরই সদিচ্ছা ও দ্রুত প্রত্যাবর্তন ইত্যাদি বিদায়সম্ভাষণের মধ্যে দ্রুতপদে কারা নন্দী বিমান থেকে নামল।

অবতরণ ঘাঁটির প্রধান কারাকে 'বিস্মরণ-দ্বীপ'-এ নিয়ে যাবার জন্য তার মেয়েকে পাঠায়। মেয়েটি ছোট জলবিমান চালিয়ে সাগরের বিরাট বিরাট ঢেউগুলি মন্থন করে ছুটে চলে। বিমানটির বিপুল বেগে তাদের মনে স্ফূর্তির ছোঁয়া লাগে। তারা সোজা পেঁছিয় দ্বীপটির পূর্বকূলের মহাবিশ্বের একটি চিকিৎসা-কেন্দ্রে।

তীরে আছড়ে পড়া ঢেউয়ের ওপর মুড়ে থাকা নারিকেল পাতাগুলি যেন কারাকে দ্বীপটিতে আনত অভ্যর্থনা জানাল। চিকিৎসা-কেন্দ্রটি জনশূন্য। বনের কতকগুলি তীক্ষ্নদন্তী প্রাণীর

গায়ে আবিষ্কৃত এঁটেল কীট ধ্বংস করার জন্য সমস্ত কর্মীরা গেছে দ্বীপের অভ্যন্তরে।

কেন্দ্রটিতে একটি আস্তাবল রয়েছে। 'বিস্মরণ-দ্বীপ'-এর মতো জায়গায় কাজের জন্য এখনো ঘোড়া পোষা হয়। স্বাস্থ্যনিবাসগুলিতে আওয়াজের দরুন সেখানে হেলিকপ্টার অব্যবহার্য। রাস্তার অভাবে বৈদ্যুতিক যানও অচল, তাই সেখানে ঘোড়ার এত কদর। কিছুক্ষণ ঘুমিয়ে নিল কারা। তারপর পোশাক বদলে দুষ্প্রাপ্য ও সুন্দর প্রাণীগুলি দেখতে গেল। একজন মহিলা সেখানে দু'টি মেশিনে খাবার ভাগ ও আস্তাবল সাফ করছিল। কারাও কাজে হাত লাগালে মেয়েটির সঙ্গে আলাপ শুরু হল। এই দ্বীপে কাউকে খুঁজে বের করার সহজতম পথটি কী কারা তাই তাকে জিজ্ঞেস করল। মেয়েটি তাকে দ্বীপভ্রমণকারী কোন বিধ্বংসী দলে যোগ দিতে বলল, কারণ স্থানীয়দের চাইতেও তারাই জায়গাটি ভাল চেনে। কথাটি কারার মনে ধরল।

একাদশ অধ্যায়

'বিস্মরণ-দ্বীপ'

প্রচণ্ড হাওয়ার মুখে বিরাট ঢেউয়ের মাথায় দোল খেতে খেতে জলবিমানটি পক্ প্রণালী পার হচ্ছিল। দু'হাজার বছর আগে সেখানে ছিল অ্যাডাম্স্ ব্রীজ নামে প্রবাল-প্রাচীরের শৈলশিরা আর জলমগ্ন চড়া। ভূতাত্ত্বিক প্রক্রিয়ায় সেই শৈলশিরার স্থলে বর্তমানে দেখা দিয়েছে এক গভীর উপসাগর। গভীর জলরাশি কর্মব্যস্ত মানবজাতি থেকে কিছু বিশ্রামভোগীকে সেখানে বিচ্ছিন্ন করে রেখেছে।

ম্ভেন মাস পাদু'টো ফাঁক করে গরাদে ঠেসান দিয়ে 'বিস্মরণ-দ্বীপ'-এর দিকে তাকিয়ে ছিল। দিগন্তে সেটি ক্রমশ স্পষ্ট হয়ে উঠতে থাকে। উষ্ণ তরঙ্গধৌত দ্বীপটি যেন এক প্রাকৃতিক নন্দনকানন। মানুষের আদিম ধারণায় মৃত্যুপরবর্তী সুখের আস্তানা হল স্বর্গ, সেখানে না আছে কোন শ্রমসাধ্য কাজ, না কোন ভাবনা-চিন্তা। 'বিস্মরণ-দ্বীপ'-টি তাদেরই সৌখীন আশ্রয় যারা মহাবিশ্বের বিপুল কর্মচাঞ্চল্যে আগ্রহান্বিত নয় এবং যারা অন্যান্যদের মতো একই স্তরে মিশে কাজ করতে নারাজ।

সেখানে প্রকৃতিমায়ের কোলে তারা প্রাচীন কালের কৃষক,

মৎস্যজীবী ও পশুপালকদের মতো শান্ত ও নির্ঝঞ্ঝাট জীবন যাপন করে।

মানবজাতি তার দুর্বলমনা ভাইদের বসবাসের জন্য বিরাট এক খন্ড সুন্দর উর্বরা ভূমি দান করেছে। তবুও আদিম অর্থনৈতিক জীবনযাত্রালগ্ন অনুন্নত উৎপাদনী শক্তির প্রেক্ষিতে অনিবার্য বিপর্যয়, বিশেষত অনাবৃষ্টি বা অন্যান্য সংকটজনিত দুর্ভিক্ষ থেকে এই বাসিন্দাদের নিরাপদ রাখা যায় না। সেজন্য মহাবিশ্ব তার মজুত ভাণ্ডার থেকে নানা দ্রব্যাদি 'বিস্মরণ দ্বীপ'-এ সরবরাহ করে থাকে।

বহু বৎসর সংরক্ষণযোগ্য খাদ্য, ওষুধপত্রাদি, দৈহিক নিরাপত্তার উপকরণ এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি উত্তর-পশ্চিম, দক্ষিণ ও পূর্ব উপকূলের তিনটি বন্দর দিয়ে জাহাজযোগে পাঠান হয়। স্থানীয় তিন জন মুখ্য শাসনকর্তাও থাকে উত্তর, পূর্ব ও দক্ষিণ অঞ্চলে। তারা পশুপালন অধিকর্তা, কৃষি অধিকর্তা ও মৎস্যপালন অধিকর্তা হিসেবে পরিচিত। দ্বীপের অধিবাসীদের নির্বাচিত এই প্রতিনিধিগণ চারিত্রিক দৃঢ়তার জন্য প্রখ্যাত। তাদের কেউ কেউ হৃদয়হীন অত্যাচারী হয়ে উঠতে পারত, কিন্তু 'অর্থনৈতিক ও স্বাস্থ্য পরিষদ' এবং 'মর্যাদা ও ন্যায় সংস্থা'-র সতর্কতার জন্য তা হতে পারে নি।

শুধু এই দ্বীপেই নয়, মহাবিশ্বেও মাঝে মাঝে এমনটি ঘটে। ঘৃণ্য গোঁয়ার শ্রেণীর কিছু মানুষ ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে সেখানে ধ্বংসকার্যে লিপ্ত হয়। কিন্তু বিধ্বংসী বাহিনী এই নরঘাতকদের হাঙ্গর, জীবাণু এবং বিষধর সাপ ধ্বংসের মতোই নির্মমভাবে দমন করে।

ভবিষ্যৎ আস্তানার দিকে তাকিয়ে মেভেন মাস ভাবে সেও গোঁয়ার কি না। কিন্তু বিরক্তিতে চিন্তাটি সে মন থেকে মুছে

ফেলল। গোঁয়ার সেই, যে শক্তিশালী, অত্যুৎসাহী, কিন্তু অন্যের কষ্টে অবিচলিত, শুধু নিজের অশোভন বিলাস চরিতার্থে মশগুল। অতীতে বংশানুক্রমিক কতকগুলি চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের দুর্ভাগ্যজনক সংমিশ্রণে যারা এই ধরনের প্রবণতার অধিকারী হত তাদের নিজেদের সামলে রাখত এবং নতুন সমাজের যোগ্য সদস্য হবার জন্য সারাটি জীবন আত্মশিক্ষায় নিযুক্ত থাকত। সুদূর অতীতে মানবজাতির সমস্ত দুর্দশা, বিবাদ-বিসংবাদ ও দুর্ভাগ্য এই ধরনের লোকেরাই তীব্রতর করে তুলত। তারা নানা ফন্দিফিকিরে নিজেদেরই সত্যের একমাত্র পূজারী বলে জাহির করত। তারা এমনই শাসক ছিল, যারা বিরুদ্ধমতের সকলকে দমনের এবং ভিন্নতর জীবনযাত্রা ও চিন্তা-ধারা উৎখাত করার অধিকার ঘোষণা করত। তার পর থেকে মানবজাতি অভিমত, আকাঙ্ক্ষা ও রুচির ব্যাপারে 'পরম' কিছুর সামান্যতম প্রকাশকেও বাতিল করে দিয়েছে, এবং গোঁয়ারদের সম্পর্কে সর্বাধিক সতর্কতা অবলম্বন করেছে। এই গোঁয়াররা অর্থনৈতিক ধারার দুর্লঙ্ঘ্য নিয়মাবলী অগ্রাহ্য করে, ভবিষ্যতের সমস্ত চিন্তা জলাঞ্জলি দিয়ে শুধুমাত্র বর্তমানকেই আঁকড়ে থাকতে চায়। অনৈক্যের যুগে যুদ্ধ-বিগ্রহ ও বিশৃঙ্খল অর্থনীতির ফলে গ্রহটি লুণ্ঠনের শিকারে পরিণত হয়। তখনকার দিনে সারা বনাঞ্চলই আবাদ হয়ে যেত, লক্ষ লক্ষ বছরের সঞ্চিত কয়লা ও তৈল পুড়িয়ে ফেলা হত, বিশৃঙ্খল কারখানাগুলির আবর্জনা ও কার্বন মনোক্সাইডে সমস্ত জলবায়ু দূষিত থাকত, নিরীহ ও সুন্দর জন্তুগুলিকে নিশ্চিহ্ন করা হত। মানুষের নিরবচ্ছিন্ন অস্তিত্বকে সুনিশ্চিত করার মতো একটি সমাজব্যবস্থা, কমিউনিস্ট সমাজব্যবস্থা প্রবর্তিত না হওয়া অবধি এই বিপর্যয়কর অবস্থাই চলে আসছিল। ফলত, উত্তরপুরুষদের বিপুল বাধাবিঘ্নের সম্মুখীন হতে হয়।

যেসব দেশে গাছগুলি ঝোপঝাড়ে পর্যবসিত হয়েছিল এবং প্রাণীগুলি ছোট হয়ে গিয়েছিল সেখানে বিশ্ব পুনর্গঠনের কাজ অত্যন্ত জটিল হয়ে পড়ে। পৃথিবীটা আবর্জনা স্তূপে ভরে উঠেছিল—সর্বত্র ভাঙা কাঁচ, কাগজের টুকরো, মরচেধরা লোহা। বর্জিত তৈল আর রাসায়নিক দ্রব্যে নদীগুলি ও সমুদ্রোপকূল দূষিত হয়ে উঠেছিল। জল, স্থল ও অন্তরীক্ষ আবর্জনামুক্ত করার পরই গ্রহটির বর্তমান চেহারা মানুষের সামনে ফুটে উঠেছে। এখন আহত হওয়ার আতঙ্ক থেকে মুক্ত হয়ে খালি পায়ে মানুষ সর্বত্র ঘুরে বেড়াতে পারে।

কিন্তু ম্‌ভেন মাস দু'বছর একটি গুরুত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত না থেকেই ইঞ্জিনিয়ারদের বিস্ময়কর প্রয়োগকৌশলের ভিত্তিতে হাজার হাজার মানুষের নির্মিত একটি কৃত্রিম উপগ্রহ কি ধ্বংস করে ফেলে নি? ভবিষ্যতে রেন বোস হয়ে উঠতে পারত এমন চার জন সুদক্ষ বিজ্ঞানী তাতে প্রাণ হারিয়েছে... মহাকষ্টে রেন বোসের প্রাণ রক্ষা পেয়েছে। 'বিস্মরণ-দ্বীপ'-এর উপত্যকা ও পর্বতের মধ্যে আত্মগোপনকারী বেথ লোনের চেহারাখানা আবার তার সামনে ভেসে ওঠে। লোকটির প্রতি প্রবল সহানুভূতি জাগে। চলে আসার আগে ম্‌ভেন মাস এই গণিতজ্ঞের ছবি দেখেছে। কোটরগত দু'টি তীক্ষ্ন চোখ আর বিরাট চোয়ালের উদ্দীপ্ত মুখ সহ মল্লবীরের মতো ওর দেহের সমগ্র কাঠামোটি তার মনে পড়ল...

ম্‌ভেন মাসের কাছে জলবিমানের ইঞ্জিনিয়ার এসে দাঁড়াল।

'ও দিকটা সমুদ্রের ফেনায় আচ্ছন্ন হয়ে রয়েছে। ঢেউগুলি বাঁধের ওপর আছড়ে পড়ছে, বিমানটি তীরে ভিড়াতে পারব না। দক্ষিণের বন্দরমুখো আমাদের ফিরতে হবে।'

'না, তার দরকার নেই। আপনাদের তো প্রাণরক্ষী ভেলা

আছে। আমার পোশাকগুলো তাতে রেখে তীরে সাঁতরে উঠতে পারব।'

ইঞ্জিনিয়ার ও কান্ডারী তার দিকে সশ্রদ্ধ দৃষ্টিতে তাকায়। মগ্নচড়ার ওপর শাদা ফেনিল তরঙ্গরাশি জমে উঠে জলপ্রপাতের বেগে প্রচন্ড শব্দে ভেঙে পড়ছে। তীরের কাছে বিক্ষিপ্ত আবর্তে বালি ও ফেনা মথিত করে ঢেউগুলি নীচের উপকূলে ছুটে উঠছে। নীচু মেঘগুলি থেকে উষ্ণ জলধারা বাতাসের ঝাপটায় তির্যকভাবে ঝরে সমুদ্রের ফেনার কুন্ডলীতে মিশে যাচ্ছে। কুয়াশার আস্তরণ ভেদ করে তীরে কয়েকটি ধূসর আবছা মূর্তি দেখা গেল।

ম্ভেন মাস গায়ের পোশাক খুলে পুলিন্দা বাঁধার সময় ইঞ্জিনিয়ার ও কান্ডারী পরস্পরের দিকে তাকাল। যারা 'বিস্মরণ-দ্বীপ'-এ যায় তারা আর সেই সমাজের তত্ত্বাবধানে থাকে না, যে-সমাজ পরস্পরের নিরাপত্তা ও সাহায্য দানে অভ্যস্ত। ম্ভেন মাসের ব্যক্তিত্বের প্রভাবে কান্ডারীর মনে এক স্বেচ্ছাপ্রণোদিত শ্রদ্ধা জাগল, তাই সে সম্ভাব্য বিরাট ঝুঁকি সম্পর্কে তাকে সতর্ক করে দিল। আফ্রিকার মানুষটি তাচ্ছিল্যের সঙ্গে হাত নাড়াল। ইঞ্জিনিয়ার নিশ্চিদ্র একটি পেটিকা তাকে দিল।

'এর মধ্যে মাসখানেকের মতো জমাট খাদ্য আছে। এটা সঙ্গে নিন।'

মুহূর্তখানেক চিন্তা করে ম্ভেন মাস সেই পেটিকা আর কাপড়-চোপড় ভেলাটির জলরোধী একটি খোপে রেখে মুখটি এ'টে দিল। ভেলাটি বগলে নিয়ে সে রেলিংয়ের ওপর পা তুলে দিল।

'বিমানটি ঘোরান,' সে নিজেই নির্দেশ দিল। প্রবল গতিতে জলবিমানটি কাত হয়ে ঘুরে গেল। অনেক দূরে ছিট্‌কে পড়ে

মুভেন মাস ঢেউয়ের ওপর প্রচণ্ড শক্তিতে সাঁতরাতে লাগল। বিমানের মানুষগুলো তাকে দেখতে পেল কখনো সে ঢেউয়ের মাথায় ভেসে উঠছে, কখনো অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে, তারপর আবার অন্য একটি ঢেউয়ের মাথায় ভেসে উঠছে।

'শক্তির জোরে সে ঠিকই পৌঁছে যাবে,' স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে ইঞ্জিনিয়ার বলে। 'বরং আমরাই ভেসে চলেছি, আমাদেরই এখান থেকে উঠে পড়তে হবে।'

তীব্রগতিতে পাক খেয়ে ছোট্ট যানটি সামনের দিকে লাফিয়ে বিপরীত থেকে আসা একটি ঢেউয়ের ওপর উঠে গেল। তীরে বৃষ্টির আড়ালে মুভেন মাসের পুরো কালো শরীরটা আবছা দেখা গেল।

ঢেউয়ের আঘাতে ক্ষয়ে যাওয়া বালুতীরে লেঙটি পরা একদল লোক এগিয়ে এল তার কাছে। লোকগুলি পরমানন্দে একটি বিরাট জ্যান্ত মাছ টেনে তুলছিল। মুভেন মাসকে দেখে তারা থমকে গিয়ে বন্ধুভাবে তাকে অভ্যর্থনা জানাল।

'ঐ দুনিয়া থেকে নতুন আর একজন এল,' হাসতে হাসতে মৎস্যজীবীদের একজন বলে ওঠে। 'ও খাসা সাঁতার জানে! এসো, আমাদের সঙ্গে থাকবে!'

তাদের দিকে মুভেন মাস এক অন্তরঙ্গ বন্ধুত্বের দৃষ্টিতে তাকিয়ে মাথা নেড়ে বলল, 'এই সমুদ্রতীরে বাস করাটা আমার পক্ষে খুব কষ্টকর হবে। সারাক্ষণ এই জলরাশির দিকে তাকিয়ে আমার মনে পড়বে ছেড়ে আসা সুন্দর পৃথিবীটির কথা। আমি চলে যাব আরও ভেতরে, মালভূমিতে, পশুপালকদের অঞ্চলে।'

পাকা দাড়িওয়ালা একজন মৎস্যজীবী তার ভেজা কাঁধের ওপর হাত রেখে শুধোয়, 'তোমাকে কি এখানে আসতে বাধ্য করা হয়েছে?'

তিক্ত হেসে ম্‌ভেন মাস তার আসার কারণ বলল।

বিষণ্ণতা ও সহানুভূতি নিয়ে মৎস্যজীবীটি নবাগতের দিকে তাকিয়ে থাকে।

'পরস্পরকে আমরা বুঝে উঠতে পারছি না। তোমার পথেই যাও,' বলে সে দক্ষিণ-পূর্ব দিকে আঙুল দেখাল যেখানে দূরে মেঘের মাঝ দিয়ে পর্বতমালার নীল খাঁজগুলি দেখা যাচ্ছে। 'পথটা খুব দূর পাল্লার, আর এখানে কোন যানবাহন নেই,' বলে সে তার পাদু'খানার সবল মাংসপেশীতে চাপড় মারল।

শীঘ্র অব্যাহতি পেয়ে ম্‌ভেন মাস খুশী হল, লম্বা কদমে ঘুর পথে সে ছোট্ট একটা পাহাড়ে উঠতে লাগল।

দ্বীপটার মাঝখানে পেঁছবার পথ দু'শো কিলোমিটারের সামান্য বেশী। ম্‌ভেন মাসের তাড়াও তেমন নেই, আর থাকবেই বা কেন? কোন প্রয়োজনীয় কাজ নেই, ক্লান্তিকর দিনগুলি কেটে যাচ্ছে মন্থরভাবে। প্রথম প্রথম যখন বিপর্যয়ের ধাক্কা কাটে নি তখন তার ক্লান্ত দেহ চেয়েছে প্রকৃতির প্রশান্তি আর বিশ্রাম। যে বিরাট ক্ষতির ধকল তাকে সইতে হয়েছে সে বিষয়ে চেতনা না থাকলে বাত্যাক্ষুব্ধ এই নির্জন অধিত্যকার স্তব্ধতা এবং গ্রীষ্মমণ্ডলের উষ্ণ রাত্রির তিমিরাচ্ছন্ন আদিম নৈঃশব্দ্য সে উপভোগ করতে পারত।

পছন্দসই একটা কাজ খুঁজে দিনের পর দিন আফ্রিকার মানুষটি দ্বীপময় ঘুরে বেড়াতে বেড়াতে মহাবিশ্বের জন্য আকুল হয়ে উঠে। মানুষের লাগানো ফলের বাগানে ভরা উপত্যকার প্রশান্তি তার আর ভাল লাগে না। পাহাড়ী স্রোতস্বিনীর স্বপ্নময় কলোচ্ছ্বাস তাকে আর আবিষ্ট করতে পারে না, যদিও তার তীরে উষ্ণ অপরাহ্নে বা চন্দ্রালোকিত রাতে ঘণ্টার পর ঘণ্টা এখন সে বসে থাকতে পারে।

ঘণ্টাগুলি গুণে শেষ করা যায় না। আর গুণেই বা কি

লাভ? এখানে তো সময়ের কোন মূল্য নেই। ইচ্ছামতো সময় তার আছে, যেন কালসিন্ধুর সে অধিকারী। তবু ব্যক্তিগত জীবনের সময়টা কত সংক্ষিপ্ত তা সে অনুভব করে, যেন বিস্মৃতির অতলে ডুবে যাওয়া সংক্ষিপ্ত মুহূর্তমাত্র! অত্যন্ত বীরত্বপূর্ণ ও সাহসিকতাসমৃদ্ধ জীবন ছিল আমাদের প্রস্তরযুগের পূর্বপুরুষদের। তাদের জীবনও আজ কালগর্ভে লীন।

তখনই মুভেন মাসের মনে হল দ্বীপটির নামকরণ—'বিস্মরণ-দ্বীপ' সার্থক হয়েছে। প্রাচীন অনামী জীবনধারা, মানুষের নির্বোধ কর্মকাণ্ড ও অনুভূতি! তাদের কর্মকাণ্ড উত্তরপুরুষেরা বিস্মৃত হয়েছে, কারণ সেগুলি শুধু ব্যষ্টির প্রয়োজন মেটাবার উদ্দেশ্যে, তাতে সমষ্টির জীবন সাবলীল ও সমুন্নত হয় নি, সৃষ্টিশীল শিল্পকলায় সমাজজীবন উদ্ভাসিত হয়ে উঠে নি।

...দ্বীপটির কেন্দ্রস্থলে পশুপালকদের একটি দলে মুভেন মাস আশ্রয় পেল। একটি বিরাট পর্বতের নীচে মাস দুয়েক সে মোষের পাল চরাল। প্রাচীন কালের অধিবাসীরা কী যেন একটা লম্বা বিশ্রী নাম দিয়েছিল সেই পর্বতের।

অনেক দিন ধরে একটা ছোট্ট পাত্রে সে কালো পরিজ ফুটিয়ে খেতে লাগল। এর আগে বানরগুলোর সঙ্গে পাল্লা দিয়ে তাকে বনে বনে ঘুরে ফলমূল আহরণ করে খেতে হত। লোভী বানরগুলো ফলের খোসা বা আঁটি ছুঁড়ে মারত তার গায়ে। জলবিমান থেকে আনা খাবারগুলো দূর উপত্যকার বাসিন্দা, এক বৃদ্ধদম্পতিকে দেয়ার জন্যই এই বিপত্তি। তখন জনবিরল মরুপ্রান্তরে খাবার সংগ্রহের দায়, সময়ের নিরর্থক অপচয় এখন সে বুঝতে পারছে...

পাথরের ওপর থেকে উঠে দাঁড়িয়ে মুভেন মাস চারদিক

দেখে নিল: অধিত্যকার প্রান্তে সূর্যাস্ত, সামনে বৃক্ষকীর্ণ এক পাহাড়ের গোলাকার চূড়া।

প্রদোষের আলোয় নীচে বাঁশঝাড়ের মধ্য দিয়ে কলধ্বনিতে বয়ে চলেছে ছোট্ট একটি নদী। হেঁটে বা মোষের পিঠে ধীরে ধীরে অর্ধেক দিন চললে পাওয়া যাবে ছ'হাজার বছরের পুরনো প্রাচীন রাজধানীটির ধ্বংসাবশেষ। অন্যান্য বড় বড় সুরক্ষিত নগরগুলিও এখন জনশূন্য। এতদিন এগুলির প্রতি কোন আগ্রহ ম্ভেন মাসের দেখা যায় নি।

পশুগুলিকে কালো ঘাসের ওপর পাথরের কালো কালো বিরাট চাঁইয়ের মতো দেখাচ্ছে। রাতের আঁধার এল ঘনিয়ে। কালো আকাশময় হাজারো তারার ঝিকিমিকি। জ্যোতির্বিদরা এই আঁধারের রূপে অভ্যস্ত... নক্ষত্রমণ্ডলের সর্ববিদিত রূপরেখা... বড় বড় নক্ষত্রের উজ্জ্বলতা। সে মারাত্মক তুকানা নক্ষত্রটি দেখতে পেল... কিন্তু মানুষের দৃষ্টি কত সীমাবদ্ধ! আর কখনো সে দেখতে পাবে না মহাকাশের অপূর্ব দৃশ্য, মণ্ডলাকৃতি সুবিশাল ছায়াপথ, রহস্যময় গ্রহগুলি আর নীল সূর্যের সমারোহ। এ সমস্তই এখন তার কাছে অসীম দূরের আলোক বিন্দুর মতো। প্রাচীন কালের মানুষের মতে সেগুলি স্বচ্ছ আকাশে ঝোলান কতকগুলি লণ্ঠন না নক্ষত্র এ নিয়ে তার মাথা ঘামাবার আর কি কোন অবকাশ আছে? খোলা চোখে তো সবই অভিন্ন!

সে ভাঙা ডালপালাগুলো এক জায়গায় জড় করে। আরেকটি জিনিস — লাইটারের কথা মনে পড়ল। অন্তহীন দীর্ঘ দিনগুলিকে সংক্ষিপ্ত করার জন্য সে হয়তো কিছুদিন পর স্থানীয় বাসিন্দাদের মতো ধূমপান শুরু করবে।

ডালপালার মধ্য থেকে আগুনের শিখা লকলক করে উঠে। অন্ধকার পালাল আর আকাশের তারাগুলি গেল নিভে। কাছের

জন্তুগুলো শান্তভাবে ফোঁসফোঁস করছে। চিন্তিত মুভেন মাস আগুনের দিকে তাকিয়ে রইল।

আমাদের এই উজ্জ্বল গ্রহটি কি তার কাছে এক বিষণ্ণ আবাসে পরিণত হয়েছে?

না, তার এই অহঙ্কৃত আত্মত্যাগ অজ্ঞান আত্মপ্রত্যয় ছাড়া আর কিছুই নয়। এই অজ্ঞতা নিজের সম্পর্কে, অতিক্রান্ত জীবনের সৃষ্টিশীল পূর্ণতার মহত্ত্ব সম্পর্কে, কারার প্রতি তার ভালবাসা সম্পর্কে। এখানে এক শতাব্দী বাসের চাইতে মহাবিশ্বের জন্য প্রয়োজনীয় এক ঘণ্টার কোন কাজে জীবন উৎসর্গ করাও শ্রেয়তর!

'বিস্মরণ-দ্বীপ'-এ প্রায় দু'শো চিকিৎসা-কেন্দ্র রয়েছে। মহাবিশ্ব থেকে ডাক্তার-স্বেচ্ছাসেবীরা এসে সম্ভাব্য আধুনিক সবই স্থানীয় অধিবাসীদের জন্য করছে। মহাবিশ্বের যুবক-যুবতীরা এখানে বিধ্বংসী বাহিনীতে যোগ দিয়ে যাতে দ্বীপটিতে প্রাচীন কালের ব্যাধি এবং ক্ষতিকর জন্তুর প্রাদুর্ভাব না ঘটে, তা দেখছে। সৌন্দর্য ও জ্ঞানের জগৎ থেকে যাতে নিজেকে একঘরে মনে না হয় সেজন্য মুভেন মাস তাদের সঙ্গে ইচ্ছা করেই দেখা করে নি।

ভোরে আরেকজন পশুপালক তাকে ছুটি দিল। এখন দু'দিনের মতো তার বিশ্রাম। পাহাড়ে রাত্রিতে খুব শীত। সে ঠিক করল ছোট্ট একটা শহরে গিয়ে শীতের একটা আলখাল্লা সংগ্রহ করবে।

মালভূমি ছেড়ে মুভেন মাস নীচের প্রশস্ত সমতলে নেমে এল। সেটা ছিল গ্রীষ্মের এক শান্ত দিন। সমস্ত প্রান্তর জুড়ে মৃদু লাইলাক ও সোনালী-হলুদ ফুলের সমারোহ, ওপরে উজ্জ্বল রঙের অগুনতি প্রজাপতি। মৃদু বাতাসে ফুলগাছের মাথাগুলো দুলছে। মুভেন মাস ফুলের বনে হাঁটার সময় তার খোলা

হাঁটুতে ফুলের মাথাগুলো আলতোভাবে ছুঁয়ে যাচ্ছে। বিশাল প্রান্তরের মাঝখানে মুহূর্তের জন্য সে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়াল। গন্ধভরা এই প্রাকৃতিক ফুলবাগিচার নির্মল মনমাতানো সৌন্দর্যে সে আবিষ্ট হল। আফ্রিকার তন্ময় মানুষটি আন্দোলিত ফুলের ওপর নুয়ে পড়ে হাত বুলোতে থাকে, মনে হয় যেন শৈশবের স্বপ্নরাজ্যে সে ফিরে এসেছে।

হঠাৎ আবছা এক ছন্দময় শব্দ তার কানে এল। মাথা তুলে ম্‌ভেন মাস দেখে একটি মেয়ে ফুলবনে দ্রুত এগিয়ে যাচ্ছে। অজস্র ফুলের মধ্যে তার মধুর মূর্তিটি ম্‌ভেন মাস দেখল। বেদনার্ত ম্‌ভেন মাস ভাবে: ওই মেয়েটি কারা নন্দী হতে পারত। যদি...

বিজ্ঞানীর পর্যবেক্ষণ ক্ষমতায় সে তখনই বুঝতে পারে যে মেয়েটি খুবই উদ্বিগ্ন। সে বারে বার ফিরে ফিরে দেখছে, অকারণে দ্রুত হাঁটছে। ম্‌ভেন মাসও পথ ছেড়ে দ্রুত মেয়েটির কাছে এগিয়ে গেল।

মেয়েটি থেমে পড়ল। একটি রঙীন শালে তার শরীর ঢাকা, লাল স্কার্টের প্রান্ত শিশিরভেজা। বাতাসের ঝাপটায় মুখের ওপর উপছে পড়া চুলগুলো সরিয়ে দেবার সময় তার সরু চুড়িগুলি জোরে টুংটাং শব্দে বেজে উঠে। দীর্ঘ পথ চলায় সে হাঁপাচ্ছিল। তার তামাটে সুন্দর মুখে বিন্দু বিন্দু ঘাম। সে ম্‌ভেন মাসের দিকে এগিয়ে গেল।

'কে আপনি? দৌড়ে যাচ্ছেন কোথায়? আপনার কি সাহায্যের প্রয়োজন?' সে জিজ্ঞেস করে।

মেয়েটি কিছুক্ষণ তার দিকে তাকিয়ে থাকে, তারপর বলে:

'আমার নাম ওনার, পঞ্চম আবাসিক অঞ্চলে থাকি। কিন্তু আমার তো কোন সাহায্যের প্রয়োজন নেই।'

'মনে হয় আপনার প্রয়োজন আছে। আপনি ক্লান্ত, চিন্তিত।

আপনার ভয় কিসের? আমার সাহায্যই বা আপনি চাইছেন না কেন?'

মেয়েটি তার দিকে তাকাল, যেন অবিকল মহাবিশ্বের নারী। তার চোখদু'টি গাঢ় সারল্যে উজ্জ্বল।

'আমি জানি আপনি কে। আপনি ওদিককার এক বিখ্যাত মানুষ।' এই বলে মেয়েটি আফ্রিকা আর সমুদ্রের দিকে আঙুল দেখায়। 'আপনি দয়ালু, বিশ্বাসী।'

'আপনিও তাই হন। আপনাকে কি কেউ অনুসরণ করছে?'

'হ্যাঁ, তাই,' হতাশ সুরে হাঁপাতে হাঁপাতে সে বলে।

'কে সে? কে আপনাকে ভয় দেখাচ্ছে?'

'একজন যে চায় আমি তার...' সলজ্জ মেয়েটি ইতস্তত করে।

'কিন্তু সে তো আপনার উপরই নির্ভর করে। ভালবাসতে তো সে বাধ্য করতে পারে না। তাকে আমি...'

'না না! সেও মহাবিশ্বের মানুষ, তবে বহুকাল আগের। সে খুব সবল... তবে আপনার মতো নয় সে... সে ভীষণ প্রকৃতির মানুষ!'

ম্ভেন মাসের মুখে নির্ভীক হাসি।

'যাচ্ছেন কোথায়?'

'যাচ্ছি পঞ্চম আবাসিক অঞ্চলে। গিয়েছিলাম শহরে, সেখানে দেখা হল...'

ম্ভেন মাস মাথা নেড়ে তার হাতে হাত রাখল। কোন আপত্তি করে না সে। আবাসিক অঞ্চলে যাবার পথে তারা পাশাপাশি এগিয়ে চলল।

পথে যেতে যেতে ভীত মেয়েটি মাঝে মাঝে পেছন ফিরে তাকায়। সে বলে, পিছু-নেওয়া লোকটির দু'জন সঙ্গী আছে। তারা জোয়ান, অসৎ আর লোকটির খুবই অনুগত।

মেয়েটির অস্পষ্ট কথায় ম্ভেন মাস রেগে উঠল। শৈশব থেকে

ইতিহাস পাঠে, বই পড়ে, চলচ্চিত্র দেখে, গান শুনে অত্যাচারীকে, অতীতের গোপন সংগঠনকে, সাধারণের বিবেক ও বিচারবুদ্ধি থেকে গোপন রাখা সবকিছুকে, রক্তপাত ও অশান্তির উৎসকে সে ঘৃণা করতে শিখেছে। সংহত এই পৃথিবীতে সাময়িক হলেও কোন অত্যাচারকেই সহ্য করতে সে প্রস্তুত নয়।

ম্ভেন মাস হঠাৎ বলে ওঠে, 'আপনাদের লোকজন এ ব্যাপারে কিছু করছে না কেন? 'মর্যাদা ও ন্যায় সংস্থা' এর খোঁজখবর রাখে নি কেন? আপনাদের স্কুলে কি ইতিহাস পড়ান হয় নি? জানেন না, পশুশক্তির সামান্যতম প্রশ্রয়ও কী কান্ড ঘটাতে পারে?'

'আমাদের শেখান হয়েছে... আমরা জানি...' সামনের দিকে তাকিয়ে যান্ত্রিকভাবে ওনার জবাব দেয়।

ফুলে-ভরা প্রান্তরটি শেষ হয়ে এল। রাস্তাটি হঠাৎ মোড় ঘুরে ঝোপঝাড়ের মধ্যে মিলিয়ে গেছে। মোড়ের মুখেই দু'টো লোক তাদের পথ আগলে দাঁড়াল। মেয়েটি হাতটা ছাড়িয়ে নিয়ে ফিসফিস করে আর্তস্বরে বলে:

'আপনার জন্য ভয় হচ্ছে, মহাবিশ্বের মানুষ, আপনি চলে যান!..'

'ওকে পাকড়াও,' ঝোপের আড়াল থেকে আদেশের সুরে একটি কণ্ঠ শোনা গেল। মহাবৃত্ত যুগে এমন কর্কশ স্বরে কেউ কথা বলে না। সহজাত প্রবৃত্তিতে ম্ভেন মাস মেয়েটিকে আড়াল করে দাঁড়ায়। অদ্ভুত এই বুনো লোকদু'টিকে সে বোঝাবার চেষ্টা করে। কিন্তু তারা তার কথায় কর্ণপাত করল না।

চওড়া কাঁধওয়ালা যুবকটি দৌড়ে এসে তাকে ধাক্কা মেরে সরিয়ে দেবার চেষ্টা করে। কিন্তু ম্ভেন মাস পাহাড়ের মতো অবিচল।

একজন হঠাৎ তার মুখের ওপর ঘুষি মারে। ম্ভেন মাস একটু টলে যায়। কোন মানুষকে অপমানিত, হতবুদ্ধি ও আঘাত করার উদ্দেশ্যে এমন পরিকল্পিত হিংসাত্মক ব্যবস্থা জীবনে সে দেখে নি।

অন্য লোকটি তার তলপেটে আঘাত করে। তার কান বোঁ বোঁ করতে থাকে। তখনই সে শুনল ওনারের আর্তনাদ। ভীষণ উত্তেজনায় সে ওদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়তে চায়। কিন্তু পেটে ও চোয়ালে দু'টো মারাত্মক ঘুষির চোটে আফ্রিকার মানুষটি ধরাশায়ী হয়ে পড়ে। ওনার হাঁটু গেড়ে তার দেহের আড়ালে ওকে বাঁচাতে চায়। শত্রুরা তাকে ধরে ফেলে। কনুই দু'টো পিছ মোড়া করে টান দিতেই মেয়েটি সোজা হয়ে দাঁড়ায়, মাথাটা তার পেছনে হেলে পড়ে। কাদা ও ম্ভেন মাসের রক্তে ভেজা হাতদু'টো তার মোচড়-খাওয়া দেহটিকে নিষ্পেষিত করতে থাকে। কান্নায় ভেঙে পড়ে মেয়েটি, মুখ রাগে লাল হয়ে উঠে।

'ওকে এখানে নিয়ে এসো!' সেই বিকট কণ্ঠস্বর আবার শোনা গেল। ঝোপ থেকে বেরিয়ে এল এক দীর্ঘদেহী বয়স্ক লোক, কোমর অবধি খালি গা, পাকা চুল, আর পেশীবহুল দেহ।

ততক্ষণে ম্ভেন মাস সামলে উঠেছে। যৌবনে এর চাইতে অনেক কঠিন লড়াইয়ে সে অভ্যস্ত ছিল। 'হারকিউলিসের শ্রম'-এ নিযুক্ত থাকা কালে তাকে লড়তে হয়েছে হাঙর আর অক্টোপাসদের বিরুদ্ধে, যারা মানবিক কোন নিয়মের বশবর্তী নয়। এইসব দানবের সাথে হাতাহাতি লড়াইয়ের শেখা কৌশলগুলো সে মনে করার চেষ্টা করে।

দম নেবার জন্য কয়েক মুহূর্ত মাটিতে শুয়ে রইল ম্ভেন মাস। তারপর যে লোকটি ওনারকে টেনে নিয়ে যাচ্ছিল এক

লাফে তার পাশে এসে দাঁড়াল। অপরজন তাকে রুখে দাঁড়ালে তার স্নায়ুকেন্দ্রের ঠিক ওপরই সজোরে সে ঘুঁষি কশিয়ে দিল। পাশবিক এক আর্তনাদে লোকটি ধরাশায়ী হয়। তারপরই এক সুকৌশলী লাথির চোটে পরের জনেরও একই গতি হল। মেয়েটি তখন মুক্ত। ম্ভেন তৃতীয় লোকটির মুখোমুখি এল। দলের পাণ্ডাটি তখন আঘাতের জন্য হাত তুলছে। তার ক্রুদ্ধ মুখের দিকে তাকিয়ে এক ঘায়ে কাত করার মতো একটা জুৎসই জায়গা বাছতে গিয়ে ম্ভেন মাস্ হতচকিত হল। এই মুখ তার চেনা। তিব্বতের সেই পরীক্ষার অধিকার নিয়ে চিন্তার সময় এই মুখখানিই তো অনুক্ষণ তার মানসিক যন্ত্রণার কারণ হয়ে উঠেছিল।

'বেথ লোন!'

বেথ লোন স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল, দৃষ্টি তার অজানা কৃষ্ণাঙ্গ মানুষটির দিকে।

সঙ্গী দু'জন লাফ দিয়ে উঠে আবার তাকে আক্রমণের প্রস্তুতি নেয়। কিন্তু গণিতজ্ঞ তাদের সরে যেতে বলে।

'বেথ লোন, আমার দুর্ভাগ্যের সঙ্গী বলে আপনার সঙ্গে সাক্ষাতের কথা অনেক ভেবেছি। কিন্তু দেখাটা এভাবে হবে কখনো ভাবি নি।' ম্ভেন মাস বলে।

'কিভাবে?' বেথ লোনের উদ্ধত প্রশ্ন। চোখে রাগের আগুন সে লুকোতে চাইছে।

প্রশ্নটার কোন আমল দিল না ম্ভেন মাস।

'ফাঁকা কথায় কি হবে? ওই জগতে এসবের তোয়াক্কা আপনি করেন নি, বরং আপনি এক বিরাট কল্পনা নিয়ে কাজ করেছেন, অপরাধী হয়েও করেছেন। কিন্তু এখানে এই ধরনের কাজের উদ্দেশ্য কী?'

'আমার নিজের জন্য, শুধু আমারই জন্য!' ঘৃণাভরে উত্তর

দেয় বেথ লোন। 'অন্যের ও সাধারণ মঙ্গলের কথা অনেক ভেবেছি। এখন বুঝছি একজন মানুষের কাছে আদৌ এর কোন মূল্য নেই। অতীত কালের বিজ্ঞজনদের কেউ কেউ কথাটি জানতেন।'

'কখনো আপনি অন্যের কথা ভাবেন নি, বেথ লোন,' বাধা দিয়ে বলে মুভেন মাস। 'সর্বত্র আপনি নিজের ইচ্ছারই বশবর্তী ছিলেন। আর তারই এই পরিণাম। আপনি এখন এক বলাৎকারী, প্রবঞ্চক, পশুপ্রায়।'

মনে হল গণিতজ্ঞ তাকে আঘাত করবে। কিন্তু সে আত্মসংবরণ করে।

'মহাবিশ্বের কোন মানুষের কি মিথ্যে বলা শোভা পায়? প্রবঞ্চনা কখনো করি নি আমি।'

'ওদের ব্যাপারটা কী?' যুবকদু'টিকে মুভেন মাস দেখায়। হতভম্ব তারা তখন আলোচনা শুনছে। 'কোথায় নিয়ে চলেছেন এদের? বিধ্বংসী বাহিনীর নেশার বুলেটের মুখে এগিয়ে দিচ্ছেন তাদের? আপনি ভালই জানেন যে পশুশক্তি, অন্যের ওপর বলাৎকার আত্মহনন ও মৃত্যুর পথ।'

'তাদের আমি কোনই প্রতারণা করি নি। স্বেচ্ছায়ই এসেছে তারা...'

'আপনার প্রবল বুদ্ধিবৃত্তি ও ইচ্ছাশক্তি দিয়ে মানবস্বভাবের দুর্বলতা ও আনুগত্যের সম্মতিকে আপনি অপব্যবহার করেছেন। এই প্রবণতাই অতীত পৃথিবীর বহু বিপর্যয়ের জন্য দায়ী। প্রাচীন কালে সাধারণ মানুষ পরাক্রান্তদের ওপর দোষ চাপিয়ে তাদের দায়িত্ব এড়াত, অন্ধের মতো আনুগত্য স্বীকার করত। তারপর নিজ অজ্ঞতা, আলস্য আর দুর্বলতার জন্য দোষ দিত ভগবানকে, কোন একটি ভাবনাকে, একজন সামরিক বা রাজনৈতিক নেতাকে। কিন্তু আমাদের পৃথিবীর একজন

শিক্ষকের কাছে সচেতন মানুষের আনুগত্যটা কি একই ধরনের ঘটনা? আপনি আপনার প্রতি অনুগতদের অতীতের স্বেচ্ছাচারীদের মতো শিক্ষা দিচ্ছেন। আপনি চান কতকগুলি মানুষ-রবোট।'

'ঢের হয়েছে। বড্ড বাজে কথা বলছেন।'

'দেখছি, আপনি অনেক অধঃপাতে গেছেন, আমি চাই...'

'আর আমি চাই না। আমার পথ ছাড়ুন...'

মভেন মাস অটল। সে মাথাটা হেলিয়ে বেথ লোনের মুখোমুখি দাঁড়ায় মারমুখী ভঙ্গিতে। পেছনে মেয়েটির কম্পমান দেহের স্পর্শ সে অনুভব করে।

প্রাক্তন গণিতজ্ঞ তখনো দাঁড়িয়ে। সে পাহাড়ের মতো স্থির। তার দৃষ্টি আফ্রিকার মানুষটির দিকে, তার ক্রোধান্ধ কালো চোখদুটির দিকে।

'যান।' পথ ছেড়ে দিয়ে সে চেঁচিয়ে উঠে। ওনারের হাত ধরে মভেন মাস। ঝোপের মধ্য দিয়ে আবার তারা এগুতে থাকে। পেছনে বেথ লোনের হিংস্র দৃষ্টি যেন তাকে স্পর্শ করে।

পথের একটা বাঁকে হঠাৎ মভেন মাস দাঁড়ালে ওনার তার ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়ে।

'বেথ লোন, চলুন মহাবিশ্বে আমরা একসঙ্গে ফিরে যাই!'

গণিতজ্ঞ আগের মতোই উদাসীন হাসিতে ফেটে পড়ে। কিন্তু তার এই উল্লাসে একটা তিক্ত সুর মভেন মাসের কানে বাজে।

'আমাকে পরামর্শ দেবার আপনি কে? আপনি জানেন?..'

'হ্যাঁ, জানি। আমিও একটি নিষিদ্ধ বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা চালিয়ে যে নরহত্যা করেছি... বৈজ্ঞানিক পরীক্ষায় আমার পথ আপনার পথেরই কাছাকাছি। আর আমরা... আপনি, আমি ও অন্যরা জয়ের দ্বারে এসে পৌঁছেছি! জনগণ আজ আপনাকে চায়, কিন্তু এখনকার আপনাকে নয়...'

ম্ভেন মাসের দিকে গণিতজ্ঞ এগিয়ে আসে। তার চোখদু'টি আনত। তারপর হঠাৎ সে ফিরে চলে, কর্কশ ভাষায় আপত্তি জানায়। নির্বাক ম্ভেন মাস এগিয়ে চলতে থাকে।

পঞ্চম আবাসিক অঞ্চলটা প্রায় কিলোমিটার ছয়েক দূরে।

আফ্রিকার মানুষটি জানতে পারে যে মেয়েটি একা থাকে। সে তাকে পূর্ব উপকূলের একটি গ্রামে থাকার পরামর্শ দেয়, যেখানে বেথ লোনের কবল থেকে রেহাই মিলবে। একজন প্রাক্তন বিখ্যাত বিজ্ঞানী এই নির্জন পার্বত্য জেলার শান্ত ছোট্ট বসতিগুলিতে এক অত্যাচারীর ভূমিকা নিয়েছে। সম্ভাব্য ক্ষতিকর পরিণতি রোধের জন্য ম্ভেন মাস তখনই আবাসিক অঞ্চলে গিয়ে ওই তিন জনকে নজরবন্দী রাখার ব্যবস্থা করার কথা ভাবল।

আবাসিক অঞ্চলের সীমানায় এসে ম্ভেন মাস ওনারকে বিদায় জানাল। মেয়েটির কাছ থেকে পাহাড়ে বাঘ আসার গুজবের কথা সে শুনল। বাঘগুলি নাকি সংরক্ষিত জঙ্গল থেকে পালিয়েছে কিম্বা দ্বীপটির সবচেয়ে উঁচু পাহাড়ের গভীর জঙ্গলেই এতোদিন বেঁচে ছিল। মেয়েটি তাকে সাবধানে থাকতে, রাতে পাহাড়ের পথে না চলার অনুরোধ জানাল। ম্ভেন মাস দ্রুত ফিরে চলে। যাকিছু ঘটেছে ভাবতে গিয়ে মেয়েটির শেষ চাহনীটি তার সামনে ভেসে উঠে। সেই চাহনীতে ছিল মহাবিশ্বের বিরল উদ্বেগ আর আনুগত্য। জীবনে এই প্রথম ম্ভেন মাস সুদূর অতীতের প্রকৃত বীরদের কথা অনুভব করল। তাদের ছিল অদম্য সাহস ও সহনশীলতা এবং সেজন্য অমর্যাদা, হিংসা ও শারীরিক ক্লেশ সহ্য করেও তারা সদগুণের অধিকারী ছিল।

সে উপলব্ধি করল যে অতীত মানুষদের জীবন এ যুগের

মানুষদের কাছে সমস্যাকীর্ণ মনে হলেও তারাও সুখ, আকাঙ্ক্ষা ও সৃজনশীল কর্মের মর্মার্থ খুঁজে পেয়েছিল এবং হয়তো বা কখনো কখনো মহাবৃত্ত যুগের চেয়েও বেশী করে।

তখনকার তাত্ত্বিকদের ভবিষ্যদ্বাণী স্মরণ করে তার মন বিষিয়ে ওঠে। প্রাকৃতিক জগতে প্রজাতি বিবর্তনের মন্থরতার ভ্রান্ত ধারণার ভিত্তিতে তারা ভবিষ্যদ্বাণী করেছিল যে দশ লক্ষ বছরেও মানবসমাজের উন্নতি সাধিত হবে না।

তারা যদি মানবজাতিকে আরেকটু বেশী ভালবাসত এবং ক্রমবিকাশের দ্বন্দ্বমূলক ধারাটি উপলব্ধি করত তবে এমন হাস্যকর ধারণার বশবর্তী তারা হত না!

সূর্যাস্তের আভায় পাহাড়চূড়ার মেঘ লাল হয়ে উঠে। লড়াইয়ের রক্ত আর ময়লা শরীর ধুয়ে ফেলার জন্য মুভেন মাস একটি নদীতে ঝাঁপ দেয়।

ক্লান্তি দূর হলে বিশ্রাম ও শরীরের জল শুকানোর জন্য সে শান্তভাবে একটা পাথরের ওপর বসে। সন্ধ্যের আগে সে শহরে পৌঁছতে পারবে না। আশা, চাঁদ উঠার পর সে পাহাড়টা ডিঙোবে। পাথরের ওপর দিয়ে বয়ে যাওয়া জলের দিকে তাকিয়ে কথাগুলো ভাবতে ভাবতে তার হঠাৎ মনে হল অদৃশ্যে কে যেন তাকে দেখছে। সে নদী পেরিয়ে ঢালু বেয়ে ওপরে উঠার সময়ও তার মন থেকে এই অনুভূতি সরল না।

আঠার শো মিটার উঁচু মালভূমিমুখী গরুর গাড়ির পথটা ধরে দ্রুত এগিয়ে চলেছে মুভেন মাস। শহরে পৌঁছার সংক্ষিপ্ততম পথ একটি জঙ্গলী শাখাপর্বত পার হবার জন্যই তার তাড়া। শুক্লপক্ষের এক ফালি চাঁদের আলোটুকু থাকবে মাত্র ঘণ্টা দেড়েক। তারপর খাড়া পাহাড়ী পথ পার হওয়া কঠিন হবে।

তাই দ্রুত এগুচ্ছে মুভেন মাস। চন্দ্রালোকিত শুকনো পথে

নীচু গাছের কালো কালো ছায়া পড়েছে। শিকড়ে হোঁচট না খাওয়ার জন্য তীক্ষ্ন দৃষ্টি রেখেও মূভেন মাস সারাক্ষণ গভীর চিন্তায় ডুবে রইল।

দূরে ডান দিকের ঢালুর গভীর অন্ধকার থেকে শোনা গেল মাটি কাঁপানো ভয়ঙ্কর গর্জন। বনের মধ্যে চাঁদের আলোর আবছা আলো-আঁধারি থেকে জবাবে ভেসে এল আরেকটি অনুচ্চ গর্জন।

ঠায় দাঁড়িয়ে মূভেন মাস দম বন্ধ করে চারদিকে তাকিয়ে নিল। রাতের স্তব্ধতায় আর কোন শব্দ শোনা গেল না। কিন্তু কয়েক কদম এগুতেই সে নিশ্চিত হল যে কেউ তার পিছু নিয়েছে। তবে কি বাঘ? ওনারের দেয়া খবরটা কি সত্যি?

সে দৌড়তে থাকে। দু'টো পশুর সম্ভাব্য আক্রমণের বিরুদ্ধে তার কর্তব্য নিয়ে সে ভাবতে থাকে।

উঁচু গাছে উঠে বাঁচবার চেষ্টা নিরর্থক, কারণ বাঘও গাছে চড়তে পারে। আর কী নিয়েই বা সে লড়বে? পাথর ছাড়া তো হাতের কাছে কিছুই নেই। একটা ভাল লাঠিও সে জোটাতে পারে নি, কারণ গাছের ডালগুলো লোহার মতো শক্ত। পেছনে খুব কাছেই গর্জন শুনে সে তার অন্তিম সম্পর্কে নিশ্চিত হয়। পথের ওপর গাছের ডাল তার পথ আগলাতে থাকে। শেষ মুহূর্তে তারা-ভরা আকাশের অন্তহীন গভীরতা থেকে সে সাহস সঞ্চয়ের চেষ্টা করে। জোর কদমে দৌড়োয় মূভেন মাস। সৌভাগ্য, সে জঙ্গলের ফাঁকা ও বেশ চওড়া একটা জায়গায় পৌঁছয়। সেখানে ছিল বড় বড় পাথরের চাঁই। ছুটে গিয়ে ত্রিশ কিলোগ্রাম ওজনের একটা ধারালো পাথর তুলে নিয়ে সে বনের দিকে ফিরল। তার চোখে পড়ে চলন্ত আবছা কয়েকটি ছায়ামূর্তি। ডোরাকাটা গায়ের রঙের জন্য গাছের ছায়ায় তারা ঢাকা পড়ে আছে। চাঁদ ইতিমধ্যেই গাছের মাথা ছুঁই ছুঁই করছে।

খোলা জায়গাটায় গাছের লম্বা ছায়াগুলি যেন পথ এঁকেছে, আর সে পথে হামাগুড়ি দিয়ে এগিয়ে আসছে দু'টো বাঘ। তিব্বতী মানমন্দিরের ভূগর্ভস্থ কক্ষের সেই অনুভূতি তাকে আবিষ্ট করে। মৃত্যু এগিয়ে আসছে। মৃত্যু এবার ভেতর থেকে নয়, আসছে বাহির থেকে, মৃত্যু জ্বলছে পশুগুলির অনুপ্রভ সবুজ চোখে। গরম হাওয়ায় জোরে দম নিল ম্ভেন মাস। মহাকাশের প্রোজ্জ্বল মহিমার দিকে তাকিয়ে সোজা দাঁড়িয়ে মাথার ওপর পাথরটা তুলল।

'আমিও আছি তোমার সাথে!' ঢালুর অন্ধকারে একটি ছায়া দেখা গেল। ভয় দেখানোর উদ্দেশ্যে ছায়াটি একটি গাছের ডাল নাড়ছে। মুহূর্তের জন্য ম্ভেন মাস বাঘের কথা ভুলে গেল। গণিতজ্ঞকে সে চিনতে পারে। হাঁপাতে হাঁপাতে বেথ লোন ম্ভেন মাসের পাশে এসে দাঁড়ায়। বাঘগুলো প্রথমটা থমকে গেলেও এখন ধীরে ধীরে এগিয়ে আসে তাদের দিকে। বাঁয়ের বাঘটি তিরিশ পা বেশী দূরে নয়, লাফ দেবার জন্য পেছনের পাদু'টো সে গুটিয়ে নিয়েছে।

'আরও জলদি!' ফাঁকা জায়গায় একটা বিরাট আওয়াজের প্রতিধ্বনি উঠল।

পেছনে তিন দিক থেকে গ্রেনেড-ছোঁড়ার আকস্মিক ফিকে আলোর চমকে অবাক হয়ে ম্ভেন মাস পাথরটা ফেলে দিল। কাছের বাঘটি তখন পেছনের পাদু'টোর ওপর সারা শরীরটা টান করে খাড়া হয়ে উঠেছে। সংজ্ঞানাশী গ্রেনেডটি ফেটে পড়ল ঢাকের শব্দের মতো। পশুটি উল্টে পড়ে গেল, অন্যটি লাফ দিল বনে। কিন্তু সেদিকেও তিনজন ঘোড়সওয়ার দেখা গেল। শক্তিশালী বিদ্যুৎ আধানের একটি কাঁচ-বোমা বাঘটির কপালে গিয়ে লাগল। শুকনো ঘাসে ভারী মাথা গুঁজে পশুটি শুয়ে পড়ল।

ঘোড়সওয়ার একজন এগিয়ে এল। মহাবিশ্বের মানুষের কাজের পোশাকটি ম্ভেন মাসের কাছে এত সুন্দর কোনদিন মনে হয় নি: চওড়া শর্ট, টেকসই কৃত্রিম নীল লিনেনের তৈরী বুক পকেটওয়ালা গলা-খোলা সার্ট।

'ম্ভেন মাস, বুঝেছিলাম যে আপনি বিপদে পড়েছেন!'

এখনো আতঙ্ক-মেশানো উচ্চস্বরটি চিনতে কি তার ভুল হবে? এ যে কারা নন্দী!..

সে জবাব দিতে ভুলে গেল, তার পা মাটিতে গেঁথে রইল যতক্ষণ না কারা ঘোড়া থেকে নেমে তার কাছে এল। পেছনে তার পাঁচ জন সঙ্গী। ম্ভেন মাস তাদের দেখতে পায় না। চাঁদটা তখন গাছের আড়ালে ডুবে গেছে। বাতাস নিথর। নিশ্চিদ্র অন্ধকারে সবকিছু ঢাকা। ম্ভেন মাসের হাতে কারার হাত লাগল, তার সরু কব্জিটা সে মুঠোয় নিল। আলোড়িত বুকে সে কারার হাতটা চেপে ধরল। ম্ভেন মাসের মনে হল এমন প্রশান্তির ছোঁয়া সে জীবনে পায় নি।

'কারা, এটি আমার নতুন বন্ধু, বেথ লোন...' ফিরে দেখে গণিতজ্ঞ উধাও হয়ে গেছে।

'বেথ লোন, যাবেন না!' অন্ধকারে সে চেঁচিয়ে ওঠে। 'ফিরে আসব আমি!' দূর থেকে সবল কণ্ঠের জবাব শোনা গেল। এবার এতে আর ঔদ্ধত্যের তিক্ত রেশ নেই।

কারার সঙ্গী, সম্ভবত দলনেতা, দেখতে মাঝারী গোছের লম্বা চেহারার যুবক তার জিনের পেছনে ঝুলন্ত লণ্ঠনটা তুলে ধরে। অদৃশ্য বেতারতরঙ্গের সাথে আবছা আলোর সংকেত আকাশে উঠে গেল। ম্ভেন মাস বোঝে, তারা কোন এক ধরনের বিমানের জন্য অপেক্ষা করছে। পাঁচ জনই কৈশোরোত্তীর্ণ, 'হারকিউলিসের শ্রম'-এ স্বেচ্ছাসেবী হিসেবে বিধ্বংসী বাহিনীর অন্তর্গত। তারা 'বিস্মরণ-দ্বীপ'-এ মারাত্মক জন্তু-জানোয়ারের বিরুদ্ধে সংগ্রাম

করেছে। কারা নন্দী তাদের সঙ্গে ম্ভেন মাসের সন্ধান করছিল।

'আমাদের ওস্তাদ ভাবলে ভুল হবে।' লণ্ঠনটাকে বৃত্তাকারে ঘিরে আলাপ করতে করতে দলনেতা বলে। ম্ভেন মাস শেষে মূল কথাটা জিজ্ঞেস করলে সে বলে, 'প্রাচীন গ্রীক নামের একটি মেয়ে আমাদের সাহায্য করেছে।'

'ওনার!' ম্ভেন মাসের বিস্মিত প্রশ্ন।

'হ্যাঁ, ওনার। দক্ষিণ দিক থেকে আমরা যখন পঞ্চম আবাসিক অঞ্চলের দিকে আসছিলাম তখন মেয়েটি প্রায় মূর্ছা যেতে যেতে আমাদের কাছে দৌড়ে আসে। বাঘের যে গুজব শুনে আমরা এখানে এসেছি সেটা সত্য বলে সে জানায় এবং তৎক্ষণাৎ আপনার পেছন পেছন ঘোড়া চালিয়ে যেতে আমাদের অনুরোধ করে। দেখতেই পেলেন আমরা ঠিক সময়ই এসে পড়েছি। এক্ষুনি একটি মালবাহী মঞ্চ এসে পড়বে। সাময়িক অজ্ঞান জানোয়ারদু'টোকে একটা সংরক্ষিত জায়গায় পাঠিয়ে দেব। প্রকৃত মানুষ-খেকো হলে ওগুলোকে মেরে ফেলা হবে। কিন্তু সঠিক সনাক্তি ছাড়া এমন দুর্লভ প্রাণীহত্যা নিষিদ্ধ।'

'পরীক্ষাটা কী ধরনের?'

'সে আমরা ঠিক জানি না। তবে প্রথমে দেয়া হবে প্রশান্তিকর ওষুধ... যেসব মানুষ সর্বদা শক্তি ও কর্মক্ষমতার অপচয় করে তাদেরই একই পদ্ধতিতে চিকিৎসা করা হয়।' ভুরু কপালে তুলে ছেলেটি বলে।

'সেটাই বা কিভাবে করা হয়?' ম্ভেন মাস শুধোয়।

'অবিশ্বাস্য রকমের পাশবিক মনের এক ব্যায়ামবিদের কথা জানি। সে তার সামাজিক কর্তব্য ও দায়িত্বের কথা ভুলে গিয়েছিল। তার প্রচণ্ড শক্তি কমিয়ে তা মানসিক দৌর্বল্য ও বুদ্ধিবৃত্তির স্তরে আনার জন্য চিকিৎসকরা তাকে একটি ইনজেকশান দেন। এভাবে তার দেহ ও মনের — উভয় শক্তির

ভারসাম্য বজায় রাখা হয়। গত তিন বছরে তার অনেকটা শিক্ষা হয়েছে। এই জানোয়ারকেও এমনি শিক্ষাই দেয়া হবে।'

গুঞ্জন ধ্বনিতে ছেলেটির কথা থেমে গেল। বিরাট, কালো একটা জিনিস নেমে আসছে তাদের দিকে। চোখধাঁধানো আলোয় উদ্ভাসিত হয়ে উঠে খোলা জায়গাটা। ভঙ্গুর জিনিসের জন্য ব্যবহৃত খাঁচায় পুরে ডোরাকাটা প্রাণীগুলিকে মঞ্চে তুলে দেয়া হল। মঞ্চটি আঁধারে মিলিয়ে গেলে খোলা জায়গাটির ওপর শুধু নক্ষত্রের মিটমিটে আলো পড়ে রইল। ছেলেদের একজন বাঘগুলোর সঙ্গে চলে যাওয়ায় তার ঘোড়াটা দেয়া হয়েছে ম্ভেন মাসকে।

কারা আর ম্ভেন মাসের ঘোড়াদু'টি চলেছে পাশাপাশি। পথটি নেমে গেছে গাল্লে নদীর উপত্যকায়। ওর মোহনার সমুদ্রতীরেই চিকিৎসা-কেন্দ্র ও বিধ্বংসী বাহিনীর আস্তানা।

'দ্বীপে আসার পর এই প্রথম সমুদ্রতীরে এলাম।' স্তব্ধতা ভেঙে ম্ভেন মাস বলে। 'এতদিন সমুদ্রকে নিষিদ্ধ প্রাচীর মনে হত, সেটিই ছিল আমার পৃথিবীর সীমানা।'

'দ্বীপটি তো আপনার পক্ষে এক নতুন স্কুলবিশেষ।' আনন্দ ও জিজ্ঞাসা মিশিয়ে কারা বলে।

'হ্যাঁ, অল্পসময়ে আমার প্রচুর শিক্ষাই হয়েছে। তাছাড়া নতুন চিন্তা করারও অবকাশ আছে যা আমার মনকে আলোড়িত করেছে দীর্ঘকাল...'

ম্ভেন মাস তাকে তার আশঙ্কার কথা বলে। তার মনে হয়, মানুষ অতীতের চাইতে কিছুটা কম হলেও একই ভুলের পুর্বানুবৃত্তি করে অতিরিক্ত যুক্তিনিষ্ঠ ও যান্ত্রিক হয়ে উঠছে। তার ধারণা, এপ্সিলোন তুকানা গ্রহে অনেকটা আমাদের মতোই মানবসমাজ রয়েছে, তাদের শারীরিক সৌন্দর্য অনুপম, তারা আবেগের উৎকর্ষ সাধনে আরও বেশী মনোযোগী।

'জীবনসঙ্গীতির অসম্পূর্ণ ধারণা থেকে আমি যথেষ্ট কষ্ট পেয়েছি।' কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে মেয়েটি বলে। 'বর্তমানের তুলনায় সব সময় অনেক বেশী আমি চেয়েছি অতীতকে। আমি স্বপ্ন দেখি প্রাচীন ভূমধ্যসাগরীয় গ্রীক মদনদেব এরসের যুগের, যখন প্রাগৈতিহাসিক শক্তিমত্তা ও আবেগ অটুট ছিল। প্রাচীন জীবন সংরক্ষণের কোন ব্যবস্থা সম্ভব হলে মহাবিশ্বের পক্ষে তা মঙ্গলের হত, সেখানে বিশ্রামের, আবেগের শক্তি অর্জনের সুযোগ মিলত। সব সময় আমি চেষ্টা করি দর্শকদের মধ্যে আবেগের প্রকৃত শক্তি জাগিয়ে তুলতে। আমার মনে হয়, এভ্দা নাহ্ল ভিন্ন কেউ আমাকে পুরোপুরি বুঝে উঠতে পারে নি।'

'আর ম্ভেন মাস!' আফ্রিকার মানুষটি বলে। কারাকে তামাটে রঙের সেই তুকানা-কন্যাটির মতোই তার মনে হয়।

কারা মুখ তুলে চাইল। ভোরের ভীরু আলোয় ম্ভেন মাসের চোখে পড়ে তার ডাগর চোখের গভীর দৃষ্টি। সে মেয়েটির কাছ থেকে সরে গেল। তারপর হেসে ওঠে।

'এক কালে পূর্বপুরুষেরা তাদের উপন্যাসে ভবিষ্যৎ কল্পনায় আমাদের দেখেছিল বিরাট খুলিওয়ালা, অত্যন্ত দুর্বল, কঙ্কালসার এক জীব হিসেবে। বিজ্ঞানসাধনার নামে লক্ষ লক্ষ প্রাণীকে যন্ত্রণা দিয়ে ও হত্যা করেও তারা মস্তিষ্কের কার্যকলাপের কিছুই বুঝত না, কারণ, অণু-পরমাণু পরিসরের প্রয়োজনীয় সূক্ষ্ম পরিমাপ-যন্ত্রের বদলে তারা ব্যবহার করেছে ছুরি। আমরা এখন জানি বলিষ্ঠ মননক্রিয়ার জন্য প্রয়োজন শক্তিশালী, প্রাণোচ্ছল দেহ এবং সেই দেহই হবে প্রবল আবেগের উৎস। এতকাল আমরা সেগুলিকে কেবল দমন করতেই শিখেছিলাম, আর সেজন্যই আমরা তা থেকে বঞ্চিত হয়েছি।'

কারা সায় দিয়ে বলে, 'এখনো তো আমরা বুদ্ধির কাছে শেকলবাঁধা।'

'এগিয়েছি আমরা অনেক দূর। কিন্তু বুদ্ধির ক্ষেত্রে আমাদের এই অগ্রগতির তুলনায় আমরা আবেগের ক্ষেত্রে আছি অনেকটা পিছিয়ে... এদিকে অবশ্যই লক্ষ্য দিতে হবে, যাতে আবেগ বুদ্ধির কাছে বাঁধা না পড়ে বরং তা বুদ্ধিকেই নিয়ন্ত্রণ করে। ভাবছি এর ওপর একটা বই লিখব।'

'অবশ্যই!' উৎসাহে কারা বলে ওঠে। তারপর একটু দ্বিধার সঙ্গে বলে, 'নন্দনতত্ত্বের নিয়ন আর আবেগের পূর্ণতা নিয়ে খুব কম বিজ্ঞানীই গবেষণা করেছেন... অবশ্য আমি মনস্তত্ত্বের কথা বলছি না।'

'আপনার কথা বুঝেছি।' আফ্রিকার মানুষটি বলে। ওর দিকে প্রশংসার দৃষ্টিতে সে তাকায়। সলজ্জভাবে কারা তার গর্বিত মাথাটি প্রস্ফুট সূর্যের দিকে তুলে। আলোয় উদ্ভাসিত হল তার উজ্জ্বল তামাটে দেহবর্ণ। তারা এগিয়ে চলল।

'পিছিয়ে পড়ছি আমরা!' কারা লাগাম ঢিল দিয়ে ঘোড়ার কদম বাড়ায়।

আফ্রিকার মানুষটিও তাকে ধরে ফেলে। তারা পুরনো মসৃণ রাস্তা দিয়ে পাশাপাশি স্বচ্ছন্দ কদমে ছুটে চলে। অন্যদের কাছাকাছি পৌঁছে তারা আবার লাগাম কষে। কারা মভেন মাসের দিকে ফিরে বলে:

'আচ্ছা, ওনার খবর কী?'

'মহাবিশ্বে তাকে ফিরে যেতে হবে। আপনিই বলেছেন সে এখানে এসে পড়েছিল অন্য কারণে, তার মায়ের সঙ্গে। তার মা তো মারা গেছেন। বেদার সঙ্গে কাজ করাটাই ওনারের পক্ষে ভাল হবে। প্রত্নতাত্ত্বিক খননে মেয়েদের কোমল ও সুবেদী হাতই দরকার... তাছাড়া মেয়েদের তো আরও হাজারো রকমের কাজই আছে... বেথ লোন, নতুন জীবন পেয়ে সে ফিরে যাচ্ছে আমাদের সাথে, ওনারকেও সে পাবে নতুন পরিবেশে।'

কারার ভ্রূ কুঞ্চিত হল। তার টানাভুরু যেন আরও প্রসারিত হল।

'আর আপনি কি আপনার নক্ষত্রের জগৎ ছাড়বেন না?'

'পরিষদের সিদ্ধান্ত যাই হোক, আমি ছাড়ছি না মহাকাশ গবেষণার কাজ। কিন্তু তার আগে আমাকে লিখে ফেলতে হবে...'

'মানব মনের তারকার কথা?'

'ঠিক বলেছেন, কারা! তাদের বিচিত্র রূপের কথা অবাক হয়ে ভাবি...' মেয়েটির মুখে মৃদু হাসি। ম্ভেন মাস বলে, 'আপনি কি কথাটা মানেন না?'

'নিশ্চয়ই মানি! আমি ভাবছিলাম আপনার পরীক্ষার কথা। মানুষকে পার্থিব পরিপূর্ণতার স্বাদ দেবার অধীর আকাঙ্ক্ষাতেই আপনি গবেষণাটি করেছিলেন। আপনি একজন শিল্পী, কেবল বৈজ্ঞানিকই নন।'

'আর রেন বোস?'

'তার কথা আলাদা। তার কাছে পরীক্ষাটি ছিল গবেষণায় এক অগ্রপদক্ষেপ, বিজ্ঞানপ্রীতির এক প্রয়োজনীয় অনুষঙ্গ।'

'কারা, আমার নিন্দে করছেন?'

'না! অনেকে, অধিকাংশই যে করছে না এতে আমি নিশ্চিত!'

বাঁ হাতে ঘোড়ার লাগাম ধরে ডান হাত কারার দিকে এগিয়ে দিল ম্ভেন মাস। তারা স্টেশনের পাশের বাড়িগুলির ভিড়ে ঢুকে পড়ল।

খাড়া পাহাড়ের নীচে ভারত মহাসাগরের ঢেউগুলি তালে তালে আছড়ে পড়ছে। এই কলধ্বনিতে ম্ভেন মাস শুনতে পায় জিগ জোরের সেই মহাকাশ সঙ্গীত সিম্ফোনির সুগম্ভীর সুরলহরী।

স্বচ্ছ, উজ্জ্বল সমুদ্র এখন মারাত্মক হাঙর, বিষাক্ত মাছ,

শামুক, জেলী-মাছ ইত্যাকার অতীতের জঞ্জাল থেকে মুক্ত, যেমনটি এখনকার মানুষ অতীতের বহু শতাব্দীর পাপ ও ভয় থেকে মুক্ত হয়েছে। কিন্তু অসীম সমুদ্রের কোন সুদূর অন্ধকারে ক্ষতিকর প্রাণের অঙ্কুরগুলি এখনো টিকে আছে। তাই আমরা বিধ্বংসী বাহিনী রেখেছি এবং তাদের কল্যাণেই সমুদ্রের জল আজ নিরাপদ ও নির্মল।

ঠিক তেমনিই কি আমাদের যুবকদের নিষ্পাপ মনেও হঠাৎ জেগে উঠে পাশবিক একগুঁয়েমী, স্থূল আত্মম্ভরিতা, পশুসুলভ অহমিকা? মানুষ যদি জ্ঞান ও কল্যাণধর্মী সমাজের কর্তৃত্ব মেনে না নিয়ে আপতিক আকাঙ্ক্ষা ও ব্যক্তিক আসক্তির দ্বারা চালিত হয়, তবে সৎসাহসের স্থানে পাশবিকতা, সৃজনশীল প্রচেষ্টার স্থানে নিষ্ঠুর শঠতা দেখা দেবে আর আনুগত্য ও আত্মত্যাগের স্থলবর্তী হবে স্বৈরাচার, নির্মম শোষণ ও দুর্নীতি... এক-দুই পুরুষ নিম্নমানের জীবনযাত্রা চললেই শৃঙ্খলা ও সামাজিক সংস্কৃতির ওপরকার প্রলেপটি অতি সহজেই খসে পড়বে। 'বিস্মরণ-দ্বীপ'-এ পশুত্বের সেই চেহারা মৃভেন মাস দেখেছে। সেই পশুত্ব দমিত না হলে, সেটি অবারিত হলে এক দানবীয় স্বৈরতন্ত্রের উদ্ভব ঘটবে, পায়ের তলায় সবকিছু ধ্বংস করে দেবে এবং মানুষের ভাগ্যে শতাব্দী-দীর্ঘ অতীতের নির্মম স্বেচ্ছাচারিতা পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হবে।

কুটিল নির্বুদ্ধিতার স্বকীয় বৈশিষ্ট্য — জ্ঞান ও সৌন্দর্যবোধের বিরুদ্ধে দুর্মর ঘৃণার প্রাদুর্ভাবই বিশ্ব ইতিহাসের আশ্চর্যতম ঘটনা। প্রাগৈতিহাসিক ভূতপ্রেত আর ওঝা থেকে শুরু করে অনৈক্য যুগের অকালজাত চিন্তানায়কদের কাল পর্যন্ত এই অবিশ্বাস, ভয় ও ঘৃণা সমস্ত মানবসমাজেই প্রকটিত ছিল। অন্যান্য গ্রহের অত্যুৎকৃষ্ট সভ্যসমাজেও একই ঘটনা ঘটে গেছে। অতি বিচিত্র কূটকৌশলে আকস্মিক ক্ষমতাসীন স্বৈরাচারী

গোষ্ঠীর কবল থেকে তারা তাদের সমাজব্যবস্থাকে রক্ষা করতে পারে নি... ম্ভেন মাসের মনে পড়ল, মহাবৃত্তের মাধ্যমে অন্যান্য মানব-অধ্যুষিত জগৎ থেকে একই ধরনের সংবাদ এসে পৌঁছেছিল। সেখানেও বিজ্ঞানের চরম উৎকর্ষতা ভীতি প্রদর্শনে, অত্যাচার ও শাস্তিদানে, অন্যের চিন্তা অনুধাবনে এবং মারাত্মক হুকুম তালিমে জনসাধারণকে বশংবদ নির্বোধে পরিণত করাতে ব্যবহৃত হয়েছে। এমন একটি গ্রহ থেকে সাহায্যের আবেদন এসেছিল মহাবৃত্তে। সেখানকার মানুষ ও অত্যাচারী শাসকদের মৃত্যুর বহু শত বছর পরে বার্তাটি এখানে পৌঁছেছিল।

আমাদের এই গ্রহের উন্নতির বর্তমান স্তরে এই ধরনের আশংকা এখন অচিন্তনীয়। কিন্তু মানুষের আত্মিক উৎকর্ষতা এখনো পূর্ণ হয় নি এবং এভ্‌দা নাহ্‌লের মতো মানুষেরা সমস্যাটি নিয়ে গবেষণারত।

'কেমন করে আপনি এমন গভীর চিন্তা করেন?' পেছন থেকে কারার কণ্ঠস্বর শোনা গেল। 'শিল্পী কার্ট সানের মতে প্রজ্ঞা— জ্ঞান ও অনুভূতির সমন্বয়।' হাঁটতে হাঁটতে সে স্নানের পোশাকটি ছুঁড়ে ফেলে বলল, 'চলুন আমরা প্রাজ্ঞ হই!'

আফ্রিকার মানুষটির পাশ দিয়ে দৌড়ে পাহাড়ের চূড়া থেকে সে নীচের কল্লোসিত জলে ঝাঁপ দেয়। ম্ভেন মাস দেখল কারা লাফিয়ে ডিগবাজী খেয়ে হাতদু'টি ছড়িয়ে অতলে তলিয়ে গেল।

ঢেউগুলি মাঝ থেকে মেয়েটির অস্পষ্ট হুঁশিয়ারি না শুনেই ম্ভেন মাস জলে ঝাঁপ দিল। কৌশলী সাঁতারু ম্ভেন মাস নিখুঁতভাবে জলে তলিয়ে গেল। জলের আশ্চর্য স্বচ্ছতায় তার মনে হল যেন সে সমুদ্রতলেই পৌঁছে যাচ্ছে। শরীরটাকে মোচড় দিয়ে সে ওপরে ঠেল দিল। অব্যবহৃত জাড্যের প্রাবল্যে মুহূর্তকাল সবকিছুর অস্তিত্ব যেন তার কাছে মুছে গেল।

রকেটের বেগে ম্ভেন মাস জলের ওপর ভেসে উঠে ঢেউয়ে আন্দোলিত হতে থাকল। তারপর দেখল কারা সাঁতরে তার দিকেই আসছে। আতঙ্কে ফ্যাকাশে হয়ে উঠায় তার রোদেপোড়া বাদামী রঙটাও ফিকে দেখাচ্ছে, তার দৃষ্টিতে প্রশংসা ও তিরস্কারের মিশ্রণ।

'অমন কাজ করলে কেন?' রুদ্ধশ্বাসে মেয়েটি ফিসফিস করে বলে।

'তুমি করেছো, তাই। আমাদের এই পৃথিবীতে আমার এপ্সিলোন তুকানা গড়ে তোলার জন্য আমি সবখানে তোমারই সাথী হব।'

'আমার সঙ্গে মহাবিশ্বে ফিরবে?'

'ফিরব!'

প্রচণ্ড বেগে সাঁতরে ম্ভেন মাস চুপিচুপি তার নাম ধরে ডাকে। কারা উজ্জ্বল বিশ্বাসে তার দিকে তাকায়। স্ফটিক সাগরে দু'জন চুম্বন ও আলিঙ্গনে আবদ্ধ হল।

দ্বাদশ অধ্যায়

জ্যোতির্বিজ্ঞান পরিষদ

এই গ্রহের কেন্দ্রীয় মস্তিষ্ক অর্থনৈতিক পরিষদের মতো জ্যোতির্বিজ্ঞান পরিষদেরও বৈজ্ঞানিক সম্মেলনের জন্য নিজস্ব ভবন রয়েছে। গোড়া থেকেই মনে করা হয়েছে যে বিশেষভাবে পরিকল্পিত ও সুসজ্জিত কক্ষগুলি বিজ্ঞানীদের মহাকাশের বিষয়ে অবহিত রাখবে এবং তাদের পার্থিব কর্মকান্ড নক্ষত্রজগতের কর্মকান্ডে রূপান্তরিত হবে।

পরিষদ ভবনে এর আগে কারা কখনো যায় নি। বাঁকানো অধিবৃত্তাকার ছাদ ও উপবৃত্তাকারে সাজানো আসনের সারি সহ ডিম্বাকৃতি এই অদ্ভুত হলে এভ্‌দা নাহ্‌লকে সঙ্গে নিয়ে ঢুকে সে রোমাঞ্চিত হয়ে উঠল। সূর্যের চেয়েও যেন উজ্জ্বলতর কোন নক্ষত্র থেকে আনা স্বচ্ছ আলোকে ঘরখানি উদ্ভাসিত। দেয়াল, ছাদ ও আসনের সারিগুলি যেন এক স্বাভাবিক কেন্দ্রবিন্দুতে মিশেছে যেখানে দেখা যাচ্ছে কয়েকটি পর্দা, একটি মঞ্চ এবং সম্মেলন পরিচালকদের আসন।

দেয়ালের অনুজ্জ্বল সোনার প্যানেলগুলির পাশাপাশি গ্রহাবলীর উচ্চাবচ-মানচিত্র, ডান দিকে সৌরজগতের আর বাঁ দিকে পরিষদের অভিযানে পরীক্ষিত প্রতিবেশী সব নক্ষত্রের

গ্রহসমূহের প্রতিকৃতি। ছাদের নীলাভ গম্বুজের তলায় প্রাণী-অধ্যুষিত অন্যান্য নক্ষত্রজগতের উজ্জ্বল রঙ করা নক্সাগুলি।

মঞ্চের উপরে টানানো একটি পুরনো বিবর্ণ ছবি কারার চোখে পড়ে। ওটা যেন কয়েক বারই রঙ করা হয়েছে। প্রশস্ত ক্যানভাসের উপরটা জুড়ে আছে বেগুনী-কালো আকাশ। অস্তগামী সূর্যের লাল রঙের পটভূমিতে প্রাচীন মহাকাশযানের উত্তোলিত পশ্চাদভাগের ছায়ারেখা আর একটি অজ্ঞাত ছোট্ট অর্ধচন্দ্রের মারাত্মক স্বচ্ছ আলোয় সেটি আচ্ছন্ন। শুকনো, কর্কশ ও বিশ্রী নীল গাছগাছড়ার সারিগুলোকে ধাতব মনে হচ্ছে। সেখানে গভীর বালির মধ্যে পা টেনে টেনে চলেছে হালকা মহাকাশ পোশাক-পরা একটি মানুষ। সে পেছনে ফিরে বিধ্বস্ত মহাকাশযান আর সঙ্গীদের মৃতদেহগুলি দেখাচ্ছে। তার মুখোশের চশমায় অস্তগামী সূর্যের ছায়া, সুদক্ষ শিল্পীর তুলিতে ফুটে-উঠা অজ্ঞাত জগতের নিঃসঙ্গতার নৈরাশ্য। কাছের বালির ঢিবিতে বুকে হেঁটে চলেছে অবয়বহীন, কুশ্রী জীবন্ত কিছু। ছবিটির তলায় বড় বড় অক্ষরে লেখা নাম: 'নিঃসঙ্গ'। কী সংক্ষিপ্ত, কত ব্যঞ্জনাময়!

ছবিমুগ্ধ কারা বহুক্ষণ হলের অপূর্ব স্থাপত্য লক্ষ্যই করে নি। আসনগুলি সাজানো পাখার আকারে, ধাপে ধাপে। নীচের গ্যালারি থেকে প্রত্যেকটি আসন অবধি উঠে এসেছে আলাদা পথ। আসনের প্রত্যেকটি সারি ওপর আর নীচের সারি থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন। এভ্‌দাকে নিয়ে আসনে বসার পরই চেয়ার, পড়ার ডেস্ক ও পাটাতনগুলির হস্তশিল্পের প্রাচীন সৌকর্যের প্রতি তার দৃষ্টি পড়ে। সেগুলি আফ্রিকার মুক্তা রঙের সেরা কাঠের তৈরী। আজকের দিনের আসবাব কয়েক মিনিটের মধ্যে তৈরী ও পালিশ করা সম্ভব, তাই কেউই এজন্য এতটা সময় ও শ্রমের অপব্যয় করতে রাজী হবে না। প্রাচীন সামগ্রীর প্রতি

মানুষের সহজাত অনুরাগবোধ থেকেই কারার মনে হল কাঠের আসনগুলি প্লাস্টিকের চাইতে গরম ও প্রাণবন্ত।

শক্তিশালী ট্রান্সমিটারের সাহায্যে সম্মেলনের কার্যবিবরণীর টেলি-চিত্র গ্রহের সর্বত্র প্রচারের ব্যবস্থা থাকা সত্ত্বেও হলঘরে নিয়মমতো জনসমাগম ঘটেছে। গত সভার পরবর্তী সংবাদগুলির সংক্ষিপ্ত ঘোষণাবলী পাঠ করে পরিষদের সম্পাদক মীর ওম সভার উদ্বোধন করে। সারা হলে শত শত জনের কেউই আত্মচিন্তায় মগ্ন নেই। নিবিষ্টতা মহাবৃত্ত যুগের মানুষের বৈশিষ্ট্য। নানা গ্রহের মানচিত্রগুলির নীচে বিখ্যাত বিজ্ঞানীদের উদ্ধৃতি পড়তে পড়তে কারা অবশ্য প্রথম ঘোষণাটি শুনতে পায় নি। বৃহস্পতি গ্রহের মানচিত্রের নীচে লেখা যে আবেদনবাণীটিতে প্রাকৃতিক ঘটনার প্রতি আগ্রহী হবার কথা বলা হয়েছে সেটিই তার সবচাইতে ভাল লাগে: 'দেখুন, আমাদের বুদ্ধির অগম্য কত প্রাকৃতিক ঘটনার দ্বারা আমরা বেষ্টিত, সেগুলির অস্পষ্ট রূপরেখার মধ্যে যে বিরাট আবিষ্কারের অপেক্ষায় রয়েছে তা না পড়ে আমাদের চোখে, না পেঁছে আমাদের কানে।' আরও বাঁয়ে আরেকটি জায়গায় লেখা: 'অজ্ঞাত রহস্যের যবনিকা সহজে উত্তোলিত হয় না। শ্রম, অধ্যবসায়, পশ্চাদপসরণ ও বহু বিচ্যুতির পরই আমরা প্রকৃত অর্থ উদ্ঘাটন শুরু করি এবং তখনই আমাদের সামনে উন্মুক্ত হয় সীমাহীন নতুন দিগন্ত। প্রথম যাকিছু অর্থহীন, দুর্বোধ্য ও ধারণাতীত মনে হয় তা এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা অনুচিত...'

মঞ্চের ওপর চাঞ্চল্য দেখা গেল। তারপরই সব আলো নিভল। পরিষদ সম্পাদকের শান্ত, ঋজু কণ্ঠ উত্তেজনায় কেঁপে উঠল।

'এখন আপনারা দেখবেন আমাদের ছায়াপথের একখানি পার্শ্বচিত্র — যা কিছুদিন আগেও অভাবনীয় ছিল। এক লক্ষ পঞ্চাশ হাজার বছরেরও বেশী, দেড় ছায়াপথ মিনিট আগে

মহিষাসুর নক্ষত্রমণ্ডলের...' কারা তার কাছে অর্থহীন সংখ্যাগুলির কথা ছেড়ে দিল। '...গ্রহগুলির অধিবাসীরা মহা মেগালানিক মেঘমণ্ডলের অধিবাসীদের কাছে একটি বার্তা পাঠায়। সেটিই আমাদের নিকটতম একমাত্র ছায়াপথ বহিস্থ নক্ষত্রমণ্ডল যা মহাবৃত্তের মাধ্যমে আমাদের ছায়াপথের সঙ্গে বার্তাবিনিময়ক্ষম বুদ্ধিমান অধিবাসী অধ্যুষিত জগতে পূর্ণ। আমরা অবশ্য এখনো মেগালানিক গ্রহমণ্ডলের সঠিক স্থানাঙ্ক নির্দেশ করতে পারি নি, কিন্তু আমরা সেখান থেকে আসা বেতার-চিত্র পেয়েছি — সেটি আমাদের ছায়াপথের একটি আলোকচিত্র। এই দেখুন!'

বিরাট পর্দার ওপর ভেসে উঠল বিস্তৃত তারকাপুঞ্জ, প্রান্তভাগে সেগুলি ক্রমশ সরু হয়ে এসেছে। তারাগুলি সুদূরের রুপোলী আলোয় মিটমিট করছে। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মণ্ডলাকার শাখাগুলির মাঝ বরাবর কালো অন্ধকার, যাতে পর্দাটির প্রান্ত গভীর অন্ধকারে ঢাকা পড়েছে। তারকাপুঞ্জের গোলক বলয়টি মৃদু আলোকে উদ্ভাসিত। এটাই আমাদের বিশ্বের প্রাচীনতম নক্ষত্রমণ্ডলের নিদর্শন। সমতল নক্ষত্রমণ্ডলের মাঝে মেঘপুঞ্জ আর কালো জমাট বস্তুর ডোরা ডোরা দাগ। এক বিদঘুটে কোণে কৌণিকভাবে ওপর থেকে ছায়াপথের ছবিটি তোলা। এই মধ্যভাগ যেন নক্ষত্রমণ্ডলের কেন্দ্রস্থ এক জ্বলন্ত উত্তল বস্তুপুঞ্জ। স্বভাবতই আমাদের ছায়াপথের পূর্ণাঙ্গ আলোকচিত্র পেতে আরও উচ্চতর ছায়াপথ অক্ষাংশের ছায়াপথগুলির সাহায্য প্রয়োজন। মহাবৃত্তের সূচনা থেকে কোন ছায়াপথেই বুদ্ধিমান জীবনের লক্ষণ প্রকাশ পায় নি।

সারা পৃথিবীর মানুষ সাগ্রহে পর্দার ছবিটি লক্ষ্য করেছে। এই সর্বপ্রথম মানুষ অসীম শূন্য থেকে তোলা নক্ষত্রজগৎটির পার্শ্বচিত্র দেখতে পেল।

কারার মনে হল যে পৃথিবীর ৬টি মহাদেশে এবং মহাসমুদ্রের মানব-অধ্যুষিত দ্বীপের বাসিন্দারা লক্ষ লক্ষ পর্দায় রুদ্ধশ্বাসে তাদের ছায়াপথের দিকে তন্ময় হয়ে তাকিয়ে আছে।

শান্তকণ্ঠে সম্পাদক ঘোষণা করল, 'আমাদের মানমন্দিরগুলিতে পাওয়া মহাশূন্য বার্তা এখানেই শেষ। সংবাদটি ইতিপূর্বে পৃথিবীতে প্রচারিত হয় নি। এখন সাধারণ আলোচনার জন্য পেশ করা প্রকল্পগুলি উপস্থাপিত হবে।

'মঙ্গল গ্রহে মানুষের শ্বাস-প্রশ্বাসের উপযোগী এক কৃত্রিম আবহমণ্ডল সৃষ্টি করার প্রস্তাবটি জুটা গে-র। কঠিন পাহাড় থেকে হালকা গ্যাস নিষ্কাশনের মাধ্যমে এর সম্ভাব্যতা নিখুঁত গাণিতিক সমীকরণে নির্ধারিত হয়েছে। এভাবে তৈরী বায়ু মানুষের শ্বাস ও বসতিগুলোর তাপ-অন্তরণের উপযোগী হবে এবং কাঁচঘর থেকে সেগুলির মুক্তি ঘটবে। অনেক বছর আগে শুক্র গ্রহে তেলের সমুদ্র আর কঠিন শর্করা-পর্বত আবিষ্কৃত হবার পর স্বচ্ছ প্লাস্টিকের বিশাল মণ্ডপের মধ্যে কৃত্রিম আবহ সৃষ্টির স্বয়ংক্রিয় ব্যবস্থা চালু হয়েছিল।'

মীর ওম্ বলে চলেছে, 'সাধারণত নতুন প্রস্তাবগুলি আমরাই ঘোষণা করি। কিন্তু আজ আপনারা প্রায় সম্পূর্ণ একটি গবেষণার ফল সম্পর্কে শুনবেন। গবেষক ইভা দ্জান নিজেই তাঁর বক্তব্য পেশ করছেন। এটি আপনাদের গভীর চিন্তার সহায়ক হবে।'

সম্পাদক একটি ধাতুপাত পাশে রেখে আন্তরিকভাবে হাসল। মঞ্চের কাছাকাছি আসনগুলির সারির প্রান্তে ম্ভেন মাসকে দেখা গেল। ঘন লাল পোশাকে তাকে বিষণ্ন, চিন্তিত ও গম্ভীর দেখাচ্ছিল। জোড় হাতে উপস্থিত ব্যক্তিদের অভিবাদন জানিয়ে সে বসল।

মঞ্চে মীর ওমের জায়গায় একজন তরুণী এসে দাঁড়াল। তার

মাথার চুলগুলি সোনালী, সবুজ চোখদুটি বিস্ময়-মাখা।

চাপাস্বরে ইভা দুজান তার বক্তৃতা শুরু করল। দক্ষিণাঞ্চলের গাছপালার নীলাভ পর্ণের সর্ববিদিত বৈশিষ্ট্যের তথ্যটি দিয়েই তার আলোচনা শুরু হল। রঙটি প্রাচীন পৃথিবীর উদ্ভিদজগতের বৈশিষ্ট্য। অন্য গ্রহাদির উদ্ভিদজগৎ সন্ধানে জানা গেছে যে পৃথিবীর আবহমণ্ডলের চাইতেও স্বচ্ছতর আবহে বা সূর্যের তুলনায় অধিকতর অতিবেগুনী রশ্মি বিকিরণকারী কোন নক্ষত্রের গ্রহে নীলপত্রী উদ্ভিদের অস্তিত্ব সম্ভবপর।

সে বলে, 'দীর্ঘকাল থেকে এই তথ্য জ্ঞাত যে সূর্যের লাল আলো বিকিরণ অপরিবর্তনীয় হলেও বর্ণালীর নীল ও অতিবেগুনী প্রান্তভাগে তার অস্থিরতা লক্ষণীয়। বিশ লক্ষ বছর আগে সূর্যের অতিবেগুনী বিকিরণে এক বিরাট পরিবর্তন দেখা দেয় এবং তা দীর্ঘকাল স্থায়ী হয়। তখনই আবির্ভাব ঘটে নীল রঙের গাছপালার, উন্মুক্ত পশু পাখীর গায়ে ফুটে কালো রক্ষাবর্ণের আচ্ছাদন, এবং উন্মুক্তনীড় পাখীর ডিমে কালো রঙ দেখা দেয়।

'সেই সময় সৌরমণ্ডলের বিদ্যুৎ-চুম্বকীয় অবস্থার পরিবর্তনের ফলে পৃথিবীর মেরুরেখার স্থৈর্য্য বিনষ্ট হয়। দীর্ঘকাল জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা শুধুমাত্র মহাকর্ষ বলবিদ্যার ভিত্তিতেই তাদের হিসেব কষত এবং মহাকর্ষের চেয়ে অনেক বেশী পরিবর্তনশীল বিদ্যুৎ-চুম্বকীয় ভারসাম্যের ওপর বিশেষ নজর দেয় নি।

'পৃথিবীর মেরুরেখা পরিবর্তনের জন্য সমুদ্রগুলিকে পৃথিবীর অবনত ক্ষেত্রে স্থানান্তরের প্রকল্পসমূহ দীর্ঘকাল তৈরী হয়ে আছে। সমস্যাটিকে সাধারণ বলবিদ্যার বদলে বিদ্যুৎ-চুম্বকীয় বলের ভিত্তিতে দেখলে তা অনেকটা সহজসাধ্য হত। এ কথা স্মরণ রাখা দরকার যে মহাশূন্য ভ্রমণের সূচনায় কৃত্রিম

মহাকর্ষ সৃষ্টিতে এত অধিক শক্তিব্যয় করতে হত যে তা কার্যত অসম্ভব হয়ে উঠেছিল। অবশ্য মেসন-শক্তি আবিষ্কারের পর থেকে আমাদের মহাকাশযানগুলিতে কৃত্রিম মহাকর্ষ সৃষ্টির সহজ ও নির্ভরযোগ্য যন্ত্রাদি সংস্থাপন করা গেছে। রেন বোসের পরীক্ষার ফলে মহাকর্ষ এড়িয়ে যাবার একটি উপায়ও উদ্ভাবিত হয়েছে।'

ইভা দ্‌জান থামল। হলঘরের মাঝখানে বসা প্লুটো অভিযাত্রী ৬ জন বীরের একটি দল বদ্ধ হাতে তাকে অভিনন্দন জানাল। তরুণীর মুখখানা মুহূর্তের জন্য রক্তিম হয়ে উঠল। ততক্ষণে পর্দার ওপর উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে স্টিরিওমেট্রিক চিত্রাবলী।

'আমি একথা উপলব্ধি করেছি যে সমস্যাটিকে আরও বৃহত্তর ক্ষেত্রে প্রসারিত করা যায়। আমরা তখন গ্রহাদির কক্ষপথ পরিবর্তনের কথা, প্লুটো গ্রহকে সূর্যের কাছে আনার কথা ভাবতে পারি। কিন্তু বর্তমানে আমি শুধুমাত্র এই গ্রহের ঘূর্ণাক্ষ পরিবর্তনের কথাই ভাবছি যাতে মহাদেশীয় জলবায়ুর অবস্থা উন্নত করা যায়।'

পর্দার ওপর দীর্ঘায়িত ও আবর্তিত জ্যামিতিক চিত্রগুলির দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করে সে বলে, 'রেন বোসের পরীক্ষা থেকে মহাকর্ষক্ষেত্রের দ্বিতীয় দিক অর্থাৎ বিদ্যুৎ-চুম্বকীয় ক্ষেত্রের পরবর্তী ভেক্টরাল সমাবর্তন সহ ব্যুৎক্রমের সম্ভাবনা দেখা গেছে। পৃথিবীর মেরুরেখার আবর্তনে তার সুস্থিতি বজায় থাকবে না এবং আকাঙ্ক্ষিত অভিমুখে গ্রহটিকে ঘুরিয়ে মহাদেশগুলি দীপনের উন্নত পরিস্থিতি সৃষ্টি করা যাবে।'

পর্দার তলায় লম্বা কাঁচের পাতের ওপর যন্ত্রে হিসাব-করা প্যারামিটারের সারিগুলি দেখা গেল এবং ইভা দ্‌জানের প্রকল্পটি যে আদৌ ভিত্তিহীন নয় বোদ্ধারা তা বুঝতে পারল।

ইভা দ্‌জান তার অংকন ও নক্সাগুলির গতি বন্ধ করে মাথা

নুইয়ে মঞ্চ ত্যাগ করল। শ্রোতারা পরস্পরের দিকে তাকাল এবং হলে আলোচনার গুঞ্জন উঠল। প্লুটো অভিযাত্রীদলের তরুণ অধিনায়ক নিঃশব্দে গ্রোম ওর্মের সঙ্গে দৃষ্টি বিনিময় করে মঞ্চে এল।

'সন্দেহ নেই রেন বোসের পরীক্ষা এমন ঘাত সৃষ্টি করবে যার ফলে ধারাবাহিক গুরুত্বপূর্ণ বহু আবিষ্কার ঘটতে থাকবে। আমার মনে হয় অতীতে অনায়ত্ত বিজ্ঞানের এক দূর দিগন্তে আমরা পৌঁছব। উত্তরকালে প্রতি-কণিকা ও প্রতি-ক্ষেত্র বিধি আবিষ্কার সহ রেপাগুলাম বিধির জ্ঞানলাভের প্রথম ধাপ ও কোয়ণ্টাম তত্ত্বের বেলাতেও এমনটিই ঘটেছিল। তারপর আসে রেপাগুলার ক্যালকুলাস, যাতে প্রাচীন গণিতশাস্ত্রবিদ গেইজেনবার্গের অনির্দেশ্যবাদ সূত্রের ওপর এক বিজয় সূচিত হয়। সর্বশেষে, রেন বোসকৃত পরবর্তী ধাপের, স্থান-ক্ষেত্র প্রণালীর বিশ্লেষণের ফলে প্রতি-মহাকর্ষ এবং প্রতি-স্থান সূত্র বা রেপাগুলাম বিধি অনুসারে শূন্যাংক স্থান সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান জন্মাল। ইতিপূর্বে বাতিলকৃত তত্ত্বাবলীই শেষপর্যন্ত বিজ্ঞানের ভিত্তিভূমি হল।

'প্লুটো অভিযাত্রীদলের পক্ষ থেকে আমি প্রস্তাব করছি যে সাধারণ আলোচনার জন্য সমস্যাটিকে বেতারে বিশ্বব্যাপী প্রচার করা হোক। পৃথিবীর মেরুরেখার আনতি মেরু-অঞ্চলসমূহ উষ্ণ করে তোলায় শক্তি ব্যবহার হ্রাস করবে, মেরুভাগ সমতল করে তুলবে এবং গ্রহের জলসরবরাহ বাড়াবে।'

'প্রশ্নটি এখন ভোট দেয়া হচ্ছে। সবার কাছে বিষয়টি স্পষ্ট হয়েছে তো?' গ্রোম ওর্ম জিজ্ঞেস করেন।

জবাবে অনেকগুলি সবুজ আলো জ্বলে উঠে।

'বেশ, আমরা শুরু করছি!' সভাপতি তাঁর আসনের সামনে বইয়ের তাকের নীচে হাতটা চেপে ধরলেন। একটি কম্পিউটারের

সঙ্গে যুক্ত তিনটি বোতাম সেখানে রয়েছে। ডানদিকেরটির সংকেত — 'হ্যাঁ', মাঝেরটি 'না' এবং বাঁ দিকেরটি 'বিরতি'। পরিষদের প্রত্যেক সদস্যই অন্যের অজান্তে সংকেত জানাতে পারে। এভ্‌দা নাহ্‌ল এবং কারাও বোতাম টিপল। পরিষদের সিদ্ধান্ত সঠিক কি না তা নির্ধারণের জন্য আরেকটি পৃথক যন্ত্রে শ্রোতাদের ভোট গণনা করা হল।

কয়েক মুহূর্ত পর প্রদর্শন-পর্দাটির ওপর কতকগুলি সাংকেতিক চিহ্ন ভেসে উঠে: সমস্ত গ্রহব্যাপী সমস্যাটি আলোচ্য বলে গৃহীত হয়েছে।

এবার গ্রোম ওর্ম তাঁর বক্তব্য শুরু করলেন।

'বিষয়টি নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত কারণটি গোপন রাখতে হচ্ছে। আমরা এখন জ্যোতির্বিজ্ঞান পরিষদের বহির্জাগতিক স্টেশনগুলির প্রাক্তন অধ্যক্ষ ম্‌ভেন মাসের কার্যাবলী অনুসন্ধান করব এবং তারপর ৩৮তম মহাজাগতিক অভিযানের প্রশ্নটি সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নেব। পরিষদ কি আস্থা রাখেন যে আমার এই আবেদনের পেছনে যথেষ্ট কারণ রয়েছে?'

সবুজ আলোয় সর্বসম্মতির সংকেত ব্যক্ত হল।

'ঘটনাটি প্রত্যেকেই অবগত আছেন তো?'

আবার সবুজ আলোর ঝলকানি।

'এতে তাড়াতাড়ি কাজ সারা যাবে। প্রাক্তন অধ্যক্ষ ম্‌ভেন মাসকে আহ্বান জানাচ্ছি, যে-কাজের এমন মারাত্মক পরিণতি ঘটেছে তার উদ্দেশ্য তিনি বর্ণনা করুন। পদার্থবিদ রেন বোস তাঁর আঘাত থেকে এখনো সুস্থ হয়ে ওঠেন নি এবং সাক্ষ্যদানের জন্য তাঁকে ডাকাও হয় নি। এই পরীক্ষার জন্য জবাবদিহি তাঁকে করতে হবে না।'

এভ্‌দা নাহ্‌লের আসনের জ্বলন্ত লাল আলোটির দিকে গ্রোম ওর্মের চোখ পড়ল।

'প্রত্যেকে শুনুন! রেন বোস সম্পর্কে এভ্‌দা নাহ্‌ল আরও কিছু বলতে চান।'

'তাঁর স্থলে আমি কিছু বলতে ইচ্ছুক।'

'আপনার উদ্দেশ্য কী?'

'তাঁকে আমি ভালোবাসি!'

'ম্‌ভেন মাসের পর আপনি বলতে পারেন।'

লাল আলোটি নিবিয়ে এভ্‌দা নাহ্‌ল নিজের আসনে বসে পড়ে।

ম্‌ভেন মাস মঞ্চের ওপর এল। কোনক্রমেই নিজের দোষ ঢাকার চেষ্টা না করে শান্তভাবে সে পরীক্ষার কাঙ্ক্ষিত ফলের কথা বলল। প্রকৃত কী ঘটেছে এবং যা সে পুরোপুরি বিশ্বাস করতে পারে নি এমন দৃশ্যটিও বর্ণনা করল। গোপনে এবং অবৈধভাবে পরিচালিত পরীক্ষাটির নির্বোধ তাড়াহুড়ার দরুন বিশেষ রেকর্ডিং যন্ত্র রাখার সময় তাদের ছিল না। তাদের নির্ভর করতে হয়েছে সাধারণ স্মৃতিযন্ত্রের ওপর এবং সেগুলি প্রথমেই ধ্বংস হয়ে যায়। কৃত্রিম উপগ্রহের মাধ্যমে পরীক্ষাটি চালিয়ে তারা আরেকটি ভুল করেছে। ৫৭ নং কৃত্রিম উপগ্রহের সঙ্গে একটি পুরনো মহাকাশযান যুক্ত করে এবং তার ওপর যন্ত্রপাতি চাপিয়েই পরীক্ষাটি চালান উচিত ছিল। সে, ম্‌ভেন মাস নিজেই সর্বৈব দোষী। ভূপৃষ্ঠে যন্ত্রপাতি স্থাপনের কাজ করেছিল রেন বোস। কিন্তু মহাজগতে পরীক্ষার ট্রান্সমিশনের দায়িত্ব বর্তায় শুধুমাত্র বহির্জাগতিক স্টেশনগুলির অধ্যক্ষের ওপর।

কারার হাত মুষ্টিবদ্ধ হয়। ম্‌ভেন মাসের আত্মদোষ স্বীকার তার কাছে অত্যন্ত গুরুতর মনে হল।

'কৃত্রিম উপগ্রহের পর্যবেক্ষকেরা কি সম্ভাব্য বিপর্যয়কর পরিণতির কথা জানত?' প্রশ্ন করেন গ্রোম ওর্ম।

'হ্যাঁ, তাদের আগেই সতর্ক করা হয়েছিল এবং তারা সম্মতি স্বেচ্ছায় দিয়েছিল।'

'তাদের সম্মতিতে আমি বিস্মিত হই নি। প্রতি বছর এই গ্রহের বিপজ্জনক পরীক্ষায় হাজার হাজার যুবক শরিক হয় এবং অনেক সময় তাতে মৃত্যুও ঘটে... আবার নতুন স্বেচ্ছাসেবকরা এগিয়ে আসে।' গম্ভীরভাবে বলেন গ্রোম ওর্ম। 'অবশ্য আপনি যখন এই যুবকদের সতর্ক করেছিলেন তখন মনে হয় এই ধরনের সম্ভাব্য পরিণতি আপনিও সন্দেহ করেছিলেন। তবুও নির্দিষ্ট ফললাভের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাদি সুনিশ্চিত না করেই আপনি এই বিপজ্জনক পরীক্ষাটি করলেন...'

ম্ভেন মাস নীরবে মাথা নীচু করল। কাঁধের ওপর এভ্দা নাহ্লের হাতের চাপ অনুভব করে কারা একটি গভীর দীর্ঘশ্বাস চাপল।

ক্ষণকাল চুপ থেকে গ্রোম ওর্ম বলেন, 'এই পরীক্ষার উদ্দেশ্যটি বলুন।'

আবার বলতে শুরু করে ম্ভেন মাস। এবার তার কথায় আবেগের উত্তেজনা দেখা দেয়। সে বলে যে শৈশব থেকেই অপ্রতিহত কালপ্রবাহে পরাস্ত লক্ষ লক্ষ নামহীন মানুষের সমাধিকে তার কলঙ্ককর মনে হয়েছে। স্থান ও কাল জয়ের যে সুযোগ সর্বপ্রথম এই পৃথিবী ও প্রতিবেশী জগৎগুলির সামনে এসেছে তা হারাতে সে রাজী নয়, মহাজ্ঞানীদের অনুসরণীয় একটি নতুন যাত্রাপথের প্রথম জয়স্তম্ভ সে নির্মাণ করতে চায়। নিজের মস্ত ঝুঁকি এবং কয়েকজন মানুষের সম্ভাব্য বিপদের প্রেক্ষিতে এমন একটি পরীক্ষা অন্তত এক শতাব্দী পিছিয়ে দেবার অধিকার তার আছে বলে সে মনে করে নি।

ম্ভেন মাসের বলা শেষ হল। প্রণয়ীর জন্য কারা গর্ব অনুভব

করল। তার মনে হল আফ্রিকার মানুষটির দোষ যেন তত মারাত্মক নয়।

নিজের আসনে ফিরে এল ম্‌ভেন মাস। সিদ্ধান্তের জন্য অপেক্ষা করে রইল।

রেন বোসের বিবৃতির একটি রেকর্ড এভ্‌দা নাহ্‌ল এগিয়ে দিল। মাইকের মধ্য দিয়ে তার দুর্বল ও হাঁপধরা স্বর হলে ছড়িয়ে পড়ল। পদার্থবিদ ম্‌ভেন মাসকে অব্যাহতি দিয়েছে। বহির্জাগতিক স্টেশনগুলির অধ্যক্ষ এই পরীক্ষার সমস্ত ফলাফল সম্পর্কে অবহিত ছিল না বলে রেন বোসের ওপর আস্থা স্থাপন করা ভিন্ন তার গত্যন্তর ছিল না এবং রেন বোসই তাকে নিশ্চিত সাফল্যের অভয় দিয়েছিল। অবশ্য পদার্থবিদ মনে করে না যে সেও দোষী। 'প্রত্যেক বছরই পরীক্ষা চালান হয় এবং তার কয়েকটির বিপর্যয়কর পরিণতি ঘটে। বিজ্ঞান হল মানুষের সুখের জন্য সংগ্রাম, এবং অন্য যেকোন সংগ্রামের মতোই। সেজন্য আত্মোৎসর্গ প্রয়োজন। যে কাপুরুষেরা নিজের জীবন বিপন্ন করতে শংকিত তারা কখনো বাঁচার আনন্দ ও পূর্ণতা উপভোগ করতে পারে না, এমন বিজ্ঞানীদের দ্বারা কোন অগ্রগতিও সূচিত হয় না।'

উপসংহারে রেন বোস পরীক্ষার সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা ও ভুলগুলির বিশ্লেষণক্রমে ভবিষ্যৎ সাফল্যে আত্মপ্রত্যয় ঘোষণা করে। টেপটি স্তব্ধ হয়ে যায়।

এভ্‌দা নাহ্‌লকে উদ্দেশ্য করে গ্রোম ওর্ম বলেন, 'পরীক্ষাকালের পর্যবেক্ষণ সম্পর্কে কিছুই তো বলেন নি রেন বোস। তাঁর স্থলে আপনি কিছু বলতে চেয়েছিলেন।'

এভ্‌দা উত্তর দেয়, 'প্রশ্নটি আশা করেছিলাম, সেজন্য বলবার অনুমতি চেয়েছি। F-স্টেশনটি চালু করার কয়েক সেকেন্ড পর রেন বোস জ্ঞান হারিয়ে ফেলে এবং সে আর কিছুই দেখতে

পায় নি। জ্ঞান লোপ হবার সময় শূন্যাংক স্থান নির্দেশক যন্ত্রটির সংকেত সে লক্ষ্য করে এবং সেগুলি তার মনে আছে। এইটুকুই তার স্মৃতি।'

পর্দার ওপর কতকগুলি সংখ্যা ভেসে ওঠে। বহু লোক তৎক্ষণাৎ সেগুলি টুকে নেয়।

এভ্‌দা আবার বলে, ''সুখ-দুঃখ আকাদমি'-র পক্ষ থেকে আমি কিছু বলতে চাই। সেই বিপর্যয়ের পর থেকে জনমত সংগ্রহের ফলাফল হল...'

'অপরাধী', 'অভিযোগ-মুক্তি', 'বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী সম্পর্কে সন্দেহ প্রকাশ', 'হঠকারিতা' প্রভৃতি কলমে আট সংখ্যার কতকগুলি নম্বর পর্দায় ভেসে ওঠে। দেখা গেল মোট সংখ্যা স্পষ্টতই ম্‌ভেন মাস ও রেন বোসের পক্ষে। উপস্থিত সকলের মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল।

হলের এক প্রান্তে একটি লাল আলো জ্বলে উঠল। ৩৭তম মহাজাগতিক অভিযানের জ্যোতির্বিদ পুর হিস্‌কে বক্তৃতা দেবার জন্য গ্রোম ওর্ম আহ্বান জানান। হাত নেড়ে উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে সে বক্তৃতা দিতে থাকে। স্বরের প্রাবল্যে তার কণ্ঠমণি স্পষ্ট হয়ে উঠে।

'আমরা, জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের একটি দল ম্‌ভেন মাসকে অপরাধী মনে করি। পরিষদের অনুমতি ব্যতীত পরীক্ষা চালান কাপুরুষতা এবং এজন্য তার বক্তব্য মোতাবেক নিঃস্বার্থপরতা সম্পর্কে সন্দেহের অবকাশ আছে।'

রাগে কারার মুখ জ্বলতে থাকে। কিন্তু এভ্‌দা নাহ্‌লের শীতল দৃষ্টি তাকে শান্তভাবে আসনে বসিয়ে রাখল।

পুর হিস্‌ চুপ করল।

সভাপতির অনুমতিক্রমে ম্‌ভেন মাস বলে, 'আপনার অভিযোগ গুরুতর, কিন্তু তার ভিত্তি সুস্পষ্ট নয়। কাপুরুষতা ও

স্বার্থপরতা সম্পর্কে আপনার বক্তব্য দয়া করে ব্যাখ্যা করবেন কি?'

'পরীক্ষা সাফল্যের অর্থ অমরত্ব লাভ — আপনার ছিল সেই আত্মচিন্তা। কাপুরুষতা বলছি এজন্য যে পরীক্ষা চালাবার অনুমতি লাভ সম্পর্কে আপনি নিশ্চিত ছিলেন না, তাই গোপনে এই হঠকারিতার আশ্রয় নিয়েছিলেন।'

ম্ভেন মাস হেসে উঠে শিশুর মতো হাতদু'টি ছড়িয়ে নিঃশব্দে বসে পড়ল। পুর হিস্ যেন বিদ্বেষী বিজয়ীর প্রতিমূর্তি হয়ে উঠল।

আবার কিছু বলার অনুমতি চাইল এভ্দা নাহ্ল।

'পুর হিসের সন্দেহের কোন ভিত্তি আমি দেখছি না। এরকম একটি গুরুতর প্রশ্নে তাঁর বক্তব্য খুবই এলোমেলো ও ঈর্ষান্বিত। মানুষের কাজের পেছনের গোপন উদ্দেশ্য সম্পর্কে তাঁর অভিমতটি অন্ধকার মধ্যযুগের যুক্তি। অতি প্রাচীন কালের মানুষেরাই খ্যাতির অমরত্ব সম্বন্ধে এভাবে বলত। প্রকৃত জীবনের পূর্ণতা ও আনন্দের সন্ধান তারা পায় নি। যৌথ সৃষ্টিশীল কর্তব্যে নিযুক্ত মানবসমাজের অংশ হিসেবে তাদের কোন অনুভূতি ছিল না। অবশ্যম্ভাবী মৃত্যুর আতঙ্কে তারা ছিল সদাশঙ্কিত এবং তাই অমরত্বের সামান্যতম আশাকেই তারা ধরত আঁকড়ে। একজন বিজ্ঞানী, একজন জ্যোতির্বিজ্ঞানী হয়েও পুর হিস্ একথা বোঝেন না যে মানবসমাজের স্মৃতিতে ধ্যানধারণা, ইচ্ছাশক্তি ও কর্মকাণ্ডের সক্রিয়তার নিরিখেই শুধু বাঁচা চলে। এখানে নিষ্ক্রিয়তা বিস্মৃতিরই নামান্তর। অমরত্ব, খ্যাতি সম্পর্কে এমন প্রাগৈতিহাসিক ধারণার আঁচ দীর্ঘকাল আমি পাই নি। একজন মহাজাগতিক অভিযাত্রীর মধ্যে এটি দেখে আমি অবাক হচ্ছি।'

এভ্দা নাহ্ল পুর হিসের দিকে ফিরে তাকায়। বহু

লাল আলোর প্রতিবাদী পরিবেশে মাথা নীচু করে সে বসে থাকে।

এভ্‌দা নাহ্‌ল বলে চলেছে, 'সমস্ত অযৌক্তিক কথা বাদ দিয়ে আসুন আমরা মানব সুখের মানদণ্ডের ভিত্তিতে ম্‌ভেন মাস ও রেন বোসের কাজের বিচার করি। যে পথে কেউ যায় নি এমন একটি পথ ধরে তাঁরা অগ্রসর হচ্ছিলেন। তাঁদের কর্মক্ষেত্র সম্পর্কে আমার বিশেষ ধারণা নেই, তবু আমার কাছেও স্পষ্ট যে পরীক্ষাটি অকালেই অনুষ্ঠিত হয়েছে। সেজন্য তাঁরা দোষী ও আনুষঙ্গিক প্রাণহানি ও প্রচুর বৈষয়িক ক্ষতির জন্য দায়ী। পৃথিবীর বিধানে এটি অপরাধ। কিন্তু ব্যক্তিগত লাভের জন্য অপরাধটি অনুষ্ঠিত হয় নি। সেজন্য গুরুতর কোন শাস্তির কথা ওঠে না। মূল অপরাধী ম্‌ভেন মাসের মহান আকাঙ্ক্ষার প্রেক্ষিতে এই পরিস্থিতিকে লঘু করে দেখা উচিত।'

এভ্‌দা নাহ্‌ল তার জায়গায় গিয়ে বসল। গ্রোম ওর্ম জিজ্ঞেস করলেন আর কেউ কিছু বলতে চান কি না। কিন্তু কেউই জবাব দিল না।

চূড়ান্ত রায় নেবার জন্য পরিষদ সভাপতিকে অনুরোধ জানায়। কৃশ ও শ্রান্ত গ্রোম ওর্ম মঞ্চের সামনে ঝুঁকে পড়ে হলের শেষ প্রান্ত পর্যন্ত প্রখর দৃষ্টি বুলিয়ে নেন।

'যে পরিস্থিতি সম্পর্কে রায় দিতে হবে তা খুবই সরল। রেন বোসকে আমি মোটেই দোষী সাব্যস্ত করছি না। সাফল্য সম্পর্কে নিশ্চিত কোন বিজ্ঞানী এরকম সম্ভাবনার সুযোগ গ্রহণ করবেন না? এই পরীক্ষার বিপর্যয়কর ব্যর্থতা আমাদের কাছে এক শিক্ষণীয় ঘটনা। অবশ্য এতে কিছুটা লাভ আমাদের হয়েছে এবং প্রত্যক্ষ ক্ষতিটি পুষিয়ে যাবে। 'জ্ঞানাঞ্চল আকাদমি'-র সাম্প্রতিক বিবেচনাধীন কিছু সমস্যা সমাধানের এটি সহায়ক হবে।

'বৃহৎ কোন সমস্যার সমাধানে বা আমাদের উৎপাদিকা শক্তি নিয়োগের ক্ষেত্রে আমরা দীর্ঘকাল যাবৎ তুচ্ছ অর্থনৈতিক বিষয়গুলি বর্জন করেছি। পুরনো অর্থনৈতিক ব্যবস্থালগ্ন প্রকট উপযোগিতার মনোভাবটিও আমরা পরিত্যাগ করেছি। উৎপাদন প্রক্রিয়ার পুনর্বিন্যাসে বা গবেষণার সময় উদ্ভূত সমস্যাগুলির সুষ্ঠু সমাধান হয়ে যাচ্ছে। অবশ্য আজও বিজয়কে মানুষ ভুলভাবে উপলব্ধি করে, কারণ ক্রমবিকাশের বিধিগুলির অপরিবর্তনীয়তা তারা ভুলে যায়। তাদের ধারণা, অগ্রগতি নিরবচ্ছিন্ন...

'একজন পরিচালকের দক্ষতা নির্ভর করে কোন কাজের নির্দিষ্ট পর্যায়ের অনুমোদনযোগ্য উচ্চতম স্তর নির্ধারণের, কাজ বন্ধ, অপেক্ষা বা কর্মধারা পরিবর্তনের দক্ষতার ওপর। ম্‌ভেন মাস এই ধরনের নেতৃত্বে অযোগ্য বলে প্রমাণিত হয়েছেন। পরিষদের নির্বাচন সঠিক হয় নি এবং নির্বাচিত ব্যক্তির মতো পরিষদও অপরাধী। প্রথমত আমি নিজেই ভুল করেছি। ম্‌ভেন মাসকে এই পদাধিকারী হবার আহ্বান জানাতে আমি পরিষদের অপর দু'জন সদস্যের প্রস্তাবে সায় দিয়েছি।

'আমি প্রস্তাব করছি যে পরিষদ ম্‌ভেন মাসকে তাঁর কৃতকর্মের দায় থেকে অব্যাহতি দিক, কারণ তিনি উচ্চ আদর্শের প্রেরণায় কাজটি করেছিলেন। কিন্তু এই গ্রহের পরিচালন সংস্থার পদাধিকারী হওয়া তাঁর পক্ষে নিষিদ্ধ হওয়া উচিত। তাছাড়া পরিষদের সভাপতির পদ থেকে আমাকেও অপসারণ প্রয়োজন। এই দুর্ভাগ্যজনক নির্বাচনের আনুষঙ্গিক ক্ষতিপূরণের জন্য নতুন কৃত্রিম উপগ্রহটি নির্মাণে আমাকেও নিয়োগ করা হোক।'

হলের চারদিকে গ্রোম ওর্ম দৃষ্টি বুলিয়ে নিলেন। অনেকগুলি মুখেই আন্তরিক দুঃখের ছাপ। মহাবৃত্ত কালের মানুষ অন্যকে

বোঝাবার চেষ্টা করে না। তারা একে অন্যের সিদ্ধান্তকে সসম্মানে মেনে নেয় ও তার নির্ভুলতায় আস্থা রাখে।

পরিষদের অন্যান্য সদস্যদের সঙ্গে মীর ওম বিষয়টি আলোচনা করে এবং কম্‌পিউটার ভোটের ফলাফল ঘোষণা করে। কোন বিরোধিতা ছাড়াই এবং একটি শর্তাধীনে গ্রোম ওর্মের প্রস্তাব গৃহীত হয়। শর্তটি হল: আজকের অধিবেশন শেষ হওয়া পর্যন্ত তাঁকেই এটি পরিচালনা করতে হবে।

তিনি মাথা নত করে অভিবাদন জানালেন। কঠিন ইচ্ছাশক্তি নিয়ন্ত্রিত তাঁর মুখে কোন ভাবান্তর দেখা গেল না।

'মহাজাগতিক অভিযান সম্পর্কিত আলোচনাটি মুলতবী রাখার কারণ এখন আমাকে জানাতে হবে,' শান্তকণ্ঠে সভাপতি বলে। 'এ কথা স্পষ্টতই বোঝা গিয়েছিল যে বিষয়টি সুস্থ পরিবেশেই মীমাংসিত হবে। আমার মনে হয় 'সম্মান ও ন্যায় সংস্থা' আমাদের সঙ্গে একমত হবে। পরিষদের একটি গুরুত্বপূর্ণ আলোচনায় অংশগ্রহণের জন্য আমি এখন ম্‌ভেন মাসকে পরিষদের তাঁর আসনে বসতে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি। আমাদের সমস্যাদির সঠিক সমাধানে তাঁর পাণ্ডিত্য অত্যন্ত প্রয়োজনীয়, বিশেষত এর্গ নওর যখন আজকের আলোচনায় শরিক হতে পারছে না।'

পরিষদের আসনগুলির দিকে ম্‌ভেন মাস এগিয়ে যায়। তার পথ আলো-করা শুভেচ্ছার সবুজ আলোয় সারা হল উজ্জ্বল হয়ে ওঠে।

গ্রহাদির মানচিত্রগুলি নিঃশব্দে একদিকে সরে যায়। তার জায়গায় দেখা যায় নানা রঙের নক্ষত্রখচিত কালো কতকগুলি সারণী, সেগুলিকে সংযুক্ত করে ভান্তঃপ্রদেশের মধ্য দিয়ে চলে গেছে নীল একটি পথরেখা। আগামী শতাব্দীতে এই প্রস্তাবিত পথ ধরেই নক্ষত্রগুলির মধ্যে সংযোগ সাধিত হবে। পরিষদের

সভাপতি এখন যেন সম্পূর্ণ এক আলাদা মানুষ। নিরাবেগ চেহারার বদলে তার মুখে প্রাণবন্ত উদ্দীপনা, ইস্পাতকঠিন চোখদু'টি যেন আরও নিবিড়। গ্রেম ওর্ম মঞ্চে আরোহণ করলেন।

'প্রত্যেকটি মহাজাগতিক অভিযান এক পরমাকাঙ্ক্ষিত স্বপ্নবিশেষ, যেন বহু বৎসরের সযত্নলালিত নতুন আশার উল্লাস, মানবসমাজের উত্থান-ইতিহাসের আরেক উল্লম্ফন। এটি আবার লক্ষ লক্ষ মানুষের শ্রমেরও ফলশ্রুতি এবং সেজন্য যথাযথ বিনিময়-মূল্য হিসেবে অর্থনৈতিক বা বৈজ্ঞানিক সাফল্যও অত্যাবশ্যকীয়। অন্যথা এই অগ্রগতির অভিযান রুদ্ধ হবে এবং প্রকৃতিজয়ের আরেকটি বিজয়কেতন ওড়ানো যাবে না। সেজন্যই কোন নতুন গ্রহযান ভান্তঃপ্রদেশে যাবার আগে আমরা এত বিস্তৃত আলোচনা করি এবং অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে গণনা সম্পন্ন করি।

'নিজেদের অভিযানের বদলে জিরদার ভাগ্য জানার জন্য ৩৭তম মহাজাগতিক অভিযান প্রেরণ আমাদের কর্তব্য ছিল। তার ক্ষতিপূরণ হিসেবে আমরা ৩৮তম অভিযানের বিষয়টি অত্যন্ত বিশদভাবে আলোচনা করতে পেরেছি।

'পূর্বেকার পরিষদ অধিবেশনে অনুমোদিত ও গ্রহব্যাপী আলোচনান্তে এই অভিযানের লক্ষ্য ও পথ নির্ধারণ করা হয়েছে। গত বছর কতকগুলি ঘটনার আনুষঙ্গিক পরিবর্তনের ফলে এখন বিষয়টির পুনর্বিবেচনা প্রয়োজন। শূন্য তাপমাত্রায় উচ্চচাপে ধাতুসংকরের ক্রিয়াপদ্ধতি আবিষ্কৃত হওয়ায় মহাকাশযানের কাঠামো নির্মাণে আরও স্থায়ী উপাদান পাওয়া সম্ভব। আনামেসন মোটরগুলি আরও উন্নত ও সুলভ হয়েছে। ফলত, মহাকাশযানগুলির কর্মপরিধিও আরও বিস্তৃত হয়েছে। নবনির্মিত 'লেবেদ্'-এর তুলনায় ৩৮তম অভিযানের জন্য

নির্দিষ্ট পৃথক করে রাখা 'আয়েলা' ও 'তিন্তাজেল' মহাকাশযানদু'টি এখন অকার্যকর হয়ে পড়েছে। 'লেবেদ্' চারটি সুস্থিত তরীদলসমন্বিত উল্লম্ব আকারের গোল কাঠামোর মহাকাশযান। এতে সুদূরের পাড়ি দেয়া আজকাল সম্ভব।

'৩৭তম অভিযান থেকে ফিরে এসে এর্গ নওর T-শ্রেণীর একটি কৃষ্ণ তারা প্রত্যক্ষ করার কথা জানিয়েছে। নক্ষত্রটির এক গ্রহে অজ্ঞাত পদার্থনির্মিত একটি মহাকাশযান অভিযাত্রীদল আবিষ্কার করে। এর ভেতরে প্রবেশ করতে গিয়ে অভিযাত্রীদলের সকলেরই প্রাণসংশয় হয়েছিল। কিন্তু তারা মহাকাশযানটির কাঠামোর ধাতুর একটুকরো পাত নিয়ে আসতে পেরেছে। ধাতুটি পৃথিবীর মানুষের অজ্ঞাত। এটি জেটা কারিনা নামে পরিচিত অত্যুষ্ণ O৮-শ্রেণীর নক্ষত্রের গ্রহমণ্ডলে আবিষ্কৃত রুপোর ১৪তম আইসোটোপের মতো।

'মহাকাশযানটি ছিল একটি চক্রফলক, উভয় দিক উত্তল এবং সমতলভাগ সর্পিল। নক্সাটি নিয়ে 'জ্ঞানাঞ্চল আকাদমি' আলোচনা করেছে।

'আমরা মহাবৃত্তের শরিক হবার পর আট শ' বছরের সমস্ত তথ্য-রেকর্ডগুলি জুনিয়াস আন্তাস শুনেছে। আমাদের জ্ঞানের বর্তমান স্তরে এবং আমাদের ক্রমবিকাশের ধারা অনুযায়ী বিজ্ঞান ও ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের পক্ষে এই আকৃতির মহাকাশযান নির্মাণ সম্ভব নয়। ছায়াপথের যে সমস্ত জগতের সঙ্গে আমরা বার্তাবিনিময় করেছি সেখানে এই ধরনের মহাকাশযানের কথা সম্পূর্ণ অজ্ঞাত।

'এই ধরনের অতিকায় চক্রফলক মহাকাশযান অবশ্যই অভাবনীয় দূরের কোন গ্রহের আগন্তুক। হয়তো কোন ছায়াপথ-বহিস্থ জগৎ থেকে সেটি আসা। ছায়াপথের প্রান্তে মরুপ্রদেশের

লৌহ তারকার গ্রহে অবতরণের পূর্বে মহাকাশযানটির সমস্ত অভিযাত্রীর মৃত্যু ঘটা সত্ত্বেও সেটি আরও লক্ষ লক্ষ বছর তার যাত্রা অব্যাহত রাখতে পারত।

'T-নক্ষত্রে একটি বিশেষ অভিযাত্রীদল পাঠিয়ে মহাকাশযানটি সম্পর্কে পরীক্ষা চালানোর গুরুত্ব নিয়ে বিশেষ বলার প্রয়োজন নেই।'

গোলার্ধাকৃতি পর্দাটির সুইচ টিপে দিলেন গ্রোম ওর্ম। হলঘরটি যেন মিলিয়ে গেল। স্মৃতিযন্ত্রাদির তথ্যগুলি পর্দার ওপর ভেসে উঠল।

'CR৫১৯ গ্রহ থেকে সম্প্রতি একটি তথ্য এসে পৌঁছেছে। আকার্ণার নক্ষত্রমণ্ডলে তাদের অভিযানের স্থানাংকগুলি সময় সংক্ষেপের জন্য আমি বাদ দিচ্ছি।'

নক্ষত্রগুলির অবস্থিতি কেমন অদ্ভুত বলে মনে হল। অত্যন্ত অভিজ্ঞ দৃষ্টিও সুপরিচিত জ্যোতিষ্কগুলিকে চিনতে পারে না। পর্দায় দেখা গেল পুঞ্জ পুঞ্জ অনুজ্জ্বল গ্যাস, কালো মেঘপুঞ্জ এবং সবশেষে প্রচণ্ড উজ্জ্বল কোন নক্ষত্রের আলোকধারী বিশাল মৃত গ্রহাবলী।

আকার্ণারের ব্যাস সূর্যের ব্যাসের চাইতে মাত্র সাড়ে তিন গুণ বেশী। কিন্তু তার সন্দীপ্তি সূর্যের প্রায় ২৮০ গুণ। সেটি বর্ণালী B৫ শ্রেণীভুক্ত অবর্ণনীয় উজ্জ্বল এক নীল নক্ষত্র। যে মহাকাশযান তথ্যগুলি চিহ্নিত করেছে সেটি বহু বৎসর ধরে নক্ষত্রটির একদিকে পরিভ্রমণ করেছিল।

আরও একটি নক্ষত্র দেখা গেল পর্দায়। S-শ্রেণীর উজ্জ্বল এক সবুজ নক্ষত্র। অন্য জগৎ থেকে আসা মহাকাশযানটি যতই নিকটবর্তী হতে থাকল ততই নক্ষত্রটি আকারে বড় এবং উজ্জ্বল থেকে উজ্জ্বলতর হতে লাগল। নতুন গ্রহপৃষ্ঠ তখন দেখা গেল। সেখানে সবুজের বর্ণবৈচিত্র্যে ঢাকা উচ্চ পর্বতমালা,

গভীর গিরিখাত আর খাড়া ঢালু জায়গাগুলি গাঢ় সবুজ, প্রায় যেন কালো রঙের, কম ঢালু জায়গা ও উপত্যকাগুলিতে নীলাভ সবুজের সমারোহ, তুষারমণ্ডিত পর্বতগুলি এবং অধিত্যকাগুলিতে ম্লান সবুজ আভা, রোদে-পোড়া জায়গাগুলি হলুদ আর সবুজের মিশ্রবর্ণে তিলকিত, পর্বতমালার পেছনে আড়াল করা সমুদ্রে সবুজ নদীগুলির মোহনা।

তারপর দেখা গেল সমতল, মাঝে মাঝে গোল পাহাড়, সমুদ্র পর্যন্ত সেগুলি বিস্তৃত, দূর থেকে মনে হয় যেন এক উজ্জ্বল সবুজ লোহার পাত। নীল গাছগুলি পাতা-ভরা, ফাঁকা জায়গাগুলি লাল ফালি এবং অজানা ঘাস ও ঝোপঝাড়ে বোঝাই। নীল আকাশ থেকে ঝরে পড়ছে সোনালী-সবুজ আলোর স্রোত। গ্রহটির সৌন্দর্য বিশ্ববাসীকে বিমুগ্ধ করে। সবুজ নক্ষত্রটির সঠিক স্থানাঙ্কের জন্য স্মৃতির জ্ঞানকোষ সন্ধান করে মৃভেন মাস।

'আকার্ণার হচ্ছে আল্‌ফা এরিদানী। সেটির অবস্থান তুকানা থেকে অদূর, আকাশের দক্ষিণ ভাগে, খুব উঁচুতে... দূরত্ব ২১ পারসেক... একই মহাকাশচারীর দলসমেত মহাকাশযানের প্রত্যাবর্তন সেখান থেকে অসম্ভব।' এই কথাগুলিই উঁকি মারে তার মনে।

পর্দাটির সুইচ বন্ধ করে দেয়া হল। বিশ্ববাসীর সম্মেলন ও গভীর চিন্তার উপযোগী বদ্ধ হলঘরটির দৃশ্য অদ্ভুত হয়ে উঠল।

সভাপতি বলে চলেছেন, 'জিরকোনিয়ামের প্রাচুর্য-ভরা বর্ণালীর সেই সবুজ নক্ষত্রটি আমাদের সূর্যের চাইতে সামান্য বড়।' গ্রোম ওর্ম দ্রুত জিরকোনিয়ান নক্ষত্রটির স্থানাঙ্ক বলে গেলেন।

তিনি বলেন, 'নক্ষত্রটির পরিমণ্ডলে দু'টি গ্রহ আছে। সূর্য থেকে যে দূরত্বে পৃথিবী প্রয়োজনীয় তাপ আহরণ করে,

নক্ষত্রটি থেকে সেই দূরত্বেই গ্রহদু'টি পরস্পরের বিপরীতে আবর্তিত হচ্ছে।

'আবহমণ্ডলের ঘনত্ব ও গঠন এবং জলের পরিমাণ পৃথিবীরই সমতুল্য। CR৫১৯ গ্রহ থেকে প্রেরিত সন্ধানী অভিযান থেকে এই তথ্য পাওয়া গেছে। সেই বিবরণীতে জানা গেছে যে সেখানে বুদ্ধিমান প্রাণের কোন লক্ষণ নেই। এই ধরনের উচ্চতর প্রজাতির অবস্থিতি প্রকৃতিকে এতখানি রূপান্তরিত করে যে বহু ওপরের যেকোন মহাকাশযান থেকেও তা দেখা যায়। আমরা ধরে নিতে পারি যে উন্নত প্রাণসত্তা সেখানে গঠিত হতে পারে নি বা এখনও হয় নি। ঘটনাটি আমাদের পক্ষে অভাবনীয় অনুকূল। উচ্চতর প্রাণসত্তার উপস্থিতি সবুজ নক্ষত্র জগতের দ্বার আমাদের কাছে রুদ্ধ করে দিত। সাত শতাব্দী পূর্বে মহাবৃত্ত কালের ৭২ বর্ষে আমাদের পৃথিবীতে প্রশ্নটি নিয়ে আলোচনা হয়। কোন বুদ্ধিদীপ্ত উচ্চতর প্রাণসত্তার গ্রহে আমাদের স্তরের সভ্যতার অনুপস্থিতির প্রেক্ষিতে সেখানে সম্ভাব্য বসতি স্থাপনের প্রশ্নে স্থির হয় যে এই ধরনের গ্রহে যেকোন অভিযান গুরুতর ভুল বোঝাবুঝির দরুন হিংসাত্মক কার্যে পর্যবসিত হবে।

'এখন আমরা জানি আমাদের ছায়াপথের জগৎগুলি কী বিপুল বৈচিত্র্যময়। এতে রয়েছে নীল, সবুজ, হলদে, শাদা, লাল এবং কমলা রঙের নক্ষত্ররাজি। এগুলি হাইড্রোজেন-হিলিয়াম প্রকৃতির। কিন্তু তাদের অষ্টি ও আচ্ছাদনের সংস্থিতিতে কার্বন, সাইনোজেন, টাইটেনিয়াম, জিরকোনিয়ামের অনুপাত আলাদা, তাদের বিকিরণের প্রকৃতিও ভিন্ন, তাপমাত্রা উচ্চ বা নিম্ন, আবহমণ্ডলের গঠনও ভিন্ন উপাদানের। অনেকগুলি গ্রহ আছে যাদের আবহমণ্ডল ও জলমণ্ডলের আয়তন, ঘনত্ব, গভীরতা ও সাংগঠনিক উপাদানে পার্থক্য

রয়েছে। তাদের সূর্য থেকে আপন আপন দূরত্ব, আবর্তনের প্রক্রিয়ারও তারতম্য আছে। আমরা জানি যে, আমাদের গ্রহের ভূপৃষ্ঠের শতকরা সত্তর ভাগ জল এবং প্রচণ্ড তাপ বিকিরণকারী এক সূর্যের নৈকট্যের দরুন এখানে শক্তিশালী প্রাণসত্তার ক্রমবিকাশের অনুকূল অবস্থা বিদ্যমান। এখানে বৈচিত্র্যময় জীবজগতের নিয়ত রূপান্তর চলছে। মহাবিশ্বের অন্যত্র এমনটি দেখা যায় না।

'এই কারণে অন্য জগতের তুলনায় আমাদের গ্রহে প্রাণসত্তার ক্রমবিকাশ খুবই দ্রুত ঘটেছে। কিন্তু অন্যত্র জলাভাবে, সৌরতাপ ও অপ্রচুর স্থলভাগের জন্য এই ক্রমবিকাশে ব্যাহতি ঘটছে। অতিরিক্ত জলাকীর্ণ গ্রহের চাইতে আমাদের অগ্রগতি দ্রুততর হয়েছে। মহাবৃত্তের প্রেরিত বেতার-চিত্রে জলমগ্ন গ্রহগুলিতে জলজ উদ্ভিদের ঊর্ধ্বমুখী হবার প্রাণান্ত সংগ্রাম আমরা প্রত্যক্ষ করেছি।

'আমাদের গ্রহও জলাকীর্ণ। শস্যখেত, বনভূমি বা নিছক তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রগুলিতে সৌরশক্তি সঞ্চিত রাখার মতো স্থলভাগের আয়তন এখানেও অপেক্ষাকৃত কম।

'পৃথিবীর গোড়ার দিকের বছরগুলিতে উচ্চ মহাদেশের নবজীবীয় যুগের তুলনায় পুরাজীবীয় যুগে নীচু মহাদেশের জলাভূমিতে জীবজগতের বিবর্তন মন্থরতর ছিল। সেখানে চলেছিল জল ও খাদ্যের জন্য সংগ্রাম।

'আমরা জানি যে, প্রচুরসংখ্যক ও শক্তিশালী জীবের জন্য জল ও স্থলের একটি আনুপাতিক হার অপরিহার্য। আমাদের গ্রহে এই কাম্য সংস্থিতি সর্বোচ্চ মাত্রায় বিদ্যমান। মহাকাশে এমন গ্রহ খুব বেশী নেই। সেজন্য তার প্রত্যেকটিই মানবজাতির পক্ষে অমূল্য সম্পদবিশেষ। মানুষের উপনিবেশ স্থাপন ও তার ক্রমবিকাশের ধারা অব্যাহত রাখার জন্য নতুন জমি প্রয়োজন।

'সুদূর অতীতে আমাদের পূর্বপুরুষেরা মারাত্মক জনাধিক্যের আতঙ্কে দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হতেন। সে দিন আর নেই। কিন্তু তবুও মহাকাশে মানব-অধ্যুষিত অঞ্চল বাড়ানোর জন্য আমরা ক্রমাগত অভিযান চালাচ্ছি। এটাও প্রগতি এবং ক্রমবিকাশের এক অপরিহার্য বিধান। পৃথিবীর ভৌত উপাদান থেকে সম্পূর্ণ আলাদা হওয়ায় অন্য গ্রহে মানব বসতি স্থাপন খুবই দুরূহ। সেজন্য কৃত্রিম উপগ্রহগুলির চেয়ে বহুগুণ বড় বিশেষভাবে তৈরী ঘাঁটিতে বহুসংখ্যক মানুষকে মহাকাশে বাসস্থান দেবার পরিকল্পনা নিয়ে বহুকাল থেকেই কাজ চলছে। আপনাদের স্মরণ আছে যে, মহাবৃত্ত কালের প্রাক্কালে পৃথিবী থেকে ১ কোটি ৮০ লক্ষ কিলোমিটার দূরে এই ধরনের দ্বীপ 'নাদির' নির্মিত হয়েছিল। মানুষের একটি ছোট্ট উপনিবেশ এখনো যেখানে রয়েছে... কিন্তু আমাদের পূর্বপুরুষদের দুঃসাহসিক ইঞ্জিনিয়ারিং কুশলতার তারিফ করলেও মহাকাশে মানব বসতির দুঃসাহসী বিস্তারের প্রেক্ষিতে এই ধরনের আবদ্ধ ও নিয়ন্ত্রিত আবাসগুলি মানবজীবনের প্রয়োজন মেটাতে স্পষ্টতই ব্যর্থ হয়েছে।

'সবুজ জিরকোনিয়াম নক্ষত্রের যমজ গ্রহদু'টি আমাদের গ্রহেরই অনুরূপ। CR৫১৯ গ্রহের যে দুর্বল অধিবাসীরা গ্রহদু'টি আবিষ্কার করেছিল তাদের পক্ষে সেগুলি ছিল অনুপযোগী বা বিপদসঙ্কুল। কোন নতুন আবিষ্কারের সংবাদ আমরা যেভাবে পাঠাই তারাও সেভাবেই সংবাদটি আমাদের কাছে পাঠিয়েছিল।

'সবুজ নক্ষত্রটি আমাদের গ্রহ থেকে এত দূরে যে কোন মহাকাশযান এখনো সেখানে পৌঁছুতে পারে নি। নক্ষত্রটির গ্রহদু'টিতে পৌঁছুতে পারলে মহাকাশের সুদূরে আমরা এগিয়ে যাব। কৃত্রিম দ্বীপের ক্ষুদ্র জগতের বদলে বৃহৎ গ্রহ নিয়ে আমরা

পাড়ি জমাব যেগুলিতে থাকবে জীবনে স্বাচ্ছন্দ্য সৃষ্টির ও প্রয়োগবিদ্যার বিপুল সম্ভাবনা।

'এখন বুঝতে পারছেন, সবুজ নক্ষত্রটির গ্রহদু'টি সম্পর্কে এত বিস্তারিত আলোচনা কেন করলাম। সেগুলি আমাদের অভিযানের এক গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্য বলে আমার মনে হয়েছে। সত্তর আলোক বর্ষের দূরত্ব আমাদের 'লেবেদ্' জাতের মহাকাশযানের অধিগম্য। আমি মনে করি হয়তো ৩৮তম মহাজাগতিক অভিযানের লক্ষ্য হবে আকার্ণার!'

গ্রোম ওর্ম বক্তব্য শেষ করে তাঁর আসন নেবার আগে মঞ্চের ওপরের একটি সুইচ টিপে দিলেন।

দর্শকদের সামনে একটি পর্দায় ভেসে উঠল বিশালদেহী দার ভেতেরের মুখ। বহির্জাগতিক স্টেশনগুলির প্রাক্তন অধ্যক্ষের হাসি সবুজ আলোয় অভিনন্দিত হল।

গ্রোম ওর্ম জানান, 'দার ভেতের এখন আরিজোনা তেজস্ক্রিয় মরুভূমিতে। ৫৭ হাজার কিলোমিটার ঊর্ধ্বে মহাকাশে একটি কৃত্রিম উপগ্রহ নির্মাণের উদ্দেশ্যে তিনি রকেট উৎক্ষেপণ করছেন। পরিষদ সদস্য হিসেবে তিনি তাঁর অভিমত জানতে চান।'

'সম্ভাব্য অত্যন্ত সহজ সমাধানের কথা আমি জানাতে চাই। একটির বদলে তিনটি দলকে অভিযানে পাঠানো উচিত!' সুবহ ট্রান্সমিটারে তাঁর স্বর ধাতব শোনায়।

পরিষদ সদস্য ও অন্যান্য আমন্ত্রিতরা চকিত হন। বাগ্মী নয় দার ভেতের, সেজন্য এই বিরতির সে সুযোগ নিল না।

'আমাদের প্রথম পরিকল্পনা ছিল EE৭৭২৩ ত্রয়ী নক্ষত্রে ৩৮তম অভিযানে দু'টি মহাকাশযান পাঠান...'

ম্ভেন মাস সঙ্গে সঙ্গে ত্রয়ী নক্ষত্রের ছবি দেখাল। প্রাচীন কালে ত্রয়ী নক্ষত্রটি ওমিক্রোন ২ এরিদানী নামে পরিচিত হত। সূর্য থেকে পাঁচ পারসেকেরও কম দূরত্বে অবস্থিত সেই

নক্ষত্রমণ্ডলে রয়েছে হলুদ, নীল ও লাল তারকাপুঞ্জ, অনাকর্ষী দু'টি নিষ্প্রাণ গ্রহ। নীল তারাটি একটি শাদা বামন-তারা, আয়তনে বৃহত্তর গ্রহটিরই মতো। এটি সূর্যের অর্ধেক এবং এর উপাদান পৃথিবীর সবচেয়ে গুরুভার ধাতু ইরিডিয়ামের চেয়ে আড়াই হাজার গুণ বেশী ভারী।

তারাটির মহাকর্ষ, বিদ্যুৎ-চুম্বকীয় ক্ষেত্রাদি, তাপপ্রক্রিয়া এবং গুরুভার রাসায়নিক উপাদান সৃষ্টি প্রভৃতি খুবই আকর্ষী বিষয়। খুব কাছ থেকে সেগুলি সন্ধানের আগ্রহ অত্যন্ত বেশী ছিল। লুব্ধকে প্রেরিত দশম মহাজাগতিক অভিযানটি বিপর্যস্ত হলেও তারা বিপদসংকেত পাঠাতে সমর্থ হয়েছিল। সূর্যের নিকটতম প্রতিবেশী নীল যুগ্মতারা লুব্ধকের মধ্যেও একটি বামন-তারা আছে। ওমিক্রোন ২ এরিদানীর চাইতে এটির আয়তন বড় ও তাপমাত্রা কম এবং এর ঘনত্ব জলের পঁচিশ হাজার গুণ বেশী। এই অদূর তারাটি ঘিরে উল্কাপাত এবং পরস্পরভেদী উল্কাস্রোত বহমান। সেজন্য সেখানে পেঁছান অসম্ভব হয়ে পড়ে। উল্কাপাতের বিপুল বিস্তৃতির জন্য এই মারাত্মক পিণ্ডাকীর্ণ এলাকা নির্ধারণও সম্ভব হয়ে ওঠে নি। এই অভিজ্ঞতার পর আজ থেকে ৩১৫ বছর আগে ওমিক্রোন ২ এরিদানী অভিযানের কথা প্রথম উঠে।

'...এখন, ম্ভেন মাস এবং রেন বোসের পরীক্ষার পর এর ব্যাপক গুরুত্ব বৃদ্ধির জন্য অভিযানটি আর বন্ধ রাখা যায় না।' দার ভেতের বলল।

'প্রথম পরীক্ষায় অর্জিত জ্ঞানের চাইতে সুদূর জগতের মহাকাশযানটির পরীক্ষা থেকে কিন্তু অনেক কিছু বেশী আমরা জানতে পারব।

'পূর্বেকার নিরাপত্তা বিধিগুলি না মেনে এখন আমরা দু'টি মহাকাশযানকেই পৃথক পৃথক ভাবে পাঠাতে পারি। ওমিক্রোন

২ এরিদানীতে ‘আয়েলা’-কে এবং T-নক্ষত্রে ‘তিস্তাজেল’-কে পাঠান যেতে পারে। প্রচণ্ড বাধাবিপত্তি অতিক্রান্ত ‘তন্ত্র’-এর মতোই এই দু’টি মহাকাশযানও প্রথম শ্রেণীর।’

‘এটি কল্পনাবিলাস!’ অভদ্রভাবে পুর হিস্ চেঁচিয়ে ওঠে। কিন্তু উপস্থিত সমর্থনের অভাবে নিজ আসনে সে মাথা নত করে থাকে।

‘হ্যাঁ, এটিই হল প্রকৃত কল্পনাবিলাস!’ প্রাণখোলা হাসিতে দার ভেতের জানায়। ‘অতীতে সাহিত্য, শিক্ষা ও অভিজ্ঞতার অপমৃত্যু ঘটায় যা যথাযথভাবে আদৃত হয় নি, এটি সেই কল্পনাবিলাস। প্রকৃতির ক্ষেত্রে বিলাস হলেও সুসংবদ্ধ সমাজের পক্ষে এটি অপরিহার্য! প্রচণ্ড দৈহিক ও আত্মিক বলে বলীয়ান মানুষের মধ্যে নতুনের প্রতি আকর্ষণ, দ্রুত পরিবর্তনের কামনা সদাজাগ্রত থাকে। এরই মধ্য থেকে জাগে এক বিশেষ জীবনদৃষ্টি, জাগে দিনযাপনের কোলাহল ছাপিয়ে আরও বেশী অভিজ্ঞতা লাভের আকাঙ্ক্ষা, জাগে নব নব পরীক্ষায়, চেতনায় পরমায়ুকে ভরিয়ে তোলার আগ্রহ।’

দার ভেতের বলে, ‘এই ঘরে দেখছি এভ্দা নাহ্ল আছেন। তিনি আপনাদের বোঝাবেন যে কল্পনাবিলাস শুধু মনস্তত্ত্ব নয়, শারীরবৃত্তও বটে! আমাদের কালের আহ্বান এই যে, গ্রহের সমস্ত মানুষই যেন কল্পনাবিলাসী হয়ে উঠে। যা হোক, আমি বলছি ‘লেবেদ্’ মহাকাশযানটি সবুজ নক্ষত্র আকার্ণারে পাঠান হোক। সেই পরীক্ষার ফলাফল জানা যাবে একশ’ সত্তর বছর পর। গ্রোম ওর্ম ঠিকই বলেছেন যে একই রকমের গ্রহাদি আবিষ্কার এবং মহাজগতে এগিয়ে যাবার জন্য ঘাঁটি নির্মাণ আমাদের একটি কর্তব্য, উত্তরপুরুষের প্রতি কর্তব্য।’

আপত্তি জানিয়ে পরিষদের সম্পাদক মীর ওম বলে, ‘মাত্র দু’টি মহাকাশযানের উপযোগী আনামেসন আমাদের রয়েছে।

আমাদের অর্থনীতির ওপর কোন চাপ সৃষ্টি না করে তৃতীয় মহাকাশযানের জন্য আনামেসন সরবরাহে আরও দশ বছর সময় লাগবে। আপনাদের স্মরণ করিয়ে দিতে চাই যে, কৃত্রিম উপগ্রহটি পুনর্নির্মাণের জন্য সম্ভাব্য উৎপাদনের এক বিরাট অংশও ব্যয়িত হবে।'

দার ভেতের জবাব দেয়, 'সবকিছুই আমি আগেই ভেবেছি। সেজন্য আমার প্রস্তাব, অবশ্য যদি অর্থনৈতিক পরিষদ সম্মত হন, পৃথিবীর সমস্ত মানুষের কাছে আবেদন জানান হোক। প্রত্যেকে এক বছরের জন্য প্রমোদভ্রমণ ও অবকাশভ্রমণ বন্ধ রাখুন, আসুন আমরা কৃত্রিম জলাশয়ের ও সমুদ্রের মধ্যেকার টেলিভিজন-ক্যামেরা বন্ধ করে দিই, শুক্র গ্রহ ও মঙ্গল গ্রহ থেকে মূল্যবান পাথর ও দুষ্প্রাপ্য উদ্ভিদাদি সংগ্রহ করা বন্ধ রাখি এবং পোশাক ও অলঙ্কার উৎপাদন বাতিল করি। অর্থনৈতিক পরিষদ আমার চাইতে আরও ভালভাবে বলতে পারবেন কী করলে শক্তিব্যয় বন্ধ রেখে আমরা আনামেসন উৎপাদনে সাহায্য করতে পারি। ভবিষ্যৎ বংশধরদের জন্য একটি অপূর্ব উপহার দেবার মহৎ উদ্দেশ্যে এক বছরের জন্য সামান্য স্বাচ্ছন্দ্য ত্যাগে রাজী হবে না কে? কী অপূর্ব সেই উপহার — সবুজ সূর্যের উজ্জ্বল আলোক-উদ্ভাসিত দু'টি নতুন গ্রহ!'

সারা পৃথিবীর লক্ষ লক্ষ মানুষের দৃষ্টি তার ওপর যে নিবদ্ধ সে কথা মনে রেখে দার ভেতের আবেদনের সঙ্গে দু'বাহু প্রসারিত করল। মাথা নত করে সে অদৃশ্য হলে পেছনে পড়ে রইল শুধু নীলাভ আলোর বিচ্ছুরণ। আরিজোনা মরুভূমিতে তখন সুদূর নীলাকাশে উৎক্ষিপ্ত রকেটের গর্জনে মৃদু ভূকম্প মাঝে মাঝে অনুভূত হচ্ছিল। পরিষদ কক্ষে সকলে দাঁড়িয়ে বাঁ হাত বাড়িয়ে বক্তার প্রতি সমর্থন জানাল।

এভ্‌দা নাহ্‌লের প্রতি তাকিয়ে পরিষদ সভাপতি বলেন:

‘‘সুখ-দুঃখ আকাদমি’-র অতিথি মানবসুখ সম্পর্কে তার দৃষ্টিভঙ্গি জানাবেন কি?’

আবার মঞ্চে এল এভ্‌দা নাহ্‌ল।

‘মানবমনের গড়নটি দীর্ঘ উত্তেজনা বা বারংবার উত্তেজনার পুনরাবৃত্তি সহিষ্ণু নয়। স্নায়ুতন্ত্রের দ্রুত ক্ষয়রোধে এটিই তার রক্ষাব্যবস্থা। অতীতে বিষয়টি অগ্রাহ্য হয়েছিল। তখন বলা হত যে, বারংবার বিশ্রাম দেহের পক্ষে অপরিহার্য। ফলত, মানবসমাজ ধ্বংসের মুখোমুখি দাঁড়ায়। প্রথম প্রথম মানবমনের প্রতি অত্যন্ত যত্নবান হয়ে অতীত ভুলের পুনরাবৃত্তি সম্পর্কে আমরা আতঙ্কিত ছিলাম। তখনো আমরা বুঝে উঠতে পারি নি যে বিশ্রাম ও গভীর প্রভাব থেকে মুক্তির উপায় কাজেই নিহিত। কাজের ধরনের পরিবর্তন অবশ্যই অপরিহার্য, কিন্তু কাজ ও বিশ্রামের নিয়মিত পর্যায়বৃত্তিও প্রয়োজনীয়। কাজ যত কঠিন হবে — বিশ্রামও হবে ততই দীর্ঘ। এটা দেখা গেছে যে, সম্পাদিত কাজের কাঠিন্য ও উপলব্ধ আনন্দ সমানুপাতিক এবং সেই নিরিখেই মানুষ আরও গভীরভাবে কাজে আত্মমগ্ন থাকে।

‘কাজ ও বিশ্রাম, বাধা ও আনন্দের নিয়ত পর্যাবৃত্তিই সুখ। মানুষের পরমায়ু এখন তার জগতের সীমানা অতিক্রম করেছে, মহাজগতে বিসরণের এক অদম্য স্পৃহা জেগেছে তার মনে। নতুনের সন্ধানে সংগ্রাম — এখানেই প্রকৃত সুখের উৎস নিহিত! অতঃপর আমরা এই সিদ্ধান্তে আসতে পারি যে, অন্যান্য দু’টি মহাজাগতিক অভিযানের তুলনায় আকার্ণারে মহাকাশযান প্রেরণে প্রত্যক্ষ মানবসুখ অর্জিত হবে। সবুজ সূর্যের গ্রহগুলির আবিষ্কার আমাদের জন্য অনুভূতির এক নতুন জগৎ উপহার দেবে। কিন্তু তাৎপর্যশীলতা সত্ত্বেও মহাজগতের ভৌত পদার্থের সন্ধান আজও বুদ্ধিগ্রাহ্য হয়েই রয়েছে। সুখের পরিমাণবৃদ্ধির

সংগ্রামের দিক থেকে 'সুখ-দুঃখ আকাদমি'-র মতে আকার্ণারে অভিযান খুবই কল্যাণকর হবে। এক্ষেত্রে তিনটি অভিযানে আরও সুফল ফলবে।'

উত্তেজিত শ্রোতারা সবুজ আলো ছড়িয়ে বক্তাকে অভিনন্দন জানায়।

গ্রোম ওর্ম বলতে উঠেন, 'প্রশ্ন এবং পরিষদের সিদ্ধান্ত ইতিমধ্যে সুস্পষ্ট হয়ে গেছে। আমি এখন বক্তব্যের উপসংহার টানতে পারি। মহাবৃত্ত যুগের ৮০৯ বৎসরটির জন্য মানবসমাজকে আমরা ভোগ-সঙ্কোচ করার জন্য আহ্বান জানাব। অনৈক্যের যুগের যে সোনার ঘোড়াটি ঐতিহাসিকরা আবিষ্কার করেছেন তার উল্লেখ দার ভেতের করেন নি। এই শত শত টন খাঁটি সোনাকে আনামেসন উৎপাদনের কাজে লাগানো যেতে পারে, যাতে উৎক্ষেপণের প্রয়োজনীয় আনামেসন খুব দ্রুত সরবরাহ করা যায়। পৃথিবীর ইতিহাসে এই সর্বপ্রথম আমরা একইসঙ্গে বিভিন্ন নক্ষত্রমণ্ডলে তিনটি মহাজাগতিক অভিযান চালাব। এই সর্বপ্রথম সত্তর আলোক বর্ষ দূরবর্তী জগতে পৌঁছানোর অভিযানে আমরা অগ্রসর হচ্ছি।'

কেবল সদস্যদের থাকতে বলে সভাপতি সম্মেলনের সমাপ্তি ঘোষণা করেন। অর্থনৈতিক পরিষদের জন্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির একটি তালিকা রচনা করতে হবে। তাছাড়া আকার্ণারে অভিযানের পথে সম্ভাব্য সমস্ত ঝুঁকিগুলি অনুসন্ধানের জন্য 'পরিসংখ্যান ও পূর্বাভাসদান আকাদমি'-কে অনুরোধ জানাতে হবে।

এভ্‌দার পিছু পিছু ক্লান্ত পায়ে কারা এগিয়ে চলেছে। সে অবাক হয়ে দেখছে বিখ্যাত মনোবিদের ফ্যাকাশে গালদু'টি কিভাবে এত তাজা হয়ে উঠল। ম্‌ভেন মাসের অপরাধ মুক্তির আনন্দ

সে একান্তে উপভোগ করতে চায়। তার পক্ষে আজ এক স্মরণীয় দিন! কারা সঙ্গোপনে যে আশা পোষণ করেছিল ঠিক সেভাবে ম্‌ভেন মাসকে বীরের সম্মান দেয়া হয় নি; তাকে দীর্ঘকালের মতো নেতৃত্বের পদ থেকে অপসারিত করা হয়েছে... কিন্তু সে তো সমাজে বাস করার অনুমতি পেয়েছে! শ্রম, গবেষণা ও ভালবাসার প্রশস্ত অথচ জটিল পথ তো তাদের কাছে উন্মুক্তই রইল!

কাছের খাবার ঘরে যেতে তাকে এভ্‌দা নাহ্‌ল জোর করল। কারা খাবার-তালিকার দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকার সুযোগে এভ্‌দা নিজের খাবারগুলি স্থির করে ফেলল। কথা-বলার নলের ভেতর দিয়ে খাবারের নম্বর ও তাদের আসনের সূচক সংখ্যা সে জানিয়ে দিল। তারা দু'জনের বসার মতো একটি গোল টেবিলে বসার সঙ্গে সঙ্গে টেবিলের মাঝখানে একটি লুকানো ঢাকনা খুলে গেল এবং নির্দেশমতো খাবারের পাত্র এসে পৌঁছল। এভ্‌দা নাহ্‌ল কারাকে দিল উদ্দীপক এক গ্লাস পানীয়। সে নিজে নিল এক গ্লাস ঠাণ্ডা জল এবং ক্রীম-দেয়া বাদাম, আখরোট আর কলার পুডিং। কারা নিল র‍্যাপ্ট-পাখীর মাংস। গৃহপালিত আর বুনো পাখীর বদলে এটিই আধুনিক খাদ্য-তালিকায় স্থান পেয়েছে। খাবার শেষ হবার পর এভ্‌দা কারাকে বিদায় দিল। সিঁড়ি দিয়ে নীচে নামার সময় তার দিকে তাকিয়ে সে অবাক হল: কী সুন্দর তার চলনভঙ্গি, মহাবৃত্ত যুগেও কী অপূর্ব এই সুষমা! কৃষ্ণ ধাতুর মূর্তি আর কিম্ভূত থামে ঝুলান ঝাড়লণ্ঠনের মধ্য দিয়ে সেই নিরুপমা এগিয়ে চলেছে।

ত্রয়োদশ অধ্যায়

ত্রয়োদশ অধ্যায়

এর্গ নওর রুদ্ধশ্বাসে দক্ষ ল্যাবরেটরী কর্মীদের কাজ লক্ষ্য করতে লাগল। যন্ত্রপাতির স্তূপ দেখে মহাকাশযানের কণ্ট্রোল টাওয়ারের কথাই তার মনে পড়ল। কিন্তু কক্ষের বিপুল আয়তন এবং বড় বড় নীলাভ জানালা তার মনকে মহাকাশযান থেকে বহু দূরে নিয়ে গেল।

কক্ষের মাঝখানে একটি ধাতব টেবিলের ওপরে একটি বিশেষ পাত্র। পাত্রটি রুথোলুসাইটে তৈরী যা লোহিত ও অবলোহিত রশ্মির কাছে স্বচ্ছ। লৌহ তারকা থেকে আনা কালো জেলী-মাছদু'টো লালচে এনামেলের পাত্রে এখনো বন্দী রয়েছে।

যেন ব্যায়াম করছে এমনিভাবে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে, কিন্তু বাহুটি তখনো শিকলি থেকে অসহায়ভাবে ঝোলান অবস্থায় ইয়ন থাল দূর থেকে শব্দগ্রাহক যন্ত্রের ঘূর্ণায়মান ড্রামটি লক্ষ্য করেছিল। জীববিদের কালো ভ্রূর উপরে দেখা দিল বিন্দু বিন্দু ঘাম।

এর্গ নওর তার শুকনো ঠোঁটদু'টো জিভ দিয়ে ভিজিয়ে নিল।

মহাকাশচারী ধরা গলায় বলল, 'ওখানে কিছু নেই। পাঁচ বছর ভ্রমণের পর ওখানে শুধু ধুলো ছাড়া আর কিছুই থাকতে পারে না।'

জীববিদ বলল, 'যদি তাই হয় তবে তা নিসা ও আমার দুর্ভাগ্যই বলতে হবে। আমাদের আঘাতগুলির সঠিক ধরন জানতে হয়তো বহু বছর পরীক্ষা চালাতে হবে।'

'আপনি কি এখনো মনে করেন যে জেলী-মাছ এবং ক্রুশগুলি তাদের শিকার হত্যার জন্য একই ধরনের দেহযন্ত্র ব্যবহার করে?'

'হ্যাঁ। গ্রিম শার এবং অন্যান্যরাও ঐ একই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছে। এর আগে আমার নানা রকম উদ্ভট ধারণা ছিল। আমি মনে করতাম গ্রহের সঙ্গে কালো ক্রুশের কোন সম্পর্ক নেই...'

'আমিও তাই মনে করতাম। হয়তো আপনার মনে আছে, আমি কথাটি একদিন বলেওছিলাম। আমার ধারণা হয়েছিল ওটা চক্রফলক মহাকাশযানটির কোন জীব এবং সেটিকেই পাহারা দিচ্ছে। যদি গভীরভাবে চিন্তা করা যায় তবে বোঝা যাবে যে একটি দুর্ভেদ্য দুর্গকে বাইর থেকে পাহারা দেয়ার কোন অর্থই হয় না। ওটি খোলার চেষ্টার সময়ই আমি আমার ভুল বুঝতে পারলাম।'

'আমার ধারণা ছিল ক্রুশটি কোন জীবিত প্রাণী নয়। ওটা একটা স্বয়ংক্রিয় যন্ত্র, মহাকাশযানটি পাহারার জন্য রাখা হয়েছে।'

'আমিও তাই ভেবেছিলাম। কিন্তু এখন আমি সেসব ধারণা ছেড়ে দিয়েছি। এই কালো ক্রুশটি অন্ধকারের জগতের এক ধরনের জীব। সেগুলি হয়তো নীচে সমতলে বাস করে। ওটি এসেছিল পাহাড়ের মাঝখানের ফাটলের দিক থেকে। জেলী-মাছগুলি আরও হালকা এবং সচল। ওগুলি থাকে সেই

মালভূমিতে যেখানে আমরা নেমেছিলাম। কালো ক্রুশ এবং মণ্ডলাকৃতি-চাক্‌তির সম্পর্কের ঘটনাটি একান্তই আপতিক।'

'আর আপনি কি মনে করেন ক্রুশ এবং জেলী-মাছের হস্তা-অঙ্গগুলি অভিন্ন?'

'হ্যাঁ। একই অবস্থায় বসবাসকারী প্রাণীদের প্রত্যঙ্গগুলিও অভিন্ন হয়। লৌহ তারকাটি এমন এক সূর্য যা উত্তাপ এবং বিদ্যুৎ বিকিরণ করে। এই গ্রহের আবহাওয়া বিদ্যুতাকীর্ণ। গ্রিম শার বিশ্বাস করেন যে এই পশুগুলো আবহাওয়া থেকে শক্তি সংগ্রহ করে এবং ঠিক আমাদের মতো অগ্নিগোলকে ঘনীভূত হয়। আপনার মনে আছে কিভাবে লালচে আলোগুলি জেলী-মাছের কর্ষিকার উপর দিয়ে সরে যাচ্ছিল?'

'কর্ষিকা ওই ক্রুশেরও ছিল। কিন্তু ওর কোন...'

'তার কারণ ওগুলি লক্ষ্য করার মতো সময় কারও ছিল না। এই ব্যাপারে আমাদের সবার মত এক যে সংশ্লিষ্ট উচ্চ কেন্দ্রের পক্ষাঘাত সহ স্নায়ুতন্ত্রের উপর আঘাত — নিসা এবং আমার বেলায় একই রকম। ওটাই সবচেয়ে বড় প্রমাণ এবং সবচেয়ে বড় আশার কথা!'

'আশা?' এর্গ নওরকে উত্তেজিত দেখাল।

'নিশ্চয়ই,' বলল জীববিদ তাকে শব্দগ্রাহক যন্ত্রের সুসম রেখা দেখিয়ে। 'জেলী-মাছগুলির সঙ্গে রাখা সুবেদী তড়িদ্‌দ্বারগুলি কোনই সাড়া দিচ্ছে না। অতিকায় জীবগুলিকে পাত্রের মধ্যে রাখার সময় সেগুলি আধানপূর্ণ ছিল এবং পাত্রটি আটকে দেওয়ার পর সেই শক্তি নিশ্চয়ই উবে যায় নি। আমার মনে হয় না যে মহাজাগতিক খাদ্যপাত্রের ঢাকনি এমনি ভেঙে যেতে পারে। এগুলি আমাদের হালকা জীবাণুরোধী স্পেস্‌-স্যুটগুলোর চাইতে অনেক শক্ত। আপনার মনে থাকতে পারে, যে-ক্রুশটি নিসাকে আহত করেছে, সেটি আপনার কোন ক্ষতি

করে নি। ওর আর্তনাদী তরঙ্গগুলি কঠিন স্পেস্‌-স্যুটটি ভেদ করে আপনার ইচ্ছাশক্তিকে নষ্ট করে দিয়েছিল, কিন্তু ওর অসাড়ক আধানগুলি কোনই ক্ষতি করতে পারে নি। সেগুলি নিসার হালকা স্পেস্‌-স্যুট ভেদ করেছিল, ঠিক যেভাবে জেলী-মাছের বিদ্যুৎ তরঙ্গ বিদ্ধ করেছিল আমার পোশাক।'

'আপনি কি বলতে চান যে বর্তুলাকার বিদ্যুতাধান বা যাই ওকে বলুন, তা এখনো আধারের মধ্যে বদ্ধ আছে? কিন্তু যন্ত্রগুলিতে কিছুই দেখা যাচ্ছে না...'

'সেইজন্যই তো বলছি যে এখনো আশা আছে। অর্থাৎ জেলী-মাছগুলি এখনো ধুলো হয়ে যায় নি। তারা...'

'বুঝতে পারছি। তারা গুটিতে নিজেদের বন্ধ করে ফেলেছে।'

'ঠিক তাই। কালো গ্রহের দীর্ঘ বরফ-ঢাকা রাত্রি এবং 'সূর্যোদয়' ও 'সূর্যাস্তের' ঝড়ের মতো প্রতিকূল আবহাওয়ায় অভ্যস্ত প্রাণীদের মধ্যে এই ধরনের সহজাত প্রবৃত্তি দেখা যায়। যেহেতু গ্রহে এই অবস্থার পরিবর্তন খুব দ্রুত হতে থাকে, এই জেলী-মাছগুলিও সেভাবেই দ্রুত নিষ্ক্রিয় ও সক্রিয় হয়ে উঠে। আমাদের ধারণাগুলি সত্যি হলে সহজেই কালো জেলী-মাছগুলির হন্তা প্রবৃত্তিগুলিকে জাগিয়ে তোলা যাবে।'

'কালো গ্রহের অনুরূপ কৃত্রিম আবহাওয়া, উত্তাপ, আলো এবং অন্যান্য অবস্থা সৃষ্টি করে?'

'হ্যাঁ, আমরা সমস্ত রকম গণনা এবং প্রস্তুতি শেষ করেছি। গ্রিম শার এখনই এখানে আসছেন এবং তিন বায়ুচাপে না পৌঁছান অবধি আমরা নিওন, অক্সিজেন এবং নাইট্রোজেনের একটা মিশ্রণের সাহায্যে ট্যাঙ্কটি ভরে তুলব। কিন্তু প্রথমত আমাদের মৌলিক কাজগুলো সেরে ফেলা দরকার।'

ইয়ন থাল তার দু'জন সহকারীর সঙ্গে কথা বলল। একটা যন্ত্র ট্যাঙ্কটির দিকে গুড়ি মেরে যেতে আরম্ভ করল। সামনের

রুথোলুসাইটের বড় পাতটি একপাশে সরে গিয়ে যন্ত্রটিকে ভিতরে যাওয়ার পথ করে দিল।

ট্যাঙ্কের ভিতরে আলো ফেলার জন্য একটি তড়িদ্‌দ্বারের জায়গায় ঘোরান আলোর অণুদর্পণ বসিয়ে দেওয়া হল। একজন সহকারী দাঁড়িয়ে রইল দূর-নিয়ন্ত্রক যন্ত্রটির কাছে; পর্দার ওপরে ভেসে উঠল এক অবতল পৃষ্ঠ, এর দানাদার আস্তরণ থেকে নিষ্প্রভ আলো প্রতিফলিত হচ্ছিল। এটাই ট্যাংকটির ভিতরের দেয়াল।

'এক্স-রে চলবে না। আবরণটা বেশী পুরু। আমাদের আরও জটিল কোন ব্যবস্থার সাহায্য নিতে হবে,' বলল ইয়ন থাল।

আয়নাগুলি আবর্তনের ফলে দেখা গেল ট্যাঙ্কের তলায় দু'টো অসম গোলকাকার, শাদা পিণ্ড — উপরিভাগ স্পঞ্জের মতো, অংশুল। পিণ্ডদু'টি যেন সদ্যপক্ক কাঁঠালের মতো এবং ৭০ সেণ্টিমিটার চওড়া।

জীববিদ একজন সহকারীকে বলল, 'টেলিভিজফোনটিকে গ্রিম শারের ভেক্টরের সঙ্গে যুক্ত করুন।'

বৈজ্ঞানিক যখন সাধারণ ধারণাগুলির সত্যতা সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হল তখনই সে দ্রুত ল্যাবরেটরীতে চলে গেল। ক্ষীণদৃষ্টি লোকের মতো সে চোখদু'টিকে অভ্যাসমতো কুঞ্চিত করল এবং যন্ত্রটিকে একবার ভাল করে দেখে নিল। একজন বিশিষ্ট বৈজ্ঞানিকের চলাফেরার বৈশিষ্ট্য এবং স্বাভাবিক দৃঢ়তার কোনটিই গ্রিম শারের ছিল না। এর্গ নওরের মনে এল রেন বোসের কথা, যার সলজ্জ ছেলেমানুষী চেহারার অন্তরালে ছিল তার মনের অনন্যতা।

গ্রিম শার আদেশ করল, 'ঢালাই করা জোড়টা খুলে ফেলুন!'

একটা যান্ত্রিক হাত শক্ত এনামেল ভিতর দিয়ে কেটে চলল ভারী ঢাকনাটাকে না সরিয়ে। গ্যাস ভর্তি মিশ্রণের নলটিকে

স্টপ-কর্কের সঙ্গে জুড়ে দেওয়া হল। লৌহ তারকার বদলে একটা তীব্র অবলোহিত রশ্মির সার্চলাইট স্থাপিত হল।

'উত্তাপ... চাপ... বৈদ্যুতিক আধান...' যন্ত্রপাতিগুলির ডায়েল পড়ে পড়ে একজন সহকারী বলে যেতে লাগল।

আধ-ঘণ্টা বাদে গ্রিম শার মহাকাশচারীদের দিকে ফিরে তাকাল।

'চলুন, আমরা বিশ্রামকক্ষে যাই। এই গুটি মেরে থাকা জীবগুলো কতক্ষণে জেগে উঠবে বলা শক্ত। ইয়নের ধারণা যদি ঠিক হয়, তবে বেশীক্ষণ লাগার কথা নয়। তখন সহকারী আমাদের ডাকবেন।'

বসতি এলাকা থেকে বহুদূরে ছিল 'স্নায়ুপ্রবাহ ইনস্টিটিউট', সংরক্ষিত স্তেপভূমির প্রান্তে। গ্রীষ্মের শেষে মাটি গেছে শুকিয়ে। বাতাসে মৃদু মর্মর। রোদে-পোড়া ঘাসের গন্ধ-ভরা বাতাস খোলা জানালা দিয়ে ভেসে আসছিল।

বৈজ্ঞানিক তিন জন দীর্ঘ গাছের উপর দিয়ে দূরের দিগন্তে তাকিয়ে নিঃশব্দে আরাম কেদারায় বসে রইল। মাঝে মাঝে কেউ হয়তো ক্লান্ত চোখ বুজছিলেন, কিন্তু প্রবল উদ্বেগের জন্য ঘুমিয়ে পড়া সম্ভব ছিল না। বৈজ্ঞানিকদের বিরক্তিকর প্রতীক্ষা এবার দীর্ঘ হল না। ঘণ্টা তিনেক না যেতেই একজন সহকারীর উত্তেজিত উপস্থিতি ল্যাবরেটরীর আলোকিত পর্দায় ফুটে উঠল।

'ঢাকনাটি নড়ছে!'

মুহূর্তে তিন জনই ল্যাবরেটরীতে এসে উপস্থিত হল।

'রুথোলুসাইট কক্ষটি বন্ধ করে দিন! ওর আটকাবার ব্যবস্থাটিকে একবার পরীক্ষা করে নিন।' আদেশ দিল গ্রিম শার। 'কক্ষের ভিতরে গ্রহটির অনুরূপ ব্যবস্থা করুন।'

শক্তিশালী পাম্পগুলো একটা অস্পষ্ট শব্দ করতে লাগল,

চাপ নিয়ন্ত্রক যন্ত্রটি বাঁশীর মতো আওয়াজ করতে থাকে। মুহূর্তের মধ্যে স্বচ্ছ খাঁচাটির ভিতরে অন্ধকার জগতের আবহাওয়া সৃষ্ট হল।

গ্রিম শার বলতে লাগল, 'মহাকর্ষ, আর্দ্রতা এবং আবহমণ্ডলীয় বিদ্যুৎ বাড়িয়ে দিন।' ওজোনের অম্ল গন্ধে ল্যাবরেটরী ভরে গেল।

কিন্তু কোন কিছুই ঘটল না। কোন কিছু বাদ পড়েছে কিনা লক্ষ্য করতে করতে বৈজ্ঞানিক ভ্রূ কুণ্ঠিত করল।

মাপা গলায় এর্গ নওর বলল, 'ওদের প্রয়োজন অন্ধকারের!'

ইয়ন থাল লাফিয়ে উঠল।

'আমি কেন ভুলে গেলাম? গ্রিম শার, আপনি তো লৌহ তারকার গ্রহে যান নি, কিন্তু আমি গিয়েছি!..'

গ্রিম শার তার কথার উত্তর না দিয়ে বলল, 'সমবর্তক ঢাকনিদু'টো!'

বাতি নিভে গেল। যন্ত্রগুলির মৃদু আলো ছাড়া ল্যাবরেটরীতে আর কোন আলো রইল না। সহকারীরা ওগুলির উপরেও ঢাকনি টেনে দিল এবং নিশ্ছিদ্র অন্ধকার জমল। এখানে ওখানে সূচকের কাঁটাগুলিতে অস্পষ্ট তারার আলো মিটমিট করতে লাগল।

কঠোর সংগ্রামের ভয়াবহ অথচ রোমাঞ্চকর স্মৃতিবাহী কালো গ্রহের আবহাওয়া যেন মহাকাশচারীদের স্পর্শ করল।

প্রথমে মৃদু এবং পরে ঢাকনাটি পড়ে যাওয়ায় ধুপ শব্দ শোনা গেল। তারপরই শুরু হল বাদামী আলোর পরিচিত মিট্‌মিটানি, ট্যাঙ্কের কিনারায় দেখা গেল কালো দানবের কর্ষিকাগুলি। হঠাৎ লাফ দিয়ে ওটি উপরে উঠে গেল, রুথোলুসাইট কক্ষে ছড়াল আরো অন্ধকার। ওটা স্বচ্ছ ছাদে আঘাত করল। জেলী-মাছের গায়ে হাজার হাজার বাদামী তারা

ফুটল, ওর কালো ঢাকনি ফুলে উঠে গোল হয়ে গেল যেন নীচে থেকে হাওয়া দেয়া হচ্ছে। কর্ষিকাগুলি একত্র গুটিয়ে শেষে কক্ষের মেঝের ওপর ওটি নেমে এল। ততক্ষণে দ্বিতীয়টি ট্যাংক থেকে উঠল এবং অশরীরী প্রেতের মতো ওর দ্রুত এবং নিঃশব্দ গতি দর্শকদের ভয় ধরিয়ে দিল। এখানে, এই পরীক্ষাকক্ষে এবং দূর-নিয়ন্ত্রিত যন্ত্রগুলির মধ্যে কালো গ্রহের এই জীবদের অবশ্য কোন ক্ষমতাই ছিল না।

মেপে, ছবি তুলে, জটিল রেখাচিত্র এঁকে যন্ত্রগুলো এই জীবদের প্রকৃতি নির্ণয় করতে, এদের দৈহিক, রাসায়নিক এবং জৈবিক গঠন বিশ্লেষণ করতে লাগল। মানুষের প্রজ্ঞা এই গুণগত পৃথক তথ্যাদির সংগ্রহ থেকে এই ভয়াবহ জীবগুলিকে পুরোপুরি জেনে ফেলল এবং এদের নিজেদের আয়ত্তে আনার জন্য প্রস্তুত হল।

প্রায় অলক্ষ্যে ঘণ্টার পর ঘণ্টা পার হয়ে যেতে যেতে এর্গনওর বুঝতে পারলো যে জয় নিশ্চিত।

ইয়ন থাল পুলকিত এবং গ্রিম শার তার সহকারীদের মতোই উদ্দীপ্ত হয়ে উঠল।

অবশেষে বৈজ্ঞানিক এর্গ নওরের দিকে এগিয়ে গেল।

'আপনি এখন নিশ্চিন্তে যেতে পারেন। এই অনুসন্ধান শেষ না হওয়া পর্যন্ত আমরা এখানে থাকব। আমি উজ্জ্বল আলো জেবলে দিতে সংশয় বোধ করছি, কারণ এই কালো জেলী-মাছদু'টো এখানে নিজেদের লুকিয়ে ফেলতে পারবে না যেমনটি তারা নিজেদের গ্রহে পারে। আমাদের আগে ওদের কাছ থেকে পূর্ণ তথ্য আদায় করে নিতে হবে।'

'এগুলি জানতে আর কতক্ষণ লাগবে?'

'যা আমাদের জানা আছে তাতে তিন-চার দিনের মধ্যেই অনুসন্ধান শেষ হয়ে যাওয়া উচিত। ওদের অসাড়ক প্রত্যঙ্গগুলি

কিভাবে কাজ করে তা আমরা এখনই খানিকটা অনুমান করতে পারি।'

'তাহলে কি নিসা, ইয়নকে সারিয়ে তুলতে পারবেন?'

'নিশ্চয়ই!'

কেবল তখনই এর্গ নওর পুরোপুরি বুঝতে পারল যে সেই ভয়াবহ দিনটির পর থেকে তার মনে কী গভীর উৎকণ্ঠা সে বহন করছিল। সেই ভয়াবহ দিন বা রাত... তাতে কি আসে যায়! এই পরম সংযমী মানুষটির মন উদ্দাম আনন্দে ভরে উঠল। ক্ষুদ্রদেহী বৈজ্ঞানিককে মাথার উপর তুলে আলিঙ্গন করার একটা প্রচণ্ড ইচ্ছাকে সে অনেক কষ্টে দমন করল। নিজের মনের অবস্থায় এর্গ নওর নিজেই অবাক হয়ে গেল। ধীরে ধীরে সে নিজেকে শান্ত করে আনল এবং খানিক পরে তার স্বাভাবিক মনোযোগ ফিরে পেল।

'ভবিষ্যতে যে অভিযান হবে তাতে কালো জেলী-মাছ ও ক্রুশদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে আপনার এই গবেষণা প্রভূত কাজে আসবে।'

'নিশ্চয়ই! এখন শত্রুকে আমরা জানতে পারব। কিন্তু ওই গুরুভার ও অন্ধকার জগতে আবার একটা অভিযান চালাতে হবে কি?'

'এতে কোন সন্দেহ নেই!'

উত্তর অঞ্চলে শরতের এক উজ্জ্বল প্রভাত তখন সবে শুরু হয়েছে।

স্বাভাবিক ব্যস্ততা ছেড়ে এর্গ নওর খালি পায়ে নরম ঘাসের উপর হাঁটছিল। সামনে বনের কিনারে সীডার গাছের সবুজ সমারোহ। মেপ্‌লের পাতা আগেই ঝরে গেছে এবং সেগুলিকে ওই সবুজ দেওয়ালের ফাঁকে সরু ধোঁয়ার কুণ্ডলীর মতো

দেখাচ্ছিল। এই সংরক্ষিত বনে মানুষ প্রকৃতির ওপর হস্তক্ষেপ করে নি। সেখানে অবিন্যস্ত দীর্ঘ ঘাসে, তাদের সুগন্ধি ও কটু গন্ধে এক বুনো সৌন্দর্যের ছোঁয়া ছিল।

একটি শীতল জলস্রোত এর্গ নওরের সামনে পড়ল। সে ঘুরে পায়ে-হাঁটা একটা পথ ধরল। সূর্যদীপ্ত নদীর আন্দোলিত, স্বচ্ছ জলধারাকে বাতাসে জলতলে নুড়ির সোনালী ঢেউ খেলান রেখার মতো দেখাচ্ছে। শেওলা এবং জলঘাস অলক্ষ্যে জলের উপর ভেসে যাচ্ছে। এগুলির ছায়া জলতলের নীল দাগের মতো দেখাচ্ছে। ওপারে বড় বড় হালকা নীল ঝুমকো ফুল বাতাসে আন্দোলিত হচ্ছে। সোঁদা মাঠ এবং শরৎকালের রক্তিম পাতার গন্ধ মানুষকে কাজের আনন্দের প্রতিশ্রুতি দেয়, কারণ প্রতিটি মানুষের অন্তরে লুকনো আছে আদিম যুগের প্রথম চাষীর কিছু স্মৃতি, কিছু অভিজ্ঞতা। উজ্জ্বল হলুদ হলদে পাখী গাছের ডালে বসে বিদ্রূপের সুরে শিস্ দিচ্ছিল।

সুদূর বিস্তৃত উজ্জ্বল শাদা মেঘ সীডার বনের উপর আকাশটাকে রুপোর মতো উজ্জ্বল করে তুলল। সীডার কাঁটা এবং আঠার গন্ধে ভরা বনের ঘন অন্ধকার পেরিয়ে এর্গ নওর একটা পাহাড়ে উঠে শিশির ভেজা মাথাটা মুছে দিল। স্নায়ুচিকিৎসা কেন্দ্রের চারপাশের সংরক্ষিত বনের আয়তন খুব বেশী ছিল না। এর্গ নওর খানিক পরেই একটা রাস্তায় এসে পড়ল। দুধশাদা কাঁচের কতগুলি নালার উপর দিয়ে নদীটিকে বইয়ে দেওয়া হয়েছে। স্নানের পোশাকে কয়েকজন স্ত্রী-পুরুষ রাস্তার একটা মোড় ঘুরে ফুলবন পেরিয়ে ছুটে চলল। শরৎকালের জল নিশ্চয়ই গরম ছিল না। কিন্তু ওরা দৌড়তে দৌড়তে কলহাস্যে জলে ঝাঁপিয়ে পড়ল আর জলের সঙ্গে গা ভাসিয়ে নালা থেকে নালায় ছুটল। এর্গ নওরের হাসি পেল। নিশ্চয়ই কাছের কোন কারখানা বা খামারের এখন ছুটির সময়।

সে জীবনের বেশীর ভাগ সময়ই কাটিয়েছে মহাকাশযানের সঙ্গে। তার কাছে আমাদের এই পৃথিবী কখনো আর এত সুন্দর মনে হয় নি। সমস্ত মানুষ, পৃথিবীর প্রকৃতি, সবকিছু যা নিসাকে বাঁচতে সাহায্য করেছে — সবার কাছেই সে এক অপূর্ব কৃতজ্ঞতা অনুভব করল। তার প্রিয় পিঙ্গল-কেশী মহাকাশযান চালিকা! আজ নিসা এসেছে চিকিৎসা কেন্দ্রের বাগানে তার সঙ্গে দেখা করতে। চিকিৎসকদের সঙ্গে পরামর্শের পর তারা কোন মেরু স্নায়ু-স্বাস্থ্যনিবাসে যাওয়া স্থির করেছে। বৈজ্ঞানিকেরা পক্ষাঘাতচক্রটির ভেঙে দেয়ার এবং ক্রুশের আক্রমণজনিত গুরু-মস্তিষ্কের নিরোধকেন্দ্রটি সারিয়ে তোলার পরই নিসার স্বাস্থ্য ফিরে এসেছে। এখন এই দীর্ঘ মূর্ছানিদ্রার পর তার উদ্দীপনা ফেরানো দরকার। নিসা বেঁচে আছে এবং ভাল আছে! এর্গ নওরের মনে হল মনের গভীরে আনন্দ না জাগিয়ে তার পক্ষে কথাটি ভাবাই অসম্ভব।

সে দেখতে পেল পাশের রাস্তা ধরে একটি নারীমূর্তি তার দিকেই আসছে। হাজারো জনের মধ্যেও সে মূর্তিটিকে চিনতে পারে। সে বেদা কঙ। এই সেই বেদা, যার কথা সে সর্বদা ভাবত যতক্ষণ না সে বুঝতে পারল যে তাদের জীবনের পথ আলাদা। গণনযন্ত্রের রেখাচিত্রগুলির সঙ্গে তার পরিচিতি ছিল গভীর এবং তার চিন্তাধারাও সেগুলি ধরেই এগিয়ে চলত। সে দেখত একটি খাড়া রেখা সোজা মহাকাশের দিকে উঠে গেছে। এটি তার নিজেরই অদম্য ইচ্ছা। অপর দিকে বেদার পথ এবং কাজ তাকে টানত পৃথিবীতে, যেখানে হারানো শতাব্দীগুলির অতল অনুসন্ধানই ছিল তার কাজ। তাদের পথ ভিন্নমুখে সরে সরে এক অলংঘ্য ব্যবধান সৃষ্টি করেছে।

বেদার মুখের প্রতিটি সূক্ষ্ম রেখার সঙ্গে এর্গ নওরের নিবিড় পরিচয় ছিল। তবুও আজ নিসার ক্রিটের সঙ্গে ওর মুখের

সাদৃশ্য দেখে সে বিস্মিত হল। সেই অবিকল দূরস্থাপিত দু'টো চোখ, সেই ছুঁচলো মুখ, উঁচু কপাল, ঊর্ধ্বগ ভ্রূ এবং মুখের আদলে বিদ্রূপের রেশ, এমনকি তাদের নাকগুলিও একই রকম চাপা, একটু গোল এবং লম্বাটে — যেন দু'টি বোন। তাদের একমাত্র পার্থক্য এই যে কোন বাধার সামনে বেদা একরোখা এবং চিন্তিত হয়, আর নিসা যৌবনের উন্মাদনায় মাথাটা একটু পেছনে বাঁকিয়ে কপালটাকে কুঞ্চিত করে।

'আমাকে খুঁটিয়ে দেখছ না কি?' বিস্মিত বেদা জিজ্ঞেস করে।

বেদা তার হাতদু'টো বাড়িয়ে দিল। এর্গ নওর হাতদু'টো নিয়ে তার গালে ছোঁয়াল। বেদা কেঁপে উঠে নিজেকে সরিয়ে নিল। মহাকাশচারীর মুখে ম্লান হাসি ফুটল।

'নিসাকে শুশ্রূষা করার জন্য আমি এই হাতদু'টোকে ধন্যবাদ দিতে চেয়েছিলাম। সে... আমি সব জানি! তার সব সময় শুশ্রূষার প্রয়োজন ছিল এবং তুমি একটা গুরুত্বপূর্ণ অভিযানে যোগ দাও নি। দু' মাস!..'

'আমি অভিযানে স্বেচ্ছায় যাই নি তা নয়, 'তন্ত্র'-এর জন্য অপেক্ষা করে করে আমার দেরী হয়ে গিয়েছিল। ততদিনে অভিযান শুরু হয়ে গিয়েছে। আর তা ছাড়া নিসা চমৎকার মেয়ে! আমরা দেখতে একই রকম। কিন্তু তার যেমন আনুগত্য আর মহাকাশে ফেরার উৎসাহ, তাতে মনে হয় মহাকাশ এবং লৌহ তারকা বিজয়ীর সেই উপযুক্ত সঙ্গী...'

'বেদা!..'

'আমি ঠাট্টা করছি না, এর্গ! সত্যিই বলছি। তুমি কি বুঝতে পার না যে এটা ঠাট্টার সময় নয়? আমাদের ব্যাপারটা পরিষ্কার করে দেখতে হবে।'

'আমি এমনিতেই সব পরিষ্কার বুঝতে পারছি। আর তোমাকে

ধন্যবাদ জানাচ্ছি নিসার তরফ থেকে, আমার তরফ থেকে নয়...'

'না, না, আমাকে ধন্যবাদ দিতে হবে না! তুমি নিসাকে হারালে আমারই মুসকিল হত, তাই...'

'বুঝতে পারছি। কিন্তু তবুও তোমার কথা আমি বিশ্বাস করি না, কারণ বেদা কঙ এত হিসেবী নয়। আমার কৃতজ্ঞতা থাকবেই।'

এর্গ নওর ওর কাঁধে হাত রাখল। সেই নির্জন রাস্তা ধরে তারা নীরবে হাঁটতে থাকল পাশাপাশি যতক্ষণ না এর্গ নওরই আবার কথা শুরু করে।

'সেই লোকটি কে, আসল লোকটি?'

'দার ভেতের।'

'বহির্জাগতিক স্টেশনগুলির প্রাক্তন অধ্যক্ষ? ও, তাই বল!..'

'এর্গ, তুমি যা বলছ তার কোন অর্থই হয় না। তোমাকে চিনতে পারছি না।'

'হ্যাঁ, আমি বোধ হয় খানিকটা বদলেই গিয়েছি। দার ভেতেরকে আমি তার কাজ ছাড়া ভাবতেই পারি না; তাকে আমি মহাকাশের স্বপ্নমুগ্ধই ভাবতাম।'

'স্বপ্নমুগ্ধ সে ঠিকই। সে নক্ষত্রলোকের স্বপ্ন দেখে। কিন্তু সে নক্ষত্রপ্রীতির সঙ্গে প্রাচীন যুগের চাষীর মৃত্তিকাপ্রীতিকেও সমন্বয়ের ক্ষমতা দেখিয়েছে। সে জ্ঞানী, কিন্তু তার হাতদুটো সাধারণ মজুরের মতো।'

এর্গ নওর নিজের অজ্ঞাতসারে তার নিজের সরু হাত এবং দীর্ঘ আঙুলগুলির দিকে তাকাল — গণিতজ্ঞ ও সঙ্গীতশিল্পীর আঙুল।

'তুমি যদি জানতে, বেদা, এই মুহূর্তে আমি আমাদের এই পৃথিবীকে কতটা ভালবাসি!..'

'অন্ধকারের জগৎ থেকে ফেরার এবং পক্ষাঘাতগ্রস্তা নিসার

সঙ্গে এই দীর্ঘ যাত্রার পর? নিশ্চয়ই তুমি ভালবাস। কিন্তু...'

'তুমি কি বিশ্বাস করতে পার না যে এই মাটির প্রতি ভালবাসা আমার জীবনের বুনিয়াদ হতে পারে?'

'না, আমি করি না। তুমি সত্যিই বীর। সব সময়ই তুমি বিরাট কীর্তির প্রতি আকৃষ্ট। এই আকর্ষণকে তুমি পূর্ণপাত্রের মতো বহন করবে, এর একটি বিন্দুও নষ্ট করবে না।'

'বেদা, অন্ধকার মধ্যযুগে হলে তোমাকে প্রকাশ্যে পুড়িয়ে মারা হত!'

'ও কথা আমি আগেও শুনেছি। এই তো পথটি দু দিকে চলে গেছে... তোমার জুতো কোথায়?'

'তোমার সঙ্গে দেখা করতে আসার সময় বাগানে ফেলে এসেছি। আবার আনতে যেতে হবে।'

'বিদায়, এর্গ। আমার সারা, তোমার হল শুরু। আবার কোথায় আমাদের দেখা হবে? হয়তো নতুন মহাকাশযানে তোমার যাত্রার সময়?'

'না, বেদা, নিসা আর আমি একটি মেরু স্বাস্থ্যনিবাসে যাচ্ছি তিন মাসের জন্য। ওখানে চলে এস দার ভেতেরের সঙ্গে।'

'কোন স্বাস্থ্যনিবাসে? সাইবেরিয়ার 'শিলাহৃদয়' না আইস্‌ল্যাণ্ডের 'শরৎপত্র?'

'সুমেরু যাওয়ার পক্ষে দেরী হয়ে গেছে। আমাদের পাঠানো হচ্ছে কুমেরু অঞ্চলে, যেখানে গ্রীষ্ম সবে শুরু। গ্রাহামল্যাণ্ডে 'শুভ্র ঊষায়'।'

'বেশ তো এর্গ, আমরা আসব। যদি এরই মধ্যে দার ভেতের ৫৭ নং উপগ্রহটি পুনর্গঠনে বেরিয়ে না পড়ে। ওর যোগাড়যন্ত্রেই অনেক দিন লেগে যাবে...'

'বাঃ, তোমার পৃথিবীর মানুষটি তো বেশ — প্রায় সারা বছরই আকাশে থাকবে!'

'চালাকি কর না। তুমি যে বিপুল মহাকাশে ঘুরে বেড়াও তার কাছে এটা সামান্যই। বিপুল মহাকাশই আমাদের পৃথক করে দিয়েছে।'

'তাতে কি তোমার দুঃখ হচ্ছে, বেদা?'

'কেন জিজ্ঞেস করছ, এর্গ? আমাদের প্রত্যেকের মধ্যেই দু'টো সত্তা আছে। একটা চায় নতুনকে, অপরটা পুরনোকে আঁকড়ে থাকে, তাকে ফিরে পেতে চায়। তোমার কথাটা জানা আছে, আর তুমি এও জান যে ফিরে গিয়ে লক্ষ্যে পেঁছানো যায় না।'

'কিন্তু দুঃখটা থেকেই যায় প্রিয় জনের কবরের ওপরকার মালার মতোন। আমাকে চুমো দাও না, বেদা!..'

বেদা তার অনুরোধ রাখল। মহাকাশচারীকে আলতোভাবে একপাশে সরিয়ে দিয়ে সে দ্রুত বড় রাস্তার বৈদ্যুতিক বাস সার্ভিসের দিকে এগিয়ে চলল। রবোট-চালিত বাসের ভেতর বেদার লাল পোশাক অদৃশ্য না হওয়া পর্যন্ত এর্গ নওর ওই দিকেই তাকিয়ে রইল।

বেদাও বাসের ভিতর থেকে এর্গ নওরের দিকে তাকাল। তার তখন মনে পড়েছে অনৈক্যের যুগের একটা গানের কলি, যাকে হালে আর্ক গীর নতুন সুর দিয়েছে। অল্প কিছুদিন আগে তার মৃদু ভর্ৎসনার উত্তরে দার ভেতের তাকে ওই গানটি শুনিয়েছে:

> 'স্বর্গের দেবদূত বা সাগরতলের দৈত্য
> পারবে না কেউ ছিনিয়ে নিতে
> আত্মাকে আমার,
> সুন্দরী আনাবেল লীর আত্মা থেকে।'

এই গানের মধ্যে ঝঙ্কৃত কোন প্রাচীন মানুষের বিদ্রোহ প্রকৃতির ভয়াল শক্তির বিরুদ্ধে, যে শক্তি তার প্রিয়তমাকে তার

কাছ থেকে ছিনিয়ে নিতে চেয়েছিল। এই বিদ্রোহ সেই মানুষের যে তার ক্ষতিকে মেনে নিতে পারে নি এবং ভাগ্যের কাছে দয়াভিক্ষা করে নি!

বৈদ্যুতিক বাসটি মণ্ডলাকৃতি পথের একটি শাখার কাছাকাছি পেঁছিল। কিন্তু বেদা কণ্ড তখনও মসৃণ রেলিং ধরে দাঁড়িয়ে জানালার বাইরে তাকিয়ে এই মধুর দুঃখভরা গানটির সুর গুনগুন করছিল।

'দেবদূত — এই নামেই তো প্রাচীন যুগের ধার্মিক ইউরোপীয়রা আকাশের কল্পিত দূতদের ডাকত, ওরাই নাকি দেবতাদের ইচ্ছা মানুষকে জানাত। প্রাচীন গ্রীক ভাষায় 'এঞ্জেলস' অর্থ 'দূত'। কত শতাব্দী ধরে মানুষ এই কথা ভুলে গিয়েছে?..'

স্টেশনে থাকার সময়ে বেদা এই কথাগুলি মন থেকে সরিয়ে দিয়েছিল। কিন্তু মণ্ডলাকৃতি পথের গাড়িতে বসে সেগুলি আবার তার মনে পড়ল।

'স্বর্গের, মহাকাশের দূতগণ! হ্যাঁ, এর্গ নওর, ম্ভেন মাস আর দার ভেতের — ওদের তো ওই নামেই ডাকা চলে,' দুষ্টু হাসি হাসতে হাসতে ভাবল বেদা। 'বিশেষ করে দার ভেতের যখন কাছাকাছি উচ্চাকাশে কৃত্রিম উপগ্রহ বানাবে।' বেদা জোরে বলে উঠল আর নিজের কণ্ঠস্বর শুনে নিজেই হেসে ফেলল, 'তাহলে সমুদ্রতলায় দৈত্য হব আমরা, ঐতিহাসিকরা। হ্যাঁ, নিশ্চয়ই; এক দিকে স্বর্গের দূত, অপর দিকে পাতালের প্রেত! দার ভেতের অবশ্য এই নামকরণ পছন্দ নাও করতে পারে...'

উপ-কুমেরু অঞ্চলের জন্য বিশেষভাবে উৎপন্ন কালো কাঁটাওয়ালা এক ধরনের বেঁটে সীডার গাছে অবিরাম বাতাসে গম্ভীর এবং একটানা সুর বাজছে। ঠাণ্ডা ভারী বাতাস দুরন্ত নদীর বেগে বয়ে চলেছে। সেই বাতাস অনাবিল তাজা গন্ধে

ভরপুর যা খোলা সমুদ্রের বুকে বা খুব উঁচু পাহাড়ের ওপর পাওয়া যায়। পর্বতের চিরতুষারের ছোঁয়ায় এই বাতাসই শুকনো হয়ে উঠলে এতে জ্বলজ্বলে মদের মতোই জ্বালা ধরে যায়।

'শুভ্র-ঊষা' স্বাস্থ্যনিবাসের বাড়িগুলি ধাপে ধাপে সাগরের দিকে নেমে গেছে; এটির গোল কাঁচের দেয়ালগুলিকে প্রাচীন সমুদ্রগামী জাহাজের মতো দেখায়। দেয়াল, সিঁড়ি এবং স্তম্ভগুলির হালকা সিঁদুরে রঙের ঠিক বিপরীতে ছিল কালো, চকলেট এবং বেগুনী রঙের এ্যান্ডেসাইট চূড়াগুলি। মেরুরাত্রির বিশেষ শাদা আলোতে অবশ্যি সব রঙই এক হয়ে গিয়েছিল, মনে হচ্ছিল ওই আলো যেন আকাশ আর সমুদ্রের অন্তস্থল থেকে উৎসারিত। দক্ষিণ উপত্যকার আড়ালে সূর্য কিছুক্ষণ লুকিয়েছে। এক মহিম আলোয় দক্ষিণ আকাশের অর্ধেক ঢাকা। এই আলো আসছিল দক্ষিণ মহাদেশের বিপুল তুষারকিরীট থেকে, যা তখনও পূর্বাঞ্চলের উঁচু মালভূমিতে ছিল। এটি মানুষের ইচ্ছাবলে ওখানে সরে গেছে আর তার আয়তন আগের এক-চতুর্থাংশে পরিণত হয়েছে। যে তুষারমণ্ডিত শুভ্র ঊষার নামে এই স্বাস্থ্যনিবাস তা সমস্ত অঞ্চলকে আলোর দেশে পরিণত করেছে, আর এই আলোর না আছে ছায়া, না প্রতিফলন।

রুপোলী পার্সিলেনের পথ ধরে চার জন সাগরের দিকে এগিয়ে আসছিল, পেছনের দু'জন পুরুষ, তাদের মুখ যেন ধূসর গ্রানাইটে খোদাই করা আর সামনের দু'জন নারী, তাদের চোখগুলো যেন অতল রহস্যময়।

বেদা কঙের জ্যাকেটের লোমশ কলারের উপর মুখ গুঁজে নিসা ক্রিট ঐতিহাসিকের সঙ্গে তর্ক করছিল। তার চাপা বিস্ময়কে ঢাকার চেষ্টা না করে বেদা সেই শান্ত মুখের দিকে তাকিয়ে ছিল, যে-মুখ বাহ্যত তার মুখেরই প্রতিকল্প।

'আমার মনে হয় পুরুষকে সবচেয়ে বড় জিনিস যা নারী

দিতে পারে তা হচ্ছে তাকে পুনরুজ্জীবিত করা, এবং এভাবে তার আয়ুকাল বাড়িয়ে নেওয়া। তারপর আর একজন প্রেমিকা সৃষ্টি করবে আরেক প্রেমাস্পদকে — এভাবেই যেন অমরত্ব!'

বেদা উত্তরে বলল, 'পুরুষেরা আমাদের সম্বন্ধে ভিন্ন ভিন্ন ধারণা পোষণ করে। দার ভেতের একবার আমাকে বলেছিল যে তার প্রেমিকার চেহারার কন্যা সে চায় না, কারণ তাকে ফেলে— একটা অজানা ভাগ্যের হাতে ফেলে এই পৃথিবী থেকে বিদায় নিতে ভীষণ কষ্ট হবে। এই মনোভাব প্রাচীন কালের ঈর্ষা এবং কর্তৃত্বেরই রেশমাত্র।'

আপন চিন্তায় মগ্ন নিসা বলে, 'যে ক্ষুদ্র প্রাণীটির শেষ রক্তবিন্দু পর্যন্ত আমারই তাকে কাছ-ছাড়া করার কথা আমি ভাবতেই পারি না; বিশেষ করে তাকে একটু বড় করে ইস্কুলে পাঠানোর কথা!'

ওর কথায় অন্তরের একটি ক্ষতস্থানে আঘাত লেগেছে এমনি বেদনার মুখভঙ্গি করে বেদা বলল, 'আপনার সঙ্গে একমত না হয়েও আমি আপনার কথা বুঝতে পারি। মানুষের সবচেয়ে বড় সাফল্য হল অন্ধ মাতৃত্বের প্রবৃত্তিকে জয় করা এবং বিশেষভাবে শিক্ষণপ্রাপ্ত লোকের সাহায্যেই যে সন্তানদের সামাজিক মানুষ করে তোলা সম্ভব তা বিশ্বাস করা। প্রাচীন কালের সেই ক্ষেপা মাতৃত্ব প্রায় নিঃশেষই হয়ে গেছে। প্রত্যেক মা জানে যে পৃথিবী তার সন্তানের প্রতি স্নেহশীল এবং তার সন্তান কোনভাবেই আগের মতো বিপন্ন হবে না। এর ফলে সন্তানের বিপদাশঙ্কায় তখনকার বাঘিনীর স্নেহটি এখন লোপ পেয়েছে।'

'এসব কথা আমি বুঝি, কিন্তু কেবল অন্তরেই।' বলল নিসা।

'আমি একথা শুধু জানিই না, অন্তরেও অনুভব করি। আমি জানি যে সবচাইতে সুখের জিনিস হচ্ছে অন্যের প্রাণে আনন্দ জাগানো এবং আজকাল তা বয়স নির্বিশেষে সবাই করতে পারে।

প্রাচীন কালে কেবল পিতামাতা ও পিতামহ, পিতামহী এবং সবচেয়ে বেশী করে মায়েরাই তা করতে পারতেন। সব সময়ে ছোট্ট শিশুটির সঙ্গে একসঙ্গে থাকার প্রয়োজন কি? এটাও প্রাচীন যুগের একটা জের, তখন মেয়েরা সংকীর্ণ জীবন যাপন করতে বাধ্য হত এবং সর্বক্ষণ প্রেমাস্পদের সান্নিধ্য পেত না। সব সময় আপনারা একসঙ্গে থাকবেন যতক্ষণ আপনারা পরস্পরকে ভালবাসেন।'

'আমি জানি না। কিন্তু মাঝে মাঝে ঠিক ওরই মতো চেহারার একটি শিশু আমার পাশে পাশে থাক — এই ইচ্ছাটা অদম্য হয়ে উঠে। এই ইচ্ছা এত প্রবল হয় যে আমি হতাশায় হাত মুঠো করি... না, আর আমি কিছু জানতে চাই না!..'

'ওই তো জাভা — মায়েদের দ্বীপ। যারা নিজের সন্তান নিজেই পালন করতে চায় তারা ওখানে থাকে।'

'না, না! যাদের শিশুদের প্রতি কোন বিশেষ আকর্ষণ আছে তাদের মতো আমি শিক্ষক হতেও পারব না। আমি আমার মধ্যে প্রচন্ড শক্তি অনুভব করি এবং মহাকাশে একবার ঘুরে এসেছি।'

'আপনি যেন মূর্ত যৌবন, নিসা, এবং তা শুধু দৈহিকভাবেই নয়। যুবকদের মতো আপনিও বুঝতে চান না যে দ্বন্দ্বই জীবন। আপনি জানেন না যে প্রেমের আনন্দ অনিবার্যভাবে উদ্বেগ, দুশ্চিন্তা এবং দুঃখ আনবে; প্রেম যত গভীর হবে, দুঃখও ততই বাড়বে এবং মনে হয় জীবনের প্রথম আঘাতেই আপনি সব হারাবেন।'

এই শেষ কথাগুলি বলার সময়ে বেদা বুঝতে পারল যে নিসার চাঞ্চল্য এবং উদ্বেগ শুধু যৌবনের প্রশ্ন দিয়েই ব্যাখ্যেয় নয়।

অনেকের মতো বেদাও এই ভুল করল যে মানসিক ক্ষত দৈহিক

ক্ষতের সঙ্গেই সেরে উঠে। কিন্তু তা হয় না! মানসিক বৈকল্য সুস্থ দেহের মধ্যেও দীর্ঘদিন চাপা থাকে এবং সামান্যতম কারণেই আত্মপ্রকাশ করতে পারে। নিসার তাই হয়েছিল। সে পাঁচ বছর পক্ষাঘাতগ্রস্তা ছিল এবং তার দেহের প্রতি কোষে তার ছাপ রয়ে গেছে। এর স্মৃতি অবচেতন মনে থাকলেও তা আছে: সেই ভয়াবহ ক্রুশের সঙ্গে সংঘর্ষ যা এর্গ নওরের জীবন সংকটাপন্ন করে তুলেছিল।

বেদা মনে মনে কী ভাবছে আঁচ করে নিসা শান্তকণ্ঠে বলল, 'সেই লৌহ তারকায় ঘুরে আসার পর থেকে আমার মনে একটি অদ্ভুত ভাব কিছুতেই যাচ্ছে না। আমার মনে কোথায় একটা ফাঁক আছে। নিশ্চিত আত্মশক্তি এবং আনন্দের সঙ্গে তা আমার মনে মিশে থাকে। এই বিষাদ আমার আনন্দকে দূর করে দেয় না, আবার নিজেও কখনো সরে যায় না। নিজেকে সম্পূর্ণভাবে কোন কিছুতে যুক্ত করেই আমি এর বিরুদ্ধে লড়াই করতে পারি, যা আমাকে কখনো একা থাকতে দেবে না... এখন আমি বুঝতে পারি মহাকাশ একজন নিঃসঙ্গ মানুষের পক্ষে কী ভয়ানক জায়গা এবং তাই প্রথম মহাকাশচারীদের প্রতি আমার শ্রদ্ধা আরও বেশী!'

বেদা বলে, 'আমার মনে হয় আমি বুঝতে পারছি, একবার আমি ক্ষুদ্র পলিনেশীয় দ্বীপপুঞ্জে গিয়েছিলাম। ওগুলি এখন সমুদ্রে বিলীন। সেখানে নিঃসঙ্গ সমুদ্রতীরে দাঁড়ালে এক অদ্ভুত মনোভাব সম্পূর্ণ আচ্ছন্ন করে ফেলে — যেন কোন হারিয়ে যাওয়া গানের সুর বিপুল দূরত্বের ভয়াবহ একঘেয়েমির সঙ্গে মিশে গভীর বেদনায় মনকে আচ্ছন্ন করছে। হয়তো তা সুদূর অতীতের স্মৃতি, তার আদিম আত্মিক নিঃসঙ্গতা যা মানুষকে তার তৎকালীন অসহায় অবস্থার কথা, গণ্ডিবদ্ধতার কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। এর একমাত্র প্রতিষেধক ছিল মিলিত কাজ এবং

মিলিত চিন্তা। একটা জাহাজ এল — সেই ছোট দ্বীপের চেয়েও ছোট। কিন্তু তাতেই সমুদ্রের বুকে আমূল পরিবর্তন ঘটল। কয়েকজন যাত্রীসহ একটি জাহাজ নিজেই একটি জগৎ, যা দূরের কোন লক্ষ্যে পেঁছবার চেষ্টা করছে, যাকে তারা নিজেদের ইচ্ছাশক্তির আয়ত্তে আনবে। মহাকাশযানও ঠিক তাই। সেই জাহাজে আপনি থাকবেন শক্তিশালী এবং সাহসী সঙ্গীদের সাথে। কিন্তু মহাকাশে একা...' বেদা কম্পিত হৃদয়ে বলল, 'আমার তো মনে হয় না কোন মানুষ এটা সহ্য করতে পারবে।'

নিসা বেদার আরও কাছ ঘেঁষে এল।

'কী সুন্দর কথাই আপনি বললেন, বেদা! তার জন্যই আমি সব চাই একইসঙ্গে...'

'নিসা, আপনাকে আমার খুব ভাল লাগছে। এখন আমি আপনার সিদ্ধান্তের অর্থ ধরতে পারছি, যদিও প্রথমে ভেবেছিলাম এটা নিছক পাগলামি। এত দীর্ঘ যাত্রার পর ঐ জাহাজে ফেরার পথে আপনি চান যে জাহাজে আপনাদের সন্তানরা আপনাদের জায়গা নিক, দু'জন এর্গ বা আরও বেশী।'

নিসা বেদার করমর্দন করল এবং তার ঠাণ্ডা গালে নিজের নাক চেপে ধরল।

'আপনি কি মনে করেন এটা সহ্য করতে পারবেন, নিসা? এটা যে অসম্ভব কঠিন মনে হচ্ছে!'

তার শেষ কথায় মাথা ঘুরিয়ে এর্গ নওর বলল, 'কোন অসুবিধার কথা বলছ, বেদা? তোমার কি দার ভেতেরের সঙ্গে কোন পরামর্শ হয়েছে? গত আধ-ঘণ্টা ধরে সে আমাকে বোঝাতে চেষ্টা করছে যে, কোন সুদূর যাত্রায় না বেড়িয়ে আমার উচিত যুবকদের নিজ অভিজ্ঞতায় সমৃদ্ধ করা। এই ধরনের মহাকাশ অভিযান থেকে আমি নাও ফিরতে পারি।'

'সে কি পেরেছে তোমাকে বোঝাতে?'

যেখানে দূরে আকাশে আকার্ণারকে দেখতে পাওয়ার কথা লঘু মেগালানিক মেঘমণ্ডলের নীচে এবং তুকানা ও হাইড্রার ঠিক নীচে সেই নক্ষত্রহীন উজ্জ্বল আকাশের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে এর্গ নওর বলল, 'না, মহাকাশ চালক হিসেবে আমার অভিজ্ঞতার আরও প্রয়োজন 'লেবেদ্'-কে ওখানে নিয়ে যাওয়ার জন্য, যেখানে কোন পার্থিব যান আজও পেঁছয় নি।'

এর্গ নওরের কথা শেষ হতেই দিকচক্রবাল থেকে উদীয়মান সূর্যের রশ্মিগুলি চারদিকে ছড়িয়ে পড়ায় শুভ্র ঊষার সমস্ত রহস্য উবে গেল।

চার বন্ধু মিলে তখন জলের দিকে হেঁটে চলল। সমুদ্রের দিক থেকে একটা ঠাণ্ডা বাতাস তাদের দিকে এগিয়ে এল এবং ঝড়ো কুমেরু সাগরের ফেনাবিহীন তরঙ্গগুলি বেলা ভূমির উপরে আছড়ে পড়ল। ইস্পাত-ধূসর জলের উপরে সাগ্রহে তাকাল বেদা কঙ। জলের তলার দিকটা আরও কালো দেখাল এবং নীচু সূর্যের আভায় তাতে বরফের বেগুনী রঙ ফুটে উঠল।

একটা নীল পশমী কোট ও গোল টুপী পরে নিসা ক্রিট বেদার পাশে দাঁড়িয়েছিল। টুপীর ভেতর থেকে ওর কটা চুলগুলি বাইরে ছড়িয়ে পড়েছিল। মেয়েটি স্বাভাবিক ভঙ্গিতেই মাথা উঁচু করে থাকে। দার ভেতের তার প্রশংসা না করে পারল না, কিন্তু তখনই সে ভ্রূ কুঞ্চিত করল।

কপট ক্রোধের সঙ্গে বেদা জিজ্ঞেস করল, 'তুমি কি নিসাকে পছন্দ করো না, ভেতের?'

দার ভেতের একটু ভাবালু সুরে বলল, 'তুমি নিশ্চয়ই জান যে আমি ওকে খুবই পছন্দ করি, কিন্তু এই মুহূর্তে ওকে বড় সামান্য পলকা মনে হচ্ছে...'

তীব্র প্রতিবাদের সুরে নিসা বলে উঠল, 'কিসের তুলনায়? যা করতে যাচ্ছি তার তুলনায়, এই তো? তা আপনি কি

আপনার আক্রমণের লক্ষ্য হিসেবে এখন এর্গ পরিবর্তে আমাকে ঠিক করলেন?..'

'আমি ওসব কিছুই ভাবছি না,' বলল দার ভেতের, 'কিন্তু আমার দুঃখ অত্যন্ত স্বাভাবিক। আমার এই আশ্চর্য পৃথিবীর একজন সুন্দরী মহাশূন্যে, তার নীরন্ধ্র অন্ধকারে এবং ভয়াবহ ঠাণ্ডায় হারিয়ে যাবে। হারানোর জন্য এ আমার স্বাভাবিক দুঃখবোধ, নিসা। এটা কোন অনুকম্পা নয়।'

বেদা বলল, 'এ ব্যাপারে আমার মনোভাবও তোমার মতো। নিসা — জীবনের একটি উজ্জ্বল শিখা, আর কোথায় নিষ্প্রাণ তুষার শীতল মহাশূন্য!'

নিসা বলল, 'আপনি কি মনে করেন আমি একটি কোমল ফুল?' নিসার কথার সুরে এমন একটা ভাব ছিল যে বেদা তা স্বীকার করতে ইতস্তত করল।

'এই ঠাণ্ডার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে আমার চেয়ে কে বেশী ভালবাসে?' বলে নিসা তার টুপী আর কোট খুলে ফেলল এবং তার কটা চুলগুলো নাড়িয়ে দিল।

নিসার উদ্দেশ্য সবার আগে অনুমান করে বেদা জিজ্ঞেস করল, 'কী করতে যাচ্ছেন?' সে গেল মেয়েটিকে ধরতে।

কিন্তু নিসা পাহাড়ের কিনারায় ছুটে গিয়ে, তার জামাকাপড় বেদার হাতে ছুড়ে দিল।

হিমশীতল জলে নিসার দেহ ডুবে গেল এবং ঐ অনুভূতির কথা ভেবেই বেদা কেঁপে উঠল। তরঙ্গগুলিকে সবল আঘাতে কাটাতে কাটাতে নিসা শান্তভাবে সমুদ্রে এগিয়ে গেল। একটা ঢেউয়ের ওপর উঠে সে তীরের সবাইকে সঙ্গী হওয়ার আহবান জানাল।

বেদা কঙ সপ্রশংস দৃষ্টিতে সব লক্ষ্য করতে লাগল।

'ভেতের, এর্গের চাইতে মেরু ভালুকের সঙ্গেই নিসাকে

মানাবে ভাল। উত্তরাঞ্চলের লোক হয়ে তুমি কি করে এই পরাজয় মেনে নিচ্ছো?'

সাগরের কিনারে অনিচ্ছার সঙ্গে হাঁটতে হাঁটতে দার ভেতের দুঃখের সঙ্গে স্বীকার করল, 'বংশের দিক থেকে আমি উত্তরের লোক ঠিকই, কিন্তু আমি দক্ষিণের উষ্ণ সমুদ্রই বেশী পছন্দ করি।'

সে তার জামাকাপড় খুলে নিল, বুড়ো আঙুলের ডগা দিয়ে জল ছুঁয়ে দেখল, আর তারপরই এগিয়ে আসা ইস্পাত-ধূসর একটি তরঙ্গের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। সাঁতারের তিনটি শক্ত টানেই সে একটি ঢেউয়ের উপর উঠল এবং সঙ্গে সঙ্গে অন্যটির পাশের দিকে ডুব দিল। দীর্ঘ দিনের প্রশিক্ষণ এবং সারা বছর জুড়ে তার স্নান করার অভ্যাসে দার ভেতেরের মান রক্ষা হল। তার দম বন্ধ হয়ে আসছিল এবং চোখের দৃষ্টি ঝাপসা হয়ে যাচ্ছিল। কয়েকটি দ্রুত ডুব এবং ঝাঁপ তার স্বাভাবিক শ্বাস-প্রশ্বাস ফিরিয়ে দিল। ঠাণ্ডায় নীল হয়ে কাঁপতে কাঁপতে সে নিসার সঙ্গে পাহাড়ের উপরে ছুটে গেল। কয়েক মিনিটের মধ্যেই নিসা আবার কোট গায়ে চাপাল। তার মনে হল যেন বরফহিম সাগরের বুকেও প্রবাল সমুদ্রের উত্তাপ খানিকটা আছে।

বেদা ফিসফিস করে বলল, 'আমি যত ভাবি ততই বুঝি যে এর্গ নওর আপনাকেই পছন্দ করে মোটেই ভুল করেন নি। বিপদের মুহূর্তে আপনিই কেবল তাঁকে আনন্দ দিতে, তাঁর যত্ন নিতে পারবেন।'

বায়ুমর্মরিত উঁচু স্ফটিকের বারান্দায় বসে প্রাতরাশ খেতে খেতে নিসার আবিষ্ট দৃষ্টির সঙ্গে বেদার কয়েকবার দৃষ্টিবিনিময় হল। দীর্ঘকালের জন্য বিদায়ের পূর্ব মুহূর্তে মানুষের যেমন হয় তেমনিভাবে নিঃশব্দে তারা খেতে লাগল। দার ভেতের

হঠাৎ বলে উঠল, 'যাদের সঙ্গে সবেমাত্র পরিচয় হল, তাদের কাছ থেকে বিদায় নেয়া খুব কষ্টকর।'

এর্গ নওর বলতে আরম্ভ করল, 'সম্ভবত আপনি...'

'আমার ছুটি শেষ হয়ে গেছে। আমার আকাশে যাওয়ার সময় হয়েছে। গ্রোম ওর্ম আমার জন্য অপেক্ষা করছে।'

বেদা বলল, 'আর আমারও কাজের সময় হয়েছে। আমি যাব নীচে, অনৈক্যের যুগের সদ্য আবিষ্কৃত একটি মূল্যবান গুহার ভিতরে।'

এর্গ নওর মৃদুস্বরে বলল, ''লেবেদ্' আগামী বছরের মাঝামাঝি রওনা দেবে এবং আমাদের এখন থেকে ছ' সপ্তাহের মধ্যেই প্রস্তুতি শুরু করতে হবে। বহির্জাগতিক স্টেশনগুলি এখন কে চালাচ্ছে?'

'এতদিন চালাচ্ছিল জুনিয়াস আন্তাস। কিন্তু সে স্মৃতিযন্ত্রের কাজ ছাড়তে রাজী নয়, আর পরিষদ এখনো লাব্রাদর F-স্টেশনের ইঞ্জিনিয়ার এবং পদার্থবিদ এম্‌বে অঙের দরখাস্ত মঞ্জুর করে নি।'

'তাকে আমি চিনি না।'

'কম লোকই চেনে। সে কাজ করছে 'জ্ঞানাঞ্চল আকাদমি'-র তরফে মেগা-তরঙ্গ বিষয়ক সমস্যা নিয়ে।'

'ওটা আবার কী ব্যাপার?'

'মহাকাশের শক্তিশালী ছন্দগুলি — বিপুল তরঙ্গগুলি মহাশূন্যে ছড়িয়ে পড়ে। যেমন, পরম এককের চাইতেও বেশী ঋণাত্মক মূল্য সৃষ্টিকারী আলোকের গতিবেগের অন্তর্দ্বন্দ্বই মেগা-তরঙ্গে প্রকটিত হয়। সমস্যাটি এখনো ভালভাবে উত্থাপিত হয় নি।'

'আর মৃভেন মাস কী করছেন?'

'একটা বই লিখছেন আবেগের বিষয়ে। তাঁরও সময় খুবই

অল্প। 'পরিসংখ্যান ও পূর্বাভাসদান আকাদমি' তাঁকে একটা পরামর্শদাতার কাজে নিযুক্ত করেছে, যা আপনাদের 'লেবেদ'-এর যাত্রার সঙ্গে জড়িত। যখনই তার জন্য যথেষ্ট মালমশলা সংগৃহীত হবে তখনই তাঁকে বইয়ের কাজ ছাড়তে হবে।'

এর্গ নওর বলল, 'এটা বড় দুঃখের কথা! আবেগের বাস্তবতা এবং শক্তি সম্বন্ধে একটি সঠিক ধারণা করার সময় এসে গেছে।'

বেদা বলল, 'আমার ধারণা ম্ভেন মাস বিশুদ্ধ বিশ্লেষণক্ষম নন।'

'তা না হলে তাঁর পক্ষে ভাল কিছু লেখা সম্ভবপর হবে না।' আপত্তি জানিয়ে দার ভেতের উঠে পড়ল।

এর্গ এবং নিসা হাত বাড়িয়ে বলল, 'আবার দেখা হবে! দ্রুত কাজটি শেষ করে ফেলুন, নইলে আর আমাদের দেখা হবে না।'

দার ভেতের দৃঢ় প্রত্যয়ের সঙ্গে বলল, 'নিশ্চয়ই দেখা হবে। এমনকি এল হোমরা মরুভূমিতে হলেও।'

'হ্যাঁ, যাবার আগে।' সঙ্গে সঙ্গে বলল মহাকাশচারীরা।

বেদা কঙ দার ভেতেরের হাত ধরতে ধরতে বলল, 'চলে এস, আমার স্বর্গের দূত। তুমি বোধ হয় এই পৃথিবীতে বিরক্ত হয়ে উঠছ।' বেদা দার ভেতেরের কুঞ্চিত ভ্রূ না দেখার ভান করল।

দার ভেতের পা ফাঁক করে তখনো কম্পমান কাঠামোর উপর দাঁড়িয়ে মেঘের ফাঁকে ফাঁকে ভয়াবহ খাদের দিকে তাকাল। আমাদের গ্রহটিকে ওখান থেকে দেখা যাচ্ছিল, এবং তার ব্যাসের পাঁচ গুণ দূরত্ব থেকেও তার বিপুল আয়তন খানিকটা আঁচ করা যাচ্ছিল। সে দেখতে পাচ্ছিল ধূসর রঙের মহাদেশের কাঠামো এবং বেগুনী রঙের সমুদ্রগুলি।

উপগ্রহ থেকে তোলা ছবি থেকে আশৈশব পরিচিত এই

কাঠামোগুলো দার ভেতের সহজেই চিনে ফেলল। এর ভেতরে এপার থেকে ওপার পর্যন্ত লম্বা কালো পাহাড়ের অবতল রেখাটি দেখা যাচ্ছিল। দক্ষিণে ছিল চকচকে সমুদ্র আর তার পায়ের ঠিক নীচেই সরু পার্বত্য উপত্যকা। সেদিন তার ভাগ্য প্রসন্ন: গ্রহের যে অংশে বেদা বাস করছিল এবং কাজ করছিল তার ঠিক উপরিভাগের মেঘ সরে গিয়েছিল। লৌহ-ধূসর পাহাড়ের খাড়া বারান্দাগুলির ঠিক নীচেই ছিল একটি প্রাচীন গুহা যা কয়েকটি প্রশস্ত স্তরে স্তরে পৃথিবীর গভীরে চলে গিয়েছিল। ঠিক ওখানেই বেদা অতীত জীবনের ধ্বংসাবশেষ থেকে সংগ্রহ করছিল সেইসব ঐতিহাসিক তথ্য যা না হলে বর্তমান দুর্বোধ্য এবং ভবিষ্যৎও অস্পষ্ট থাকে।

খাঁজ-কাটা জিরকোনিয়াম ব্রোঞ্জের এক মঞ্চের রেলিংয়ের উপর হেলান দিয়ে দার ভেতের মনে মনে ওখানে একটি অভিনন্দন পাঠিয়ে দিল। সেটি অবশ্য উজ্জ্বল পশ্চিমাগত ঘন মেঘে দ্রুত হারিয়ে গেল। ওখানে রাত্রির অন্ধকার নক্ষত্রখচিত একটি প্রাচীরের মতো দাঁড়িয়ে রইল। স্তরিত মেঘ বিপুল ভেলার মতো ভেসে চলল। নীচে পৃথিবীর উপরিভাগ অতল অন্ধকারে হারিয়ে যাচ্ছিল, যেন চিরকালের জন্য। একটা মৃদু জোডিয়াক আলো গ্রহের অন্ধকার দিকটা আলোকিত করছিল, তার ছটা ছড়িয়ে পড়ছিল মহাশূন্যে।

পৃথিবীর যে দিকটায় তখন দিন তার উপরে ভাসছিল ফিকে-নীল মেঘের একটি স্তর, তাতে প্রতিফলিত হচ্ছিল ধূসর-নীল সূর্যালোক। কালো ফিল্‌টার ছাড়া এই মেঘের দিকে তাকালে মানুষ অন্ধ হয়ে যেত, ঠিক যেমন ৮০০ কিলোমিটার চওড়া আবহস্তর না থাকলে সূর্যের আলোয় পৃথিবীর মানুষ দৃষ্টি হারাত। সূর্যের তীব্র ক্ষুদ্র তরঙ্গরশ্মি — অতিবেগুনী ও এক্স-রের প্রবল স্রোত বয়ে চলেছে। এগুলি সমস্ত জীবন্ত প্রাণীর

পক্ষেই মারাত্মক। মহাজাগতিক কণিকা নিরবচ্ছিন্ন ধারায় এই স্রোতে মিশে যাচ্ছে। নবজাত নক্ষত্র বা অকল্পনীয় দূরের ছায়াপথের বিধ্বস্ত নক্ষত্রগুলি মহাশূন্যে প্রাণঘাতী রশ্মি বিকিরণ করছে। একমাত্র স্পেস্-স্যুটের নির্ভরযোগ্য রক্ষাব্যবস্থার ফলেই কর্মীরা নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা পায়।

দার ভেতের নিরাপত্তা রেখাটিকে অপর দিকে ফেলে দিয়ে উজ্জ্বল বৃহৎ সপ্তর্ষির দিকে চলে গেল। ভবিষ্যৎ কৃত্রিম উপগ্রহের সমস্ত লম্বা দিকটা জুড়ে একটি বিরাট নল বসানো হয়েছে। এর দু'প্রান্তের সূক্ষ্মকোণী ত্রিভুজগুলি চৌম্বক ক্ষেত্র বিকিরণকারী চাকতিগুলিকে আটকে রেখেছিল। যখন সূর্যের নীল রশ্মিগুলিকে বিদ্যুতে পরিবর্তিত করার ব্যাটারিগুলি বসান হবে তখন প্রাণ-রজ্জুগুলিকেও উঠিয়ে ফেলা চলবে, এবং বুকে ও পিঠে দিকনির্ণয় প্লেট এঁটে চৌম্বক ক্ষেত্রের বলরেখা ধরে হেঁটে যাওয়া যাবে।

দার ভেতেরের মহাজাগতিক হেলমেটের ফোনে যুবক ইঞ্জিনিয়ার কাড লাইটের স্বর হঠাৎ শোনা গেল, 'আমরা রাতে কাজ করতে চাই। 'আলতাই' আলোর ব্যবস্থা করবে বলে জানিয়েছে।'

দার ভেতের বামে এবং নীচে তাকাল যেখানে একগুচ্ছ মালবাহী রকেট ঘুমন্ত মাছের মতো ঝুলছিল। সূর্য এবং উল্কা থেকে সুরক্ষিত করার জন্য ওগুলির ওপরে একটা চ্যাপটা ছাতা ছিল। তার নীচেই ছিল একটা অস্থায়ী মঞ্চ। উপগ্রহটির ভিতরের দেয়ালটির অংশ দিয়ে তৈরী এই মঞ্চে মালবাহী রকেটে আনা জিনিসপত্র রাখা ও জোড়া দেয়া হত। ওখানে সমবেত কালো মৌমাছির মতো কর্মীরা হঠাৎ স্পেস্-স্যুটে মঞ্চের বাইরে চলে গেলে তারা জোনাকীর মতো জ্বলে উঠল। রকেটগুলোর পাশে খোলা জায়গা থেকে দড়িগুলি মাকড়সার জালের মতো

ছড়িয়ে পড়েছিল। ওখান থেকেই সমস্ত মাল খালাস করা হচ্ছিল। আরও উঁচুতে উপগ্রহটির গলুইয়ের ঠিক উপরে একদল লোক অদ্ভুত এবং অনেক সময় হাস্যকর অঙ্গভঙ্গী করে একটা বিপুল যন্ত্রের চারপাশে কর্মব্যস্ত ছিল। বোরাসন-পাতে মোড়া বেরিলিয়াম ব্রোঞ্জনির্মিত একটি চাকা পৃথিবীতে অন্তত একশ' টন ওজন হত। এখানে এই ভারী জিনিসটি উপগ্রহের ধাতব কাঠামোর পাশে আলতোভাবে একটি সরু তারের দড়ির উপর ঝুলছিল। সমস্ত জিনিসগুলিকে পৃথিবীর চারদিকে একই গতিতে ঘোরানোর জন্যই এটির ব্যবস্থা।

এই ভারহীনতা বা সামান্য ভারের সঙ্গে একবার অভ্যস্ত হওয়ায় সঙ্গে সঙ্গে শ্রমিকেরা নিশ্চিত ও তৎপর হয়ে উঠল। এই দক্ষ কর্মীদের অবশ্য শিগগিরই অন্যদের দিয়ে বদলাতে হবে। মহাকর্ষহীনতায় দীর্ঘ পরিশ্রমের ফলে রক্তসঞ্চালনে জটিলতা দেখা দেয় এবং পৃথিবীতে ফেরার পর তাদের চিরদিনের জন্য পঙ্গু হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। এইজন্য কৃত্রিম উপগ্রহে কাজের সময় হল একশ' পঞ্চাশ ঘণ্টা। অতঃপর শ্রমিকেরা পৃথিবীতে ফিরে যায়। ফেরার পথে পৃথিবী থেকে ৯০০ কিলোমিটার ঊর্ধ্বে ঘূর্ণায়মান 'মধ্যবর্তী' স্টেশনে তারা আবার পুনরাভ্যস্ত হয়।

দার ভেতের কৃত্রিম উপগ্রহটি সংযোজনের কাজ পরিচালনায় কায়িক পরিশ্রম এড়াতে চেষ্টা করল, যদিও অনেক সময়ই অন্যদের কাজটি দ্রুত শেষ করার জন্য তাদের সাহায্য দিতে তার খুবই ইচ্ছা হত। ৫৭,০০০ কিলোমিটার উপরে দীর্ঘ কয়েক মাস তাকে থাকতে হবে।

যদি সে রাত্রে কাজের প্রস্তাবে রাজী হয়, তবে এই কর্মীদের এখনই ফেরত পাঠাতে এবং ওখান থেকে সময়ের আগেই অন্য কর্মীদল ডেকে আনতে হবে। এই কাজে নিযুক্ত দ্বিতীয়

আন্তর্গ্রহযান 'বারিওন' আছে আরিজোনা সমভূমিতে যেখানে গ্রোম ওর্ম টেলিভিজফোন পর্দা এবং রেজিস্ট্রেশন যন্ত্র নিয়ন্ত্রণ করছে।

হিমশীতল মহাশূন্যে সারারাত কাজ করার সিদ্ধান্ত নিলে কৃত্রিম উপগ্রহ সংযোজনের কাজের সময় অর্ধেক কমে যাবে। দার ভেতের এই সুযোগ ছাড়তে পারল না। তার সম্মতি পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কর্মীরা নানা দিকে ছুটোছুটি করতে লাগল এবং দড়ি দিয়ে আরও জটিল এক জাল রচনা করল। আন্তর্গ্রহযান 'আলতাই', যেখানে এই উপগ্রহনির্মাণ কেন্দ্রের কর্মীরা বাস করত, হঠাৎ এই উপগ্রহের সঙ্গে তার শৃঙ্খল উন্মুক্ত করে দিল। তার বর্জ্য-নলের মুখ দিয়ে এক ঝলক চোখধাঁধানো আলো বেরিয়ে এল। এই বিশাল পোতটি হঠাৎ দ্রুত ও নিঃশব্দে ঘুরে গেল, এবং গ্রহান্তর্বর্তী মহাশূন্যে একটি বিন্দুমাত্র শব্দও উঠল না। 'আলতাই'-এর সুদক্ষ পরিচালক মাত্র ইঞ্জিনের কয়েকটি ঘাতেই পোতটি কাঠামোর চল্লিশ মিটার ঊর্ধ্বে নিয়ে গেল এবং নির্মাণমঞ্চের দিকে অবতরণ-আলো ফেলল। পোত এবং উপগ্রহের মাঝখানে পথনির্ধারক দড়িগুলি আবার নামিয়ে দেওয়া হল এবং মহাশূন্যে রাখা সেই বিপুল জিনিসগুলি পরস্পরের তুলনায় নিশ্চল হয়ে গেল, যদিও তখন সেগুলি পৃথিবীর চারদিকে ঘণ্টায় দশ হাজার কিলোমিটার বেগে ঘুরছিল।

মেঘের বিন্যাস থেকে দার ভেতের বুঝল যে এই নির্মাণকেন্দ্রটি তখন কুমেরু অঞ্চল দিয়ে যাচ্ছে এবং শীঘ্রই এটি পৃথিবীর ছায়ায় পড়বে। মহাকাশের প্রচণ্ড শীতে উন্নত ধরনের স্পেস্-স্যুটের তাপনিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাও যথেষ্ট কার্যকর ছিল না। এই অবস্থায় অসাবধানে কেউ ব্যাটারি শেষ করে ফেললে তার কষ্টের সীমা থাকত না! একজন স্থপতি এভাবে মাসখানেক আগে মারা

গেছে। সে উল্কাবর্ষণের হাত থেকে আত্মরক্ষার জন্য উন্মুক্ত রকেটের ঠাণ্ডা খোলে আশ্রয় নিয়েছিল। গ্রহের সূর্যালোকিত দিকটায় পেঁছাবার সময় সে আর বেঁচে ছিল না... আর একজন ইঞ্জিনিয়ার মারা গিয়েছিল উল্কাপাতে। এইসব ঘটনা আগে থেকে দেখা বা নিশ্চিতভাবে রোধও করা যায় না। কৃত্রিম উপগ্রহ নির্মাণে কিছু লোককে প্রাণ দিতেই হয় এবং কেউ জানে না পরের বলিটি কে? জীবন্ত মানুষ নামক ক্ষুদ্র কণাদের বেলায় স্বল্পপ্রযোজ্য স্টোক্যাস্টিক্সের নিয়ম বলে যে, এর পরবর্তী শিকার হবে দার ভেতের নিজে। এর কারণ সর্বাধিক সময় সেই ওই উচ্চতায় মহাকাশের সমস্ত খামখেয়ালীর সামনে নিজেকে উন্মুক্ত রাখে। অবশ্য একটি উদ্ধত মর্মবাণী তাকে জানিয়ে দেয় যে ওই চমৎকার মানুষটির কোন ক্ষতি হওয়াই সম্ভব নয়। এই ধরনের আত্মবিশ্বাস একজন গণিতজ্ঞের পক্ষে যতই হাস্যকর হোক না কেন, দার ভেতের কখনই এ থেকে মুক্ত ছিল না। বরং এর ফলে সে শান্তভাবে সেই কালো আকাশের অতলতায় কৃত্রিম উপগ্রহের খোলা সরু গার্ডার এবং গ্রীলের উপর নিজেকে ভারসাম্য অনুযায়ী দাঁড় করাত।

পৃথিবীতে কাঠামোগুলি 'এম্‌ব্রায়োটেক্টি' নামক একটি বিশেষ যন্ত্রের সাহায্যে তৈরী হয়। এগুলি জীবন্ত কোষের সাইবারনেটিক বিকাশের নীতির ভিত্তিতে কাজ করত। এটা বলাই বাহুল্য যে, বংশানুসৃত সাইবারনেটিক কর্মক্রিয়া-প্রভাবিত জীবন্ত কোষের আণবিক সংগঠন অনেক বেশী জটিল।

জীবন্ত কোষগুলি অবশ্য শুধু আয়নিত অণুসৃষ্ট উত্তপ্ত অবস্থাতে বাড়তে পারে, আর অপর পক্ষে এম্‌ব্রায়োটেক্টি যন্ত্র বিদ্যুৎ বা আলোর সমবর্তিত প্রবাহে বা চৌম্বক ক্ষেত্রেই সাধারণত চালু থাকে। তেজস্ক্রিয় থেলিয়াম-চিহ্নিত বিভিন্ন

অংশকে একত্রীকরণে যন্ত্রটি দ্রুত ও নিখুঁত কাজ করছিল। কৃত্রিম উপগ্রহটির এই উচ্চতায় আর কোন যন্ত্র ছিল না বা থাকাও সম্ভব ছিল না। কৃত্রিম উপগ্রহের একত্রীকরণ ছিল একটি পুরনো ধরনের নির্মাণ কাজ, যাতে মানুষের হাতই প্রধান অবলম্বন। গুরুতর বিপদ সত্ত্বেও কাজটি এত আশ্চর্য যে হাজার হাজার স্বেচ্ছাসেবক তাতে এগিয়ে এসেছে।

দার ভেতের সৌর যন্ত্রগুলির নীচে পেঁছিল। একটি কৃত্রিম মহাকর্ষ-যন্ত্রের চারদিকে সেগুলি সাজান ছিল। সে তার পিঠে বয়ে নেওয়া ব্যাটারিটি টেস্ট সার্কিটের প্রান্তে লাগিয়ে দিল। তার মহাশূন্য হেলমেটের ফোনে একটা মধুর ধ্বনি শোনা গেল। তারপর সোনালী রেখা আঁকা একটা কাঁচের পাতকে সে সমান্তরালভাবে স্থাপিত করল। এটিও একই সুর শোনাল। দার ভেতের দু'টি ভার্ণিয়ের মাপনি ঘোরাতে লাগল যতক্ষণ না সময়ের চিহ্নগুলির সন্নিপাত ঘটল এবং ধ্বনি ও সুরের স্বরগ্রামে পুরো সমন্বয় অবধি মন দিয়ে শুনল। ভাবী কৃত্রিম উপগ্রহের একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ অংশ খুব নিখুঁতভাবে সংযোজিত হয়েছে। এখন শুরু হবে বিকিরণ বৈদ্যুতিক মোটর স্থাপন। দীর্ঘদিন ধরে স্পেস্-স্যুট পরে থাকার ফলে তার নুয়ে পড়া কাঁধ খানিকটা সোজা করে নিয়ে দার ভেতের বাঁয়ে ডানে মাথাটা ঘোরাল। এর ফলে তার মেরুদণ্ডে মচকানোর শব্দ হল। দীর্ঘ দিন মহাজাগতিক হেলমেট পরে থাকার ফলে জায়গাটা শক্ত হয়ে গিয়েছিল। সৌভাগ্য যে, দার ভেতের পৃথিবীর আবহাওয়ার বাইরে কাজ করেও অনেকের মতো মানসিক ব্যাধিতে, অতিবেগুনী রশ্মিজনিত নিদ্রারোগ এবং অবলোহিত আলোঘাতের উন্মত্ততায় ভোগে নি। অন্যথা এই কাজে সে সফল হত না।

শীঘ্রই গলুইয়ের বাইরের তৈরী প্রাচীরগুলি কর্মীদের

মহাকাশের নির্জনতার প্রভাব থেকে বাঁচাবে, যে অতল নির্জনতায় না আছে আকাশ, না মাটি।

'আলতাই' একটি ছোট রক্ষী-রকেট উৎক্ষেপণ করল। তীরের মতো সেই কর্মকেন্দ্রের পাশ দিয়ে এটি গেল একটি নির্দিষ্ট উচ্চতায় অপেক্ষমাণ মালবাহী স্বয়ংচালিত রকেটগুলি আনতে। ঠিক সময়েই ওটি পেঁছিল! তখন রকেটগুলি, লোকজন, যন্ত্রপাতি এবং সংযোজন কেন্দ্রের মালমসলা মহাকাশে ভাসমান অবস্থায় ওই গ্রহের রাত্রের দিকে চলে যাচ্ছিল। রকেটটি তার পেছনে তিনটি লম্বা, চকচকে নীল মৎস্যাকৃতি রকেট টেনে নিয়ে এল। এই রকেটগুলির প্রত্যেকটির পার্থিব ওজন দেড় শ' টন (বিনা জ্বালানীতে)!

সংযোজন কেন্দ্রের মঞ্চে এই রকেটগুলি অন্য রকেটের সঙ্গে মিলিত হল। এক লাফে দার ভেতের গলুইয়ের অপর দিকে পেঁছাল এবং শীঘ্রই বৃত্তাকারে জড় হওয়া মালখালাসকারীদের সঙ্গে একত্রিত হল। তারা রাত্রের কাজের পরিকল্পনা করছিল। দার ভেতের সম্মতি দিল। কিন্তু সে জোর দিয়ে বলল যেন সমস্ত ব্যক্তিগত ব্যাটারি বদলে নতুন শক্তির ব্যাটারি নেওয়া হয় যাতে স্পেস্-স্যুটগুলি ত্রিশ ঘণ্টার মতো গরম থাকে এবং সঙ্গে সঙ্গে বৈদ্যুতিক আলো, বায়ু-ফিল্টার এবং রেডিওটেলিফোন যন্ত্রগুলিকে বিদ্যুৎ সরবরাহ করতে পারে।

সমস্ত সংযোজন কেন্দ্রটি গভীর আঁধারে ডুবল, যেন ওটা সাগরের তলায় অবস্থিত। কেবল আবহমণ্ডলের গ্যাস-বিসরিত সূর্যালোকের মৃদু আভা এই ভাবী কৃত্রিম উপগ্রহটিকে সামান্য আলো দিচ্ছিল, আর তাকে ঘিরেছিল ১৮০ ডিগ্রি সেণ্টিগ্রেডের শৈত্য। ধাতুটির অতিপরিবহন ক্ষমতা দিনের চেয়ে রাত্রিতে আরও বেশী বেগ দিতে লাগল। যন্ত্রপাতি, ব্যাটারি বা অ্যাকিমুলেটরের আবরণের সামান্যতম ক্ষয়ও নিকটের

জিনিসগুলিকে একটা নীল দ্যুতিতে ভরে তুলছিল। এটি আসছিল তাদের উপর দিয়ে বয়ে যাওয়া বিদ্যুৎ থেকে এবং সেগুলিকে কিছুতেই কোন নির্দিষ্ট দিকে পাঠানো সম্ভব হচ্ছিল না।

বর্ধমান শীত নিয়ে মহাকাশের গভীর অন্ধকার নামল। আকাশের তারাগুলিকে জ্বলন্ত নীল ছুঁচের মতো দেখাচ্ছিল। উল্কাপুঞ্জের অদৃশ্য এবং নিঃশব্দ গতি রাত্রিতে আরও ভয়ংকর মনে হল। নীচে অন্ধকার পৃথিবীর উপরে আবহস্রোতে তখন নানা রঙের বৈদ্যুতিক আভার মেঘপুঞ্জ, বিপুল দীর্ঘ ঝলক এবং হাজার হাজার কিলোমিটার ছড়ানো আলোর পাত দেখা যাচ্ছিল। নীচে, আবহের ঊর্ধ্ব স্তরে তখন পৃথিবীর অজ্ঞাত প্রচণ্ড ঝড়। সূর্যের এবং মহাকাশের রশ্মি বিকিরণপৃক্ত আবহাওয়ায় বিপুল শক্তি সঞ্চারিত হওয়ায় গ্রহের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা কঠিন হয়ে উঠেছিল।

হঠাৎ সেই দারুণ অন্ধকার এবং ভয়াবহ শৈত্যে হারিয়ে যাওয়া ক্ষুদ্র জগতে এক অদ্ভুত পরিবর্তন ঘটল। দার ভেতের প্রথমে বুঝতেই পারে নি যে আন্তর্গ্রহযানটি তার সার্চলাইটগুলো জ্বালিয়ে দিয়েছে। অন্ধকার যেন আরও গাঢ় হল। জ্বলন্ত তারকাগুলি একটু নিষ্প্রভ দেখাল এবং মঞ্চটি ও গলুইটি যেন শুভ্র আলোকে উজ্জ্বল হয়ে উঠল। চারপাশের গভীর আঁধার থেকে যেন আলাদা হয়ে পড়ল ওরা। কয়েক মিনিট পরে 'আলতাই' তার ভল্টেজ কমিয়ে দেওয়াতে আলোগুলি একটু হলদে এবং কিছুটা ম্লান হয়ে গেল। আন্তর্গ্রহযানটি তার বিদ্যুৎ সরবরাহ কিছুটা সাশ্রয় করছিল।

দার ভেতের একটা আড়াআড়ি রাখা বীমের উপর দাঁড়াল, একটি দড়িপথের উপর দিয়ে চলমান একটি হাতল ধরল এবং পা দিয়ে একটা জোর ঠেলা দিয়ে চলে গেল

'আলতাই'-র কাছে। আন্তর্গ্রহযানটির প্রবেশপথের ঠিক সামনে গিয়ে তার ব্রেক কষল। অল্পের জন্য বন্ধ দরজার সঙ্গে সে সংঘর্ষ এড়াল।

এই বিপুল সংখ্যক কর্মীদের আনাগোনায় বেশী বাতাস খরচ না হওয়ার জন্য বায়ুবন্দী সিন্দুকটিকে স্বাভাবিক পার্থিব চাপে রাখা হয় নি। দার ভেতের দ্বিতীয় অস্থায়ী সহায়কারী না পেঁাছান পর্যন্ত তার স্পেস্-স্যুটটি খুলল না। ওখানে পেঁাছে সে তার হেলমেট এবং ব্যাটারির স্ক্রু খুলে ফেলল।

স্পেস্-স্যুটক্লান্ত দেহটিকে এবার সোজা করে দৃঢ়ভাবে জাহাজটির ডেক ধরে সে এগিয়ে চলল। তার মনে হল সে প্রায় পৃথিবীর স্বাভাবিক মহাকর্ষে ফিরে গেছে। এই আন্তর্গ্রহযানটির কৃত্রিম মহাকর্ষব্যবস্থা সর্বক্ষণ সক্রিয় থাকে। দৃঢ় মাটিতে স্বাভাবিক দাঁড়ানোর মধ্যে একটা অসীম আনন্দ আছে! একটা মাছির মতো অস্থির জায়গায় ইতস্তত ঘুরে বেড়ান কি মানুষের শোভা পায়! মৃদু আলো, গরম বাতাস এবং একটি আরাম কেদারা তাকে নিশ্চিন্ত মনে গা এলিয়ে দিতে প্রলুব্ধ করল। প্রাচীন উপন্যাসে দার ভেতের এক সময়ে তার পূর্বপুরুষগণের যে সমস্ত আনন্দভোগের কথা পড়ে বিস্মিত হত তাই যেন সে উপভোগ করতে লাগল। ঠিক এইভাবেই প্রাচীন মানুষ ঠাণ্ডা প্রান্তর, কর্দমাক্ত বনভূমি বা বরফ-ঢাকা পাহাড়ের মধ্য দিয়ে দীর্ঘ যাত্রার পর তাদের তাঁবুতে, আরামদায়ক গৃহে বা কুঁড়েতে ফিরত। ঠিক সেই দিনের মতো এখনো একটি সামান্য পাতলা দেয়াল মানুষের প্রতি সদাবিরূপ এক অসীম বিপজ্জনক জগৎ থেকে তাকে আলাদা করে রেখেছে। এই দেয়াল উত্তাপ এবং আলো রাখছিল, তাকে বিশ্রামের, নতুন শক্তিসঞ্চয়ের এবং ভবিষ্যতের কর্মপদ্ধতি স্থির করার সুযোগ দিচ্ছিল।

দার ভেতের আরাম কেদারা এবং বই পড়ার আনন্দে

আত্মসমর্পিত হল না। পৃথিবীর সঙ্গে তাকে যোগাযোগ স্থাপন করতে হবে। কৃত্রিম উপগ্রহটির পার্থিব পর্যবেক্ষকরা এই তীব্র আলো দেখে আতঙ্কিত হতে পারে। আর পৃথিবীকে আগেই জানানো প্রয়োজন যে নির্ধারিত সময়ের আগেই হয়তো নতুন শক্তির প্রয়োজন হবে।

দিনটি সংবাদ পাঠানোর উপযোগী ছিল। দার ভেতের সংকেতের সাহায্য না নিয়েই টেলিভিজফোনে গ্রোম ওর্মের সঙ্গে কথা বলল। যন্ত্রটি অত্যন্ত শক্তিশালী ছিল। প্রত্যেক মহাকাশ পোতের সঙ্গেই এমন একটি করে ফোন থাকে। বৃদ্ধ সভাপতি কাজের গতিতে সন্তোষ প্রকাশ করলেন এবং নতুন কর্মী এবং জিনিসপত্রের দ্রুত ব্যবস্থার আশ্বাস দিলেন।

দার ভেতের 'আলতাই'-এর কণ্ট্রোল টাওয়ার থেকে নেমে লাইব্রেরীর মধ্য দিয়ে এগিয়ে চলল। লাইব্রেরীটিকে হালে শোয়ার ঘরে পরিণত করা হয়েছে। তাতে দু' তাক বাঙ্ক আছে। ক্যাবিন, খাওয়ার ঘর, রান্নাঘর, পাশের বারান্দা, সামনের ইঞ্জিন ঘর — সবগুলোতে বাড়তি বাঙ্ক লাগান হয়েছে। এই আন্তর্গ্রহযানটি একটি স্থায়ী ঘাঁটি হয়ে উঠেছে এবং সেখানে ভিড় বেড়েছে। কোন রকমে পাদু'টোকে টেনে নিয়ে গরম প্লাস্টিকে মোড়া বারান্দা দিয়ে যেতে যেতে দার ভেতের নিখুঁতভাবে বন্ধ দরজা খুলতে ও আটকাতে লাগল।

সে সেই সমস্ত মহাকাশচারীদের কথা ভাবছিল যারা বহু বছর ধরে এই ধরনের গ্রহযানে থাকতে বাধ্য হয়, যারা নির্দিষ্ট সময়ের আগে এটি ছেড়ে যেতে পারে না, অথচ সময়টা নিষ্ঠুর দীর্ঘ। ছ' মাস ধরে সে ওখানে আছে এবং প্রতি দিনই এই সংকীর্ণ গণ্ডি ছেড়ে গ্রহান্তরবর্তী ক্লান্তিকর পরিবেশে কাজ করতে গেছে। প্রান্তর, সমুদ্র এবং প্রাণোচ্ছল, আনন্দঘন মানব-অধ্যুষিত তার প্রিয় পৃথিবীতে ফেরার জন্য সে এখনই উদ্‌গ্রীব

হয়ে উঠেছে। কিন্তু এর্গ নওর, নিসা ক্রিট এবং আরও কুড়ি জনকে ৯২টি আপেক্ষিক বছর বা ১৪০টি পার্থিব বছর 'লেবেদ্' মহাকাশযানে থাকতে হবে। তারপর সেই যানটি গ্রহে ফিরবে। এত দীর্ঘকাল তাদের কেউই নিশ্চয় বেঁচে থাকবে না! তাদের দেহ সমাধিস্থ হবে সুদূর সবুজ জিরকোনিয়াম নক্ষত্রের কোন না কোন গ্রহে!..

অথবা হয়তো তারা যাত্রার সময় মারা যাবে এবং তাদের শবাধার রকেটে ভরে মহাকাশে নিক্ষেপ করা হবে, যেমনটি তাদের যোদ্ধা পূর্বপুরুষদের দেহ শবাধার-নৌকায় সমুদ্রে ভাসিয়ে দেওয়া হত। আর কোনদিন পৃথিবী ফিরবে না জেনেও মহাকাশযানে নিজেদের যাবজ্জীবন আবদ্ধ রাখতে রাজী এমন বীরদের কথা কখনো মানুষের ইতিহাসে আগে শোনা যায় নি। না, সে ভুল করছে। বেদা তাকে দোষ দেবে। সে কি করে ভুলে যেতে পারে সেই সমস্ত অনামী বীরদের কথা যারা অতীতে মানবিক সম্মান এবং স্বাধীনতার জন্য আরও বেশী ঝুঁকি নিয়েছিল: ভয়াবহ নির্যাতন ও আজীবন অন্ধকার কারাগৃহে বন্দী জীবন যাপন করেছিল। হ্যাঁ, ওই বীরেরা আরও যোগ্যতা এবং আরও শক্তির পরিচয় দিয়েছিল তার সমসাময়িকদের চাইতে, যারা মহাকাশে নতুন সুদূর জগৎগুলি আবিষ্কারের নেশায় এগিয়ে গেছে।

আর সে, দার ভেতের কখনই দীর্ঘ সময়ের জন্য পৃথিবী ছেড়ে থাকে নি এবং তার সহকর্মীদের তুলনায় সে খুবই ক্ষুদ্র। তার প্রিয়তমা বেদা তাকে স্বর্গের দূত বলে, কিন্তু তা সে নয়।

চতুর্দশ অধ্যায়

ইস্পাতের দরজা

ভিজে অন্ধকারে সুরঙ্গখোদক রবোট কুড়ি দিন কাজের পর ধসা ছাদের আবর্জনা পরিষ্কার করতে পারল এবং ছাদটাকে আবার খাড়া করে তুলল। গুহার ভেতরে যাওয়ার পথটি খোলা ছিল এবং নিরাপত্তা ব্যবস্থা পরীক্ষার পরই তা ব্যবহার করা চলত। অন্যান্য রবোটগুলি, আর্কিমিডিয়ন স্ক্রু-চালিত ক্যাটারপিলার পদ্ধতির ছোট ছোট গাড়ি নিঃশব্দে অনেক গভীরে কাজ করে যেতে লাগল। প্রতি একশ' মিটার যাওয়ার পরই রবোটবাহিত যন্ত্রগুলি উত্তাপ, আর্দ্রতা এবং বায়ুর গঠন সম্পর্কে বিবরণ পাঠাচ্ছিল। অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে গাড়িগুলি সমস্ত বাধা অতিক্রম করে চার শ' মিটার গভীরে প্রবেশ করল। তাদের পিছনে বেদা কঙ এবং একদল ঐতিহাসিক সেই রত্নগুহায় এল। নব্বই বছর আগে মাটির নীচে জলসন্ধানের সময় বেলেপাথর এবং চুনাপাথরের খনিতে প্রচুর ধাতুর খোঁজ পাওয়া যায়, যা সাধারণত ধাতুখনিজের সঙ্গে থাকে না। খুব শীঘ্রই আবিষ্কৃত হল যে প্রাচীন কাহিনীর হ্যালোফকুল গুহার অবস্থানের সঙ্গে জায়গাটির বর্ণনা মিলে যাচ্ছে। আসলে এখনকার অপ্রচলিত কোন ভাষায় এর নাম ছিল 'সংস্কৃতি-ভবন'। কোন সর্বধ্বংসী যুদ্ধের সময় বিজ্ঞান ও সভ্যতায় নিজেদের শ্রেষ্ঠতম

মনে করত এমন একটি জাতি তাদের মহামূল্য সম্পদগুলি গুহার ভেতরে লুকিয়ে রাখে। প্রাচীন যুগে গোপনীয়তা এবং রহস্য খুবই প্রচলিত ছিল।

তার কনিষ্ঠতম সহকর্মীর মতো বেদা ভেজা লাল কাদার মধ্য দিয়ে পিছলে নামার সময় খুবই উত্তেজিত হয়ে পড়ে।

কল্পনায় সে ছবি আঁকল: জাঁকজমকপূর্ণ হলঘরে ফিল্‌ম, নানা রকম চিত্র এবং মানচিত্র ভর্তি সীল করা সিন্দুক, নানা স্মৃতিযন্ত্রের রেকর্ড বা টেপরেকর্ডে ভরা আলমারী, রাসায়নিক মিশ্রণ, সংকর ধাতু ও ওষুধ ভর্তি পাত্র, বায়ু এবং জলরোধী কাঁচের পাত্রে অধুনালুপ্ত পশুর জোড়া-দেয়া দেহ, পৃথিবীর প্রাচীন বাসিন্দাদের জীবাশ্ম ইত্যাদি। এমনকি সে কল্পনায় দেখল সিলিকলোয়েড খণ্ডের চেহারা যাতে সমস্ত বিখ্যাত শিল্পীদের ছবি আঁকা, মানুষের শ্রেষ্ঠ প্রতিনিধিদের মূর্তির সারি, প্রাণীদেহের অপূর্ব চিত্রাঙ্কন, বিখ্যাত প্রাসাদগুলির নমুনা এবং পাথর ও ধাতুতে উৎকীর্ণ চিরস্থায়ী প্রাচীন লিপি।

নিজের স্বপ্নে বিভোর বেদা কঙ দেখতে পেল সে একটি গুহার মধ্যে প্রবেশ করেছে যার আয়তন তিন থেকে চার হাজার বর্গ মিটার, উঁচু ছাদটি অন্ধকারে ঢাকা এবং দীর্ঘ স্ট্যালাকটাইটগুলি বৈদ্যুতিক আলোতে উজ্জ্বল। গুহাটি সত্যিই সুন্দর এবং বেদার স্বপ্নের সত্যতা প্রমাণ করার জন্যই যেন দেয়ালে অগণিত নানা রকম যন্ত্র ও আলমারী। আনন্দে চিৎকার করে প্রত্নবিদগণ গুহার পরিসীমার চারপাশে জড় হল। দেয়ালের ফাঁকে ফাঁকে রাখা যন্ত্রগুলির মধ্যে অনেকগুলিই ছিল মোটরগাড়ি — যাদের গায়ের পালিশের রঙ তখনো চকচক করছিল। অনৈক্যের যুগে আমাদের প্রাচীন পূর্বপুরুষেরা সেগুলিকেই নাকি মানুষের কারিগরি বুদ্ধির চরম উৎকর্ষতা বলে মনে করত। সেই যুগে কোন অজ্ঞাত কারণে মানুষ অল্প

যাত্রীবাহী অনেক গাড়ি বানাত। গাড়িনির্মাণ শিল্পটি সৌন্দর্যের দিক থেকে খুবই উৎকর্ষ লাভ করেছিল, ইঞ্জিন এবং চালানোর যন্ত্রগুলিও ছিল খুবই কৌশলপূর্ণ। কিন্তু অন্যদিক থেকে গাড়িগুলি ছিল অর্থহীন। এই ধরনের শত সহস্র গাড়ি গ্রাম এবং শহরের রাস্তা ভরে তুলত। যারা কর্মক্ষেত্র থেকে দূরে থাকত এগুলি তাদের সেখানে নিয়ে যেত এবং নিয়ে আসত। এগুলি চালান ছিল খুব বিপজ্জনক এবং প্রতি বছর বহু লোক এজন্য মারা পড়ত। ভূগর্ভে সঞ্চিত লক্ষ লক্ষ টন জৈব পদার্থ পুড়িয়ে গাড়িগুলি সমস্ত আবহাওয়াকে কার্বন মনোক্সাইডে ভরে তুলত। গুহাটি গাড়িতে বোঝাই দেখে মহাবৃত্ত কালের প্রত্নবিদেরা অত্যন্ত নিরাশ হল।

নীচু মঞ্চের উপর অবশ্যি শক্তিশালী বাস্পীয় ইঞ্জিন, বৈদ্যুতিক মোটর, জেট, টারবাইন এবং পারমাণবিক মোটর ছিল। চুনপাথরের ছোপ লাগানো কাঁচের আধারে নানা রকম যন্ত্রের সারি দেখা গেল। খুব সম্ভবত সেইগুলি টেলিভিজনের প্রাপকযন্ত্র, ক্যামেরা, গণনাযন্ত্র এবং অন্যান্য যন্ত্রপাতি। যে অতীত সভ্যতার বেশীর ভাগ সাক্ষ্যই রাজনৈতিক এবং সামরিক গোলযোগে হারিয়ে গেছে, তার নজীর হিসেবে এই যাদুঘরের ঐতিহাসিক মূল্য খুব বেশী। এর কিছু জিনিস নষ্ট হয়ে গেছে আর কিছু ভালই আছে।

বেদার বিশ্বস্ত সহকারী মিইকো এইগোরো, যে তার প্রিয় সমুদ্রের বদলে অন্ধকার ভূগর্ভে আবিষ্কারের নেশায় এগিয়ে এসেছে, সে গুহার সুদূর কোণে পুরু চুনাপাথরের থামের পেছনে একটা গ্যালারির কালো প্রবেশপথ দেখতে পেল। দেখা গেল থামটি চুনাপাথরে ঢাকা একটি যন্ত্রের কাঠামো এবং এর তলার দিকটায় কতগুলি প্লাস্টিকের গুঁড়ো। এগুলি সেই গ্যালারির দরজার ধ্বংসাবশেষ। সন্ধানী যন্ত্রের লাল তারের

নির্দেশ অনুযায়ী পায়ে পায়ে এগিয়ে প্রত্নবিদেরা দ্বিতীয় কক্ষে প্রবেশ করল। এই কক্ষটি একই উচ্চতার এবং এতে অনেকগুলি বিশেষভাবে আটকানো আলমারী রয়েছে। এগুলি ধাতু এবং কাঁচে তৈরী। মাঝে মাঝে ধসে যাওয়া খাড়া দেয়াল জুড়ে আছে দীর্ঘ ইংরেজী লিপি। খানিক থেমে বেদা এর অর্থ উদ্ধার করল।

প্রাচীন লোকদের স্বভাবসিদ্ধ অহমিকার সঙ্গে এই গুহা নির্মাণকারীরা তাদের উত্তরপুরুষদের জানাচ্ছে যে তারা জ্ঞানের চরম শিখরে উপনীত হয়েছে এবং তাদের বিস্ময়কর কীর্তিগুলি ভবিষ্যতের জন্য সংরক্ষণ করছে।

মিইকো ঘৃণায় কাঁধ ঝাঁকাল:

'এই লেখা থেকেই বোঝা যায় যে এই 'সংস্কৃতি-ভবন' গুহা অনৈক্যের যুগের শেষের দিকে, প্রাচীন সমাজব্যবস্থার শেষ পর্যায়ে তৈরী হয়েছিল। তাদের পশ্চিমী সভ্যতা, তাদের ভাষা, আচার, নীতিবোধ এবং তথাকথিত শ্বেতাঙ্গদের মহিমা প্রভৃতির অবিনশ্বরত্ব এবং অপরিবর্তনীয়তায় অন্ধবিশ্বাস ওই যুগের বিশেষ লক্ষণ।'

'মিইকো, অতীত সম্বন্ধে আপনার ধারণা খুবই স্পষ্ট, যদিও সেটা একটু একপেশে। মৃতপ্রায় পুঁজিবাদের ভয়ঙ্কর কঙ্কালের মধ্য দিয়ে আমি তাদের দেখছি যারা সুন্দর ভবিষ্যতের জন্য সংগ্রাম করেছিল। তাদের ভবিষ্যৎই আমাদের বর্তমান। আমি দেখছি অগণিত নরনারীকে, যারা সংকীর্ণ দরিদ্র জীবনের ভেতর থেকে আলোর সন্ধান করেছিল। তাদের শক্তি ছিল ওই বন্ধনদশা থেকে মুক্তিলাভের। সদগুণ ছিল তাদের বন্ধুদের সাহায্য করার মতো। চারপাশের নিষ্পেষক নীতিবোধের কবলে পড়ে তারা নিজেদের হৃদয়কে কঠোর হতে দেয় নি এবং তারা ছিল সাহসী, বেপরোয়া...'

মিইকো আপত্তি জানিয়ে বলল, 'কিন্তু এখানে যারা তাদের সংস্কৃতি লুকিয়ে রেখেছে, এরা তো তারা নয়। তাকিয়ে দেখুন এখানে যন্ত্র ছাড়া আর কিছুই নেই। তারা নিজেদের নৈতিক এবং আবেগের অধঃপতন সম্বন্ধে উদাসীন থেকে শুধু যন্ত্র নিয়েই ব্যস্ত হয়ে উঠেছিল। তারা অতীতকে করত ঘৃণা আর ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে ছিল অন্ধ!'

বেদা ভাবল যে মিইকো ঠিকই বলছে। যে সমস্ত লোক এই গুহা ভর্তি করেছে তাদের জীবন আরও সহজ হত যদি তারা পৃথিবীকে এবং সমাজকে সম্পূর্ণ বদলাতে গেলে যা কর্তব্য তার সঙ্গে তাদের কীর্তিকে তুলনা করে দেখতে পারত। তখন তারা কার্বন ভর্তি, বনশূন্য, কাগজ এবং ভাঙা কাঁচের গুঁড়োয় বোঝাই, ইট এবং জং ধরা লোহায় পরিপূর্ণ তাদের নোংরা গ্রহটির আসল রূপ দেখতে পেত। আমাদের পূর্বপুরুষেরা তাহলে ভবিষ্যতের কাজকে ভাল করে বুঝতে পারত এবং আত্মপ্রশংসায় অন্ধ হয়ে যেত না।

একটা সরু বত্রিশ মিটার গভীর কুয়ো বেয়ে তারা পরের কক্ষে প্রবেশ করল। বেদা মিইকো এবং আরও দু'জন সহকারীকে আবার উপরে পাঠাল। তারা গামা-রশ্মি যন্ত্রটি নিয়ে আসতে গেল। আলমারীর ভেতরের জিনিসগুলি পরীক্ষার জন্য এটি প্রয়োজন। সে নিজে গেল তৃতীয় গুহায় — যেটা চুন এবং কাদায় ভরে উঠে নি, কেবল শো-কেসের কাঁচের পাতগুলি গুহার ভেতরের স্যাঁতস্যাঁতে আবহাওয়ার জন্য একটু আবছা দেখাচ্ছিল। নিজেদের মুখ কাঁচের উপর চেপে ধরে প্রত্নবিদেরা দেখতে পেল দামী পাথর বসানো সোনা ও প্ল্যাটিনামের অপূর্ব দ্রব্যসম্ভার।

এর কারুকার্য দেখে মনে হয় এগুলি সেই যুগের তৈরী যখন মানুষ নতুনের চাইতে পুরনোকে বেশী মূল্য দিত। এই অভ্যাস

খুব প্রাচীন কালেই চালু হয়েছিল যখন মানুষ পূর্বপুরুষের পুজো করত। এগুলি দেখতে দেখতে বেদা সেই প্রাচীন লিপিটি পড়ার মতোই নিরাশ হল। প্রাচীন মানুষদের এই অদ্ভুত বিশ্বাস দেখে তার বিরক্তি ধরে গেল যে তাদের মূল্যবোধ এবং রুচি শতাব্দির পর শতাব্দি অপরিবর্তিত থাকবে এবং তাদের উত্তরপুরুষেরা তা প্রামাণ্য বলে গ্রহণ করবে।

গুহার শেষ প্রান্তটি একটা উঁচু সোজা বারান্দার সঙ্গে মিলে গিয়েছিল। পথটি নেমে গিয়েছিল এক অজানা গভীরে। অনুসন্ধানী গাড়িগুলোর যন্ত্রে দেখা গেল বারান্দার মুখেই উপরিভাগ থেকে তিন শ' চার মিটার গভীরতা। বিরাট বিরাট ফাটল ছাদটিকে চুনাপাথরের কয়েকটি পৃথক পৃথক ভাগে ভাগ করেছিল, যার প্রতিটি ভাগের ওজন হবে কয়েক হাজার টন। বেদা আশঙ্কিত হল। অনেক ভূগর্ভস্থ গুহার আবিষ্কারের অভিজ্ঞতা থেকে সে পর্বততলের পাহাড়গুলির অস্থির প্রকৃতির কথা জানে। হয়তো এখানকার পাহাড়গুলি ভূমিকম্পে সরে গেছে বা এই গুহা আটকে দেয়ার পর দীর্ঘ সময়ের পরিসরে পর্বতগুলি অন্তত পঞ্চাশ মিটার উঁচু হয়েছে। এই বিপুল পরিমাণ স্তূপ দৃঢ়বদ্ধ করার কোন উপায় একটা সাধারণ প্রত্নতাত্ত্বিক দলের হাতে নেই। শুধু এই গ্রহের পক্ষে গুরুত্বপূর্ণ অর্থনৈতিক উদ্দেশ্যসিদ্ধির প্রেক্ষিতেই এই বিপুল ব্যয় সমর্থনযোগ্য হতে পারে।

আবার সেইসঙ্গে গভীর গুহায় রক্ষিত ঐতিহাসিক গোপনতথ্যের প্রযুক্তিগত মূল্যও অনস্বীকার্য। এতে ভুলে যাওয়া এমন কোন আবিষ্কারের সন্ধান মিলতে পারে যা বর্তমানের পক্ষে মূল্যবান।

এখন, এই আবিষ্কারের কাজে না এগোলেই বুদ্ধিমানের কাজ হত। কিন্তু একজন ঐতিহাসিকই বা তার ব্যক্তিগত নিরাপত্তা

নিয়ে এত ব্যস্ত হবে কেন? যখন লক্ষ লক্ষ লোক বিপজ্জনক কাজে লিপ্ত রয়েছে, দার ভেতের এবং তার সঙ্গীরা পৃথিবী থেকে ৫৭,০০০ কিলোমিটার উঁচুতে কাজ করছে, যখন এর্গ নওর এক মহাকাশ অভিযানে অগস্ত্যযাত্রার প্রস্তুতি নিচ্ছে। এই দু'জন যাদের বেদা পছন্দ করে — তাদের কেউ এখানে একটুও ইতস্তত করত না... সেও করবে না...

তারা সঙ্গে নেবে বাড়তি ব্যাটারি, একটি ইলেক্ট্রনিক ক্যামেরা, দু'টো অক্সিজেন যন্ত্র এবং যাবে শুধু সে ও মিইকো। তাদের সঙ্গী তখন তৃতীয় গুহাটি পরীক্ষা করবে।

বেদা সঙ্গীদের খেয়ে নিতে, শক্তি সংরক্ষিত রাখতে বলল। খাওয়া শুরু হল। তারা ভ্রমণকারীদের কেক্, জমান সহজপাচ্য প্রোটিন, চিনি, ভিটামিন, হরমোন এবং ক্লান্তিহর ও স্নায়ু-উদ্দীপক সামগ্রী নিল। উত্তেজিত অধৈর্যে বেদা খেতে চাইল না। প্রায় চল্লিশ মিনিট পর মিইকো এল। আলমারীর কিছু জিনিস গামা-রশ্মির সাহায্যে পরীক্ষা করার লোভ সে সংবরণ করতে পারে নি।

জাপানী নারী ডুবুরীদের বংশধর চোখের দৃষ্টিতে অধ্যক্ষাকে ধন্যবাদ জানাল এবং তখনই তৈরী হয়ে নিল।

সরু লাল তারগুলি পথটির মাঝখান দিয়ে এগিয়ে গেছে। দুই নারীর মাথার ফসফরাস মুকুটের মৃদু আলো সামনের খাড়া ঢালুর হাজার বছরের জমাট অন্ধকার দূর করার পক্ষে যথেষ্ট ছিল না। ছাদ থেকে ঠাণ্ডা জলের বড় বড় ফোঁটা অঝোরে ঝরছিল। পাশে এবং নীচে তারা শুনতে পাচ্ছিল ফাটলে বয়ে যাওয়া জলের কলশব্দ। ভূগর্ভ কক্ষের ভেজা বাতাস যেন মৃত্যুর মতো স্তব্ধ, নৈশব্দ্য ছিল নিষ্প্রাণ এবং জড়ের কবরতুল্য।

এই গুহা অজান্তেই বেদা আর মিইকোকে সম্মোহিত করে ফেলেছিল। গুহাটি যেন তার কালো অন্ধকার গহ্বরে, মৃত

অতীতে তাদের আহ্বান জানাল, যে-অতীত কালস্রোতে লীন, আছে শুধু কল্পনার রঙে।

মেঝেতে এঁটেল কাদার ঘন আস্তরণ সত্ত্বেও তারা খুবই দ্রুত নামল। দেয়াল থেকে খসে পড়া বিরাট বিরাট পাথরের চাঁইয়ের জন্য বাধা পেলেও ওরা হামাগুড়ি দিয়ে ছাদ এবং পাথরের চাঁইয়ের মধ্যেকার সরু জায়গা ধরে এগুল। আধ-ঘণ্টার মধ্যে বেদা এবং মিইকো পৃথিবী গর্ভে আরও একশ' নব্বই মিটার নেমে গেল। তারা একটি মসৃণ প্রাচীরের কাছে পেঁছল এবং তার গোড়ায় দু'টি নিশ্চল সন্ধানী রবোট দেখল। এক ঝলক আলোতেই তারা বুঝল যে মসৃণ প্রাচীরটি একটি নিপুণভাবে আটকানো জংহীন ইস্পাতের দরজা। দরজার মাঝখানে দু'টো উত্তল বৃত্ত, তার উপরে কিছু চিহ্ন এবং হাতল ও গিল্টি করা কাঁটা। পূর্ব নির্ধারিত একটি সঙ্কেত নির্বাচনই এই ধরনের তালা খোলার চাবিকাঠি। প্রত্নবিদ দু'জন প্রাচীন কালের এসব সিন্দুকের কথা জানত। সংক্ষিপ্ত আলোচনার পর বেদা এবং মিইকো আরও কাছ থেকে তালাটি পরীক্ষা করল। মানুষ একসময় তাদের সম্পত্তির নিরাপত্তার জন্য এমন কূটকৌশলের আশ্রয় নিত। অনৈক্যের যুগে মানুষ এইভাবেই 'আমরা' এবং 'অন্যেরা' বলে দু'টো ভাগে বিভক্ত হয়ে গিয়েছিল। অনেক সময়ে এই ধরনের দরজা খুলতে অসন্দিগ্ধ আবিষ্কারকেরা আকস্মিক বিস্ফোরণ, বিষাক্ত গ্যাস বা মারাত্মক রশ্মি বিকিরণে মারা গেছে।

এই ধরনের তালার কলকব্জা জংহীন ধাতু বা প্লাস্টিকে তৈরী থাকে এবং সময় এর কোন ক্ষতি করতে পারে না। প্রত্নবিদেরা এই ধরনের তালা নিষ্ক্রিয় করার কৌশল জানতে পারার আগে বহু লোক এভাবে প্রাণ দিয়েছে।

সহজ কথা, এজন্য বিশেষ যন্ত্রের প্রয়োজন। এই গুহার

রহস্যভাণ্ডারের দরজা থেকে তাদের পিছিয়ে যেতে হবে। হয়তো নিপুণভাবে আটকানো এই দরজার পিছনে প্রাচীন মানুষের সবচাইতে মূল্যবান সম্পদ আছে। আলো নিভিয়ে শুধু ফসফরাস মুকুটের স্বল্পালোকে বেদা এবং মিইকো বিশ্রাম করতে লাগল। তারা খেয়ে নিলো, যাতে আর একবার চেষ্টা করতে পারে।

পলকের জন্যও দরজা এবং উজ্জ্বল সোনালী চিহ্নগুলির উপর থেকে চোখ না ফিরিয়ে মিইকো দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে জিজ্ঞেস করল, 'ওর ভেতরে কিই বা থাকতে পারে? ওটা যেন আমাদের দিকে চেয়ে বিদ্রূপ করছে, যেন বলছে, 'তোমাদের কিছুই বলব না!'..'

এই অপ্রত্যাশিত বাধার মুখোমুখি বেদা তার আদিম এবং নিষ্ফল বিরক্তি জোর করে মন থেকে সরিয়ে দিয়ে মিইকোকে জিজ্ঞেস করল, 'আপনি যে আলমারীগুলো গামা-রশ্মি দিয়ে পরীক্ষা করছিলেন, ওখানে কী দেখলেন?'

'প্রাচীন কালের কাঠ থেকে তৈরী কাগজের পরিবর্তে ধাতুর পাতে ছাপানো যন্ত্রের নক্সা এবং বই। তারপর কিছু জিনিস ছিল যেগুলি দেখতে অনেকটা ফিলমের মোড়কের মতো এবং কতগুলি তালিকা এবং নক্ষত্র ও পৃথিবীর মানচিত্র।'

'প্রথম হলঘরে আছে যন্ত্রের নমুনা, দ্বিতীয়টায় আছে ওই যন্ত্রগুলোর কলকব্জা সংক্রান্ত কাগজপত্র এবং তৃতীয়টায় আছে... ওগুলিকে কী বলব... ঐতিহাসিক ধ্বংসাবশেষ এবং সেই যুগের মূল্যবান জিনিসপত্র যখন পর্যন্ত মুদ্রা চালু ছিল। সব ব্যাপারটাই প্রচলিত পদ্ধতিমাপিক।'

'আচ্ছা, আমাদের ধারণায় যা সবচেয়ে মূল্যবান, সেগুলি কোথায়? মানুষের আত্মিক উন্নতির শ্রেষ্ঠ কীর্তি — বিজ্ঞান, শিল্প, সাহিত্য?' এই বলে আক্ষেপ করল মিইকো।

বেদা শান্তভাবে জবাব দিল, 'আশা করি সেগুলি আছে এই দরজার পেছনে; অবশ্য ওখানে অস্ত্র থাকলেও আমি মোটেই অবাক হব না।'

'কী? কী বললেন?'

'অস্ত্র, হাতিয়ার। মুহূর্তে বিপুল জনতাকে নিশ্চিহ্ন করে ফেলার উপায়। আমি মনে করি না, ধারণাটি উদ্ভট বা হতাশার।'

মিইকো কথাটা ভেবে দেখল এবং বলল, 'হ্যাঁ, এরকম নিশ্চয়ই ভাবা চলে যদি এই ধরনের গুপ্তস্থানের উদ্দেশ্যের কথা চিন্তা করা যায়। তৎকালীন পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রধান যান্ত্রিক এবং বৈষয়িক সম্পদ ওখানে লুকনো আছে। তারা কোন জিনিসটাকে সর্বাধিক গুরুত্ব দিত? তখনকার দিনে তো এই গ্রহের জনমত, কোন জাতির কিংবা কয়েকটি দেশের মিলিত জনমত বলে কিছু ছিল না। নির্দিষ্ট সময়ে কোন কিছুর প্রয়োজনীয়তা বা গুরুত্ব নির্ধারিত হত শাসকচক্র দ্বারা, যারা সব সময় সঠিক বিচারে সক্ষম ছিল না। তাই এখানে যা আছে সেগুলি মানবসমাজের সবচেয়ে বড় সম্পদ নয়; বরং সেই চক্র যা সবচেয়ে মূল্যবান মনে করত, এখানে সেগুলিই আছে। তারা সংরক্ষণ করতে চেয়েছিল যন্ত্র এবং অস্ত্রশস্ত্রগুলিকে। তারা বুঝতেই পারে নি যে সভ্যতা গড়ে উঠে ইতিহাসসম্মতভাবে, ঠিক একটি জীবন্ত প্রাণীর মতো,' মিইকো বলল খুব ভেবেচিন্তে।

'হ্যাঁ, কার্যকর অভিজ্ঞতা, জ্ঞান, কৃৎকৌশল, দ্রব্যসম্ভার, রাসায়নিক দ্রব্য, ঘরবাড়ি প্রভৃতির বৃদ্ধি এবং সঞ্চয়ের মধ্য দিয়ে তা গড়ে ওঠে। দীর্ঘস্থায়ী মিশ্রধাতু, দুষ্প্রাপ্য ধাতু, অত্যুৎপাদী এবং নিখুঁত যন্ত্র ছাড়া একটা উচ্চ স্তরের সভ্যতা পুনঃপ্রতিষ্ঠা অসম্ভব হয়ে উঠত। এই সবই নষ্ট হয়ে গেলে তারা ওগুলো পেত কোথা থেকে এবং কোথায় মিলত সেই অভিজ্ঞতা এবং

দক্ষতা যার সাহায্যে সহস্র লক্ষ লোকের চাহিদা মেটানোর উপযোগী জটিল সাইবারনেটিক যন্ত্রপাতি নির্মাণ করা যায়?'

'প্রাচীন কালের মতো প্রাক্‌যান্ত্রিক সভ্যতায় ফিরে যাওয়াও ঠিক ততখানিই অসম্ভব হত, যদিও কিছু লোক ওরকম স্বপ্ন দেখত।'

'সে তো ঠিকই। ঐ ধরনের প্রাচীন সভ্যতায় ফিরে যাওয়ার পরিবর্তে তারা মারাত্মক দুর্ভিক্ষের সম্মুখীন হত। যারা বুঝতে চাইত না যে ইতিহাসের গতি পেছনে ফিরে যায় না, তারা ছিল ব্যক্তিসর্বস্ব ভাবুক।'

বেদা বলল, 'আমি জোর করে বলছি না যে ওখানে অস্ত্রশস্ত্র আছেই। তবে ওরকম মনে করার যথেষ্ট যুক্তি আছে। যে মানুষেরা এই ধরনের গুপ্তস্থান উদ্ভাবন করেছে, তারা যদি সংস্কৃতি এবং সভ্যতাকে একই জিনিস ভেবে থাকে, যে ভাবনা তখনকার দিনে খুবই প্রচলিত ছিল, এবং যদি মানুষ তৈরীর চরম প্রয়োজনীয়তা উপেক্ষা করে থাকে, তাহলে নিশ্চয়ই দৈনন্দিন প্রয়োজনের ঊর্ধ্বে শিল্প, সাহিত্য ও গবেষণার সম্পদ রক্ষার অপরিহার্যতা তারা অনুভব করে নি। ওই যুগে বিজ্ঞানকে প্রয়োজনীয় এবং অপ্রয়োজনীয় — এই দু'ভাগে ভাগ করা হত, তাদের ঐক্যের কথা ভাবাই হত না। বিজ্ঞান এবং কলার কয়েকটি বিভাগকে মানুষের জীবনের অঙ্গ, এমনকি প্রয়োজনীয়তারও ঊর্ধ্বে তারা মনোহারী বিষয় হিসেবে বিবেচনা করত। এখানে, এই গুহায় সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ জিনিসগুলি লুকনো আছে, আর সেইজন্যই আমি ভাবছি অস্ত্রের কথা — আজকের চিন্তায় এটা যতই মূর্খতা এবং অহমিকার পরিচায়ক হোক না কেন।'

বেদা কথা বলা থামিয়ে দরজার দিকে তাকাল।

'হয়তো ওটা একটা সাঙ্কেতিক তালা এবং আমরা

মাইক্রোফোন লাগিয়ে খানিকক্ষণ শুনলেই ওটা খুলতে পারব,' সে হঠাৎ দরজার কাছে গিয়ে বলল, 'ঝুঁকিটা আমরা নেব কী?'

মিইকো এক লাফে দরজার কাছে গিয়ে বলল, 'না, বেদা! কেন বোকার মতো ঝুঁকি নিতে যাচ্ছেন?'

'আমার মনে হয় এই গুহার ছাদ অত্যন্ত বিপজ্জনক। আমরা এখান থেকে চলে যাব এবং আর কোনদিন সুযোগ পাব না। শুনুন!..'

একটা চাপা দূরাগত ধ্বনি মাঝে মাঝে গুহার মুখে দরজা অবধি আসছিল, কখনো উপর থেকে, আবার কখনো তলা থেকে।

মিইকো তখন বেপরোয়া। সে দরজার দিকে পেছন দিয়ে দু'হাত বাড়িয়ে দাঁড়িয়েছিল।

'আপনি মনে করছেন, বেদা, এই দরজার ভেতরে অস্ত্র আছে! যদি থাকে তবে এটা নিশ্চয়ই খুবই সুরক্ষিত। না, না! এটাও অন্যান্য দরজার মতোই বিপজ্জনক।'

দু'দিন পর তালার কলকব্জা পরীক্ষার জন্য একটি এক্স-রে প্রতিফলক পর্দা এবং দরজার খানিকটা অংশের অণু ধসানোর জন্য একটি উচ্চ তরঙ্গের রেডিয়েটর গুহায় নিয়ে আসা হল। তারা অবশ্য এসব যন্ত্র কার্যকরী করার সময় পেল না।

হঠাৎ একটানা গর্জনে গুহাগুলি আলোড়িত হল। প্রচণ্ড কম্পনে তৃতীয় গুহার লোকেরা ছুটে গেল গুহামুখে।

এই ভীষণ আওয়াজ একটা অশ্রান্ত গর্জনে পরিণত হল। স্পষ্টই বোঝা গেল, সমস্ত ফাটল ধরা পাথরের চাঁইগুলো পাহাড়ের পাদদেশের নিম্নচাপের রেখা ধরে বসে যাচ্ছে।

বেদা চেঁচিয়ে উঠল, 'নিজেদের বাঁচাও, সবাই ছুটে বেরিয়ে যাও!' সবাই ছুটে গেল রবোট-গাড়িগুলির দিকে এবং সেগুলিকে দ্বিতীয় গুহার দিকে চালাল।

রবোটলগ্ন তারে ঝুলে তারা কোন রকমে কূপ থেকে বেরুল। তাদের অনুসরণ করল দেয়ালের কাঁপুনি আর গর্জন এবং শেষপর্যন্ত তা তাদের ধরে ফেলল। তারপর এক ভয়াবহ শব্দ... যেখানে এক মুহূর্ত আগেও দ্বিতীয় গুহার দেয়াল ছিল সেখানে এক গভীর খাদ দেখা দিল এবং সমস্ত দেয়াল তার ভেতরে ধসে পড়ল। বায়ুতাড়িত ধুলো এবং ভাঙা পাথরের সঙ্গে লোকগুলোও প্রথম গুহায় ছিটকে পড়ল। মেঝেতে শুয়ে পড়ে প্রত্নবিদেরা মৃত্যুর প্রতীক্ষা করতে থাকল। ধুলোর মেঘ বসে যেতে আরম্ভ করছে। আবছা ধুলোর আস্তরণের মধ্য দিয়ে দেখা গেল স্ট্যালাগমাইট এবং খোপগুলির কোন পরিবর্তন হয় নি। মৃত্যুকল্প নীরবতা গুহায় আবার ফিরে এল...

এই আঘাতের পর কাঁপতে কাঁপতে বেদা সম্বিৎ ফিরে পেল এবং উঠে দাঁড়াল। দু'জন সহকারী তাকে ধরে ফেললে সে অসহিষ্ণুভাবে তাদের সরিয়ে দিল।

'মিইকো কোথায়?'

সে তখন একটা নীচু স্ট্যালাগমাইটে হেলান দিয়ে তার কাঁধ, কান ও চুল থেকে ধুলো পরিষ্কার করছিল।

একটা নীরব প্রশ্নের জবাবে সে বলল, 'প্রায় সবই নষ্ট হয়ে গেল। এই দুর্ভেদ্য দরজাটি চার শ' মিটার পুরু পাথরের নীচে চাপা পড়ে থাকবে। তৃতীয় গুহাটি সম্পূর্ণ ধ্বংস হয়ে গেছে। কিন্তু দ্বিতীয়টিকে খনন করা যেতে পারে। ওখানে এবং এই গুহায় পাওয়া যাবে আমাদের জন্য সবচেয়ে মূল্যবান জিনিসগুলো।'

বেদা তার শুকনো ঠোঁট ভিজিয়ে নিয়ে বলল, 'আপনি ঠিক বলেছেন... আমরা দেরী করে এবং বেশী সাবধান হতে গিয়ে ভুল করেছি। এটা যে ভেঙে পড়বে তা আমাদের আগ থেকে বোঝা উচিত ছিল।'

'আপনি শুধু ভিত্তিহীন প্রবৃত্তিবশেই এগিয়ে যেতে চেয়েছিলেন। কিন্তু ভাবনার কিছু নেই। দরজার ভেতরের সন্দেহজনক সম্পদ উদ্ধারের জন্য আমরা নিশ্চয়ই এই বিপুল পাথরগুলো তুলতে যেতাম না, বিশেষত ওগুলো বাজে কতগুলো অস্ত্র হলে।'

'কিন্তু যদি ওখানে থাকে শিল্পসম্ভার, মানুষের অমূল্য সৃষ্টি? আমরা যদি আরও দ্রুত কাজ করতে পারতাম!'

তাদের সঙ্গীদের পেছনে পেছনে মিইকো ভেঙে-পড়া বেদাকে নিয়ে গেল বাইরের রৌদ্রোজ্জ্বল দিনের আলোয়, স্বচ্ছ জলের আনন্দে এবং বেদনাহর বৈদ্যুতিক স্নানাগারে।

অভ্যাস মতো ম্ভেন মাস উত্তরের বসতি অঞ্চলের ভারতীয় বিভাগের 'ইতিহাস-ভবন'-এর শেষতলায় তার কক্ষে পায়চারী করছিল। আমেরিকা বিভাগের 'ইতিহাস-ভবন'-এর কাজ শেষ করে মাত্র দু'দিন আগে সে ওখানে এসেছে।

কক্ষ বা বারান্দার দেয়ালের সমবর্তিত কাঁচের মধ্য দিয়ে দেখা যায় পাহাড়ী উপত্যকার নীলাভ দৃশ্য। ম্ভেন মাস মাঝে মাঝে ঢাকনিগুলো চালু করে দিচ্ছিল। ঘরটি তখন ধূসর আঁধারে ডুবে গেল এবং পর্দায় ফুটল প্রাচীন চলচ্চিত্র, ভাস্কর্য, স্থাপত্য। এই ছবিগুলি তারই পূর্বনির্বাচিত। আফ্রিকার মানুষ এই বিজ্ঞানী পর্দায় সবকিছু দেখল এবং তার রবোট-সম্পাদককে ভাবী বইয়ের শ্রুতিলিখন দিল। যন্ত্রটি ছাপাল, সমস্ত পাতাগুলিতে নম্বর দিল, ভাঁজ করল এবং তার বিষয়বস্তু বর্ণনা বা সিদ্ধান্ত অনুযায়ী বাছাই করল।

যখন ক্লান্ত বোধ করল তখন ম্ভেন মাস ঢাকনিগুলিকে বন্ধ করে দিল এবং জানালার পাশে এসে বাইরের অন্তহীন দূরত্বের দিকে তাকিয়ে রইল। সে কিছুই দেখছিল না। গভীর চিন্তায় সে ডুবে গেল।

সে অবাক না হয়ে পারল না যে মানুষের সাম্প্রতিক সংস্কৃতির অনেকটাই এরই মধ্যে আবর্জনাস্তূপে নিক্ষিপ্ত হয়েছে। বিশ্ব ঐক্য যুগের বাকচাতুর্য — মৌখিক এবং লিখিত খেয়ালিপনা, যাকে একসময়ে সুশিক্ষার পরাকাষ্ঠা বলে মনে করা হত — তা এখন সম্পূর্ণ লোপ পেয়েছে। সৌন্দর্যের জন্য লেখা, যা সাধারণ শ্রমের যুগে খুবই প্রচলিত ছিল তাও আর নেই এবং সেইসঙ্গে শব্দ নিয়ে খেলা, যাকে বুদ্ধির খেলা বলে চালানো হত — তাও হারিয়ে গেছে। তারও আগে মনোভাব গোপন করার প্রয়োজন, যা অনৈক্য যুগের একটি প্রধান প্রয়োজন ছিল — তাও লোপ পেয়েছে। সমস্ত কথা এখন সহজতর, সংক্ষিপ্ত এবং মনে হচ্ছে যে মহাবৃত্ত যুগ হবে মানুষের তৃতীয় সাঙ্কেতিক ধ্যানধারণা বিকাশের যুগ বা শব্দের সাহায্য ছাড়াই ভাব আদান-প্রদানের যুগ।

ম্‌ভেন মাস তার চিন্তা নিয়ে সদাজাগ্রত যান্ত্রিক সম্পাদককে বলল:

'পরিবর্তনশীল শিল্প-মনস্তত্ত্ব শুরু হয়েছিল মহাবৃত্ত যুগের দ্বিতীয় শতাব্দিতে এবং এর প্রতিষ্ঠাতা লিউদা ফীর। এই নারীই প্রথম পুরুষ এবং নারীর আবেগের রূপগত পার্থক্যের বৈজ্ঞানিক প্রমাণ উপস্থাপনক্রমে বহু শতাব্দি ধরে অর্ধরহস্যময় অবচেতন বলে গণ্য দিকটিতে আলোকপাত করেন। সমসাময়িকদের বোঝাবার জন্য তাঁর উপস্থাপিত প্রমাণগুলি ছিল নিজ কাজের স্বল্প গুরুত্বপূর্ণ দিক। লিউদা ফীর আরও উল্লেখযোগ্য কাজ করেছিলেন। তিনি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য উপলব্ধির প্রধান প্রধান ক্রমগুলি নির্দেশ করেন, যার ফলে নারী পুরুষের উপলব্ধির মধ্যে সাদৃশ্য আনা সম্ভব হয়।'

হঠাৎ টুংটুং শব্দ এবং সবুজ সংকেত পেয়ে ম্‌ভেন মাস টেলিভিজফোনের কাছে গেল। কাজের সময় অতি গুরুত্বপূর্ণ

ডাকই শুধু আসে। যান্ত্রিক সম্পাদকের সুইচটি বন্ধ করে ম্ভেন মাস নীচে গেল। ওখানেই দূরের সঙ্গে কথা বলার ব্যবস্থা।

পর্দায় তাকে অভিনন্দন জানাল বেদা কণ্ড। তার গালে কাটা দাগ, চোখের নীচে কালি। ম্ভেন মাস তাকে দেখে উল্লসিত হল এবং তার বিশাল হাতদু'টো বাড়িয়ে ধরল। বেদার বিষণ্ণ মুখেও তাই হাসি দেখা দিল।

'আমাকে সাহায্য করুন ম্ভেন। আমি জানি আপনি ব্যস্ত। কিন্তু দার ভেতের পৃথিবীতে নেই। এর্গ নওরও বহুদূরে। ওই দু'জন ছাড়া একমাত্র আপনাকেই আমি অনুরোধ জানাতে পারি। একটা দুর্ঘটনা ঘটেছে।'

'কী? দার ভেতেরের কোন?..'

'না! খনন করার সময় একটি গুহা ধসে পড়েছে।' 'সংস্কৃতি-ভবন'-এর ঘটনাটা বেদা সংক্ষেপে তাকে জানাল।

'বন্ধুদের মধ্যে একমাত্র আপনিই যেকোন সময় 'ভবিষ্যদ্বক্তা মস্তিষ্ক'-এর সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারেন।'

'চারটের মধ্যে কোনটার সঙ্গে?'

' 'নিম্নাঞ্চলেরটি' ।'

'বুঝতে পেরেছি; অল্প শ্রম এবং স্বল্প ব্যয়ে সেই দরজায় পেঁাছবার উপায় জানতে চান?'

'ঠিক!'

'আপনার কাছে সব প্রয়োজনীয় তথ্য আছে?'

'সঙ্গেই আছে।'

'বলে যান, শুনছি।'

ম্ভেন মাস খুব দ্রুত কতকগুলি সংখ্যা সারিবদ্ধভাবে লিখে নিল।

'যন্ত্রটি সংখ্যাগুলি গ্রহণ না করা পর্যন্ত আপনাকে অপেক্ষা

করতে হবে। আপনি অপেক্ষা করলে আমি 'ভবিষ্যদ্বক্তা মস্তিষ্ক'-এর ইঞ্জিনিয়ারের সঙ্গে যোগাযোগ করব। 'নিম্নাঞ্চল মস্তিষ্ক'টি এখন আছে দক্ষিণ অঞ্চলের অস্ট্রেলিয়া বিভাগে।'

''ঊর্ধ্বাঞ্চল মস্তিষ্ক'টি এখন কোথায়?'

'সেটা ভারতীয় বিভাগে, যেখানে এখন আমি রয়েছি। আমি যোগাযোগটা বদলাচ্ছি। আপনি একটু অপেক্ষা করুন।'

শূন্য পর্দার সামনে বেদা 'ভবিষ্যদ্বক্তা মস্তিষ্ক'-এর চেহারাটা কল্পনায় দেখতে লাগল: এক বিশাল মনুষ্যমস্তিষ্ক, যার উপরে অজস্র ভাঁজ পড়েছে এবং ঢেউ খেলে যাচ্ছে, যা জীবন্ত এবং স্পন্দমান। অবশ্য সে জানে, মস্তিষ্কটি সর্বোচ্চ স্তরের ইলেক্‌ট্রনিক গবেষণা যন্ত্র, যা মানুষের জানা যেকোন গাণিতিক শাখার নিয়মে যেকোন প্রশ্নের সমাধান করতে পারে। এই গ্রহে চারটি মাত্র এই ধরনের যন্ত্র আছে এবং তাদের সবগুলিই বিশেষ কাজে ব্যবহৃত হয়।

বেদাকে বেশীক্ষণ অপেক্ষা করতে হল না। পর্দায় আলো জ্বলে উঠল এবং ম্‌ভেন মাস তাকে ছ'দিন পর সন্ধ্যায় ডাকতে বলল।

'ম্‌ভেন, আপনার সাহায্য অমূল্য!'

'আমি কিছু গণিত জানি, এজন্যই কি? আর আপনার কাজ অমূল্য এজন্য যে আপনি কিছু প্রাচীন ভাষা এবং সংস্কৃতি আয়ত্ত করেছেন। বেদা, অনৈক্যের যুগকেও কি ছাড়িয়ে যাচ্ছেন না?'

ঐতিহাসিক ভ্রূ কুঞ্চিত করল। কিন্তু ম্‌ভেন মাস এত খোলা মনে হেসে উঠল আর সেই হাসিটা এত সংক্রামক যে বেদাও হেসে ফেলল। তাকে বিদায় জানিয়ে সে অদৃশ্য হল।

নির্দিষ্ট সময়ে ম্‌ভেন মাসের সঙ্গে টেলিভিজফোনে বেদার আবার সাক্ষাৎ ঘটল।

'আপনাকে আর বলতে হবে না। আপনার মুখ দেখেই বুঝতে পারছি উত্তরটি অনুকূল হবে না।'

'হ্যাঁ, নিরাপত্তা সীমার মধ্যে স্থায়িত্ব নেই। যদি আপনি সোজা ওই দিকে যান তবে আপনাকে দশ লক্ষ ঘন মিটার চুনাপাথর সরাতে হবে।'

'তাহলে এখন সুড়ঙ্গ কেটে দ্বিতীয় গুহায় যাওয়াই একমাত্র রাস্তা,' বেদা বিষণ্ণভাবে বলল।

'এটা কি খুবই দুঃখের ব্যাপার?'

'মাফ করুন, ম্‌ভেন, কিন্তু আপনিও তো এমন দরজার সামনে দাঁড়িয়েছিলেন যার ভেতরে ছিল অসীম গোপন রহস্য। আপনার ওগুলি ছিল মহান, সর্বকালের গোপন রহস্য, আর আমার এগুলি ক্ষুদ্র, সামান্য। আবেগের দিক থেকে কিন্তু আমার ব্যর্থতা আপনার ব্যর্থতার সমান।'

'তাহলে আমরা দুর্ভাগ্যের সাথী। আপনাকে বলতে পারি, আরো অনেকবার আমাদের বন্ধ দরজায় মাথা খুঁড়তে হবে। প্রচেষ্টা যত শক্তিশালী এবং সাহসী হবে ততই আমরা বন্ধ দরজার মুখোমুখি হব।'

'একটি নিশ্চয়ই খুলবে!'

'স্বভাবতই!'

'আপনি আশা একদম ছেড়ে দেন নি, দিয়েছেন নাকি?'

'নিশ্চয়ই না; আমরা সংগ্রহ করছি নতুন তথ্য এবং আরও নির্ভুল পদ্ধতির সংকেত।'

'ধরুন, আপনাকে যদি সারা জীবন অপেক্ষা করতে হয়?'

'জ্ঞানের রাজ্যে এত বড় পদক্ষেপের তুলনায় আমার একক জীবনটা আর এমনকি?'

'ম্‌ভেন, আপনার আবেগভরা অসহিষ্ণুতার কি হল?'

'ওটা যায় নি, দুঃখভোগে শুধু সংযত হয়েছে।'

'রেন বোসের খবর কি?'

'আগের চেয়ে ভাল আছেন, নিজ সিদ্ধান্তগুলিকে আরও সুনির্দিষ্ট করার চেষ্টা করছেন।'

'ও, একটু দাঁড়ান, ম্‌ভেন, আমার একটা জরুরী ডাক এসেছে।'

বেদা পর্দা থেকে সরে গেল এবং আবার যখন আলো জ্বলে উঠল সে তখন অন্য মানুষ, বয়েসটা যেন কমে গেছে, কেমন যেন নিশ্চিন্ত।

'দার ভেতের পৃথিবীতে ফিরে আসছে। ৫৭ নং কৃত্রিম উপগ্রহ নির্দিষ্ট সময়ের আগেই তৈরী হয়ে যাচ্ছে।'

'এত তাড়াতাড়ি? ওটা কি তৈরী হয়ে গেছে?'

'না, এখনো হয় নি। তারা কেবল গলুইয়ের বাইরের দেয়ালটা তুলেছে এবং ইঞ্জিনটা লাগিয়েছে। ভেতরের কাজ অনেক সহজ। তাকে পাঠিয়ে দিচ্ছে বিশ্রামের জন্য এবং মহাবৃত্তের চারদিকে এক নতুন ধরনের যোগাযোগ আদান-প্রদান সম্বন্ধে জুনিয়াস আন্তাসের রিপোর্টটি বিশ্লেষণের জন্য।'

'ধন্যবাদ, বেদা। দার ভেতেরের সঙ্গে দেখা হলে খুশি হব।'

'নিশ্চয়ই দেখা হবে... আমি এখনো কথা শেষ করি নি। সারা গ্রহের মিলিত চেষ্টায় নতুন মহাকাশযান 'লেবেদ্'-এর জন্য আনামেসন সরবরাহের ব্যবস্থা হয়েছে। সেই অগস্ত্যযাত্রায় ওদের বিদায় জানাবার জন্য অভিযাত্রীদল আপনাকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছে। আসবেন কি?'

'যাব। এই গ্রহ পৃথিবীর সুন্দর এবং আকর্ষণীয় সবকিছুই 'লেবেদ্'-এর অভিযাত্রীদের দেখাবে। অগ্নি-পাত্রের উৎসবে তারা কারার নাচও দেখতে চেয়েছিল। এল হোমরার কেন্দ্রীয় মহাকাশ-বন্দরে আবার কারার নৃত্যানুষ্ঠান হবে। সেখানেই দেখা হবে!'

'বেশ, ম্‌ভেন মাস, বন্ধু...'

পঞ্চদশ অধ্যায়

এণ্ড্রোমিডা নীহারিকা

উত্তর আফ্রিকার সার্তে উপসাগরের দক্ষিণে ছড়িয়ে আছে বিশাল এল হোমরা সমভূমি। বাণিজ্যবায়ু ও নিরক্ষীয় শান্ত বলয় অপসৃত না হওয়া পর্যন্ত এর নাম ছিল লাল মরু — হাম্মাদা। বালুময় পাথুরে প্রান্তরের বিশেষ এক ধরনের লাল ত্রিকোণ পাথর থেকেই এই নামকরণ। গ্রীষ্মে এটা হত অগ্নিসমুদ্র আর শরৎ ও শীতে বাত্যাক্ষুব্ধ এক হিমসমুদ্র। সেই হাম্মাদায় এখন শুধু বাত্যাটাই আছে এবং সেটিই দীর্ঘ রুপোলী-নীল ঘাসে ঢেউ তুলছিল। ঘাসটি দক্ষিণ আফ্রিকার তৃণভূমির এবং এখানে রোপিত। এই বাতাসের মর্মর আর নুয়ে-পড়া ঘাস মানুষের মনে অস্পষ্ট দুঃখের অনুভূতি জাগায়, মনে হয় যেন এই বিস্তীর্ণ তৃণভূমি তার অন্তরের সঙ্গে নিবিড় বন্ধনে বন্দী, যেন এর সঙ্গে জীবনে আগে কোথাও পরিচয় হয়েছিল — শুধু একবার নয়, অনেকবার এবং ভিন্ন ভিন্ন পরিস্থিতিতে: দুঃখে ও সুখে, দুর্দিনে ও সুদিনে।

প্রতিবার মহাকাশযান উৎক্ষেপণ ও অবতরণের পর সেখানে সৃষ্টি হত কিলোমিটার চওড়া বৃত্তের বিষাক্ত মাটি। বৃত্তগুলি লাল ধাতু নির্মিত পর্দায় বেষ্টিত থাকত এবং দশ বছর পর্যন্ত সেখানে কেউ যেত না। এর অর্ধেক সময় মহাকাশযানের

নির্গমন-নলের তেজস্ক্রিয় ভস্ম সক্রিয় থাকত। প্রতিটি উড্ডয়ন ও অবতরণের পর মহাকাশ-বন্দর স্থানান্তরিত হওয়ায় সেখানকার বাড়িঘরগুলিতে অস্থায়িত্বের ছাপ থাকত আর কর্মীদের দেখাত সাহারার প্রাচীন যাযাবরদের আত্মীয়ের মতো।

আন্তর্গ্রহযান 'বারিওন' নির্মীয়মাণ উপগ্রহ ও পৃথিবীর মধ্যে ত্রয়োদশ যাত্রাকালে দার ভেতেরকে আরিজোনা সমভূমিতে নিয়ে এল। জলবায়ুর পরিবর্তন সত্ত্বেও সঞ্চিত তেজস্ক্রিয়তার দরুন সেখানে তখনো মরুভূমি ছিল। অনৈক্যের যুগে পারমাণবিক শক্তি প্রয়োগের সূচনায় আনুষঙ্গিক বহু পরীক্ষা-নিরীক্ষা সেখানেই নিষ্পন্ন হয়েছিল। তেজস্ক্রিয় ভস্ম এখনো সেখানে আছে। এতে মানুষের কোন ক্ষতি না হলেও তার ফলে গাছগাছড়া, লতাগুল্মাদি জন্মান বন্ধ হয়ে গেছে।

শুধু পৃথিবীর মনোহারী সৌন্দর্য নয়, শাদা মেঘের তৈরী নববধূর পোশাকসজ্জিতা নীল আকাশ নয়, তার ধুলোমাখা মাটি, তার স্বল্প শক্ত ঘাস — সবই দার ভেতেরকে প্রচুর আনন্দ দিল।

তাজা শুকনো হাওয়ার দিকে মুখ ফিরিয়ে সূর্যের সোনালী রশ্মির মধ্যে দৃঢ় মাটির ওপর পা ফেলার কী আশ্চর্য আনন্দ! মহাজাগতিক শূন্যতার প্রবেশমুখে থাকায় সে আরও ভাল করে উপভোগ করতে পারছিল আমাদের এই গ্রহের পূর্ণ সৌন্দর্য, যাকে আমাদের অজ্ঞান পূর্বপুরুষেরা বলত 'দুঃখ এবং অশ্রুজলের উপত্যকা'।

'লেবেদ্' যাত্রার সময়ে নিজেও উপস্থিত থাকতে চাইছিল বলে গ্রোম ওর্ম নির্মাতাকে ধরে রাখলেন না। অভিযাত্রীদলের যাত্রার দিনে তারা দু'জনে এলো ওই এল হোমরায়।

আকাশে থাকার সময়েই দার ভেতের লক্ষ্য করেছিল নীচে ইস্পাত-ধূসর প্রান্তরের উপর বড় দাগ, ডানদিকেরটা প্রায়

বৃত্তাকার আর অন্যটা লম্বাটে, প্রায় ডিম্বাকৃতি এবং তার সরু দিকটি উল্টোদিকে ঘোরানো। সদ্যপ্রেরিত ৩৮ নং মহাজাগতিক অভিযানের মহাকাশযান ওই দাগগুলো সৃষ্টি করেছে।

বৃত্তটি সৃষ্টি করেছে মহাকাশযান 'তিস্তাজেল'। ওটা গেছে ভয়াবহ নক্ষত্র T-তে সুদূর বিশ্ব থেকে আসা চক্রফলকের মতো মহাকাশযানটি দখল করার নানা রকম যন্ত্রপাতি নিয়ে। আর ডিম্বাকৃতি দাগটি সৃষ্টি করেছে 'আয়েলা' মহাকাশযান, যার উড্ডয়ন পথ ছিল একটু কম খাড়া। এই মহাকাশযানটি গেছে এক দল বৈজ্ঞানিককে নিয়ে ত্রয়ী নক্ষত্র ওমিক্রোন ২ এরিদানীর শ্বেত বামনের মধ্যে পদার্থের পরিবর্তন সম্বন্ধে গবেষণার জন্য। মহাকাশযানের ধোঁয়া যেখানে পাথুরে মাটিকে পুড়িয়ে ফেলেছে, সেখানে দেড় মিটার পুরু হয়ে ছাই জমেছিল। এগুলি ঢাকা ছিল এক ধরনের ঢাকনিতে যাতে উড়ে যেতে না পারে। পুরনো মহাকাশযান উৎক্ষেপণের জায়গাগুলি থেকে লাল বেড়াগুলি সরিয়ে ফেলাটাই শুধু বাকী ছিল এবং 'লেবেদ্' যাত্রার পরই তা করা হবে।

ওই দাঁড়িয়ে আছে 'লেবেদ্', গায়ে চাপানো লৌহ-ধূসর তাপবর্ম। ওটি পুড়ে যাবে আবহমণ্ডল পার হওয়ার সময়। তারপর জাহাজটি উড়তে থাকবে তার চকচকে দেহ নিয়ে। মানুষের জ্ঞাত সব রকমের রশ্মিবিকিরণ ওই আবরণ থেকে প্রতিসরিত হবে। অবশ্য কেবল এর গতিপথ অনুসরণকারী রবোট-জ্যোতির্বিজ্ঞানী ছাড়া কেহই ওই উজ্জ্বল জাহাজটিকে চোখে দেখতে পাবে না। এসব যন্ত্র জনগণের জন্য বিন্দুর আলোকচিত্র ছাড়া আর কিছুই দিতে পারবে না। যখন মহাকাশযান পৃথিবীতে ফিরে আসে তখন তার গায়ে লেগে থাকে ময়লা অসংখ্য গর্ত এবং লম্বা লম্বা কাটা দাগ — ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উল্কাপিণ্ডের সংঘর্ষের চিহ্ন।

দার ভেতের স্মরণ করল কিভাবে 'তন্ত্র' ফিরে এসেছিল — কোথাও ধূসর-সবুজ, কোথাও জংয়ের মতো লালচে রঙ, আর বাইরের দেয়ালের অনেকগুলি অংশ প্রায় ভেঙে পড়ছে। 'লেবেদ্'-এর চারপাশে যারা দাঁড়িয়েছিল তারা আর কখনও সেই জাহাজকে দেখতে পাবে না। জাহাজটি ফিরে আসবে একশত বাহাত্তর পার্থিব বছর পরে এবং ততদিন কেউই বেঁচে থাকবে না। এতে একশত আটষট্টি বছর লাগবে শুধু যাতায়াতে, আর বাকী চার বছর গ্রহসন্ধানে।

দার ভেতের এমন ধরনের কাজে আছে যে, সে হয়তো মহাকাশযানটা সবুজ নক্ষত্রে পেঁছানোর দিন অবধিও বেঁচে থাকবে না। সেই বিগত সন্দেহাকীর্ণ দিনগুলির মতো দার ভেতের আবার রেন বোস এবং মভেন মাসের ধারণাগুলির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা অনুভব করল। তাদের পরীক্ষা ব্যর্থ হয়েছে। কিন্তু তাতে কী এসে যায়? সেই সমস্যাটি যা মহাকাশের ভিত্তি পর্যন্ত প্রভাবিত করে, এখনো তা সমাধানের বহু দেরী। এটা শুধু ওদের কল্পনাবিলাস হলেই বা কী? এই দু'জন উন্মাদ মনুষ্যজাতির সৃজনশীল চিন্তায় অতিমানব। তাদের ধারণাগুলি ভুল প্রমাণে এবং তাদের পরীক্ষার ব্যর্থতা থেকেও মানুষ নিজেদের জ্ঞানের পরিধি বহুদূর সম্প্রসারিত করবে।

চিন্তামগ্ন দার ভেতের নিরাপত্তাসূচক চিহ্নটির উপর প্রায় হোঁচট খেল। ঘুরে দাঁড়িয়েই সে দেখতে পেল একটি অতিপরিচিত মুখ। অবিন্যস্ত লাল চুলগুলির মধ্য দিয়ে আঙ্গুল চালাতে চালাতে, চোখগুলি কুঞ্চিত করে রেন বোস তার দিকেই ছুটে এল। প্রায় অস্পষ্ট সরু রেখার কতকগুলি দাগ এই পদার্থবিদের মুখের আদল বদল দিয়ে সেখানে বেদনাময় তীক্ষ্নতার ছাপ এনে দিয়েছে।

'আপনি সুস্থ হয়ে ওঠায় আমি আনন্দিত, রেন!'

নিজের ছোট দাগচিহ্নিত হাতদু'টো দার ভেতেরের দিকে বাড়িয়ে দিয়ে রেন বোস বলল, 'আপনার সঙ্গে আমার জরুরী দরকার আছে!'

'যাত্রার এত আগে এসে আপনি এখানে কী করছেন?'

''আয়েলা'-র যাত্রা আমি দেখেছি। ওই ধরনের একটি ভারী নক্ষত্রের মহাকর্ষ জানার জন্য আমার খুবই আগ্রহ। আমি শুনেছি আপনি এখানে আসবেন, তাই আপনার জন্য অপেক্ষা করছি...'

দার ভেতের আরও বিস্তারিত শোনার জন্য অপেক্ষা করে রইল।

'শুনলাম আপনি নাকি জুনিয়াস আন্তাসের অনুরোধে বহির্জাগতিক স্টেশনের মানমন্দিরে ফিরে যাচ্ছেন।'

দার ভেতের মাথা নেড়ে সম্মতি জানাল।

'আন্তাস সম্প্রতি মহাবৃত্ত থেকে কতকগুলি দুর্বোধ্য সংকেত পেয়েছে।'

'প্রতি মাসেই নির্দিষ্ট সংবাদ প্রেরণের সময়ের পরেও সংকেত পাওয়া যায় এবং মাসিক সংবাদ প্রেরণের সময় পার্থিব দু'ঘণ্টা বাড়িয়ে দেয়া হয়েছে। এক বছরের পরীক্ষা সময়ে এর মোট পরিমাণ একটি পার্থিব দিনরাত এবং আট বছরে একটি ছায়াপথ মুহূর্তের লক্ষ ভাগের একভাগ। এইভাবেই মহাকাশ থেকে পাওয়া সংবাদের ফাঁকগুলিকে পূরণ করা হয়। অষ্টবর্ষচক্রের শেষ ছয় মাসে আমরা এমন অনেক দুর্বোধ্য সংকেত পেয়েছি যা নিশ্চয়ই বিপুল দূরত্ব থেকে আসছে।'

'এই ব্যাপারে আমি খুবই আগ্রহী এবং আপনি আমাকে আপনার সহকারী করুন।'

'আপনাকে সাহায্য করতে পারলে ভালই হবে। আমরা একত্রে স্মৃতিযন্ত্রগুলির বিবরণী পড়ব।'

‘ম্‌ভেন মাসের কী হবে?’

‘তাকেও নিশ্চয়ই সঙ্গে নেব!’

‘ভেতের, তাহলে চমৎকার হবে! সেই দুর্ভাগ্যজনক পরীক্ষার পর থেকে আমি খুবই বিব্রত। পরিষদের প্রতি আমি অপরাধ করেছি এমন একটা বোধ আমার আছে... আপনি পরিষদের একজন সভ্য ও ভূতপূর্ব অধ্যক্ষ এবং আপনি আমাকে এই পরীক্ষার বিরুদ্ধে উপদেশ দিয়েছিলেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও আপনার সঙ্গে আমি সহজেই এগিয়ে যেতে পারি...’

‘ম্‌ভেন মাসও পরিষদের একজন সভ্য।’

পদার্থবিদ খানিকক্ষণ ভেবে নিজের কোন স্মৃতিতে হেসে উঠল।

‘ম্‌ভেন মাস, সে... আমার ধারণাগুলির প্রতি তার সহানুভূতি আছে এবং সেগুলিকে বাস্তবায়িত করার চেষ্টা করে...’

‘ওই বাস্তবায়নের ব্যাপারেই কি আপনি ভুলটা করেন নি?’

রেন বোস ভ্রূ কুঞ্চিত করে বিষয়ান্তরে গেল।

‘বেদা কঙ কি এখানে আসবে?’

‘হ্যাঁ, আমি তার জন্য অপেক্ষা করছি। আপনি কি জানেন যে একটা গুহা অনুসন্ধানে সে প্রায় প্রাণ হারাতে বসেছিল। সেটি প্রাচীন যন্ত্রপাতির এক ভাণ্ডার, তাতে ইস্পাতের একটা বন্ধ দরজা ছিল।’

‘এই প্রথম শুনছি।’

‘আমি ভুলে গিয়েছিলাম, ম্‌ভেন মাসের যেমন ইতিহাসে আগ্রহ আছে তেমনটি আপনার নেই। সমস্ত গ্রহ জুড়ে আজ এই আলোচনাই চলছে যে ইস্পাত দরজাটির পেছনে কী থাকতে পারে। লক্ষ লক্ষ লোক ওই গুহা খননে স্বেচ্ছাব্রতী হয়েছে। বেদা কঙ ‘পরিসংখ্যান ও পূর্বাভাসদান আকাদমি’র হাতে সমস্যাটি তুলে দিয়েছে। এভ্‌দা নাহ্‌ল কি এখানে আসবে?’

'না, সে আসতে পারবে না।'

'অনেকেই নিরাশ হবে। বেদা ওকে খুব ভালবাসে আর কারা তো ওর প্রতি রীতিমতো অনুরক্ত। কারাকে আপনার মনে আছে?'

'ও সেই বাঘিনী মেয়েটি... বেদে বা ভারতীয় বংশের?'

কৃত্রিম আতঙ্কে দার ভেতের হাত মেলে দিল।

'নারী সৌন্দর্য দেখছি ভালই বোঝেন। যা হোক, মানুষ যখন মন-শারীরতত্ত্ব এবং বংশগতির নিয়মগুলি জানত না তখন তারা যেসব ভুল করত আমি অনবরত সেইসব ভুলই করছি। আমি সব সময়ই আমার অনুভূতি এবং দৃষ্টিভঙ্গী অন্যের মধ্যে আশা করি।'

ভেতেরের স্বীকারোক্তি উপেক্ষা করে রেন বোস বলল, 'এই গ্রহের অন্য সবার মতো এভ্‌দাও উড্ডয়নটি দেখবে।'

দার ভেতের উত্তর দিকে তাকাল। সে দিক থেকে যাত্রীবোঝাই বৈদ্যুতিক বাসগুলি সমভূমির উপর দিয়ে দুলতে দুলতে আসছিল। প্রথম বাস থেকেই বেদা কঙ লাফিয়ে নামল এবং তাদের দিকে ছুটে এল। ঘাসে তার পা আটকে যাচ্ছিল। সে দার ভেতেরের চওড়া বুকের ওপরে প্রায় আছড়ে পড়ল।

দার ভেতের বেদাকে একটু সরিয়ে তার আশ্চর্য মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। নতুন ছাঁদে চুল বাঁধার জন্য সেই মুখে নতুনত্বের ছাপ পড়েছে।

সে হাঁপাতে হাঁপাতে বলল, 'আমি একটি শিশু-চলচ্চিত্রে অন্ধকার মধ্যযুগের উত্তর দেশের রানীর অভিনয় করছিলাম, পোশাক বদলানোর, চুল ঠিক করার সময় পাই নি।'

দার ভেতের সহজেই কল্পনায় দেখতে পেল যে বেদার পরনে ব্রোকেডের একটা লম্বা আঁটসাঁট পোশাক, মাথায় নীল পাথরে বসান সোনালী মুকুট, পাংশু চুলের বিনুনি হাঁটু অবধি ছড়ান,

তার ধূসর চোখে নির্ভয় দৃষ্টি এবং আনন্দে হেসে উঠল ভেতের।

'তুমি কি মুকুট পরেছিলে?'

'নিশ্চয়ই, এমনি একটা মুকুট,' বলে বেদা বাতাসে আঙ্গুল টেনে টেনে একটা বৃহৎ বৃত্ত আঁকল।

'ওটা দেখতে পাব?'

'আজই, ওদের তোমাকে ছবিটি দেখাতে বলব।'

দার ভেতের জিজ্ঞেস করতে যাচ্ছিল 'ওদের' বলতে কাদের বোঝাচ্ছে, কিন্তু বেদা এরই মধ্যে সেই পদার্থবিদকে অভিবাদন জানাচ্ছে এবং সে প্রাণখুলে হাসছে।

'আকার্ণারের বীরেরা কোথায়?' দূরের নিঃসঙ্গ মহাকাশযানটির দিকে তাকিয়ে রেন বোস জিজ্ঞেস করল।

'ওই, ওখানে!' বেদা বলল তাঁবুর মতো দুধশাদা কাঁচে তৈরী জাফরী লাগান একটি বাড়ির দিকে দেখিয়ে। ওটাই মহাকাশযান বন্দরের প্রধান হল।

'চলুন ওখানেই যাই।'

বেদা দৃঢ়ভাবে বলল, 'ওখানে আমাদের কোন প্রয়োজন নেই। পৃথিবীর বিদায় সংবর্ধনা তারা দেখছে। চলুন আমরা 'লেবেদ্'-এর ওখানে যাই।'

ওরা রাজী হল।

দার ভেতেরের পাশে হাঁটতে হাঁটতে বেদা মৃদুস্বরে জিজ্ঞেস করল, 'এই পুরনো ছাঁদের চুলবাঁধায় আমাকে কি অদ্ভুত দেখাচ্ছে? আমি হয়তো...'

'কিছুই করতে হবে না। তোমার আধুনিক পোশাকের সঙ্গে এটা বেশ মানিয়েছে। বিনুনি স্কার্টের চেয়ে লম্বা, এটাই থাক।'

বেদা চাপা স্বরে বলল, 'তোমার কথা মেনে নিলাম, প্রিয়

ভেতের!' সম্মোহিত ভেতেরের বুকের স্পন্দন ত্বরিত হল, তার পাংশু গালদু'টি রঙীন হয়ে উঠল।

শত শত লোক ধীরে ধীরে মহাকাশযানটির দিকে যাচ্ছিল। দার ভেতের বা রেন বোসের চেয়ে বেদাই অভিবাদন পেল বেশী।

রেন বোস বলল, 'বেদা আপনি দেখছি খুবই জনপ্রিয়। এটা ঐতিহাসিকের খ্যাতি, না আপনার কুখ্যাত সৌন্দর্যের আকর্ষণ?'

'এর কোনটিই নয়। আমার কাজ ও সামাজিকতার জন্য অনেকের সঙ্গেই আমাকে মিশতে হয়। আপনি আর ভেতের ল্যাবরেটরীর অন্দরে লুকিয়ে থাকেন, না হয় ভয়ানক কষ্টকর কোন রাত-জাগা কাজের জন্য নির্জনে চলে যান। মানবজাতির জন্য আপনারা অনেক বেশী, আমার কাজের চেয়ে অনেক প্রয়োজনীয় কাজ করেন। কিন্তু সবই একপেশে। মনের জন্য আপনারা কিছুই করেন না। কারা নন্দী এবং এভ্‌দা নাহ্‌ল আমার চেয়েও বেশী জনপ্রিয়...'

দার ভেতের ঠাট্টার সুরে বলল, 'আবার আমাদের প্রযুক্তি-সভ্যতাকে ভর্ৎসনা!'

'আমাদের নয়, আগের দিনে মারাত্মক ভুলগুলির রেশের প্রতি। কুড়ি হাজার বছর আগে আমাদের গুহাবাসী পূর্বপুরুষেরা জানত যে শিল্প এবং আনুষঙ্গিক মানবানুভূতির বিকাশ সমাজের কাছে বিজ্ঞানের চাইতে কম গুরুত্বপূর্ণ নয়।'

'মানুষে মানুষে সম্পর্কের ক্ষেত্রে?' পদার্থবিদ জানতে চাইলেন সাগ্রহে।

'ঠিক!'

দার ভেতের মন্তব্য করল, 'প্রাচীন কালের জনৈক ঋষি বলতেন যে সুখের স্থায়িত্বই পৃথিবীতে সবচাইতে কঠিন কাজ।'

'ওই দেখুন, বেদার আর এক বন্ধু আসছে!'

ম্‌ভেন মাস হালকা স্বচ্ছন্দ গতিতে সোজা তাদের দিকেই

আসছিল। তার বিশাল কালো দেহ বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করছিল।

‘কারার নৃত্য শেষ হয়েছে,’ বেদা অনুমান করল, ‘শিগগিরই আমরা ‘লেবেদ্’-এর অভিযাত্রীদের দেখব।’

হঠাৎ দার ভেতের বলল, ‘আমি হলে খালি পায়ে যতটা সম্ভব আস্তে আস্তে এখানে আসতাম।’

বেদা তার হাত ধরে বলল, ‘তুমি উত্তেজিত হয়ে উঠছ মনে হয়।’

‘নিশ্চয়ই! আমার পক্ষে এটা খুবই বেদনাদায়ক যে ওরা চিরদিনের জন্য চলে যাচ্ছে আর আমি ওই যানটি আর কোনদিনই দেখতে পাব না। আমার ভিতরে এমন কিছু আছে যা এই অনিবার্য মৃত্যুর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করে, হয়তো এই যানে আমার অনেক বন্ধু থাকার জন্যই।’

‘এটাই হয়তো কারণ নয়,’ বলতে বলতে ম্‌ভেন মাস তাদের সঙ্গে এসে যোগ দিল। তার সজাগ কানে দার ভেতেরের কথাগুলি পেঁছিল। ‘অমোঘ কালের বিরুদ্ধে এটা মানুষের অনিবার্য প্রতিবাদ।’

‘শরতের দুঃখ?’ জিজ্ঞেস করল রেন বোস। গলার সুরে বিদ্রূপের রেশ ছড়িয়ে বন্ধুর দিকে তাকিয়ে সে হাসতে লাগল।

ম্‌ভেন মাস বাধা দিয়ে বলল, ‘আপনি কি লক্ষ্য করেছেন যে আবেগপ্রবণ লোকেরাই নাতিশীতোষ্ণ মণ্ডলের বিষণ্ণ শরতকে ভালবাসে?’

‘খুবই সত্যি।’ বলল বেদা।

‘খুব প্রাচীন একটি...’

‘দার ভেতের, আপনি কি এই মাঠে আছেন? দার ভেতের, আপনি কি এই মাঠে আছেন? কেন্দ্রীয় দপ্তরের টেলিভিজফোনে আপনাকে জুনিয়াস আন্তাস ডাকছেন।’

সচকিত রেন বোস সোজা হয়ে উঠল। 'ভেতের, আমি কি আপনার সঙ্গে যেতে পারি?'

'আমার বদলে আপনিই যান। এই উড্ডয়ন না দেখলে আপনার বিশেষ কোন ক্ষতি হবে না। জুনিয়াস আন্তাস সবকিছু পুরনো ধরনে দেখাতেই ভালবাসে, রেকর্ডের বদলে প্রত্যক্ষ সংকেত মাধ্যমে। এই ব্যাপারে সে ম্‌ভেন মাসের মতোই।'

মহাকাশ-বন্দরে একটা অত্যন্ত শক্তিশালী টেলিভিজফোন এবং একটা অর্ধগোলাকার পর্দা ছিল। রেন বোস একটা শান্ত গোল ঘরে ঢুকল। কার্যরত অপারেটরটি বোতাম টিপে পাশের একটি পর্দার প্রতি অঙ্গুলি সংকেত করল। দেখা গেল, জুনিয়াস আন্তাস উত্তেজিতভাবে হাজির। সে পদার্থবিদের দিকে একবার ভাল করে তাকিয়ে দেখল এবং দার ভেতের কেন আসে নি বুঝতে পেরে রেন বোসের দিকে মাথা নাড়ল।

'আমিও উড্ডয়ন দেখতে চেয়েছিলাম, কিন্তু এখন ৬২/৭৭ রেঞ্জে পূর্বতন আবিষ্কারক-সংকেত গ্রহণ চলছে। নিয়ন্ত্রিত রশ্মিনলটি নিন এবং ওটাকে মানমন্দিরের দিকে ফোকাস করুন। আমি ভূমধ্যসাগরের উপর দিয়ে এল হোমরায় একটি ভেক্টর-রশ্মি পাঠাচ্ছি। নলাকৃতি পাখায় ওটাকে ধরে নিন এবং অর্ধগোলাকৃতি পর্দাটির সুইচ্ চালু করুন।' জুনিয়াস আন্তাস মুহূর্তের জন্য অন্যদিকে তাকিয়ে বলল, 'জলদি!'

মহাজাগতিক সংকেত গ্রহণে অভিজ্ঞ বৈজ্ঞানিক নির্দেশগুলি দু'মিনিটের মধ্যেই পালন করল। পর্দার গভীরে একটা ছায়াপথের বিশাল প্রান্ত দেখা গেল এবং দু'জন বৈজ্ঞানিকই বুঝল যে ওটা মানুষের সুপরিচিত এণ্ড্রোমিডা নীহারিকা, M-৩১।

এই মণ্ডলাকৃতি বস্তুটির বাইরের মোড়ে, দর্শকদের নিকটতম

এবং সেই সুবিশাল ছায়াপথের কেন্দ্রে মসুরের মতো চক্রফলকের ঠিক মাঝখানে একটি ক্ষুদ্র আলো দেখা দিল। ওখানে ছিল শাখায়িত নক্ষত্র-সমাহার, অনেকটা সরু একটি চুলের মতো যদিও ওটা হয়তো শত পারসেক দীর্ঘ একটি ছায়াপথ প্রান্তই। আলোটা বাড়তে লাগল, 'চুল'টাও বড় হতে লাগল এবং ছায়াপথ ক্রমশ দৃষ্টির বাইরে চলে গেল। সমস্ত পর্দার এপার থেকে ওপার পর্যন্ত ফুটে উঠল লাল ও হলদে তারকার স্রোত। আলোটি বদলাতে বদলাতে সেই তারকা-স্রোতের শেষ প্রান্তে একটি উজ্জ্বল ক্ষুদ্র বৃত্তের আকার নিল। এই তারকা-স্রোতের এক ধারে ছিল একটি কমলা রঙের তারকা যার রশ্মি বিশেষ K বর্ণালী শ্রেণীভুক্ত। এর চারপাশে প্রায় অদৃশ্য গ্রহ-বিন্দুগুলি আবর্তিত হচ্ছিল। তাদের একটির উপরে এই আলোর বৃত্ত পড়ে তাকে সম্পূর্ণ ঢেকে দিয়েছিল। হঠাৎ সমস্ত পুঞ্জটাই লাল রেখা ধরে ঘুরতে আরম্ভ করল আর তাদের গা থেকে টুকরো টুকরো অগ্নিপিণ্ড ছুটে পড়তে থাকল। রেন বোস চোখ বন্ধ করল।

পাশের পর্দা থেকে জুনিয়াস আন্তাস বলল, 'ওই হচ্ছে একটা ভাঙ্গন। আপনাকে গত মাসে দেখা একটা ঘটনার চিত্র স্মৃতিযন্ত্রের রেকর্ড থেকে দেখালাম। এখন আমি প্রত্যক্ষ প্রদর্শন ব্যবস্থা চালু করছি।'

তখনো আগুনের হালকা এবং গভীর লাল রেখা পর্দার উপর ঘুরছিল।

পদার্থবিদ বলে উঠল, 'কী অদ্ভুত! যাকে ভাঙ্গন বলছেন তার ব্যাখ্যা কি?'

'পরে বলব। ট্রান্সমিশন আবার শুরু হচ্ছে। কিন্তু আপনার কাছে অবাক ঠেকছে কোন জিনিসটা?'

'ভাঙ্গনের লাল বর্ণালী। এন্ড্রোমিডা নীহারিকার বর্ণালীতে

একটা বেগুনী আঁচ আছে, অর্থাৎ এটি সরে আমাদের নিকটবর্তী হওয়া উচিত।'

'ভাঙ্গনের সঙ্গে এণ্ড্রোমিডার কোন সম্পর্ক নেই। এটা একটা স্থানীয় ঘটনা।'

'আপনি কি এটা খুবই আপাতিক মনে করেন যে ওদের প্রেরণ ব্যবস্থা ছায়াপথের একটি প্রান্তে অর্থাৎ এমন একটা অঞ্চলে আছে যেটা আমাদের ছায়াপথে সূর্যের অবস্থানের চেয়ে আরও দূরে রয়েছে?'

জুনিয়াস আন্তাস একটা অবিশ্বাসের দৃষ্টিতে তাকাল।

'আপনি যেকোন সময় তর্ক জুড়তে ওস্তাদ। সম্পূর্ণ ভুলেই গেছেন যে এখন আপনি পঁয়তাল্লিশ পারসেক দূরবর্তী এণ্ড্রোমিডা নীহারিকার সঙ্গে কথা বলছেন।'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ! অর্থাৎ পনের লক্ষ আলোক বর্ষ দূরত্বে। অর্থাৎ সংবাদটি প্রেরিত হয়েছিল পনের হাজার শতাব্দি আগে,' বিব্রতভাবে বলল রেন বোস।

'আমরা যা দেখছি তা প্রেরিত হয়েছিল তুষার যুগের, পৃথিবীতে মানুষের আবির্ভাবের বহু আগে!' জুনিয়াস আন্তাস অনেকটা নম্র হয়ে এসেছে।

লাল রেখাগুলির গতি কমে এল, পর্দায় অন্ধকার নামল এবং তারপর আবার আলো জ্বলে উঠল। ব্যাঙের ছাতার মতো গজিয়ে ওঠা আস্তানা ছড়ান একটি প্রায়ান্ধকার প্রান্তর সেই আবছা আলোয় অস্পষ্টভাবে দেখা গেল। সামনের দিকে একটি সুবিশাল (সেই প্রান্তরের আকারের বিচারে) নীল রঙের বৃত্ত চকচক করতে লাগল। এর উপরিভাগটা স্পষ্টতই ধাতুনির্মিত। একটির উপর আরেকটি, দু'টো উত্তল চাকতি সেই নীল বৃত্তের ঠিক কেন্দ্রে ঝুলছিল। না... ওগুলি ঝুলছিল না, ক্রমশ উপরের দিকে উঠছিল। প্রান্তরটি অদৃশ্য হয়ে গেল এবং শুধু একটিমাত্র

চাকতি পর্দার উপর রইল। উপরের চেয়ে নীচেই ওটা বেশী উত্তল এবং ওর দু'পাশে মোটা ঘোরান কতগুলি পাঁজর।

৩৭ নং মহাজাগতিক অভিযান চালানোর সময় লৌহ তারকার গ্রহে মণ্ডলাকৃতি-চাকতির যে নক্সা ও ছবি পাওয়া গিয়েছিল তার সঙ্গে এই ছবির অবিকল সাদৃশ্য লক্ষ্য করে দু'জন বৈজ্ঞানিকই একসঙ্গে বলে উঠল, 'এটা কি সেই!'

আর এক বার লাল রেখাগুলো পাক খাওয়ার পর পর্দাটি নিশ্চল হয়ে গেল। রেন বোস অপেক্ষা করতে লাগল, এক মুহূর্তের জন্যও পর্দার উপর থেকে দৃষ্টি সরাতে তার সাহস হচ্ছিল না। প্রথম মানব চোখ অপর এক ছায়াপথের জীবনযাত্রা এবং চিন্তাধারা প্রত্যক্ষ করার সুযোগ পেল! পর্দায় অবশ্য জীবনের অন্য কোন লক্ষণ দেখা গেল না।

জুনিয়াস আন্তাস টেলিভিজফোনের পাশের পর্দা থেকে বলল, 'ট্রান্সমিশন বন্ধ হয়ে গেছে। আমাদের আর অপেক্ষা করা চলে না। বিপুল পরিমাণ পৃথিবীর শক্তি আমরা ক্ষয় করে ফেলছি। সারা দুনিয়া চমকে যাবে। অর্থনৈতিক পরিষদকে বলতে হবে সংবাদ গ্রহণের নির্দিষ্ট সময়ের পরেও আরও ঘন ঘন সংবাদ গ্রহণের ব্যবস্থা করতে। অবশ্যি 'লেবেদ্' যাত্রার জন্য যে অসম্ভব খরচা হয়ে গেল তাতে এক বছরের আগে এটি সম্ভব হবে না। এখন আমরা বুঝতে পারছি যে লৌহ তারকার মহাকাশযানটি ওখান থেকেই এসেছে। যদি এর্গ নওর ওটা আবিষ্কার না করত তাহলে আমরা যা দেখলাম তার কোন অর্থই করতে পারতাম না।'

'এবং ওটি, ওই চাকতিটি কি ওখান থেকে এসেছে? কত দিন ধরে ওটা উড়ে এসেছে?' রেন বোস জিজ্ঞেস করল অনেকটা স্বগতোক্তিতে।

পর্দার ভেতর থেকে জুনিয়াস আন্তাস কঠোর স্বরে বলল,

‘ওটা কুড়ি লক্ষ বছর ধরে আমাদের দুই ছায়াপথের মাঝখানের মহাকাশের ভেতর দিয়ে উড়ে এসেছে। T-নক্ষত্রের গ্রহে আশ্রয় না পাওয়া অবধি ওটা উড়েছে। বোঝা যাচ্ছে, ওই মহাকাশযানগুলি স্বয়ংক্রিয়ভাবে অবতরণক্ষম, যদিও হাজার হাজার বছর ধরে ওদের যন্ত্রপাতিতে কোন জীবিত হাতের স্পর্শ লাগে নি।’

‘হয়তো এগুলি দীর্ঘকাল স্থায়ী থাকে!’

‘কিন্তু নিশ্চয়ই কোটি কোটি বছর নয়! তাহলে তো তাপগতিবিদ্যার নিয়মকানুনই ভুল প্রমাণিত হবে,’ জুনিয়াস আন্তাস আবেগহীনভাবে বলল। ‘এমনকি যদিও এটার আকৃতি অতি বিশাল, তবুও এই চাকতিটি এক গ্রহের সমস্ত মানুষ... চিন্তাশীল প্রাণী বয়ে আনতে পারে না। এখনো পর্যন্ত আমাদের দু’টো ছায়াপথ পরস্পরের নাগাল পেতে বা পরস্পরের সঙ্গে সঙ্কেত বিনিময়ও করতে পারে না।’

রেন বোস দৃঢ় বিশ্বাসে বলল, ‘পারবে।’ তারপর জুনিয়াস আন্তাসকে বিদায় জানিয়ে মহাকাশ-বন্দরে ফিরে এল, যেখান থেকে ‘লেবেদ্’ একটু আগেই যাত্রা করেছে।

মানুষের দু’টো দীর্ঘ সারির একটু দূরে দার ভেতের, বেদা কণ্ড, কারা এবং ম্‌ভেন মাস দাঁড়িয়েছিল। সবাই এসেছে মহাকাশযানকে বিদায় জানাতে। সমস্ত চোখই প্রধান ভবনটির উপর নিবদ্ধ। নিঃশব্দে একটি প্রশস্ত মঞ্চ তাদের পাশ দিয়ে সবেগে এগিয়ে গেল। হাত তুলে এবং উচ্চস্বরে বিদায় জানান হল। খুব বিশেষ কোন উপলক্ষ ছাড়া এমনটি হয় না। ‘লেবেদ্’-এর বাইশ জন অভিযাত্রী ছিল মঞ্চে।

মঞ্চবাহী শকটটি ‘লেবেদ্’-এর পাশে গিয়ে থামল।

উঁচু অপসারণযোগ্য লিফ্‌টের পাশে দাঁড়িয়েছিল শাদা, লম্বা

কোট পরিহিত কিছু লোক। এরা বন্দরের পরিচালক। এই কুড়ি জনের অধিকাংশই মহাকাশ-বন্দরের ইঞ্জিনিয়ার, প্রত্যেকেই ক্লান্ত, চিন্তিত। গত চব্বিশ ঘণ্টা তারা অভিযানের যন্ত্রপাতি আবার পরীক্ষা করে দেখেছে এবং টেন্সর যন্ত্রের সাহায্যে মহাকাশযানটির নির্ভরযোগ্যতা পরীক্ষা করেছে।

প্রথম মহাকাশ অভিযানের সময়ে গৃহীত প্রথানুযায়ী কমিশনের সভাপতি এর্গ নওরের কাছে রিপোর্ট দাখিল করল। এর্গ নওরই আবার মহাকাশযান এবং আকার্ণারের অভিযানের সর্বাধিনায়ক নির্বাচিত হয়েছে। কমিশনের অন্যান্য সদস্যরা তাদের প্রতিকৃতিধারী ব্রোঞ্জপাতে নিজেদের পরিচয় রেখে ওটি এর্গ নওরকে দিল। তারপর তারা এক পাশে সরে গেলে বিদায় জানানোর জন্য উপস্থিত নরনারী জাহাজটির পাশে ভিড় করে দাঁড়াল। দর্শনার্থীরা অভিযাত্রীদের সামনে এগিয়ে এল, যাতে তাদের আত্মীয়স্বজনেরা লিফ্‌টের ছোট মঞ্চটির কাছে যেতে পারে, যা তখনো শূন্য ছিল। সিনেমার ক্যামেরা চালকগণ অভিযাত্রীদের প্রতিটি ভঙ্গীর ছবি তুলতে লাগল। পৃথিবীতে রেখে যাওয়া এটাই হবে তাদের শেষ স্মৃতিচিহ্ন।

খানিকটা দূরে এর্গ নওর বেদা কঙকে লক্ষ্য করেছিল। ব্রোঞ্জ শংসাপত্রটি মহাকাশযাত্রার পোশাকের চওড়া কোমরবন্ধনীতে গুঁজে তার দিকে এগিয়ে গেল।

'বেদা, তুমি আসায় খুবই সুখী হয়েছি!..'

'আমি কি না এসে পারি?'

'আমার কাছে তুমি এই পৃথিবীর এবং আমার অতীত যৌবনের প্রতীক।'

'নিসার যৌবন আজীবন তোমার।'

'আমি কোন কিছুর জন্যই দুঃখিত নই একথা বলব না। কারণ তা সত্যি নয়; সর্বপ্রথম নিসা, আমার সঙ্গীরা এবং আমার

নিজের জন্য আমি দুঃখিত... ক্ষতিটা অসামান্য। পৃথিবীতে ফিরে আসার পর আমার এই শেষ বিদায়লগ্নে আমি এই মাটিকে নতুনভাবে, আরও অনেক গভীরভাবে, সহজভাবে ও নিঃশর্তে ভালবাসতে শিখেছি।'

'তবুও তুমি তো যাচ্ছ, এর্গ?'

'যেতেই হবে। অস্বীকার করলে পৃথিবী, মহাকাশ দুটোই হারাতাম।'

'ভালবাসা যত গভীর, কর্মও তত মহান হয়।'

'বেদা, তুমি বরাবরই আমাকে সঠিক বুঝতে পেরেছ। এই যে নিসা। আমি বেদার সঙ্গে স্মৃতিচারণা করছিলাম।'

পিঙ্গল কোঁকড়ানো চুল মেয়েটি চোখের পাতা নামাল। সে অনেক রোগা হয়ে গেছে, তাকে ছেলের মতো দেখাচ্ছিল।

'আমি ভাবতেও পারি নি যে ব্যাপারটা এত কষ্টের হবে। আপনারা সবাই... এত ভাল, পবিত্র... সুন্দর... আপনাদের ছেড়ে যাওয়া, মা-ধরিত্রী থেকে নিজেকে ছিনিয়ে নেয়া...' মহাকাশ চালিকার গলার স্বর কেঁপে উঠল।

বেদা ওকে নিবিড়ভাবে কাছে টেনে নিল; তার কানে কানে ফিসফিস করে নারীসুলভ সান্ত্বনার কথা বলল।

বেদার দিকে চোখ রেখে এর্গ নওর নিঃশব্দ কণ্ঠে বলল, 'ন' মিনিটের মধ্যে দরজা বন্ধ হবে।'

অশ্রুসিক্তা নিসা সহজভাবেই বলল, 'তাহলেও অনেকটা সময় আছে...'

বেদা, এর্গ, দার ভেতের এবং ম্‌ভেন মাস অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল। সান্ত্বনা দেওয়ার কোন ভাষা তারা খুঁজে পাচ্ছিল না। এই আসন্ন মহৎ উদ্যোগের মুখে নিজ অনুভূতি প্রকাশের কোন কথা তাদের জানা ছিল না। এখনো এর ভাবী ফলভোগীরা অনুপস্থিত, তাদের জন্মের এখনো বহু দেরী।

কী সম্বোধন, রসিকতা বা প্রতিশ্রুতি এদের হৃদয় স্পর্শ করতে পারত, যারা পৃথিবী থেকে চিরবিদায় নিয়ে মহাজগতের শূন্যতায় ঝাঁপ দিতে উদ্যত?

মানুষের দ্বিতীয় সঙ্কেত ব্যবস্থা নিখুঁত নয় বলে প্রমাণিত হওয়ায় তৃতীয়টি কার্যকরী হল। যে-ভাব কথায় ফুটিয়ে তোলা যায় না, গভীর দৃষ্টিতে সেই ভাবই ফুটে উঠল।

মেষ পালকদের চাবুকের মতো ধাতব শব্দে এর্গ নওর বলল, 'সময় হয়ে গেছে!' সবাই যানে ওঠার জন্য ছুটল। কাঁদতে কাঁদতে বেদা নিসাকে জড়িয়ে ধরল। কয়েক মুহূর্তের জন্য এই দু'জন নারী পরস্পরের গালে গাল ছুঁইয়ে, চোখ বন্ধ করে রইল। ওদিকে পুরুষদের মধ্যে চলল শেষ দৃষ্টিবিনিময় ও করমর্দন। ইতিমধ্যেই লিফ্ট আট জন মহাকাশযাত্রীকে মহাকাশযানের কালো গোলাকার দরজার ভেতরে নিয়ে গেছে। এর্গ নওর নিসার হাত ধরে কানে কানে কিছু বলল। সে লজ্জিত হয়ে যানের দিকে ছুটে গেল। লিফ্টের ভেতরে যাবার আগে সে ঘুরে দাঁড়াল এবং অস্বাভাবিক পাংশু কারার বিশাল চোখের সঙ্গে দৃষ্টি বিনিময় করল।

সে কারাকে জিজ্ঞেস করল, 'আপনাকে একটা চুমো দিতে পারি, কারা?'

কোন উত্তর না দিয়ে কারা লাফিয়ে মঞ্চে উঠল, কাঁপতে কাঁপতে ওকে জড়িয়ে ধরল এবং শেষে কোন কথা না বলে নীচে নেমে এক পাশে ছুটে গেল।

এর্গ নওর ও নিসা একসঙ্গে উপরে উঠল।

জনতা রুদ্ধশ্বাসে দাঁড়িয়ে রইল, যখন উজ্জ্বল আলোকিত 'লেবেদ্'-এর কালো দরজার সামনে দু'টো মানুষ মুহূর্তের জন্য থামল: একটি দীর্ঘদেহী পুরুষ এবং আর একজন সুন্দরী

নারী। পাশাপাশি দাঁড়িয়ে তারা পৃথিবীর শেষ অভিবাদন গ্রহণ করল।

বেদা কণ্ড হাত মুঠো করল, কেঁপে উঠল।

এর্গ নওর আর নিসা অদৃশ্য হল। ধূসর একটি ডিম্বাকৃতি দরজা সেই কালো ছিদ্রের মধ্য থেকে বেরিয়ে এল এবং মুহূর্তে মিলিয়ে গেল।

অবতরণ পায়াগুলির উপর খাড়াভাবে দাঁড়ান সেই মহাকাশযানটিকে অনেকটা মানুষের মতো দেখাচ্ছিল। ওটির গোলাকার সামনা ও ওপরের একটা ছুঁচালো টুপীসহ চোখের মতো উজ্জ্বল সঙ্কেত আলোগুলোর জন্যই এমনটি মনে হচ্ছিল।

যাত্রা শুরুর প্রথম অশুভ আওয়াজটি বেজে উঠল। মন্ত্রবলে যেন স্বয়ংচালিত কয়েকটি মঞ্চ লোকগুলিকে নেয়ার জন্য মহাকাশযানের দু'পাশে হাজির হল। টেলিভিজফোনের তেপায়া এবং সার্চলাইটগুলিও যান থেকে সরে গেল, কিন্তু ওগুলির লেন্স এবং আলো ওর উপরই লেগে রইল। 'লেবেদ্'-এর ধূসর কাঠামোটি ক্রমে অদৃশ্য ও ছোট হচ্ছিল। ক্রুদ্ধ লাল আলোগুলি ওর মাথায় জ্বলতে লাগল। বোঝা গেল, চালকেরা যাত্রা শুরুর জন্য প্রস্তুত। শক্তিশালী মোটরগুলি পৃথিবীর শক্ত মাটিকে কাঁপিয়ে তুলল, মহাকাশযানটি অবতরণ খুঁটির উপর দিকনির্ণয়ের জন্য ঘুরতে লাগল। দর্শকদের নিয়ে মঞ্চগুলি নিরাপদ সীমানায় সরে যেতে শুরু করল। নিরাপত্তা রেখাটি অন্ধকারে জ্বলজ্বল করছিল।

ম্ভেন মাসকে কারা বলল, 'আর কোন দিন ওরা আমাদের, আমাদের এই আকাশকে দেখবে না, তাই না?' ম্ভেন মাস মাথা নুইয়ে কারার কথা শুনছিল।

'না, কোন দিন না, অবশ্যি স্টিরিওটেলিস্কোপ ছাড়া...'

মহাকাশযানের তলে সবুজ আলো জ্বলে উঠল। কেন্দ্রীয় ভবনটির চূড়ার উপর বেতারসংকেত যাত্রারম্ভের সতর্কতা ঘোষণা করতে লাগল।

'যানটি রওনা হচ্ছে!' ধাতব কণ্ঠস্বরের তীব্রতা ও আকস্মিকতায় কারা কেঁপে উঠে মুভেন মাসকে জড়িয়ে ধরল। 'বিপদ সীমার মধ্যে যাঁরা আছেন প্রত্যেকে মাথার উপর হাত তুলুন! মাথার উপর হাত তুলুন, নইলে মারা পড়বেন! মাথার উপর হাত তুলুন, নইলে...' স্বয়ংক্রিয় স্বর ক্রমাগত একই কথা বলে যেতে লাগল, আর ওদিকে সার্চলাইট সমস্ত মাঠে ঘুরতে লাগল, যাতে কেউই বিপদ সীমার মধ্যে আটকে না থাকে।

ওখানে কেউই ছিল না। সার্চলাইট নিভে গেল। রবোট আবার চীৎকার করতে লাগল এবং কারার মনে হল যেন আগের চাইতে আরও চড়া স্বরে:

'ঘণ্টা শোনার পর মহাকাশযানের দিকে পেছন ফিরে চোখ বন্ধ করে রাখুন। দ্বিতীয় ঘণ্টা না বাজা অবধি বন্ধ করে রাখুন। ওদিকে পেছন ফিরে চোখ বন্ধ করে রাখুন!' চীৎকার করে হুঁশিয়ারি দিতে লাগল রবোট নির্মম, কঠোর স্বরে।

বেদা কঙ তার সঙ্গীকে বলল, 'ভয়াবহ!'

শান্তভাবে দার ভেতের নিজের বেল্ট থেকে একটা নলের মতো জড়ান কালো কাঁচ বসান মুখোশ বের করল। বেদার ও নিজের মাথায় সে একটি করে মুখোশ পরে দিল। মুখোশের বকলসগুলো আঁটার সঙ্গে সঙ্গেই মারাত্মক তীক্ষ্ন আওয়াজ করে বিরাট একটি ঘণ্টা বেজে উঠল।

ঘণ্টা থামলে উদাসীন ফড়িংয়ের শব্দও স্পষ্ট শোনা যাচ্ছিল।

হঠাৎ মহাকাশযানটি একটি আওয়াজ করল। আলোগুলি

নিভে গেল। এক বার, দু'বার, তিন বার, চার বার সেই আওয়াজ সেই অন্ধকার প্রান্তরের মধ্যে কেঁপে কেঁপে উঠল এবং তা আসন্ন যাত্রার মুহূর্তে যানটির আর্তনাদের মতো শোনাল।

যেমন হঠাৎ শুরু হয়েছিল তেমনি হঠাৎ সেই শব্দ থেমে গেল। যানটির চারদিকে একটা অবর্ণনীয় উজ্জ্বল আলো জ্বলে উঠল, এবং এই মহাজাগতিক আলো ছাড়া ওই মুহূর্তে পৃথিবীতে আর সব মুছে গেল। আগুনের মিনার একটা স্তম্ভের আকারে ক্রমাগত লম্বা হতে হতে একটা উজ্জ্বল অগ্নিরেখা হয়ে উঠল। দ্বিতীয় বার ঘণ্টা বাজল এবং সবাই মুখ ঘুরিয়ে দেখল একটা শূন্য প্রান্তরে পোড়া মাটির এক বিশাল দাগ। আকাশে দেখা গেল একটা বিরাট নক্ষত্র — মহাকাশযান 'লেবেদ্' পৃথিবী ছেড়ে দূরে চলে যাচ্ছে।

ধীরে ধীরে জনতা বৈদ্যুতিক বাসের দিকে ফিরে চলল। জায়গাটা যেন হঠাৎ সেই পুরনো হাম্মাদা, এল হোমরায় পরিণত হয়েছে — তেমনি প্রাণহীন মরুভূমি যা প্রাচীন কালে যাত্রীদের কাছে ভীতিপ্রদ ছিল।

পরিচিত নক্ষত্রগুলো দক্ষিণ দিগন্তে জ্বলজ্বল করছিল। সবাই তাকাল যেখানে উজ্জ্বল নীল তারকা আকার্ণার জ্বলছিল। প্রতি ঘণ্টায় ৯০ কোটি কিলোমিটার বেগে 'লেবেদ্' চুরাশি বছর বাদে ওই নক্ষত্রে পেঁছবে। আমাদের পৃথিবীর কাছে ওটা চুরাশি বছর, কিন্তু 'লেবেদ্'-এর কাছে সাতচল্লিশ বছর। হয়তো ওরা পাবে ওই জিরকোনিয়াম সূর্যের সবুজ রশ্মিময় একটা নতুন জগৎ, ঠিক এমনই সুন্দর, এমনই আনন্দময়।

দার ভেতের এবং বেদা কঙ তখনই কারা নন্দী ও ম্ভেন মাসকে ধরে ফেলল। আফ্রিকার মানুষটি তখন কারার প্রশ্নের জবাব দিচ্ছিল।

'না, এটা ঠিক দুঃখ নয়, বরং একটা মহান বিষণ্ণ গৌরববোধ — এইটাই আজকের দিনে আমার মনোভাব। গৌরববোধ এইজন্য যে আমরা আমাদের গ্রহের ঊর্ধ্বে ক্রমাগত উঠছি এবং মহাজগতের সঙ্গে একাত্ম হচ্ছি, দুঃখ এইজন্য যে আমাদের প্রিয় পৃথিবী ক্রমশ ক্ষুদ্র হয়ে যাচ্ছে... দীর্ঘকাল আগে মধ্য আমেরিকার লোহিতাঙ্গ মানুষ, মায়রা নিজেদের পেছনে একটি গর্বিত কিন্তু বিষণ্ণ লিপি রেখে গিয়েছিল। আমি ওটা এর্গ নওরকে দিয়েছি। সে লিপিটি 'লেবেদ্'-এর লাইব্রেরী-ল্যাবরেটরীতে লিখে রাখবে।'

আফ্রিকার মানুষটি ঘুরে লক্ষ্য করল নবাগত বন্ধুরাও কথাগুলো শুনছে। সে আর একটু জোরে বলতে লাগল:

'তুমি, যে এখানে পরে আসবে! যদি তোমার মন চিন্তাক্ষম হয় তবে তুমি জিজ্ঞেস করবে, আমরা কারা? জিজ্ঞেস করো ঊষাকে, জিজ্ঞেস করো বনানীকে, জিজ্ঞেস করো তরঙ্গকে, জিজ্ঞেস করো ঝড়ঝঞ্ঝাকে, জিজ্ঞেস করো ভালবাসাকে। জিজ্ঞেস করো পৃথিবীকে, দুঃখ-শোকভরা প্রিয়তম পৃথিবীকে। আমরা কারা? আমরাই তো পৃথিবী!' ম্‌ভেন মাস যোগ করল, 'আমিও — সবটাই পৃথিবী!'

রেন বোস ছুটতে ছুটতে হাঁপাতে হাঁপাতে তাদের কাছে এল। বন্ধুরা পদার্থবিদকে ঘিরে দাঁড়াল। সে অল্প কথায় তাদের কাছে বলল সেই অভূতপূর্ব সংবাদ: দু'টো বিপুল নক্ষত্র দ্বীপপুঞ্জের মধ্যে প্রথম সংযোগ ঘটেছে।

রেন বোস দুঃখিত স্বরে বলল, 'যাত্রার পূর্বে আমার এখানে হাজির হওয়ার ইচ্ছে ছিল। এর্গ নওরকে কথাটা জানাতে চেয়েছিলাম। কালো গ্রহে থাকার সময়ে সে বুঝতে পেরেছিল যে মণ্ডলাকৃতি-চাকতিটি — মহাকাশযান। ওটা বহু দূরের কোন জগৎ থেকে এসেছে, একটা সম্পূর্ণ ভিন্ন জগৎ থেকে এবং

ওই অদ্ভুত যানটি দীর্ঘকাল যাবৎ মহাজগতে উড়ে বেড়িয়েছে।'

বেদা জিজ্ঞেস করল, 'এর্গ নওর কি কখনো জানতে পারবে না যে মণ্ডলাকৃতি-চাকতিটি মহাবিশ্বের এত সুদূর থেকে, অন্য ছায়াপথ থেকে, এণ্ড্রোমিডা নীহারিকা থেকে এসেছে। অত্যন্ত দুঃখজনক যে আজকের এই সংকেতবার্তা সে জানতে পারল না!'

দার ভেতের দৃঢ় বিশ্বাসের স্বরে বলল, 'জানতে সে পাবে! পরিষদকে আমরা বলব বিশেষ বার্তা পাঠানোর জন্য প্রয়োজনীয় শক্তি সরবরাহ করতে। মহাকাশযানটিকে আমি ডাকব ৩৬ নং কৃত্রিম উপগ্রহের মাধ্যমে। আমাদের বেতারসংকেতের সীমানার মধ্যে 'লেবেদ্' আরও ঊনিশ ঘণ্টা থাকবে।'

পরিশিষ্ট

(১) **বিলিয়ন** — লক্ষ কোটি (ইউরোপের ক্ষেত্রে)।

(২) **পারসেক** — জ্যোতির্বিদ্যায় দূরত্ব পরিমাপের একক। এটি ৩·২৬ আলোক বর্ষ।

(৩) **স্পোরামিন**—নিদ্রাহীনভাবে জীবদেহকে দীর্ঘকাল সক্রিয় রাখার মতো ওষুধ (কাল্পনিক)।

(৪) **আনামেসন** — পারমাণবিক জ্বালানী, পরমাণুর কেন্দ্রের বন্ধগুলি ভেঙে তৈরী। এর নিঃসরণ বেগ আলোকের গতির সমান (কাল্পনিক)।

(৫) **দিশারী বোমা** (বম্ বেকনস্)—শক্তিশালী স্বয়ংক্রিয় বেতার-রবোট, এগুলি গ্রহের বায়ুমণ্ডলে প্রবেশ করে সঙ্কেত প্রেরণে সক্ষম। প্রাথমিক নিরীক্ষাকার্যে এগুলি মহাকাশযান থেকে নিক্ষিপ্ত হয় (কাল্পনিক)।

(৬) **স্বাধীন বছর** (ইন্ডিপেন্ডেণ্ট ইয়ার) — পার্থিব বৎসর, যা মহাকাশযানের গতিনিরপেক্ষ।

(৭) **শ্রেণীর বর্ণালী** (স্পেকট্রাল ক্লাসেজ)—এগুলি অক্ষর O, B, A, F, G, K, M দ্বারা নির্দেশিত হয়। এগুলি তপ্ত নীল

নক্ষত্রগুলির পৃষ্ঠভাগের তাপমাত্রা ১ লক্ষ ডিগ্রী সেণ্টিগ্রেড থেকে লাল নক্ষত্রগুলির ৩ হাজার ডিগ্রী সেণ্টিগ্রেড তাপমাত্রা পর্যন্ত ক্রমবিন্যাস অনুসারে বিভক্ত। এখানে প্রতি শ্রেণী প্রতি দশ ডিগ্রীর বর্ধিত পরিসরে, যথা A৭ সূচকাবলী দ্বারা চিহ্নিত। বিশেষ শ্রেণীর নক্ষত্র যেমন, N, P, R, S প্রভৃতির বর্ণালীতে অধিক পরিমাণে কার্বন, সাইনোজেন, টাইটেনিয়াম, জিরকোনিয়াম আছে।

বিঃ দ্রঃ। বিভাগীকরণের অন্য পদ্ধতিতে শ্রেণীর বর্ণালী O, B, A, F নক্ষত্রকে 'শাদা নক্ষত্র' বলা হয়, এই গ্রন্থের মতো 'নীল নক্ষত্র' বলা হয় না।

(৮) **কোয়াণ্টাম শিখর** (কোয়াণ্টাম লিমিট)—আলোকের গতিবেগে নিকট গতিবেগ (সাবফোটোনিক ভেলোসিটি)। এতে কোন কঠিন পদার্থ থাকতে পারে না। এ সময় বস্তুর ভর হয় অসীম এবং সময়ের পরিমাণ হয় শূন্য।

(৯) K-**কণিকাসমূহ** — বৃত্তাকার মেসন মেঘের বিচূর্ণিত কণা থেকে পারমাণবিক কেন্দ্রে যে কণিকাসমূহ গঠিত হয় (কাল্পনিক)।

(১০) **আইসোগ্রেভস্** — মহাকর্ষক্ষেত্রে সমশক্তিসম্পন্ন রেখাসমূহ (কাল্পনিক)।

(১১) **পরমাণুভূত জমাট অক্সিজেন** (এ্যাটমাইজড্ সলিড অক্সিজেন)—আণবিক (O_2) অক্সিজেন নয়, আলাদা আলাদা পরমাণুতে বিভক্ত অক্সিজেন। এই অবস্থা তীব্র রাসায়নিক প্রক্রিয়াকে সাহায্য করে এবং পূর্বের অবস্থার চাইতে বৃহত্তর চাপ সৃষ্টি করে।

(১২) **সর্বোচ্চ রেডিয়েণ্ট** — গ্রহের আবহমণ্ডলের সীমার বাইরে আবর্তিত মহাকাশযানের কক্ষপথের ব্যাসার্ধ। এই ব্যাসার্ধে মহাকাশযান সমান দূরত্বে কক্ষপথ পরিবর্তন না করে আবর্তিত হতে পারে। এটি গ্রহের পরিমাণ ও ভরের ওপর নির্ভরশীল (কাল্পনিক)।

(১৩) **কেলভিন স্কেল** — তাপমাত্রার মান। অ্যাবসলিউট জিরো বা পরম শূন্য –২৭৩° সি বা –৪৫৯° এফ থেকে মাপটি শুরু হয়।

(১৪) **সিলিকলোয়েড** — সিলিকল থেকে উৎপন্ন স্বচ্ছ পদার্থ। এটি অংশুল সিলিকল ও জৈব পদার্থ থেকে রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় উৎপন্ন (কাল্পনিক)।

(১৫) **সিলিকোবোরাম** — বোরাম কারবাইড ও সিলিকলের রাসায়নিক মিশ্রণের ফলে উৎপন্ন এক অত্যন্ত কঠিন ও স্বচ্ছ পদার্থ (কাল্পনিক)।

(১৬) **ক্লোরেলা** — শর্করা ও প্রোটিন সমৃদ্ধ সামুদ্রিক শৈবাল।

(১৭) **ক্রোমক্যাটপ্‌ট্রিক বর্ণসমূহ** — অভ্যন্তরীণ স্তর থেকে আলোর তীব্র প্রতিফলনে সৃষ্ট শিল্পীর রঙ (কাল্পনিক)।

(১৮) **রেপাগুলার ক্যালকুলাস** — দ্বিমেরু গণিতের ক্যালকুলাস। এক অবস্থা থেকে অন্য অবস্থায়, একটি গাণিতিক চিহ্ন থেকে অন্যতর চিহ্নে রূপান্তরের মুহূর্ত পরিমাপের গণিত (কাল্পনিক)।

(১৯) **দ্বিমেরু গণিতশাস্ত্র** (বাইপোলার ম্যাথ্‌মেটিকস্‌) — বিপরীত বিশ্লেষণ ও সমাধানভিত্তিক দ্বন্দ্বমূলক ন্যায়শাস্ত্রভিত্তিক গণিত (কাল্পনিক)।

(২০) **কোহলিয়ার ক্যালকুলাস** (কক্‌লিয়ার ক্যালকুলাস্‌) — দ্বিমেরু গণিতের শাখাবিশেষ। অগ্রসরমান সর্পিল গতি এর আলোচ্য বিষয় (কাল্পনিক)।

(২১) **টিরাট্রন** — মানবদেহের স্নায়ুপ্রক্রিয়া, বিশেষত হৃৎস্পন্দন উদ্দীপন ও রক্ষা সম্পর্কিত ইলেক্‌ট্রনিক যন্ত্র (বা ইলেক্‌ট্রন বাতি) (কাল্পনিক)।

(২২) **স্নায়ুর সম্রাবী উদ্দীপক** — স্নায়বিক গ্রন্থিজাত রস থেকে তৈরী ওষুধ, যা কয়েক প্রকার নির্দিষ্ট স্নায়ুর ওপর সক্রিয় (কাল্পনিক)।

(২৩) **ভূতাত্ত্বিক বোমা** — গ্রহ আবিষ্কারের উদ্দেশ্যে গ্রহপৃষ্ঠের পদার্থের নমুনা সংগ্রহের জন্য নিক্ষিপ্ত অতীব বিস্ফোরক বোমা। এই বিস্ফোরণের ফলে উপরিভাগের পদার্থের নমুনাগুলি উৎক্ষিপ্ত হয়ে আবহমণ্ডলের উচ্চস্তরে পৌঁছয় (কাল্পনিক)।

(২৪) **স্টোক্যাস্টিক** — গণিতের অংশবিশেষ, যা বৃহৎ সংখ্যাগুলির নিয়মাবলী বা সূত্র বিশ্লেষণ করে।

(২৫) **সাইটো আর্কিটেক্টনিকস্** — স্নায়ু কোষগুলির বৈশিষ্ট্য ও শ্রেণীবিভাগ অনুযায়ী মস্তিষ্কের গঠনপ্রণালীর বিশদ বিশ্লেষণ।

(২৬) **তৃতীয় সাঙ্কেতিক তন্ত্র** — নির্বাক থেকে চিন্তাপ্রেরণ (কাল্পনিক)।

